বিমাতা

বা

বিজয়-বসন্ত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

জয়সেন	জয়পুরের রাজা।
বিজয়, বসন্ত	রাজকুমারদ্বয়।
দুর্ব্বুদ্ধি	রাজশ্যালক।
সুমন্ত্র	রাজমন্ত্রী।
বলবন্ত বর্ম্মা	শস্ত্রশিক্ষক।
ভবদেব শর্ম্মা	শাস্ত্রশিক্ষক।
বটুকচাঁদ	দুর্ব্বুদ্ধির মোসাহেব।
শীতলরায়, দর্শনলাল	জয়পুরের অধীন তালুকদার।
ব্রহ্মচারী।	
ভারদ্বাজ	ঋষি।
কিষণলাল, বিষণলাল	রাজবাটীর জমাদার।

কঞ্চুকী, সভাসদ্গণ, প্রহরিগণ, কোতোয়াল, জল্লাদ, বন্দী, পারিষদ্গণ, ভগ্নসৈন্যদ্বয়, কাঠুরিয়াদ্বয়, মুনি ও মুনিবালকগণ।

স্ত্রীগণ।

দুর্জ্জয়ময়ী	জয়সেনের দ্বিতীয় পক্ষের রাণী।
শান্তা	বিজয় বসন্তের পালনকর্ত্রী ধাত্রী।
দুর্লতা	ছোটরাণীর প্রিয় পরিচারিকা।
যমুনা	পরিচারিকা।

মুনিপত্নী ও মুনিকন্যা।

বিমাতা

বা

বিজয়-বসন্ত

(পারিবারিক নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

বিষণলাল ও কিষণলাল।

বিষণ। না হয় জনখেটে খাব, ভিক্ষা কোরে খাব, না খেয়ে ম'রে যাব, তবু এ রাজ-বাড়ীর চাকরী কর্‌বো না, বনে গিয়ে গাছ-তলায় থাক্‌বো, এ রাজ্যে বাস কর্‌বো না।

কিষণ হয়েছে কি?

বিষণ। এ পাপরাজ্যে মানুষে থাকে, যার গায়ে মানুষের চামড়া আছে, সে এ রাজ-বাড়ীতে চাকরী করে? আমায় যে যা বলুক, আমি কখনও থাক্‌বো না, আজি চ'লে যাব।

কিষণ। ব্যাপারটা হয়েছে কি, খুলে বলে না, খালি আপনা আপনি রেগে ব'কে মরে।

বিষণ। লাথি—আমায় লাথি—রাজ-বাড়ীর চাকরী করি ব'লে আমাদের বাইরে পাঁচজনে মান্য কোরে থাকে, রাজার বাড়ী চাকরী করা তো ইজ্জতের জন্যে, সেই ইজ্জতই যদি গেল তো চাকরীতে দরকার?—এত বড় তেজ—কথায় কথায় পা উঠান—লাথি!

কিষণ। কি লাথি, তোমায় লাথি, কে সে, কে মার্‌লে?

বিষণ। আর কে, অত তেজ আর কার, যারে খেটে খেতে হয় না, মেগের ভাই অন্নদাস।

কিষণ। কি নূতন শালা দুর্ব্বুদ্ধি; হ্যাঁ, তা সে পারে বটে, তা এত দেশ থাক্‌তে খামকা খামকা তোমার ওপর এত চোট হলো কেন?

বিষণ। আর কেন, তার গুষ্টীর পিণ্ডি চট্‌কাইনি ব'লে, নরকের আগোড় ঠেলাঠেলি কচ্ছে, আমি তার সঙ্গে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়িনি ব'লে, আমি ছাপোষা মানুষ, ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি, আমায় বলে কি না—গয়াপ্রসাদের গাঁয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে—একবার আক্কেলটা দেখ দেখি।

কিষণ। সে কি! সে কি! গয়াপ্রসাদ সিংএর গাঁয়ে আগুন। অতি ভদ্রলোক তিনি, তাঁর সর্ব্বনাশ করা কেন?

বিষণ। আর কেন, দিন নাই, দুপুর নাই, হরঘড়ি তাঁর কাছে গিয়ে দুহাজার দাও, পাঁচ হাজার দাও, কত তিনি যোগান দেন বল।

য়ারকির টাকা জুটলো না ব'লে দে তাঁর গাঁ জ্বালিয়ে, নরুকের নরুকে কাণ্ডে যোগ দিতে হইনি, তাই আমাকে একেবারে জুতোসুদ্ধ লাথি; আর মায়া-দয়ায় কাজ নাই, রাজার মুখ চাওয়া ঢের হয়েছে, রাজবাড়ীর পোষাক পরা এই পর্য্যন্ত, আমি চল্লুম, লাথি খেয়ে যে থাক্‌তে হয়, সে থাক্‌বে।

কিষণ। তা কি জান বিষণলাল, রাজা রাজ-কার্য্য ছেড়ে অন্তঃপুরে ডেরা নিলেন, এ দিকে শালা বোনের জোরে যা ইচ্ছে তাই কচ্ছে, এখন তো হবেই ঐ সব।

বিষন। উৎসন্ন গেল—সব উৎসন্ন গেল, কিষণলাল, সর্ব্বনাশ হ'ল!

কিষণ। চুপ্ চুপ্—আস্তে আস্তে।

বিষন। কিসের আস্তে আস্তে, চাকরীর মায়া তো ত্যাগ করেছি, আমি কারুকে ভয় কোরে বল্‌ছি নি; যে ছোট রাণীর চর থাকে, শুনুক না কেন, তিনি নিজেই শুনুন না কেন, ভয়ে গুজ্ গুজ্ কোরে ক্রমে যত দূর বাড়্‌বার বেড়ে উঠেছে, রাজপুরে রাক্ষসী ঢুকেছে, ডাকিনী এসে রাজার কাঁধে চেপেছে, সিংহাসনের উপর দে শিয়াল দৌড়ুচ্ছে, চাঁদোয়ায় চাম্‌চিকে ঝুল্‌ছে, ছাতার উপর পেঁচা ডাক্‌ছে, খালি ছোটরাণী আর তাঁর নরুকে ভাই দুর্ব্বুদ্ধির লাফালাফি পড়েছে, আর সবার মুখ অন্ধকার, সবার চোখে জল, মন্ত্রী-মহাশয়ের মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না।

কিষণ। কি জান ভাই, এখন কারও মুখের দিকে চেয়ে কাজ নাই, যে যার আপনার মুখের দিকে চাও; সিংহাসনের উপর দিয়ে শিয়াল ছুটছে বল্‌ছ—আজ চার্‌পেয়ে শিয়াল, কাল না হয় দুপেয়ে শিয়াল দুর্ব্বুদ্ধি বস্‌বে। শালাই যদি সিংহাসনে বস্‌লো, তা আমরা শালারাই বা ফাঁকি পুড়ি কেন? জুচ্চুরীও নয়, নেমকহারামীও নয়, মহারাজ সখ কোরে সিংহাসন ছেড়ে দিলেন, দুদিন রয়ে দেখ না, কার বরাতে কি আছে, বলা যায় কি, কি জানি, তোমায় আমায় যদি শ্বেতহস্তী শুঁড়ে কোরে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।

বিষণ। কিষণলাল, তুমি থাম, ঠাট্টা-তামাসা এ সময়ে ভাল লাগে না, ছারখার গেল, রাজ্য ছারখার গেল, ও কে আসে!

(শীতল রায়ের প্রবেশ)

শীতল। আজ যা হয়, একটা নিষ্পত্তি কোরে তবে যাব।

বিষণ। কে মহাশয় আপনি?

শীতল। চম্পায়নের তালুকদার, নাম শীতলরাও, রাজসাক্ষাৎ কর্‌বো, বিশেষ প্রয়োজন।

বিষণ। অপেক্ষা করুন, মন্ত্রী মহাশয় এখনি আস্‌বেন, মহারাজ এখন দরবারে নাই।

শীতল। আচ্ছা, এখন না হয় অপরাহ্নে, অপরাহ্নে না হয় কা'ল, কা'ল না হয় পরশু। যত দিন না রাজ-সাক্ষাৎ পাই, তত দিন এই দেউড়িতে প'ড়ে থাক্‌বো, একটা নিষ্পত্তি না কোরে আমি যাচ্ছি না।

বিষণ। কি মহাশয়, কি হয়েছে?

শীতল। জয়পুর রাজসংসারে যা কখন হয় নাই, তাই হয়েছে, আর কি হবে; অত্যাচার—অত্যাচার, মূর্খ আধুনিক লম্পট পাষণ্ডদিগের অত্যাচার।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র। এ কি, এ কি, শীতল রায় মহাশয় যে, আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

শীতল। মন্ত্রী মহাশয়, প্রণাম, মহারাজ কোথায়? আমায় রাজ-সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।

সুমন্ত্র। আজ্ঞা, মহারাজের শরীর অসুস্থ, তিনি অন্তঃপুরে আছেন।

শীতল। অন্তঃপুরে আছেন, প্রজারক্ষণের ভার কার উপর দিয়েছেন? প্রজাপীড়নের ভার তো শ্যালক কুলকলঙ্ক দুরাত্মা দুর্ব্বুদ্ধির উপর পড়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি।

সুমন্ত্র। মহাশয় স্থির হ'ন, স্থির হ'ন, কি হয়েছে শুন্‌ছি। (ভৃত্যদের প্রতি) তোমরা ভিতরে যাও।

কিষণ। শুন্‌ছ, মামুজী আবার কি কারখানা করে বসেছে।

বিষণ। সর্ব্বনাশ কর্‌লে, সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

[উভয়ের প্রস্থান।

শীতল। মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজ কবে দরবারে আস্‌বেন? তাঁর সাক্ষাৎ আমার বিশেষ প্রয়োজন।

সুমন্ত্র। তা তো—তা তো ঠিক, এখন বল্‌তে পাচ্ছিনি, শরীর অসুস্থ, মহারাজ এখন প্রায়ই অন্তঃপুরে অর্থাৎ তিনি এখন আর দরবারে বড় বসেন না।

শীতল। তবে কি মহারাজ আজকাল সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই থাকেন, তবে আর এ সব অত্যাচার হবে না কেন?

সুমন্ত্র। তা নয়, তা নয়, অসুস্থ—অসুস্থ, চিত্তবিকার; তা আপনি এখন আসুন, বিশ্রামাদি কর্‌বেন। কি আবেদন আমায় বলুন দেখি, আমি কিছু কর্‌তে পারি কি না।

শীতল। বুঝেছি, আর বিশ্রামও কর্ত্তে হবে না—আবেদনও শুন্‌তে হবে না, কারাধ্যক্ষকে ডাকুন, আমায় বন্দী করুক।

সুমন্ত্র। সে কি, সে কি, মহাশয় কি বলেন?

শীতল। দুদিন বাদে তো সেই পদাতিক পাঠিয়ে বেঁধে আন্‌বেন, তা আর অপমানটা কেন, আপনিই এসেছি।

সুমন্ত্র। মহাশয় ও কি কথা বলেন, আপনি মহারাজের একজন সম্মান্ত তালুকদার।

শীতল। আর সম্মান্ত তালুকদার, রাজার রাজস্ব না দিতে পার্‌লে তো আর তালুকদারের সম্মান নাই; আগামী চৈত্র-পূর্ণিমায় রাজস্ব দাখিল কর্‌বার দিন, একটী কপর্দ্দকও আদায় নাই, রাজশ্যালক দুর্ব্বুদ্ধির প্ররোচনায় প্রজারা সব বিদ্রোহী হয়েছে।

সুমন্ত্র। বটে বটে, তা আমি ছোটরাণী মার কাছে সংবাদ—না না—মহারাজকে নিবেদন কোরে না হয় আমি নিজেই এর একটা বিহিত কর্‌ছি, দুর্ব্বুদ্ধির অল্প বয়েসে কিছু অস্থিরচিত্ত, তা আপনি চিন্তিত হবেন না, আজ বিশ্রাম করুন, রাজবাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করুন, কা'ল প্রাতে সরকার হতে একজন তহশীলদার আর জনকতক পদাতিক আমি পাঠিয়ে দিব, সব ঠিক হয়ে যাবে। কে আছ ওখানে?

(কিষণলালের প্রবেশ)

কিষণ। আজ্ঞা করুন।

সুমন্ত্র। তুমি রায় সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে লালকুঠীতে যাও, চৌবেজীকে বলো, ইনি একজন প্রধান তালুকদার, আজ রাজবাটীর অতিথি। মহাশয়, এঁর সঙ্গে গমন করুন।

শীতল। আচ্ছা, মহাশয়, দেখুন যা ভাল হয়, প্রণাম।

[কিষণ ও শীতল রায়ের প্রস্থান

সুমন্ত্র। হা অদৃষ্ট, হা অদৃষ্ট! এই বৃদ্ধ-বয়সে কত মিথ্যা কথাই বল্‌তে হচ্ছে; নবীন কামিনীর কমনীয় কান্তিতে ও মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজ দিবানিশি অন্তঃপুরে বিলাসভবনে বিরাজমান, প্রজাগণ রাজ-দর্শনের জন্য সতত লালায়িত। চিরদিন তার

সভা-সমারোহে জয়ধ্বনি করেছে, সাক্ষাতে সিংহাসনের পদতলে আপনাদের দুঃখের আবেদন প্রদান করেছে, আজ বিপরীত ব্যাভারে তাই তারা অসন্তুষ্ট, অসুস্থ অসুস্থ ব'লে আর কত দিন তাদের আমি মিথ্যা প্রবোধ দিব? হা পুরোহিত মহাশয়, তুমি কি সর্ব্বনাশ করলে! মহারাজের এ বয়সে কোনমতেই দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের ইচ্ছা ছিল না, দক্ষিণা-লোভী যাজক-ব্রাহ্মণ কেন এ অনর্থ ঘটালে! সোনার সংসারে গরলের বাতী জ্বেলে দিলে! আহা, রাজকুমারদ্বয়—

(শান্তার প্রবেশ)

কি শান্তা, তুমি এখন এখানে যে!

শান্তা। মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজ কোথায়, অন্তঃপুরে? উপায় বলুন, বিজয়-বসন্তকে তো আমি আর কোনমতে স্থির রাখ্‌তে পারিনি, তারা রাজবাড়ীতে আস্‌বার জন্যে, মহা-রাজকে দেখ্‌বার জন্যে অধৈর্য্য হয়েছে।

সুমন্ত্র। শান্তা, তুমি কি না জান, এর উপায় আমি তোমায় কি বল্‌বো, কুমারেরা তোমায় জননীর ন্যায় দেখেন, তোমার কথার অবাধ্য তাঁরা কখনও নন, দিন দিন যেরূপ ব্যাপার গুরুতর দেখ্‌ছি, মহারাজের চিত্ত যেরূপ ক্রমশঃ কুটিলজালে আবদ্ধ হচ্ছে তাতে আমার পরামর্শে কুমারদ্বয়ের রাজ বাটীতে প্রবেশ না কোরে শিক্ষা-ভবনে থাকাই মঙ্গল।

শান্তা। সে কি মন্ত্রী মহাশয়, তবে কি বাছারা আমার একেবারে পর হয়ে গেল? তাদের রাজ্য, তাঁদের ঐশ্বর্য্য, তাদের ঘর একজন পরের মেয়ে এসে দখল করলে! ছেলে হয়ে বাপকে দেখ্‌তে পাবে না, বাপের কাছে থাক্‌তে পাবে না, শত্রুর মুখে ছাই দে বিজয় আমার ক্রমে বড় হয়ে উঠ্‌লো, জ্ঞান হচ্ছে, একটু একটু সব বুঝ্‌তে পাচ্ছে, সে কি মনে করে, বলুন দেখি? আর বসন আমার দুধের বাছা, তার এখন কত আবদার, মা নেই, বাপ ত্যাগ করলে; তার সেই আদ-রের আবদার এখন আর কার কাছে করবে?

সুমন্ত্র। জগদীশ্বরের হাত—শান্তা, জগদী-শ্বরের হাত, মঙ্গলময় এখন মহারাজের সুমতি না দিলে কোন উপায়ই নাই। বৃদ্ধ-বয়সে এই ইন্দ্রিয়লালসার পরিণাম, আমি কেবল বিপুল বিপদেরই সমাবেশ দেখ্‌ছি।

(কিষণলালের প্রবেশ)

কিষণ। মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে একবার কষ্ট কোরে শীগ্‌গির আস্‌তে হবে।

সুমন্ত্র। কেন, কেন, কোথায়, কি হয়েছে?

কিষণ। দুর্ব্বুদ্ধি মহাশয়—

শান্তা। ছোটরাণীর ভাই!

সুমন্ত্র। হ্যাঁ, পাপের উপর পাপ; আবার সে করেছে কি?

কিষণ। রাধাবল্লভজীর বাড়ী গিয়ে তিনি মহা উৎপাত কচ্ছেন, ভাণ্ডারী, পূজারী, টহল-দার সকলকে মার্‌তে যাচ্ছেন, ভাণ্ডারের চাবী কেড়ে নিয়েছেন, বল্‌ছেন, অতিথিসেবা বন্ধ, মুষ্টি-ভিক্ষা বন্ধ; বলেন, এ সব বাজে খরচ, এই কোরে রাজ্য ছারখার গেল, কাঙ্গা-লীরা মহা হল্লা করছে, তিনি ছাদের উপর থেকে সকলকে পাথর ছুড়ে মারছেন।

সুমন্ত্র। অনেক দিন এ সংসারে আছি; পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের অন্নে প্রতিপালিত, মহারাজ জয়সেনের চরিত্র মূলে অতি মহৎ, নইলে এত দিন তীর্থবাস কর্ত্তেম—তীর্থবাস কর্ত্তেম।

কিষণ। দাসের প্রতি কি আজ্ঞা মন্ত্রি-বর?

সুমন্ত্র। চল, দেখি গে রাধাবল্লভজী কি করেন!

শান্তা। মন্ত্রী মহাশয়, আমি এখন করি কি?

সুমন্ত্র। ভগবানকে ডাক শান্তা, বিপদ্-ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক।

[মন্ত্রী ও কিষণলালের প্রস্থান।

শান্তা। দয়াময় হরি, এখন আমি কি করি; বড়রাণী মৃত্যুশয্যায় কুমার দুটীকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। আহা! বাছারা আমার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে, মায়ের কোল পেলে না, কোথা থেকে সর্ব্বনাশী ডাকিনী এসে বাপের কোল থেকে বাছাদের বঞ্চিত করলে! আমি কত আর ভুলিয়ে রাখ্‌বো, কি কোরে ভুলাব?

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কি চাই, কি চাই, কে জানে প্রাণ কি চায়, সকলই তো আছে, অথচ যেন কি নাই—কি নাই! রাজকার্য্য রাজকার্য্য কোরে মন্ত্রী সততই বিরক্ত করেন, কেন, এত কাল তো আমি স্বয়ং সমস্ত কাজ দেখ্‌লেম, এখন কোন প্রকারে কি মন্ত্রী কার্য্য চালাতে পারেন না? না হয় আমি কিছু দিন আরাম কল্লেম। আরাম—আরাম! প্রিয়তমার সুকোমল হৃদয়ই আমার আরামের স্থান, সেই মোহিনী মাধুরী দিবানিশি দেখ্‌ছি, তবু কেন পিপাসা মেটে না; যে আরাম চাই, সে আরাম কেন পাই না? কি, বয়েস হয়েছে ব'লে এতই কি বৃদ্ধ হয়েছি যে, প্রাণে আমার প্রিয়তমার প্রণয় উপভোগের ক্ষমতা নাই?

শান্তা। ও কে ও, মহারাজ না, তাই তো, মহারাজ!

রাজা। কি আজ্ঞা প্রাণেশ্বরি!

শান্তা। মহারাজ, আমি শান্তা।

রাজা। অ্যাঁ, প্রিয়তমে, না না—কে ও, অ্যাঁ, শান্তা—শান্তা, তুমি এখানে—শান্তা, তুমি এখানে?

শান্তা। কেন মহারাজ, আমারও কি এ পুরীতে আস্‌তে মানা আছে?

রাজা। না না, তা নয়, তবে তুমি কুমারদের ছেড়ে এসেছ, তাই—তাই বল্‌ছি।

শান্তা। মহারাজ, দাসীর অপরাধ নেবেন না, কুমারদের কথা কি আপনার এখনও স্মরণ আছে?

রাজা। সে কি—সে কি, স্মরণ থাক্‌বে না কেন? তারা বেশ ভাল আছে তো, লেখাপড়া শিখ্‌ছে তো, মাসিক বৃত্তি যা ধার্য্য কোরে দিয়েছি, নিয়মিত পাচ্ছে তো?

শান্তা। আজ্ঞা হ্যাঁ, রাজসংসারে আর পাঁচ জনেরা যেমন খেতে-পর্‌তে পায়, কুমারেরাও তেমনি খেতে পর্‌তে পাচ্ছে বটে, কিন্তু রাজার ছেলে হয়ে তারা রাজবাটীতে আস্‌তে পায় না, বাপ থাক্‌তে তারা বাপকে দেখ্‌তে পায় না, মাতৃহীন বিজয়-বসন আমার বাপেরও পর হয়ে রয়েছে।

রাজা। না—না, পর কেন শান্তা, তবে কি জান, এখানে দেখে শুনে কে; ছোটরাণী ছেলেমানুষ, আর আমার এই বৃদ্ধকাল—না না—তা না, তবে কি না অনেক পরিশ্রম করেছি, এখন একটু আরাম চাই—আরাম চাই; তা তুমি এখন যাও, আমায় আবার অন্তঃপুরে যেতে হবে, এতক্ষণ বোধ হয়, ছোটরাণীর স্নানাদি হয়ে গেছে।

শান্তা। মহারাজ! কুমারদের শুভাশুভ দুটো কথা শোন্‌বার কি আপনার সময় নাই?

রাজা। আছে বই কি—আছে বই কি, এই তো সব শুন্‌লেম, কি জান শান্তা, আমি

না কাছে থাকলে ছোটরাণীর ভাল কোরে খাওয়া টাওয়াটা হয় না,এখানে তাঁর মা নাই, বাপ নাই, আমি না দেখ্‌লে কে দেখ্‌বে বল, তুমি তো সব বোঝ শান্তা।

(একান্তে দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। কোথায় গেল রাজা, বুড়োমড়া নড়েচড়ে আবার হুট-হুট কোরে বাইরে আসে কেন ? ও মা, ঐ না, কার সঙ্গে কথা কচ্ছে, শান্তা আবাগী না, কি ফুসুর ফুসুর কথা হচ্চে, রস্‌ তো, একটু আড়াল থেকে শুনি।

(অন্তরালে অবস্থান)

রাজা। তা শান্তা, তুমি দাঁড়িয়ে কেন আর, যাও, কি জান, এতক্ষণে তাঁর স্নানাদি হয়েছে, জলটল না খেলে আবার হয় তো অসুখ কর্‌বে, আমি যাই।

শান্তা। যাবেন মহারাজ, কিন্তু একদিন বড়মার বড় আদরের দাসী ছিলুম, আপনিও স্নেহ কর্ত্তেন; আপনার ছেলেদের কোলে কোরে মানুষ করেছি, এখন তারা শান্তা-দিদি বই আর জানে না,সেই জোরে জিজ্ঞাসা করি যে, ছোটরাণীর জল খেতে একটু বিলম্ব হবে ব'লে আপনি এত ভাবিত হচ্ছেন, এক তিল না দে'খে আকুল হচ্ছেন, আর আপনার নিজের ছেলেদের, বংশের দুলালদের,বড়মার শেষ চিহ্নগুলের দেখ্‌বার জন্যে মনে কি একটুমাত্র ইচ্ছা হয় না ? আহা! তাদের রূপ দেখ্‌লে চোখ ভুলে যায়, কথা শুন্‌লে কানে সুধা ঢেলে দেয়, কোলে নিলে বুক জুড়িয়ে যায়, মহারাজ, কোন্‌ প্রাণে সেই ননীর পুতুল ছেলেদের ভুলে আছেন ?

রাজা। তাই তো—তাই তো, কি করি, কত দিন দেখ্‌বো দেখ্‌বো মনে করি, কিন্তু অবসর পাই না, আমার প্রাণের ভিতর কি হয়েছে, শান্তা, আমি বুঝ্‌তে পারিনি,তা আজ তুমি যাও, এর পর আর একদিন এস, যা হয় বিবেচনা কর্‌বো, আজ আমার মন স্থির নাই, অনেকক্ষণ দেখিনি—অনেকক্ষণ দেখিনি—ও হ। প্রাণেশ্বরি—কি মাধুরী !

শান্তা। না মহারাজ, যখন আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি—কখনই ছাড়্‌ব না, আমি এখনই বিজয়-বসন্তকে এনে আপনার কোলে দিই, একদিন বিজয় যে সিংহাসনে বস্‌বে, তাকে সেই সিংহাসন দেখান; বসন আমার দুধের বাছা, বাপের কোলে যাবার জন্যে সে চোখের জল ফেলে কাঁদ্‌তে থাকে, একবার কোলে নিয়ে তাকে আদর করুন।

দুর্লতা। আ মর্‌ মাগী, বড় বাড়াবাড়ি দেখ্‌তে পাই যে, আদর করাচ্ছি এই।

শান্তা। আজ্ঞা করুন মহারাজ, আমি বাছাদের আনি।

রাজা। না না শান্তা, না না, আজ না—এখানে না, কি জান—কি জান,এখানে ও সব গোলযোগে কাজ নাই। হৃদয়েশ্বরী—আমার এই ছোটরাণী নিজে অতি ভাল লোক, তাঁর প্রাণ প্রেমে—এই স্নেহে ভরা, তবে কি—পাঁচজন পাঁচ রকম আছে, ছেলেপুলের হাঙ্গাম কাজ কি—কাজ কি ?

দুর্লতা। বুড়ো মরা,পাঁচজন বুঝি দুর্লতা, আ মর্‌—আমি তোর শয়ে কবে আগুন দিয়েছি ?

রাজা। বুঝ্‌লে শান্তা, বুঝ্‌লে ?

শান্তা। সব বুঝেছি, মহারাজ, সব বুঝেছি, আর আমি এখানে তাদের আন্‌বার কথা বল্‌বো না; কিন্তু দাসীর একটী কথা রাখুন, এই আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ছি, একটী ভিক্ষা দিন, একবার আপনি নিজে শিক্ষা-বাড়ীতে গিয়ে বাছাদের দেখা দিয়ে আসুন; বিজয়ের জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, সে মনের দুঃখ মনে চেপে রাখ্‌তে শিখেছে;

কিন্তু বসনের কান্না যে আমি কোনমতে থামাতে পারি নি, সে 'বাবা বাবা' কোরে কেঁদে আকুল হয়, আমি কা'ল কা'ল কোরে আর কত টাল দিয়ে রাখ্‌বো? মহারাজ! বড়মার নাম কোরে আমি আপনার পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌ছি, একবার চলুন, একবার তাদের কোলে নিয়ে ত্নটো মিষ্টিকথা ব'লে ভুলিয়ে আসুন।

রাজা। একবার—একবার যাওয়া, শিক্ষা-বাড়ী—এখান থেকে কত দূর যাওয়া আসা? সেখানে ত্নটো কথাও কইতে হবে, কত দেরি হবে? উঃ, বিস্তর বিলম্ব হবে, ততক্ষণ প্রেয়সী আমার একলা থাকবে। আহা! বালিকা—বালিকা অতি কোমল। না শান্তা, আমি যেতে পার্‌বো না, তুমি যেমন কোরে হয়, তাদের ভুলিয়ে বলো—আমার শরীর অসুস্থ।

শান্তা। এ কথা শুনলে মহারাজ, তারা আরও ব্যাকুল হবে, মানা মান্‌বে না, জোর কোরে ছুটে আপনাকে দেখ্‌তে আস্‌বে।

রাজা। তবে কি হবে, শান্তা, উপায় বল। এ বয়সে আমার সেবা-যত্ন কর্‌বার প্রিয়তমা বই আর কেউ নেই, আমি কেমন কোরে তারে তাচ্ছল্য করি?

শান্তা। আপনি কি সেই মহারাজ জয়সেন? কুহকিনীর কি কুহক! প্রভু, আজ ত্ন বৎসর যে বিজয়-বসনের মুখ দেখেন নি, তারা না আপনার নয়নের মণি? ত্ন বৎসর আজ সেই মণি ত্নটী নয়নের অন্তরালে, কি কোরে আপনি প্রাণ ধ'রে আছেন? কি কোরে দেখ্‌তে যাব না বল্‌ছেন? ত্ন বৎসর পরে একদিন এক দণ্ডের জন্যে আপনার সন্তানদের দেখ্‌তে গেলে কি কা'কে অবহেলা করা হয়? আশ্চর্য্য তাঁর অভিমান, আশ্চর্য্য তাঁর বিষবাণ, আর আশ্চর্য্য আপনার ভয়, আশ্চর্য্য আপনার প্রাণ!

রাজা। শান্তা, ভর্ৎসনা কোরো না, কি জানি, কেন সকলেই আমায় ভর্ৎসনা করে, সাম্‌নে না করুক, আড়ালে করে; আমি সব বুঝ্‌তে পারি। কেন, আমি করেছি কি, হয়েছি কি? এত কাল পরিশ্রম কল্লেম, একটু আরাম কর্‌বো না? একজন যদি প্রাণ দিয়ে আমায় ভালবাসে, আমি একটু কাছে থাক্‌লে যদি সে সুখী হয়, তা থেকে তার ধার একটু সুধ্‌বো না? আমি পুরুষ মানুষ, এই বয়স, ছেলে মানুষ করা কি আমার কাজ?

শান্তা। মহারাজ, ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে ভর্ৎসনা কর্‌বার কে, বড়মার শেষ-সময় মনে কোরে আপনার ছেলেদের মুখ চেয়ে মনের ত্নঃখে কি ব'লে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা করুন; দাসীকে ভিক্ষা দিন, একবার চলুন, তাদের দেখা দে আস্‌বেন, বিজয় মুখখানি চূণ কোরে থাকে, বসন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে 'বাবা বাবা' ব'লে কাঁদে, আমার বুক ফেটে যায়, আমি আর দেখ্‌তে পারিনি।

রাজা। আচ্ছা শান্তা—যাব যাব, কিন্তু আজ না, আর একদিন সুযোগ বুঝে, মধ্যাহ্ন-সময়ে প্রিয়তমা নিদ্রা গেলে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে গোপনে যাব, যাব আর আস্‌বো।

(ত্নর্লতার প্রবেশ)

ত্নর্লতা। মহারাজ না কি কোথায় যাবেন? তা মরুক গে, যেথায় হ'ক যান, যাবার আগে রাণীমার সঙ্গে একবার দেখা কোরে যাবেন, তাঁর কি একটা কথা আছে, আপনাকে বল্‌বেন।

রাজা। অ্যাঁ অ্যাঁ! ত্নর্লতা কোত্থেকে!

ত্নর্লতা। এই আপনাকে খুঁজ্‌ছি, রাণীমা কখন স্নান কোরে উঠেছেন, মুখে জলবিন্তি

দিতে পাননি, মাথার পিত্তি পায়ে পড়েছে, তা আপনার তো আর দেখা পাবার যো নেই। আবার শুন্‌তে পাচ্ছি, পুরী ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন।

রাজা। অ্যাঁ, অ্যাঁ, না না—কোথায় যাব, আমি কোথায় যাব?

দুর্লতা। কোথায় কোন্ চু—কোথায় যাবেন, তা আমরা কি কোরে জান্‌বো, তবে যদি তাই যান, বাপ-মা ভাসিয়ে দেছে, গরীবের মেয়ের একটা যা হয় বন্দোবস্ত কোরে যাবেন।

রাজা। ছি ছি দুর্লতা, এমন অলক্ষণের কথা মুখে এনো না, আমি কোথায় যাব? প্রাণেশ্বরীকে তিলমাত্র ত্যাগ কোরে কি আমার কোথাও যাবার শক্তি আছে?

দুর্লতা। তিলমাত্র না থাকে, তালমাত্র তো আছে, তা এখন একবার ভাল মানুষের মেয়ে পিত্তিপড়ে মারা যেতে বসেছে, দেখ্‌বার অবসর হবে কি? না ঐ বড়াইবুড়ী মৌটুস্কী দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর সঙ্গ নেবেন? যা ভাল বোঝেন করুন, আমি চল্লুম, দেখি গে ভাল মানুষের মেয়ে এতক্ষণ আছে কি নেই।

[দুর্লতার প্রস্থান।

রাজা। অ্যাঁ, সে কি! প্রিয়তমা আমার অসুস্থ! প্রাণেশ্বরি, নয়নের মণি, হৃদয়ের আলো, তুমি পীড়িত! আমার মাথা ঘুরছে, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমি আর নেই—নেই।

(গমনোদ্যোগ)

শান্তা। মহারাজ, বিজয়-বসন—

রাজা। না শান্তা, আমার কেউ নেই, কারেও চাইনি। প্রেয়সি! প্রেয়সি!

[প্রস্থান।

শান্তা। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ একেবারেই পাগল! হা রে মেয়েমানুষ, হা রে তোর রূপ-যৌবন, তোর অসাধ্য কিছুই নেই। বাছা বিজয়, বাছা বসন, যমকে দিয়ে মাকে হারিয়েছিস্, সাপিনীকে দিয়ে বাপকেও হারালি, আরও কতদূর হবে, কে জানে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্জ্জয়ময়ীর কক্ষ।

দুর্জ্জয়ময়ী।

দুর্জ্জয়। তা যে যা বলুক, ও প্রণয়-ট্রণয় প্রেম-ট্রেম আমি বুঝিনি, মনের মিল, প্রাণের ভালবাসা, ওগুলো বাজে কথামাত্র। প্রাণ দিয়ে প্রাণ-বিনিময়, সে আবার কি, তাতে আবার সুখ কি, কে জানে! বৃদ্ধস্বামী না হ'লে কি এ জোরটুকু খাটে, এতটা আদর ঘটে, এমন গরব চলে, যা বল্‌ছি, তাই শুন্‌ছে, যা মনে কর্‌ছি, তাই হচ্ছে, রাতদিন চোখে চোখে রেখেছি, সদা পায়ে পায়ে ফির্‌ছে; দরবার তো আমার ঘর, সিংহাসন তো আমার পালঙ্ক; সুমন্ত্র নামে মন্ত্রী, শাসনের ভার, আদায়ের ভার, ফলে সব দাদার উপর, এ সুখের বদলে মনের মিল নিয়ে কি আমি ধুয়ে খেতুম; এক দুঃখ—একটী আমার ছেলে হ'ল না, হবার আর আশাও নেই। বৃদ্ধ রাজা আর কত দিন? তাই এক একবার ভাবি, পরে কি হবে, দুটো সতীন-কাঁটা আছে, পর কোরে রেখেছি, তবু আছে, শাস্ত্রমতে সিংহাসন বিজয়ের। হ'ক, হ'ক, আমি যে কৌশল কোরে

রেখেছি, রূপের ফাঁদে বুড়োকে যেরূপ আট্‌কে ফেলেছি, অতি অল্প দিন, অতি অল্প দিন, রাজা নিজেই আমার হাততোলায় থাক্‌বে; দাদাকে উপলক্ষ্য রেখে সব নিজের হাতে নেব, কে সিংহাসন দাবি করে দেখি! কি লো তুলি, অমন ফুল্কোমুখী যে?

(তুল্‌তার প্রবেশ)

তুল্‌তা। ফুল্কোমুখীই হই আর উল্কোমুখীই হই, সে তোমারি জন্যে—তোমারি ভাবনায়—তোমারি ভালর চেষ্টায়, নইলে আমার আর কে আছে?

তুর্জ্জয়। কেন, কেন? কি হয়েছে? রাজা কোথায়?

তুল্‌তা। আর রাজা কোথায়, রাজা চল্লো।

তুর্জ্জয়। চল্লো কি লো, সে কি! সর্ব্বনাশ! এর মধ্যে কি হ'ল!

তুল্‌তা। ওগো, মর্‌ছে না গো মর্‌ছে না, যমের বাড়ী যাবার কথা বলিনি, তা মিন্‌ষেকে আঁতুড়-ঘরে আকন্দ-ডাল মুড়ি দিয়েছিল, এমন হেজেলদাগা যে, তোমায় লিখে পড়ে দে মর্‌বে।

তুর্জ্জয়। ও কি কথা তুলি!

তুল্‌তা। সত্যি কথা বলি। তুলির পেটে একখানা মুখে একখানা নেই; কেন, কিসের জন্যে, কত সোনারচাঁদ সোনারচাঁদ রাজপুত্তুর তো ছিল, সবাইকে ঠেলে বুড়োর গলায় মালা দেওয়াই বা কেন? যদি রাজ্যি ঐশ্বয্যই বা না পাবে, সব্বে-সব্বাই বা না হবে, আপনার পাঁচ জনের ভালই না কর্‌তে পার্‌বে

তুর্জ্জয়। যাক, সে কথা এখন থাক, এখন রাজার কথা কি বল্‌ছিলি, শীগ্‌গির বল্।

তুল্‌তা। আর কি বল্‌বো, রাজা চল্লো, সেজেগুজে ছেলে আন্‌তে চল্লো। বাপ, বাপ! সতীন কি বালাই, মাগী মরেছে, চুলোয় গেছে, তবু দুটো কাঁটা রেখে গেছে, আবার কাঁটার ওপর কাঁটা মন্তুরী নচ্ছারণী শান্তি। তোমায় ঘরে উঁকি মেরে দেখি মিন্‌ষে নেই, আবার বার-মহলে গিয়ে দেখি না শান্তি আবাগীর সঙ্গে কি ফুস্থর ফুস্থর হচ্ছে। আড়াল থেকে শুন্‌লুম যে, রাজা নিজে সেজে-গুজে শিক্ষেবাড়ী যাবেন, ছেলেদের কোলে কোরে আন্‌বেন, বড়টীকে সিংহাসনে বসাবেন, ছোটটীকেও কোথাকার রাজ্যিপাট দেবেন, আর তোমার ভাগ্যে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বনবাস, নয় হেটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে অন্দরেতে গোর। মানা করি, একশো-বার মানা করি যে, মিন্‌ষেকে ছেড়ো না, চোখের আভাল করো না।

তুর্জ্জয়। তুই কি বলিস্ তুলি! চোখে চোখেই তো রেখেছি, নাইতে খেতেও কি নড়্‌বো না?

তুল্‌তা। এই তো নাওয়া খাওয়া বেরিয়ে গেল, সে দু ছোঁড়া এসে বাড়ী দখল কোরে বস্‌লে তুমি আর কিসের মধ্যে থাক্‌বে? হাজার হ'ক ছেলে, আড়ালে আড়ালে আছে, এক রকম আছে, রাতদিন চোখে চোখে থাক্‌লে আর কি রক্ষে থাক্‌বে, মায়া হবেই হবে, তখন কি তোমার পানে রাজা আর ফিরে চাবে?

তুর্জ্জয়। চুপ্ কর্ তুল্‌তা, তুই কি আমায় চিনিস্‌নে, ছেলেবেলা থেকে তেজ দে'খে বাপ মা নাম রেখেছিল তুর্জ্জয়ময়ী, আমি তুর্জ্জয়ময়ী নামেও, তুর্জ্জয়ময়ী কর্ত্তব্যেও। মনে করেছিলেম কিছু বল্‌বো না, থাচ্ছে দাঁচ্ছে এক পাশে প'ড়ে আছে থাক, প্রাণে হন্তারক হব না,

তা আমায় ভাল থাক্‌তে দিলে কৈ; পাঁচ শত্তুরে ভাল থাক্‌তে দিলে কৈ? এত বাড়াবাড়ি! পুরীতে এনে সিংহাসনে বসান। একবার আমায় বলা নেই, আমার হুকুম নেওয়া নেই? দেখ্‌বো—দেখ্‌বো—দেখ্‌বো! এত দিন নিজমূর্ত্তি ধরিনি, আজ থেকে ধর্‌বো; দেখ্ ত্তুলতা দুর্জ্জয়ময়ী কি কাণ্ড করে।

দুর্লতা। মা আমার, মা আমার, সোনার লক্ষ্মী মাটী আমার, দেখ দেখি, এই তো চাই, এই তো চাই, নাও গহনা-গাঁটীগুলো ছড়িয়ে ফেলে দাও, চুলগাছটা এলিয়ে দাও, একখানা খড়মড়ে কাপড় নিয়ে মুখটো খানিক রগ্‌ড়াও, রগ্‌ড়ে ভূঁয়ে আছাড় খেয়ে প'ড়ে থাক, আমি মিন্‌ষেকে তোমার নাম কোরে ভয় দেখিয়ে এসেছি, এখনি আস্‌ছে ছুটে; বিজে-বসনাকে কেটে রক্ত এনে দেখাবে, তবে কথা কবে।

দুর্জ্জয়। না না দুর্লতা, মানের পালা নয়, হাসিমুখে কাজ হাসিল কর্‌বো, রাজা নিজে এসে আমার কোলে ছেলে তুলে দেবে।

দুর্লতা। ও সর্ব্বনাশ! এই বুঝি তুমি দুর্জ্জয়ময়ী, এই বুঝি তোমার কাণ্ড করা? এত মা বল্লুম, বাছা বল্লুম, সোনা বল্লুম, লক্ষ্মী বল্লুম, সে কি হেসে হেসে স্তীন কাঁটাকে কোলে নেবার জন্যে? একেবারে অধঃপাতে গেছ! বুড়ো মিন্‌ষে মন্তর করেছে, শেকড় খাইয়েছে।

দুর্জ্জয়। তোর মাথা খাইয়েছে, তুই চুপ্ কোরে থাক্, কথা ব'স্‌নে, আগে দেখ্, আমি কি করি, তার পর বলিস্। তুই একবার শীগ্‌গির যা, দেখ্, দাদা কোথা, তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বলিস্, যা যা, শীগ্‌গির যা, এখনি রাজা আস্‌বে।

দুর্লতা। দেখ মা, বুদ্ধিতে যা ভাল হয় কর, কিন্তু কাঁটা তোল, কাঁটা তোল, নইলে আর রক্ষে নাই।

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। বটে রাজা, আজও দুর্জ্জয়ময়ীকে চেনোনি, তার মধুর হাসি যে প্রেমের নয়, যমের ফাঁসী, তা বোঝনি! এ সিংহাসন কার?—আমার। আমি যাকে বসাবো, সেই বস্‌বে। তুমি কে?—আমার কৃতদাস বই তো নয়।

(রাজার শশব্যস্তে প্রবেশ)

রাজা। প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে, তুমি কোথায়? কেমন আছ? কি হয়েছে? এই যে আমার নয়নানন্দ, আমি কোথাও যাইনে, এই যে এইখানেই ছিলেম, তুমি স্নান কর্‌তে গেলে, তাই বেড়াতে বেড়াতে—বেশী দূর নয়, এইখানেই এই—

দুর্জ্জয়। তা বেশ তো মহারাজ, তার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি এমন কি পুণ্য করেছি যে, আপনি রাতদিন আমার কাছে থাক্‌বেন?

রাজা। তোমার পুণ্য কি? তুমি স্বর্গের দেবী, ইন্দ্রের শচী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, মহাদেবের পার্ব্বতী, তোমার আবার পাপ পুণ্য কি? শাপভ্রষ্টে আমায় উদ্ধার কর্ত্তে মর্ত্ত্যে এসেছ, আমি কত পুণ্য করেছি, আমার পিতৃপিতামহ কত পুণ্য করেছিলেন, তাই ও চরণে স্থান পেয়েছি, আহা, কি রূপ—কি রূপ!

দুর্জ্জয়। মহারাজ, স্থির হ'ন, বসুন, বসুন।

রাজা। প্রাণের প্রাণ! তোমার শরীর অসুস্থ, আমি স্থির হব? রাজ-বৈদ্যগণকে আমি স্বয়ং ডাক্‌তে যাই।

দুর্জ্জয়। না না মহারাজ, কিছু কর্‌তে হবে না, স্নানের পর একটু শিরঃপীড়

হয়েছিল, আপনাকে দেখেই সব সেরে গেছে।

রাজা। আঃ বাঁচ্‌লেম, প্রাণে আমার প্রাণ এল, পৃথিবী এতক্ষণ অন্ধকার দেখ্‌ছিলেম, কিন্তু আমার জীবনসর্ব্বস্ব, এখনও তোমার মুখকমল মলিন দেখ্‌ছি কেন?

দুর্জ্জয়। মহারাজ!

রাজা। না না, মহারাজ না বড় দূর, বড় পর পর, আমায় প্রাণনাথ বল, জীবিতেশ্বর বল, পায়ে ধরি, অমনি একটী মধুর আদরে কথা বল, আমি শুন্‌তে শুনতে স্বর্গে যাই।

দুর্জ্জয়। প্রাণবল্লভ, হৃদয়েশ্বর, আজ শেষরাত্রিতে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দে'খে প্রাণটা বড় উদাস হয়েছে।

রাজা। স্বপ্ন, কি স্বপ্ন? দুঃস্বপ্ন? আমি এখনি দৈবজ্ঞ ডাক্‌বো, যাগযজ্ঞ কর্‌বো, প্রয়োজন হয় রাজসূয় অশ্বমেধ কর্‌বো, তোমার দুঃস্বপ্নের ফল খণ্ডন হবে।

দুর্জ্জয়। মহারাজ!

রাজা। না না—

দুর্জ্জয়। প্রাণনাথ, দুঃস্বপ্ন কি সুস্বপ্ন, তা বল্‌তে পারিনি, কিন্তু অতি বিচিত্র স্বপ্ন! যেন শিয়রে দাঁড়িয়ে একটী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক—

রাজা। পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক! অমন অলক্ষণে কথা আমার সাম্নে বলো না, তোমার অপেক্ষা আবার সুন্দরী কে?

দুর্জ্জয়। মহারাজ! প্রিয়তম! বিস্তর আছে, বিস্তর ছিল, আপনি ভালবাসেন ব'লে দাসীকে দে'খে ভোলেন।

রাজা। "প্রিয়তম" "ভালবাসেন" "ভোলেন" আহা, কি শুন্‌ছি! আমি মলেম—মলেম, আর দেরি নাই!

দুর্জ্জয়। তার পর সেই স্ত্রীলোকটী আমায় কাতরস্বরে দিদি বলে ডাক্‌লেন, আমি যেমন চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, 'আপনি কে?' স্বপ্নে স্ত্রীলোকটী বল্লেন, "আমি বিজয়-বসন্তের মা, আগে এই রাজ্যের রাণী ছিলেম, এখন আমার স্থানে তুমি হয়েচ, আমার স্বামী তোমার হয়েছে। তবে আমার ছেলেদের কেন পর কোরে রেখেছ? তাদেরও কেন তোমার কোরে রাখ না?" আমি যেন বল্লুম, 'না না, তারা তো আমার পর নয়।' তাতে তিনি বল্লেন, "তবে কেন তারা অন্যত্র থাকে? বিজয়-বসন তোমার, তোমাকে দিলেম, তোমার কাছে এনে রাখ। বল রাখ্‌বে?' আমি যেন স্বপ্নে প্রতিশ্রুত হলেম, "হাঁ, রাখ্‌বো।" তার পরে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! প্রিয়তমে, প্রিয়তমে! তোমার স্বপ্নও কি মধুর!

দুর্জ্জয়। মহারাজ, জীবিতনাথ! সেই স্বপ্ন দে'খে অবধি বিজয়-বসনকে কোলে নেবার জন্যে আমার প্রাণ আকুল হয়েছে, বড়দিদির সেই কাতরমুখ কেবল মনে পড়্‌ছে। শীঘ্র বাছাদের আমার কাছে এনে দিন, কোলে নিয়ে আমি প্রাণ শীতল করি, আর আমি তাদের কাছ-ছাড়া কর্‌বো না। বড়দিদি স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমায় প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছেন, বাছাদের আনিয়ে দিন।

রাজা। নির্জ্জনে গড়েছে বিধি, নির্জ্জনে গড়েছে বিধি, বল প্রিয়তমে, ও আমার প্রাণের প্রাণ, বল তুমি কে? কে আমায় ছলনা কর্‌তে এসেছ? যেমন রূপের মাধুরী, তেমনি প্রাণের সরলতা! আহা! গেলেম—গেলেম, সুখের সাগরে ডুবে মলেম!

দুর্জ্জয়। বলুন মহারাজ, আমার কথা রাখ্‌বেন?

রাজা। কথা! তোমার অনুমতি বল,

পালন করবো, তা আবার জিজ্ঞাসা করছো? তুমি আমায় কি ডুরীতে বেঁধেছ, তা কি জান না? আমার প্রাণ আর আমাতে নেই, সর্ব্বস্ব আমার, সব তোমায় দিয়েছি, তুমি আমার মাথার মুকুট, গলার কণ্ঠহার, হৃদয়ের শোণিত; আমি তোমার, সিংহাসন তোমার, রাজ্য তোমার; আমি এখনি বিজয়-বসনকে আনাচ্ছি; তারা দেখুক যে, কি মা তাদের এনে দিয়েছি। এখন চল প্রিয়ে, বেলা অধিক হয়েছে, তোমার ভোজনের সময় অতীত হ'ল প্রায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যালয়সংলগ্ন ক্রীড়াভূমি।

বিজয় ও বসন্ত।—(গীত)

হাওয়ার তালে দুলে দুলে
নাচ রে ফোটা ফুল।
গাওয়ার তানে ঢুলে ঢুলে গাও রে অলিকুল॥
পাতার ছায়ায় বিকেল বেলা,
অলি ফুলে ছেলেখেলা,
(বড়) ভালবাসি তাই তো আসি
তাই তো হাসি ভাই;—
ও ফুল অলি মোরাও খেলি
শুধ্ রে দে রে ভুল॥

(ভবদেব শর্ম্মার প্রবেশ)

ভব। (সরোষে) কেবল গান, কেবল খেলা, রাজার পুত্র আছ, রাজপুত্রের ন্যায় আহার করবে, রাজপুত্রের ন্যায় বেশভূষা করবে, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার সময় দীন-দুঃখীর পুত্রের ন্যায় হওয়া চাই, অস্থিভঙ্গ কোরে পরিশ্রম করা চাই, তবে মা সরস্বতীর কৃপা-সঞ্চার হয়। বাপু, বুঝলে?

বিজয়। গুরুদেব, আমরা তো লেখা-পড়ায় একটুও অবহেলা—

ভব। আরে, খেলা আর অবহেলা এক শ্রেণীর পদার্থ। আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জন কোরেও সরস্বতীর আরাধনা সেবা-শুশ্রূষা কত্তে হয়, তবে যদি বিদ্যানদীর কিনারা দেখতে পাওয়া যায়।

বসন্ত। হ্যাঁ গুরুদেব—

ভব। চোপ, স্থিরো ভব। ভবদেব শর্ম্মা তোদের গুরুদেব গুরুদেব শুনে নিত্যকর্ম্ম বিস্মৃত হবার পাত্র নন। রাজবাটীতে লেখা-পড়া আদৌ হবে না ব'লে মহারাজ এই স্বতন্ত্র উদ্যানবাটীতে তোদের রেখেছেন, তবুও গান আর তান, কেবল খেলা আর হেলা, যা বই আন্।

বিজয়। হিতোপদেশ?

ভব। না, তোমার কনিকসূত্র, বসন্তের চাণক্যশ্লোক।

[বিজয়-বসন্তের প্রস্থান।

(বলবন্ত বর্ম্মার প্রবেশ)

বল। এই যে ঠাকুর মহাশয়, প্রণাম।

ভব। জয়োস্তু।

বল। রাজপুত্রেরা কোথায়?

ভব। তুমি কি তাদের দুছত্র পুস্তক পাঠ কত্তেও দেবে না?

বল। আজ্ঞে, ও কি বলছেন

ভব। বলছি ভাল। শস্ত্রশিক্ষা... ... এ নয়, শাস্ত্রশিক্ষার সময়। তোমার তুল্য মল্ল প্রায় দ্বিতীয় নাই, কিন্তু তুমি শস্ত্রের মূল্যই বোঝো, শাস্ত্রের মূল্য বোঝো না।

কেবল কোস্তাকুস্তি ধস্তাধস্তি কল্লে কি হবে, শাস্ত্রশিক্ষা অগ্রে চাই, জান তো—

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

বল। তা আমি তো রাজা নই, ঠাকুর।

ভব। তুমি তো রাজা নও বটে, কিন্তু রাজার ছেলেদের যে "সর্ব্বত্র পূজ্যতের" পথ বন্ধ কচ্চো, মল্লজী!

বল। আমি না হয় বন্ধ কচ্চি, আপনি তা খুলচেন। রাজার ছেলের কলম বল্লম দুই ধরা শেখা চাই, পুস্তক পাঠ, মস্তক কাটা দুই-ই চাই। ব্রাহ্মণের শস্ত্র নয়, কেবল শাস্ত্র, ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্র শস্ত্র দুই দরকার, বিশেষ শস্ত্র—

ভব। আরে রাখ বাপু তোমার শস্ত্র! ছেলে দুটোকে এই কাঁচা বয়সেই লাঠ-গোঁয়ার কোরে তুলেছ, আদৌ তারা পুঁথি ছুঁতে চায় না, খালি গায়ময় মাটী মেখে দড়ী-ছেঁড়া ষাঁড়ের মত ছুটপাট কোরে বেড়ায়। বল তো মহারাজকে কি বল্‌বো?

বল। তার জন্য চিন্তা কি? রাজপুত্রেরা এখন শিশু, অত মানসিক পরিশ্রমটা সঙ্গত নয়, শারীরিক পরিশ্রমটা এখন বেশী হওয়াই উচিত। এতে মহারাজ রাগ করবেন না।

ভব। তুমি কেবল নিজের কোলে ঝোল টানচো, মল্ল কি না! আমার বাঁধা অন্নজলটার বাধ ভাঙ্গ কেন? তুমি কুস্তী শিখিয়ে অস্থি মোটা করবে, আমার যে আর উঠে বস্তে হবে না!

বল। এত অল্প বয়সে অত মগজ নাড়া-চাড়া, আর ছেলে আজন্ম খোঁড়া একই কথা।

ভব। আরে রাখ তোমার গন্ধর্ব্ব-বিদ্যার মন্ত্র। জান, আমার পিতা আমার অন্নপ্রাশনের সময় হাতে খড়ি দিয়েছিলেন, তাই আজ আমি "হংসমধ্যে বকো যথা" ও বিষ্ণু. তাই আমি "নক্ষত্রভূষণং চন্দ্রঃ।" আর তুমি "দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।"

বল। তা উপাধ্যায় মহাশয়, যা ভাল বোঝেন বলুন। আমার ঢাল-তলোয়ার, সড়কি-লাঠি, তীর-ধনুক চিরজীবী হয়ে থাক্।

ভব। ইহলোকেও থাক্, পরলোকেও থাক্। তলোয়ারের ধার চেটে চেটে জীবন রক্ষা কর। এখন তুমি দালরুটী খাও গে, রাজপুত্রেরা পড়া করুক, সকাল বেলা স্নান করবার পূর্ব্বে একদফা রামরাবণের যুদ্ধ হয়ে গেছে, আর এখন তার পুনরাবৃত্তি কেন? ছেলে দুটোকে অত কড়া করো না, পড়া হবে না। যাও, এখন তলোয়ার খাপে চেপে প্রস্থান কর; বরং উষাকালে তলোয়ার-ঢালে খেলো গেও।

বল। (স্বগত) এ ব্রাহ্মণ দেখ্‌ছি নেহাৎ রুক্ষ, একবার তলোয়ারের গুণটা দেখাই।

(তরবারিক্রীড়া)

ভব। (সভয়ে) আরে, আরে, কর কি, কর কি! শস্ত্রাঘাতে ব্রহ্মহত্যা করবে?

বল। আপনিও না হয় শাস্ত্রাঘাতে ক্ষত্রিয়হত্যা করুন।

ভব। (অতিভয়ে) বাপ্! "যঃ পলায়তি স জীবতি।"

[বেগে প্রস্থান।

বল। (সহাস্যে) ও ঠাকুর, ভয় নেই, আসুন, আসুন!

ভব। (নেপথ্যে) আগে খাপে তলোয়া গোঁজো।

বল। আচ্ছা, আসুন।

(ভবদেবের পুনঃপ্রবেশ)

কেমন ঠাকুর?

ভব। শস্ত্র শাস্ত্র দুই-ই শিক্ষয়িতব্য।

আচ্ছা, আমাকেও কিঞ্চিৎ তলোয়ার খেলা শেখাবে? কিন্তু অত বড় তীক্ষ্ণ তলবার সঞ্চালন করা আমার পক্ষে—আচ্ছা একখানা বাঁখারি-পাখারি চেঁছে প্রথমে আরম্ভ কল্লে হয় না?

(পুস্তকহস্তে বিজয় ও বসন্তের পুনঃপ্রবেশ)

বসন্ত। চাণক্যশ্লোক এনেছি, গুরুদেব!

ভব। আজ আর চাণক্য শর্ম্মার "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণিতে" কাজ নাই, বলবন্ত বর্ম্মার "খেলয়েৎ শতবর্ষাণি" হ'ক।

বসন্ত। না গুরুদেব, আমি চাণক্যশ্লোক পড়্‌বো।

ভব। তাই পড়, কা'ল সকালে আমি আস্‌বো।

[প্রস্থান।

ভব। দাও পুস্তক দাও—
"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥"

(শান্তার প্রবেশ)

বসন্ত। দিদি, দিদি! বাবা কৈ? বাবা কি এসেছেন; না আমাদের নিতে লোক পাঠিয়েছেন? গুরুদেব! আজ আমাদের ছুটী দিন, আজ আমরা রাজবাড়ীতে বাবাকে দেখ্‌তে যাব, কত দিন হলো বাবাকে দেখিনি, বাবার কোলে যাইনি, কা'ল আমরা খুব ভাল কোরে পড়া কর্‌বো, আদতে খেল্‌বো না।

ভব। শান্তা, মহারাজ কি কুমারদের রাজবাটীতে লয়ে যেতে অনুমতি করেছেন?

শান্তা। আপনাকে পরে বল্‌বো, এরা এখন আমার কাছেই থাক।

ভব। ভাল, আমি এখন বাসায় চল্লেম, দেখো যেন রাজবাড়ী গিয়ে আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হয়ে অধ্যয়নে অবহেলা কোরো না।

[প্রস্থান।

বিজয়। হ্যাঁ দিদি, সত্য সত্যই কি তবে বাবা আমাদের এত দিন পরে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছেন?

শান্তা। (স্বগত) কি ব'লে বুঝাই, কি কোরে প্রবোধ দিই? মা! মৃত্যুকালে আমায় কি দায়েই ফেলে গেছ?

বসন্ত। ও দিদি, চুপ কোরে রইলে কেন? কথা কচ্ছো না কেন? বল না, আমরা কখন্ যাব? কিসে কোরে যাব? তাঞ্জাম আস্‌ছে, না হাতী আস্‌ছে? দাদা তাঞ্জামে যায় যাবে, আমি হাতীতে যাব।

শান্তা। যাবে বই কি দাদা, যাবে বই কি, তোমরা রাজপুত্তুর, অমনি অমনি কি যাওয়া হয়? কত হাতী আসবে, ঘোড়া আসবে, পনক্কী আসবে, লোকজন আস্‌বে, বাজনা বাজ্‌বে।

বসন্ত। বেশ, বেশ, বড় মজা হবে। এ সব কখন্ আসবে দিদি?

শান্তা। আজ কি, আজ নয়, ভাল দিন দে'খে তবে পুরীতে যেতে হয়, বাপকে দেখ্‌তে হয়।

বসন্ত। আজ তো বেশ দিন, দেখ না কেমন মিষ্টি মিষ্টি রোদ উঠেছে, কেমন মিষ্টি মিষ্টি বাতাস বচ্ছে, মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, আজ বেশ দিন, আমরা আজই যাব।

শান্তা। আজ ভাল দিন নয়, পাঁজি দে'খে দৈবজ্ঞ শুভদিন ঠিক কোরে দেবে, সে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না, তোমার দাদাকে বরং জিজ্ঞাসা কর।

বসন্ত। হ্যাঁ দাদা, বাবার কাছে কবে যেতে হয়, সে বুঝি পাঁজিতে লেখা থাকে?

বিজয়। হ্যাঁ ভাই, অনেক দিনের পরে আপনার বাড়ীতে যেতে হ'লে, আত্মজনকে দেখ্‌তে হ'লে শুভদিন দে'খে যেতে হয়। হ্যাঁ

দিদি, সত্যিই কি এত দিনের পর বাবার আমাদের মনে পড়েছে?

শান্তা। মনে পড়্‌বে না কেন, মনে পড়্‌বে না কেন? বাপ কি ছেলেদের ভুল্‌তে পারে? তবে কি—তবে কি জান, বৃদ্ধ হয়েছেন—তোমাদের পড়া শোনা—

বসন্ত। এক দিন না পড়্‌লে বুঝি অমনি মুর্খ হয়ে যাব? যাও, আমি বাবাকে না দেখ্‌তে পেলে পড়্‌বো না, খেল্‌বোও না, কুস্তিও কর্‌বো না, কিছুই কর্‌বো না।

(কর্ম্মচারী, রাজভৃত্যগণ ও যমুনার প্রবেশ।)

রা-কর্ম্ম। রাজকুমারদ্বয়ের জয় হ'ক।

সকলে। রাজকুমারদ্বয়ের জয় হ'ক।

শান্তা। এ কি এ! কি হয়েছে, কি হয়েছে? তোমরা কেন?

রা-কর্ম্ম। শান্তা, শঙ্কিত হয়ো না, বড় শুভ সংবাদ, মহারাজ অতি আগ্রহের সহিত কুমারদের নিয়ে যাবার জন্য আমাদের পাঠিয়ে দেছেন, যানাদি প্রস্তুত, কুমারদের এখনি যাত্রা কর্‌তে হবে।

শান্তা। সে কি! সে কি! আমি যে এই মহারাজের কাছ থেকে আসছি, আমি কুমারদের যাবার জন্য কত মিনতি কর্‌লেম, তিনি তো তাতে আপত্তিই কর্‌লেন, এর মধ্যে কি হ'লো? একবারে মন বদ্‌লে গেল?

রা-কর্ম্ম। শুন্‌লেম, সে বড় অদ্ভুত ঘটনা, যমুনাকে জিজ্ঞাসা কর, সব শুন্‌তে পাবে।

যমুনা। বড় আশ্চয্যির কথা! শান্তা মাসি, বড় আশ্চয্যির কথা! রাজবাড়ীময় সোর পড়েছে, রাধাবল্লভজীর আলাদা পূজো গেল, ছোটরাণীমার স্বপন হয়েছে।

শান্তা। স্বপ্ন! কি স্বপ্ন?

যমুনা। বড় আশ্চয্যি বিচিকিত্তী স্বপন মাসি, বড় আশ্চয্যি বিচিকিত্তী স্বপন। যখন পৃথিবীশুদ্ধ লোক নিশুতি হয়েছে, রাত্তির ঝাঁ ঝাঁ, উপদেবতা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় কে যেন বড় রাণীমার রূপ ধ'রে, মাথায় মুকুট, হাতে খাঁড়া, গলায় মুক্তামালা, একেবারে এসে ছোটরাণীমার গলা চেপে ধর্‌লে। তিনি তো গোঁ গোঁ কত্তে লাগ্‌লেন, তার পর সেই উপদেবতা যেন ছোটরাণীমাকে বল্লেন যে, তুই যদি সকালেই না বিজয়-বসনকে বাড়ীতে এনে, কাছে রেখে আপনার ছেলের মতন যত্ন আয়ত্তি না করিস, তা হ'লে তেরাত্তিরের মধ্যেই তোর মুখ দে রক্ত তুলে মেরে ফেল্‌বো। মহারাজ সকালে উঠে সদর মহলের দিকে এসেছিলেন, তখন শোনাতে পারেন নি, অন্দরে যেতেই একেবারে পায়ে জড়িয়ে ধ'রে হাপুষ নেত্তরে কান্না, বল্লেন, "আমার বিজয়-বসনকে এনে দাও, নইলে আমি ম'রে যাব।" ছোটরাণীমার চোখে জল, আর কি মহারাজ থাক্‌তে পারেন! এই একেবারে কড়া হুকুম বেরুলো, সোর-গোল প'ড়ে গেল, সব ঠাকুরবাড়ীতে আলাদা পূজো বরাদ্দ হলো, লোক-লস্কর নিয়ে আমরাও সব ছুটে এলুম, তোমরা সব এখনি চল, কুমারদের না কোলে কোরে ছোটরাণীমা দাঁতে কুটো কাট্‌বেন না।

বসন্ত। এই ত বাবা আজি নিতে পাঠিয়েছেন, দিদি বলে ভাল দিন নয়, ভাল দিন নয়, দিদি ভারী দুষ্ট, খালি একলা আমাদের ভালবাস্‌বে, আদর কর্‌বে, আর কাকেও ভালবাস্‌তে দেবে না, আদর কর্‌তেও দেবে না, বাবাকেও না, ছোটমাকেও না।

বিজয়। আহা মা, আমাদের কত ভালবাস্‌তেন, স্বর্গে ব'সে ব'সেও ভালবাসেন, সেখান থেকে এসে ছোটমাকে আমাদের ভালবাসার জন্য স্বপ্ন দিয়ে গেছেন, এইবার

থেকে ছোটমাও আমাদের ভালবাস্‌বেন, বাবাও ভালবাস্‌বেন, স্বর্গের মা ভালবাসবেন, শান্তা দিদি ভালবাসে; বসন ভাই, আমরা কত ভালবাসা পাবো।

বসন্ত। আর তোমায় আমি ভাল্‌বাসি, তুমি আমায় ভালবাস।

বিজয়। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ ভাই, আমরা দুটী ভাই আপনা আপনি ভালবাসি।

শান্তা। রাধাবল্লভজী কি এত দিনের পর মুখ তুলে চাইলেন, সতীলক্ষ্মী—বড় মা, তোমার পুণ্যে কি না হ'তে পারে?

যমুনা। মাসি, আর দেরি কোর না, ঝট্ কোরে এস, রাজার ব্যাটাদের দেখ্‌বে ব'লে শড়কে সব ভিড় জমে গেছে।

রা-কর্ম্ম। হ্যাঁ শান্তা, কুমারদের নিয়ে তুমি চল, মহারাজ বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

বিজয় ও বসন্ত। (গীত)

প্রাণে সুখের লহর খেলে।
বাবা বুকে নেবে কাছে গেলে॥
নতুন মা করবে আদর,
ও ভাই কত যতন কোরে,
দুজনে দুজনার গলা ধ'রে যাব কোলে;—
ভালবাসা সুখের সরে আমরা গা দেব ঢেলে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ময়দান—বটবৃক্ষতল।

দুর্ব্বুদ্ধি ও বটুকলাল।

দুর্ব্বুদ্ধি। দেখ বটুক ভাই—

বটুক। আজ্ঞে করুন হুজুর।

দুর্ব্বুদ্ধি। আমার বাবা ব্যাটা বড়ই আহাম্মক।

বটুক। আজ্ঞে, তার আর সন্দেহ আছে? অত বড় বেকুব গাধা তো আমি দুনিয়ায় দেখিনি।

দুর্ব্বুদ্ধি। আমার নাম রাখে কি না দুর্ব্বুদ্ধি।

বটুক। বে-আক্কেল, বে-আক্কেল, আমার অমন বাবা হ'লে আমি তাকে তেজ্যিপুত্তুর করতেম। নামটা আপনার বদলে ফেলুন, হুজুর।

দুর্ব্বুদ্ধি। ঠিক বলেছ, নামটা বদলে ফেলাই উচিত। রসো, আগে রাজতক্তে বসি, তার পরেই একটা খুব জাঁহাবাজ রকম নাম জাহির করতে হবে, নাম শুনলেই যাতে লোকের ভয় হয়।

বটুক। আজ্ঞে, আমি একটা নাম ঠাউরে রেখেছি, যদি হুজুরের পছন্দ হয়।

দুর্ব্বুদ্ধি। কি, কি, কি বল তো?

বটুক। আজ্ঞে—হুজুর কৎলেহাম, কেমন নাম?

দুর্ব্বুদ্ধি। বেড়ে নাম, বেড়ে নাম, নামের সেরা নাম, মহারাজ কৎলেহাম বাহাদুর। জিতা রহ বটুক ভাই, মন্ত্রীগিরী আমি তোমাকেই দেবো. পারবে তো?

বটুক। আজ্ঞে,হুজুর বল্‌ছেন,পার্‌বো না?

দুর্ব্বুদ্ধি। কিন্তু কাজটা একটু শক্ত।

বটুক। আজ্ঞে, ইঁট্‌ ইঁট্‌—শক্ত ব'লে শক্ত, ইঁটের চেয়ে শক্ত।

দুর্ব্বুদ্ধি। তবে কাজ চালালেই চলে যায়।

বটুক। আজ্ঞে, তা ত যায়ই হুজুর, চলে ব'লে চলে, যেন গরুর গাড়ীর চাকা, একবার গড়িয়ে দিলেই হলো, অমনি গড় গড় চল্লো।

দুর্ব্বুদ্ধি। আর কোটালী দেবো শালিক রামকে, কেমন, মজবুত হবে না?

বটুক। আজ্ঞে নিরেট, নিরেট, একেবারে নিরেট, ঝড়ে পড়্‌বে না।

দুর্ব্বুদ্ধি। তবে হাঙ্গাম-টাঙ্গামের সময় আমায় পেছুনে থাক্‌তে হবে।

বটুক। হুজুর, তা থাক্‌তে হবে না? আপনাকে ল্যাজের মত ওর পেছুনে পেছুনে থাক্‌তে হবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। বে আর কর্‌বো না, কি বল? ঐ হীরেমন্‌কেই পাটরাণী কোরে ফেলা যাবে।

বটুক। তা কত্তে হবে বই কি, তা নইলে হুজুরের নেমকহারামী হবে যে, মেয়েমানুষটো আপনার মুখ চেয়ে আছে।

দুর্ব্বুদ্ধি। হীরেমনের কথায় ভাল মনে পড়্‌লো, আজ সন্ধ্যেবেলাই যে তাকে তিন হাজার টাকা দিতে হবে। দর্শনলালকে ধ'রে আন্‌বার কি হলো?

বটুক। আজ্ঞে হুজুর, পিছমোড়া কোরে বেঁধে আন্‌তে লোক পাঠিয়েছি; তাতেই তো হুজুরকে বেড়াতে বেড়াতে এই বটতলায় নিয়ে এলুম, কি জানি রাজবাড়ীতে নিয়ে গেলে গোলটা মোলটা হয়, মন্ত্রীটা আছে; এখানে দু-দশটা মাথা নিলেও মা বাপ বল্‌বার লোক নেই—

দুর্ব্বুদ্ধি। আরে, আমি কিছু কর্‌লে রাজ বাড়ীতেই-বা কে কি বলে? মন্ত্রী, মন্ত্রী—পাজী ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, ছুঁচো ব্যাটা।

বটুক। শুয়ার ব্যাটা, ভাল্লুক ব্যাটা, যা না—তা ব্যাটা!

দুর্ব্বুদ্ধি। রসো না, আজ অন্দরে গিয়েই দিদিমণিকে বল্‌ছি, রাজাকে বলে শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাতে বুড়ো ব্যাটাকে দেশান্তরী কর্‌তে পারে, তারির যোগাড় যেন করে। দিদিমণি যে পেরেও পাচ্ছে না, রাজা শালাকে ভেড়া বানিয়েছে বটে, কিন্তু আজও একবারে সরে ফেল্‌তে পাচ্ছে না কেন? নিশ্চিন্দি হয়ে ছাতা টাতা মাথায় দিয়ে বসি।

বটুক। হ্যাঁ, যা বল্লেন হুজুর, সিংহাসনে ব'সে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমিয়ে বাঁচেন, আমিও গোলাম উজীর হাজির আছি, গা হাত পা টিপি, হীরেমন্‌ পাজ্ঞা হেলায়, আর প্রজাদের ভেতর তালুকদারই হোন্‌, সদাগরই হোন্‌ আর যিনি হোন্‌, সোনা রূপো জহরৎ আর কারুর ঘরে রাখ্‌ছিনে, সব হুজুরের ভাণ্ডারে এনে ভর্‌ছি; কি আজ্ঞে করেন?

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি বরাবর জানি যে, তোমার মত মন্ত্রী হবে না, বুড়ো সুমন্ত্র ব্যাটাকে—উঃ—

নেপথ্যে দর্শনলাল। খবরদার ব্যাটারা, গায়ে হাত দিস্‌নি, আমি আপনি যাচ্ছি, কে তলপ দেয় আর কিসের তলপ, দেখে নিচ্ছি, ক শালা কত বড় শালা বুঝ্‌বো—

দুর্ব্বুদ্ধি। বটুক ভাই, ও কি ও! হাঙ্গাম কর্‌তে আসছে কে? তুমি এগিয়ে সাম্‌নে দাঁড়াও, আমি তোমার পেছুনে থাকি—

বটুক। রাম কহ হুজুর, সে কি হয়? আপনাকে পেছুনে কোরে কি আমার সাম্‌নে দাঁড়ানো ভাল দেখায়?

দুর্ব্বুদ্ধি। আরে, না না, বোঝ না, যদি হঠাৎ কোন বদ্‌মায়েস এসে তরওয়ালের চোট-চাট লাগায়।

বটুক। তবু আমি পেছুনে থেকে প্রাণে বাঁচ্‌লে দৌড়ে গিয়ে ছোটরাণীকে খবর দিতে পার্‌বো।

দুর্ব্বুদ্ধি। দূর পাগল, আমি ম'লে খবর দিলে কি লাভ হবে? সমনে আগ্‌লে দাঁড়াও।

বটুক। বে-আদবী হবে হুজুর বে-আদবী হবে, আমি তা কখনই পার্‌বো না, আপনি সাম্‌নে।

দুর্ব্বুদ্ধি। না না, আমি পেছুনে।

বটুক। না না, আমি পেছুনে।

দুর্ব্বুদ্ধি। তবে আমি এই গাছটার উপরে উঠি।

বটুক। হাঁ হুজুর, সেই ভাল, আমিও গাছটায় উঠি, নইলে আপনাকে ধ'রে থাক্‌বে কে?

(প্রতীহারীগণ সহ দর্শনলালের প্রবেশ)

দর্শন। কোথায় কে এইখানে? এই কি রাজসভা? তালুকদারকে তলব দেবার এই কি উপযুক্ত স্থান?

১ম প্র। আমরা হুকুমের চাকর, হুজুরে হাজির কোরে দিলুম, লাফ-ঝাঁপ যত করতে পার কর, আমাদের সঙ্গে খোঁচাখুঁচি কেন?

দর্শন। তা তোদের সেই শালা— কোথায় সে?

দুর্ব্বুদ্ধি। বটুক ভাই, বটুক ভাই, দর্শনলাল ব্যাটাকে ধ'রে এনেছে, এগিয়ে বেরোও তো, ব্যাটার ঘাড়ে ধ'রে তিন হাজারের জায়গায় ছ হাজার টাকা আদায় কোরে নাও।

বটুক। হুজুর, আপনি আগু বেরিয়ে পড়ুন, আপনাকে দেখ্‌লে ব্যাটা ভয়ে আড়ষ্ট হবে, হুড় হুড় কোরে টাকা ঢেলে দেবে, আর কথাটী কইতে হবে না।

দুর্ব্বুদ্ধি। আরে, না হে না, বেটা বড় গোঙার গোঙার রকম দেখ্‌ছি।

বটুক। হোক্ গে গোঙার, আপনার বাপটা ভারী কত?

দর্শন। এই বেটা তালপাত সিং, কোথা তোর সেই শালা হুজুর? এই গাছতলা সাক্ষী কোরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো না কি?

১ম প্র। তাই তো, হুজুরের তো এখানে থাক্‌বার কথা ছিল।

বটুক। হুজুর, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন, নইলে আবার ব্যাটা পালাবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। বাঃ বাঃ, এ সব তোমার কাজ, নৈলে তোমায় উজীরী দিচ্ছি কেন? আমি হলেম রাজা লোক, আমার কি খামোকা খামোকা যাকে তাকে দেখা দিতে আছে?

বটুক। তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ুন হুজুর, একবার গিয়ে গজ্‌রে গাজ্‌রে আসরটা জমিয়ে নিন, আমি তো পেছুনে আছিই।

দুর্ব্বুদ্ধি। আচ্ছা, যা থাকে কপালে, তুমিও সঙ্গে এস, (বটুকের হাত ধরিয়া টানিয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে সম্মুখে আসিয়া) কি প্রহরি, কোথায় সে বদ্‌মায়েস দর্শনলাল?

দর্শন। এই তো সাম্‌নেই আছি, কি দরকার?

দুর্ব্বুদ্ধি। দেখ, তুমি অত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, তুমি মনে কর্‌ছো, তোমার হাঁক-ডাকের ভয়ে আমরা গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেম, তা নয়, দুজনে হাতাহাতি কোরে গাছের বেড়টা মাপছিলেম।

বটুক। বাঃ, বাঃ, হুজুরের কি বুদ্ধি— রাজবুদ্ধি! রাজবুদ্ধি!

দুর্ব্বুদ্ধি। এখন দর্শনলাল, টাকা এনেছ?

দর্শন। কিসের টাকা?

দুর্ব্বুদ্ধি। আমার নজরের তিন হাজার টাকা যা তোমার কাছে তলব কোরে পাঠিয়েছিলেম।

দর্শন। তোমার আবার নজর কিসের? তুমি কে?

দুর্ব্বুদ্ধি। আমি কে? আমায় চেন না? এখনি জান, হুকুম দিয়ে তোমার সব গাঁ জালিয়ে দিতে পারি।

দর্শন। ঢের শালা গাঁ জালিয়েছে, বাকী তুমি রাজার শালা; দেখ,তুমি রাজার শালাই হও আর রাণীর ভাই-ই হও, আমি তোমায় সাবধান কোরে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে বুঝে স্থঝে লেগো, আমায় যে সে তালুকদার পাওনি যে, তোমার ভয়ে ভয়ে খোসামোদ করবে, তোমার ইয়ারকির টাকা যোগাবে। আমার নাম দর্শনলাল, স্বয়ং মহারাজ জয়সেনও আমায় চেনেন, আমার তালুকের স্বত্ব দাগাবাজি-ফেরেববাজিতে পাওয়া নয়, নির্দ্ধারিত দিনে রীতিমত রাজ-কর দিয়ে স্বত্ব ভোগ কোরে থাকি। পরোয়াণায় রাজার মোহর ছিল, তারই সম্মান রাখ্‌বার জন্য আমি এসেছি, নইলে তোমার মত নীচ, মূর্খ, খল, বদ্‌মায়েসের তলবে দর্শনলাল বাড়ীর বা'র হয় না।

দুর্ব্বুদ্ধি। তোর যে যত বড় মুখ তত বড় কথা দেখ্‌তে পাই, এখনও আমায় চিন্‌তে পারিস্‌নে?

দর্শন। চিনি বই কি, ভগ্নীপতির অন্নদাস, পাষণ্ড, পিশাচ!

দুর্ব্বুদ্ধি। তোকে শূলে চড়াব, তবে আমার নাম—

দর্শন। দুর্ম্মুখ!

দুর্ব্বুদ্ধি। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধি—শূয়ার!

দর্শন। ভাল, দুর্ব্বুদ্ধি শূয়ার, তুই আমায় শূলে চড়াবি? জানিস্‌, আমার অধীন প্রজারা আমায় বাপের মতন ভালবাসে, দুশ অস্ত্রধারী লোক আমার পেছুনে পেছুনে এসেছে, আমি একটা ইঙ্গিত কল্লে মুহূর্ত্তমধ্যে তোর ঐ নারকী দেহের চিহ্নও থাকে না, কিন্তু তোর গায়ে অস্ত্রাঘাত করা তলওয়ারের অপমান। আমি তোর কথায়, তোর তলবে, তোর শূলে, আর তোর এই নরকের চেয়ে কদর্য্য মুখে সকলের সাম্‌নে থু থু দিয়ে চল্লেম—থু থু থু।

[প্রস্থান

দুর্ব্বুদ্ধি। কি কি, এত বড় স্পর্দ্ধা!—সেপাই—সেপাই, পালালো—পালালো, ধর—ধর! কি, সব হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে আছিস্‌, আমার মুখে থুথু দিলে আর তোরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস? আজ শালারা তোদের কাট্‌বো—কাট্‌বো।

বটুক। হাঁ হুজুর, সেপাই কাটুন, সেপাই কাটুন, কোন গোল নাই।

প্রতি। দোহাই হুজুরের, দর্শনলাল বড় গুণ্ডা।

দুর্ব্বুদ্ধি। চোপ্‌ শালারা, কাট্‌বো-শালাদের কাট্‌বো।

প্রতী। খুন কর্‌লে—খুন কর্‌লে, রক্ষা কর—রক্ষা কর।

[প্রতীহারিগণের প্রস্থান।

দুর্ব্বুদ্ধি। ধর্‌ শালাদের ধর্‌!

বটুক। পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো!

(উভয়ের দৌড়িয়া যাইতে যাইতে উভয়েরই পা জড়াজড়ি হইয়া উভয়ের পতন)

দুর্ব্বুদ্ধি। উহু! গেছি রে—গেছি রে। বটুক ভাই, শালা মেরে ফেলেছে।

বটুক। ও হুজুর, আমিও গেছি, আমিও গেছি

দুর্ব্বুদ্ধি। তোল্ শালা এখন আমায় তোল্, কোমরখানা ভেঙে গেছে, মাথাটা ঝন্ ঝন্ কচ্চে।

(দুর্ব্বুদ্ধিকে বটুকের ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা)

বটুক। একটু আল্‌গা দিন হুজুর, একটু আল্‌গা দিন, অত ঝুঁকলে পার্‌বো কেন?

দুর্ব্বুদ্ধি। চোপ শালা, তোমায় উজিরী দেবো! নেহালচাঁদকে মন্ত্রী কর্‌বো, তোকে ছাতাবরদার কর্‌বো। কোমরখানা ভেঙে গিয়েছে: উহু, চিড়িক মেরে মেরে উঠ্‌ছে।

[বটুকের স্কন্ধে ভর দিয়া দুর্ব্বুদ্ধির প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

দুর্জ্জয়ময়ীর কক্ষ।

দুর্জ্জয়ময়ী।

দুর্জ্জয়। বাঃ বাঃ বেশ, বেশ, জব্দ কর্‌বো ব'লে আন্‌লেম, কিন্তু নিজেই জব্দ হলেম, কোথায় অশেষ জ্বালা দেব মনে করেছিলেম, না এখন নিজে দারুণ বিষের জ্বালায় জ্বলে মর্‌ছি! প্রণয়, প্রেম,ভালবাসা এ সব পাগলের প্রলাপ মনে কত্তেম, প্রাণ দেওয়া নেওয়ার কথা নিয়ে কতই বিদ্রূপ করেছি, তেমনিই শিক্ষা পেলেম, দুর্লতা জান্‌তে পার্‌লে কি বল্‌বে? আ মরি মরি,প্রথম যৌবনে রূপ এক-বারে-ফেটে পড়্‌ছে। বিজয়, বিজয়, তুই যে বুকে রাখ্‌বার ধন, তুই যে প্রাণের সঙ্গে মিশে যাবার জিনিস, তুই কি আমার ছেলে হবার উপযুক্ত? আমার এই রূপ, এই বয়স,এই প্রাণ তোর পায়ে ডালি দিলে তবে আশা মেটে। ধনের লোভে মানের আশায় বাবা এই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের হাতে আমায় অর্পণ কোরে আমার নবীন প্রাণে বিষ ঢেলে দিয়েছেন,প্রাণ আমার জ্ব'লে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। বিজয় রে, প্রাণের বিজয় রে, আমার বিজয় রে, তোরে দে'খে, তোর রমণীদর্পহারী রূপ দেখে তোর লাবণ্য-জলে ঢল ঢল নয়ন দুটী দে'খে, সেই দগ্ধ প্রাণ আমার আজ আবার প্রাণ পেলে! ভয়ে ভয়ে মুখের সাম্‌নে আমায় সকলে খোসামোদ কোরে মিষ্ট বলে, কিন্তু আমি বেশ জানি, এই রাজপুরীতে সকলেই আমার উপর বিরক্ত, সকলেই আমার শত্রু; সকলে মনে করে যে, আমি রাজাকে বশীভূত কোরে স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই রাজ্য ছারখার দিতে, এই রাজবংশের সর্ব্বনাশ করতে বসেছি—তাই তো বসেছি; স্বার্থের জন্য বাবা আমার সর্ব্বনাশ করেছেন, আমিও স্বার্থের পশরা মাথায় কোরে এরাজ্যের সর্ব্বনাশ করতে এসেছিলেম। যে চাঁদ আমার হৃদয়ের প্রমোদ কুমুদকে ফোটাবে, সে চাঁদ উদয় হয়নি—হৃদয় আমার বিষের হ্রদ হয়েছিল, এখন সেই সুধামাখা চাঁদ উদয় হয়েছে, হৃদয়ে আমার অমৃতের লহর বইচে,সহস্রদল কুমুদ ফুটে ভাস্‌ছে—হাস্‌ছে। বিজয়, বিজয়, আমার হ, একবার আদর কোরে গলা ধ'রে বল্, তুই আমার—আমি দেখাব, আমি কত ভালবাস্‌তে জানি, যে চোখে বুড়োকে কেবল ঘৃণা দিয়েছি, দেখাব, সেই চোখ প্রণয়জলে ঢল ঢল কচ্ছে; যে হৃদয়ে কাঠিন্য আর স্বার্থ ছাড়া কখনও কিছু ছিল না, সেই হৃদয় কমলের চেয়ে কোমল কোরে আপনহারা হয়ে তোর প্রাণে ঢেলে দেব প্রাণের বিজয়,আমার হ, হ রে হ, চির-দিন সকলকে বিষের চোখে দেখেছি, তোকে বুকে ধ'রে একবার সংসার মধুময় দেখি। ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, এখনি আস্‌বে, ভাবে ইঙ্গিতে না বোঝে, স্পষ্ট বল্‌বো, দুর্জ্জয়ময়ী

কখনও প্রাণের আশা চেপে রাখতে পারেনি, আজও পারবে না। যে রূপের মোহে, যে নয়নের আগুনে অশীতিপর বৃদ্ধ পাগল—সংসারজ্ঞানশূন্য নবীন নটবরকে কি সে রূপের তেজে—সে আঁখির খেলায় ভোলাতে পারবো না? এই তো সময়, এই তো বয়স, যৌবনের প্রথম অঙ্কুরেই তো পুরুষের প্রাণ রূপের লালসায় পিপাসায় আকুল হয়। বিজয়, বিজয়, আমার বিজয়—

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। প্রাণেশ্বরি!

দুর্জ্জয়। কে, কে ও! তুমি—তুমি কেন? তুমি কোত্থেকে?

রাজা। হৃদয়রঙ্গিনি, এই আমি একবার হাত মুখ ধুতে গিয়েছিলেম মাত্র, নইলে তো আমি তোমার কাছে দিনরাতই আছি।

দুর্জ্জয়। "দিনরাতই আছি," কেন আছ? দিনরাত কাছে কাছে ভাল লাগে? আমার কি একটু বিরলে চিন্তা করবারও অবসর নেই?—যাও।

রাজা। কোথা যাব প্রিয়ে? তুমিই তো আমায় তোমার কাছছাড়া হয়ে যেতে নিষেধ করেছ। তোমার মনস্তুষ্টির জন্য, তোমার সেবা করবার জন্য আমি তো একদণ্ড কোথাও যাই না; সভা, সিংহাসন, রাজকার্য্য সকলই জলাঞ্জলি দিয়েছি।

দুর্জ্জয়। "সভা" "সিংহাসন" না—না—সেথায় না, রাজকার্য্যের ক্লেশ তোমার এ বয়সে সহ্য হবে না, সেথা যেও না। এই অন্তঃপুরে আমার নূতন উদ্যান অতি চমৎকার স্থান, কেমন স্নিগ্ধবায়ু, কেমন পুষ্পের সৌরভ—যাও, সেখানে একটু ভ্রমণ কর গে।

রাজা। চল প্রিয়ে, তাই চল।

দুর্জ্জয়। না, তুমি একাকী যাও, আমি আজ শরীরে শীতল বায়ু লাগাব না, বুকটার ভেতর কেমন কচ্ছে।

রাজা। অ্যাঁ, সে কি, কি সর্ব্বনাশ! বুকে কি হলো? এস, আমি হাত বুলিয়ে দিই। প্রেয়সি, প্রেয়সি! আমার এ বয়সে আর সর্ব্বনাশ করো না, তোমার অসুখ হ'লে আমি উন্মাদ হব, তোমা হারা হলে আমার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।

দুর্জ্জয়। না না, কিছু নয়, আমার ও হয়, একটু একা চুপ কোরে থাকলেই ভাল হয়ে যাবে, কেউ যেন না আমায় বিরক্ত করে। যাও।

রাজা। না প্রিয়ে, আমায় যেতে বোলো না, আজ আমি কোথাও যেতে পারবো না; আজ তোমার মুখ থেকে চোখ কোনমতে ফেরাতে পাচ্ছিনে। সর্ব্বস্ব আমার, আজ কি সাজে সেজেছ! মদনমোহিনী রূপের ফোয়ারা আজ দশদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, লাবণ্যের ঝলকে আমার চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে! মরি মরি, কি চক্ষুদুটী! ঐ চোখ তো রোজ রোজ রাত-দিন দেখি, আজ ঐ চোখে এখন কি তুফান তুলেছ! ও অধরে আজ কত সুধা লুকিয়ে রেখেছ! ভুবন ভোলাবার জন্য কি আজ কাল-ভুজঙ্গিনী বেণীতে মদনমোহন-মালা দুলিয়েছ! ফুল-অলঙ্কারের বাহারে আজ রতি তোমার কাছে হার মানছে, আমার অঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে, আমি অবশ হয়ে পড়ছি। প্রিয়ে, আমি কোথাও যেতে পারবো না।

দুর্জ্জয়। না—ছি—যাও যাও।

রাজা। না প্রিয়ে, বৃদ্ধকে দর্শনসুখে বঞ্চিত করো না।

দুর্জ্জয়। আমি বলছি যাও, আমি খানিক একা থাকবো।

রাজা। প্রিয়ে, মনোমোহিনি—

দুর্জ্জয়। আমার কথা শুন্‌ছ না?—গেলে না? তবে আমার খুব অসুখ করুক্‌, গহনা টহনা সব খুলে ফেলি।

রাজা। না না, না না প্রিয়ে, আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি, ভগবান্! ভগবান্! অন্তিম দশায় এত রূপ-ভোগ—এত স্বর্গের সুখ আমার সবে কেন?

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। জালা—জালা—যাক্, যতক্ষণ পারি, মনের সাধে বিরলে ভাব্‌তে থাকি, বিজয়, আমার বিজয়!

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। প্রিয়ে, প্রিয়ে!

দুর্জ্জয়। কে, কে! আবার কি? এখনও যাও নি?

রাজা। এই যাই।

দুর্জ্জয়। যাও।

রাজা। জীবিতেশ্বরি, আমার সর্ব্বস্ব, আমার ইহলোক পরলোক, আমি যেতে পাচ্ছিনি যে।

দুর্জ্জয়। তবে থাক তুমি এইখানে, আমি অন্য ঘরে যাই, গহনা কাপড় সব দূর কোরে টেনে ফেলে দিই গে।

রাজা। না না, প্রিয়ে, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমি যাচ্ছি। এই যাই—যাই—যাই; আহা, প্রিয়ে, কেন তাড়ালে? শুধু দেখ্‌বার প্রয়াসী, চরণের ভিখারী, চির-আজ্ঞাকারী বৃদ্ধকে কেন তাড়ালে? কেন সম্মুখ থেকে দূর করলে? এই যাই প্রিয়ে! যাই—যাই—যাই, যাই।

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। কণ্টক, কণ্টক, এই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধই আমার সকল সুখের কণ্টক। চরম দশায় ইন্দ্রিয়লালসায় মত্ত হয়ে এই বৃদ্ধ অন্তরায় না হ'লে আমি নিশ্চয়ই কোন নবীন রূপবান্ রাজপুত্রের অঙ্কশোভিনী হতেম। আবার আজ যার জন্যে আমার প্রাণ পাগল হয়েছে, এই বৃদ্ধ যদি তার জন্মদাতা না হ'ত, তবে তাকে পাবার সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ—কোন উদ্বেগই হ'ত না। আর ক্ষণেক যে তার মুখচ্ছবি মনে মনে ভেবে, কল্পনায় সে মনোমোহনকে বুকে রেখে সজাগ স্বপ্নে স্বর্গসুখ সম্ভোগ করবো, এই স্বার্থপর জড়পিণ্ড সে পথেরও কণ্টক। এ কণ্টক দূর করতেই হবে, করতেই হবে, নইলে আমার জীবন কখনও সুখকর হবে না, নিশ্চিন্তে সেই অনাঘ্রাত ফুলহার গলায় ধারণ করতে পারবো না আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর! বিজয়—নামটী কি মধুর—

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। ছোট মা কি আমায় স্মরণ করেছেন?

দুর্জ্জয়। কে, কে, বিজয়! স্মরণ, রাত-দিনই তোমায় স্মরণ করছি, বিজয় আমার!

বিজয়। ছোট মা, যখন আমরা শিক্ষা-বাড়ীতে থাক্‌তেম, তখন কত লোকে আপনার সম্বন্ধে কত মিথ্যা কথা বলতো, কিন্তু এই ক'দিন রাজবাড়ীতে এসে আপনার যত্নে ও আপনার স্নেহে আমাদের যে গর্ভধারিণী মা নাই, তা আমরা ভুলে গেছি। আপনি আমায় কতবার কাছে ডাকেন ব'লে, আমায় বেশী যত্ন করেন, বেশী ভালবাসেন মনে কোরে, বসন আদর কোরে আমার সঙ্গে কত মিছি মিছি ঝগড়া করে—ও কি মা, আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন? আপনার চোখে জল কেন?

দুর্জ্জয়। বিজয় রে, আমি কাঁদ্‌বো না তো কাঁদ্‌বে কে? আমার মত দুঃখী আর কে আছে?

বিজয়। সে কি! আপনি এই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা রাজরাণী, পিতা আপনাকে কত যত্ন করেন, আপনার মনের ইচ্ছা মুখে প্রকাশ হবার পূর্ব্বে পিতা তা পূর্ণ কর্‌তে ব্যস্ত হন, অমাত্য ভৃত্য পুরজন সকলেই আপনাকে সম্মান করে, আপনার কোন' অভাবই নাই, তবে আপনার কিসের দুঃখ?

দুর্জ্জয়। বিজয়, আমার যে কি দুঃখ, তা মন খুলে বল্‌বার লোক পাই না, এ পুরীতে সে কথা বোঝ্‌বার কেউ নেই, এই আমার সব চেয়ে বেশী দুঃখ। তোমার এই নবীন বয়স, কোমল প্রাণ, আমার প্রাণের জ্বালা বুঝ্‌তে পার্‌বে মনে কোরেই তোমায় আজ এই নিভৃতে ডেকেছি। বিজয়, রাজরাণী হওয়াই কি পৃথিবীর সুখ? হীরে মতি প'রে, দাস-দাসীর উপর কর্ত্তৃত্ব কোরে ঐশ্বর্য্য ভোগ করাই কি এ জগতে সার? নারীজন্মে কি অন্য সাধ—অন্য সুখের আশা নাই?

বিজয়। বলুন আপনার কি সাধ, কিসের অভাব, আমি এখনি গিয়ে পিতাকে বল্‌ছি, পিতা আমার অতি সদাশয়, এখনি তা পূর্ণ কর্‌বেন।

দুর্জ্জয়। বিজয়, বিজয়! আমার যে সাধ, মহারাজ হ'তে তা পূর্ণ হবে না, আমার প্রাণের যে আকাঙ্ক্ষা, যে পিপাসা, তা মিটাবার সাধ্য তাঁর নেই।

বিজয়। বলুন, আমা হ'তে তার কি কিছু হ'তে পারে? আমার প্রাণ দিলেও যদি আপনার দুঃখ দূর হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

দুর্জ্জয়। আহা! কি শুনি, কি শুনি, প্রাণ, স্থির হ! স্থির হ! (বিজয়ের হস্ত ধরিয়া) বিজয়, বিজয়! বিজয় আমার, অভাগীর দুঃখ যদি ঘুচে, সে তোমা হতেই। এ প্রাণের দারুণ জ্বালা, আজীবনের অতৃপ্ত পিপাসা, বিজয়, তুমিই নিবারণ করিতে পার; প্রাণ দিয়ে আমার দুঃখ দূর কর্‌তে চাচ্ছ, প্রাণ দিতে হবে না, তোমার প্রাণ তোমারি থাকবে, তোমায় যে দেখ্‌বামাত্র আমি আমার প্রাণটী তোমায় দিয়েছি, সেইটী নাও, তা হ'লেই আমার সকল দুঃখ—সকল জ্বালা—সকল অভাব ঘুচে যাবে, সংসার আমার চক্ষে নবীন ভাব ধারণ কোরে হাস্‌তে থাক্‌বে।

বিজয়। মা, মা, আপনি কি বল্‌ছেন, আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

দুর্জ্জয়। ও সম্বোধন নয়, ও সম্বোধন নয়। বিজয়, আমি কি তোমার মাতৃসম্বোধনের যোগ্য? তা যদি হ'ত, তবে তোমার অঙ্গ-স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, রোমাঞ্চিত হবে কেন? কেন তবে শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেল্‌তে থাক্‌বে, দেহ-প্রাণ, আমার অননুভূত-পূর্ব্ব সুখের ক্লেশে অস্থির হবে? বিজয়, তুমি নবীন যুবা, আমি নবীনা যুবতী, আমাদের মিলন বিধাতার অভিপ্রেত; আমার জনকের বয়ঃজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ মহারাজ কি আমার পতির উপযুক্ত?

বিজয়। মা, মা! ও কি কথা! ও কি কথা! আমায় ছেড়ে দিন, হাত ছেড়ে দিন; জগদীশ্বর! জগদীশ্বর! না জেনে কি মহাপাতক করেছি যে, আজ এই কলুষিত কথা আমায় কানে শুন্‌তে হলো।

দুর্জ্জয়। বিজয়, বিজয়!

বিজয়। মা, মা! তুমি যে আমার জননী।

দুর্জ্জয়। না না, আমি তোমার প্রেম-ভিখারিণী রমণী।

বিজয়। ছি, ছি, আমি তোমার সন্তান, সন্তান।

দুর্জ্জয়। তুমি আমার প্রাণনাথ, হৃদয়েশ্বর, সর্ব্বস্ব! কোলে নয়, কোলে নয়, তোমায় হৃদয়ে স্থান দিয়েছি; কিসে আমি তোমার জননী? কে বল্লে আমি তোমার জননী? কোন্ শাস্ত্রে আমি তোমার জননী? তোমায় কি আমি গর্ভে ধারণ করেছি? আমার হৃদয়-ক্ষীরে কি তোমার শৈশব-দেহের পোষণ হয়েছে? তোমায় কি আমি অঙ্কে ধ'রে লালন-পালন করেছি? কেন তবে তোমার মনে আমার প্রতি মাতৃভাব আস্‌ছে?

বিজয়। যাঁর জীবন হ'তে আমার এ জীবন, যাঁর শোণিতে আমার এ দেহের পুষ্টি, যিনি আমার জন্মদাতা পিতা, আপনি যে তাঁর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সহধর্ম্মিণী।

দুর্জ্জয়। ভ্রম, ভ্রম বিজয়, এই জরাগ্রস্ত অবস্থায় তোমার পিতা কি আমায় ধর্ম্মরক্ষার্থে বিবাহ করেছেন? সন্তান বর্ত্তমানে এ বৃদ্ধ বয়সে তা কেউ করে না, কেবল রূপমোহের আকর্ষণে, কেবল ইন্দ্রিয়লালসা-পরিতৃপ্তির অস্বাভাবিক পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে আমার পিতাকে ধন-মানের উৎকোচ দিয়ে আমার এই সর্ব্বনাশ করেছেন; তবে কিসে আমি তাঁর সহধর্ম্মিণী? আমার এই রূপ-যৌবন-ভরা নবীন দেহ কি সেই শীতল শোণিত-জর্জ্জরিত অঙ্গের অর্দ্ধভাগিনী হ'তে পারে? আর তোমায় আমায়—তোমায় আমায়, মাতা-পুত্র-ভাব কেমন কোরে হ'তে পারে? তোমার শৈশব দেখিনি, বাল্যকাল দেখিনি, প্রথম যৌবনে রূপের রাশি নিয়ে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে; আমার নবীন প্রাণের চিররুদ্ধ প্রণয়ের স্রোত অমনি সহস্র ধারায় উথ্‌লে উঠ্‌লো; তোমায় পাবার জন্য আমি পাগল হয়েছি, আমায় নিরাশ করো না; যদি আমায় ঘৃণা কর্‌বে, উপেক্ষা কর্‌বে, আশায় বঞ্চিত কর্‌বে, তবে কেন তোমার ও মোহনমূর্ত্তি এনে আমার সাম্‌নে ধরেছিলে? কেন প্রাণনাথ, অভাগিনীর সর্ব্ব-নাশ করতে রাজপুরীতে প্রবেশ করেছিলে? বিজয়, বিজয়, তুমি জান—মহারাজ আমার কত বশীভূত, তাঁর উপর আমার কত অধি-কার, আমি মনে কর্‌লে রাজ্য রাখ্‌তে পারি, ছারখার দিতে পারি; যাকে ইচ্ছা সিংহাসনে বসাতে পারি; রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য অবিবাদে সকল তোমায় দিব, দাসী হয়ে তোমার চরণ সেবা কর্‌বো, কেবলমাত্র তোমার সঙ্গসুখের অভিলাষিণী, তোমার মধুর প্রেমের ভিখারিণী, দয়া কর, আমায় তাই দাও, সদয় হও, আমায় তাই দাও, আর কিছু চাইনি, আর কিছু চাইনি।

বিজয়। মা, মা, আপনি কি বল্‌ছেন, আপনার মস্তিষ্ক স্থির নাই, কি উন্মাদ-বায়ু আজ আপনাকে আক্রমণ করেছে! আপনি কারে কি বল্‌ছেন, জান্‌তে পাচ্ছেন না, বুঝতে পাচ্ছেন না, আমি যে বিজয়—আপনার পুত্র বিজয়। শৈশবে গর্ভধারিণী জননীকে হারি-য়েছি, যে দিন বাবার গলায় বরমাল্য দিয়ে-ছেন, সেই দিন থেকেই আপনাকে জননী ব'লে জানি, আপনি বই আমাদের দু'ভায়ের আর মা বল্‌বার যে কেউ নাই—আপনি কি আমার চরিত্র পরীক্ষা করছেন? মা, মা, জননি, অমন কলুষিত বিষময় পরীক্ষা কর্‌বেন না, লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে, পিতা শুন্‌লে কি বল্‌বেন?

দুর্জ্জয়। ওঃ! তাই—তাই ভয়, তাই এত ইতস্ততঃ, নচেৎ সুন্দরী যুবতীর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত প্রেম কোন্ নবীন যুবক উপেক্ষা কর্‌তে পারে? বিজয়, প্রাণাধিক! তোমার সম্মুখে আমি কুলকামিনীর সর্ব্বস্ব সার লজ্জা-ভয় বিসর্জ্জন দিয়েছি, তোমার প্রণয়ে অন্ধ হয়েছি, পাপ-পুণ্যের জ্ঞান আর আমার নাই, তোমায়

পাবার জন্য কোন কার্য্যেই আমার সাহস-হীনতা পাবে না; মহারাজের ভয় কচ্ছো? বল—একবার বল, তুমি আমার হবে, কালকার প্রাতঃসূর্য্য আর মহারাজকে দেখ্‌তে হবে না।

বিজয়। কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক কথা! তুমি কি রমণী! পিতা, পিতা,—এই প্রাচীন বয়সে শান্তিলাভের আশায় আপনি সরলা বালিকাভ্রমে পিশাচিনীকে গৃহে এনেছেন? ছি ছি, ধিক্ ধিক্! তোমায় আমি বার বার জননী ব'লে সম্বোধন করছি, আর তুমি বার বার আমায় পাপবাণী বল্‌ছ; মাতৃহীন বালক তোমার কাছে মাতার অমৃতময় স্নেহ ভিক্ষা করছে, আর তুমি তার সরল প্রাণে গরল ঢেলে দিচ্ছ; ধিক্! ধিক্ তোমার রূপে, ধিক্ তোমার যৌবনগর্ব্বে, শত ধিক্ তোমার কুৎসিত ইন্দ্রিয়লালসায়, সহস্র সহস্র ধিক্ তোমার নরক-কলুষিত জীবনে! পতিত-পাবন পরমেশ্বর, আমি পাপীয়সীর পাপ-কথা কানে শ্রবণ করেছি, আমার মহাপাতক হয়েছে, আমি কি প্রায়শ্চিত্ত করবো, কোথায় যাব, কোথায় পালাব, এ পাপের পাশ হ'তে কোথায় গেলে পরিত্রাণ পাব? আর আমার পিতা, পিতার আমার কি হবে! তিনি যে পিশাচিনীর কুহকে মুগ্ধ হয়েছেন, মোহিনী-ফণা বিস্তার কোরে কালসাপিনী যে তাঁর হৃদয় দংশন করতে উদ্যত হয়েছে, করুণাময় জগদীশ্বর, আমার পিতাকে রক্ষা কর, পিতাকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। বটে! এত দূর—এত তেজ, এত দর্প, এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার কিসের? রূপ-যৌবনের—পিপাসিত রমণী কাতর হয়ে প্রেমভিক্ষা করেছিল, তাই কাপুরুষ তাকে তাচ্ছল্য করলি? বিজয়—বিজয়, সর্ব্বনাশ করলি, আপনার শিরে আপনি আজ কি বজ্র হান্‌লি; তুই কি জানিস্‌নে যে, প্রত্যাখ্যাত উপেক্ষিত নারী আঘাতপ্রাপ্ত বিষধরী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী? জানিস্‌নে, যে রমণী প্রণয়ের জন্য কুল-মান লজ্জা-ভয় সকলই জলাঞ্জলি দিতে পারে, প্রেমের প্রতিদান পেলে হেলায় প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভালবাস্‌তে পারে—সেই রমণী আবার ঘৃণিত হ'লে অবজ্ঞাকারীর প্রাণ পদতলে দলিত করতে পারে, নিজের প্রাণের জ্বালায় সে জগৎসংসার জ্বালিয়ে দিতে পারে। আমায় পিশাচিনী কালসাপিনী বল্লি, এত দিন তা ছিলেম না, কিন্তু আজ থেকে আমি কালসাপিনী পিশাচিনী হলেম, আর তার চেয়ে যদি আরও কিছু ভয়ঙ্করী থাকে, তাও আমি হ'ব। নরক, আমার সহায় হও, দুর্জ্জয়-ময়ীর দারুণ হৃদয় অধিকার কোরে বসো, নারীসুলভ কোমলতা যদি হৃদয়ের কোন গুহ্যতম দেশে লুক্কায়িত থাক, দূর হও, দূর হও; রাক্ষস পশু ভূত প্রেত পিশাচ বেতাল দৈত্য দানব কে কোথায় আছ সকলের অনিষ্টকারী শক্তি একদিনের জন্য আমায় ঋণ দাও, আমি প্রতিশোধ লই, প্রতিশোধ লই। ছি ছি! রমণী হয়ে প্রণয় যাচ্ঞা কোরে উপেক্ষিত হয়েছি, আর অপমান কি আছে, আর অপমান কি আছে? দূর্লতা, দূর্লতা কে আছিস্ ওখানে, শীঘ্র দূর্লতা কোথা আছে, খুঁজে আমার কাছে পাঠিয়ে দে। প্রতি-হিংসা—প্রতিহিংসা—কি মধুর শব্দ! দাম্ভিক বিজয়, দুর্জ্জয়ময়ী শুধু তোর রক্তে তুষ্ট হবে না, যারে তুই বড় ভালবাসিস্, তোর সেই বড় আদরের বসন্তের রক্ত পান করবো, তোর সাম্‌নে তার ছিন্ন মুণ্ড গড়াগড়ি যাবে,

জয়সেন নির্ব্বংশ হবে, জয়পুররাজ্যে বাতী দিতে কেউ থাকবে না, তবে, তবে যদি এ আক্ষেপ মিটে, এ অপমানের প্রতিশোধ হয়! আর কেন এ বেশভূষা, কেন এ ফুল-অলঙ্কার? কেন এ বেণীবিন্যাস?—দূর হ,—দূর হ সব, ভয়ানক কাজ করবো, ভয়ানক মূর্ত্তির প্রয়োজন।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। প্রাণেশ্বরি, প্রাণেশ্বরি! আমায় ক্ষমা কর, তোমার কাছে ব'সে থাকতে দাও, তোমায় না দে'খে আমি আর থাকতে পাচ্ছিনে—অ্যাঁ! এ কি এ! এ সব অলঙ্কার-পত্র ছড়ান কেন? প্রিয়ে, প্রিয়ে! তোমার এ কি ভাব? কেশভার লট্‌পট কচ্ছে, বসন ছিন্ন-ভিন্ন, চক্ষু রক্তবর্ণ, সর্ব্বনাশ! সোনার অঙ্গে যে রুধির-চিহ্ন দেখি, বল প্রিয়ে, কি হয়েছে? কথা কচ্ছ না কেন? অমন তীব্র-দৃষ্টি কেন? বল বল, কথা কও।

দুর্জ্জয়। কি বলবো, কি কথা কব?

রাজা। এমন ভাব তোমার কখনও দেখিনি, বল কি হয়েছে? আমার হৃৎকম্প হচ্ছে, আমায় বল, কি হয়েছে?

দুর্জ্জয়। কিছু না—

রাজা। না না, অবশ্য কিছু হয়েছে, কে তোমায় আঘাত কল্লে? কে তোমার প্রতি এ অত্যাচার করেছে? কে, তোমার এ দুর্দ্দশা কল্লে?

দুর্জ্জয়। কে করবে—কেউ না কেউ না, আমি আপনি করেছি—

রাজা। বলবে না, বলবে না আমায় প্রিয়ে! বলবে না যে, কে আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে এনেছে? জলন্ত আগুনের মধ্যে কে সাধ কোরে প্রবেশ করেছে? সিংহের গহ্বরে কে হস্ত প্রদান করেছে? তুমি কি জান না প্রিয়ে যে, আমার রাজ্য, সিংহাসন, প্রজা-পরিজন, নিজের প্রাণ সকল এক দিকে, আর তুমি এক দিকে? তুমি কি মনে কর, যে পাষণ্ড পিশাচ তোমার উপর এই অত্যাচার করেছে, এ রাজ্যের মাঝে তার কি আর নিস্তার থাকবে? তোমার ঐ বর-অঙ্গে এক বিন্দু রুধিরের পরিবর্ত্তে সেই দুর্ব্বৃত্তের শরীরের সমস্ত শোণিত নিশেষ করবো জান না? হা অদৃষ্ট, হা অদৃষ্ট! আমি কখনও কারুর উপর কোন অত্যাচার করিনে, কি প্রজা, কি পরিজন, কি কর্ম্মচারী সকলকেই সুখস্বচ্ছন্দে রাখতে সাধ্যমত প্রয়াস পেয়েছি, নিজের সুখের প্রতি কখন দৃষ্টি করিনি, একমাত্র শেষ দশায় প্রাণেশ্বরীকে হৃদয়ে ধ'রে কিছু শান্তি লাভ করবো, তাও কি লোকের চক্ষুঃশূল হ'ল? কারুর প্রাণে সইলো না? কে এ শত্রু? কে এ শত্রু?

দুর্জ্জয়। বিজয়—বিজয়—

রাজা। কি কি—কে কে? বল প্রিয়ে, কে? কি নাম বল্লে? বিজয়! কে?—কুমার বিজয়?

দুর্জ্জয়। না না, কেউ না, আমি কারুর নাম বলিনি, সব আমার দোষ, আমার অদৃষ্টের দোষ! মহারাজ! মানুষকে আমি আর এ মুখ দেখাব না, এ প্রাণ আর রাখব না, শীঘ্র তুষানল প্রস্তুত করবার অনুমতি করুন, আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি।

রাজা। অ্যাঁ! তুষানল! প্রিয়ে—তুমি—প্রাণত্যাগ—তা হ'লে আমার কি হবে? তা হ'লে কি আর আমি একদণ্ড জীবিত থাকবো?

দুর্জ্জয়। ভাল মহারাজ, দিন পেয়ে আজ তুমিও আমার অনুরোধ অবহেলা কচ্ছো; আচ্ছা, অতি তীব্র কালকূট তো আমার কাছেই আছে, তারই সাহায্যে এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করবো।

রাজা। সর্ব্বনাশ! প্রিয়ে, এমন কাজ করো না, তা হ'লে শুধু তুমি আত্মহত্যার নয়, পতিহত্যার পর্য্যন্ত পাতকী হবে। চরণে ধরি, মিনতি করি, বল প্রিয়ে, কি হয়েছে? কি অভিমানে তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চাচ্ছ?

দুর্জ্জয়। কি বল্‌বো মহারাজ, সে কথা শোন্‌বার নয়, বিশ্বাস কর্‌বার নয়, সে ভয়ঙ্কর কথা, সে অস্বাভাবিক অসম্ভব কথা তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না, কেউ কর্‌বে না।

রাজা। কি প্রিয়ে, তোমার কথা আমি বিশ্বাস কর্‌বো না? যে সরলা বালা শত শত রূপবান্ নবীন রাজকুমারকে উপেক্ষা কোরে আমার এই মৃত-হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করেছে, তার কথায় আমি বিশ্বাস কর্‌বো না? বল প্রিয়ে, কে তোমার অত্যাচারী? আমি তোমার অঙ্গস্পর্শ কোরে শপথ কর্‌ছি, সে আমার অতি আত্মজন হ'লেও, অতি স্নেহের পাত্র হ'লেও, সমুচিত শাস্তি প্রদান কর্‌বো, প্রয়োজন হয়, তার ছিন্নমুণ্ড এনে তোমায় উপহার দেব।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, কল্লেন কি! কল্লেন কি! এমন শপথ কর্‌বেন না, যার দরুণ আমার আজ এ দশা, সে আপনার বড় স্নেহের ধন, আমারও বড় প্রাণের ভালবাসার—

রাজা। কে কে, কে সে বল? আমার শপথ, বিশেষ তোমায় স্পর্শ কোরে শপথ অলঙ্ঘনীয়।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, প্রাণনাথ, (রোদন)

রাজা। কেঁদ না, কেঁদ না, প্রিয়ে, কি বল্‌ছিলে বল, আমার প্রাণে আর ধৈর্য্য ধর্‌ছে না।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, এই পৃথিবী যে কি পাপে পূর্ণ, যে ভালকে কেউ ভাল থাক্‌তে দেয় না; আমি আপনার দ্বিতীয় পক্ষের রাণী ব'লে, আপনাতে আমাতে বয়সের একটু অসামঞ্জস্য আছে ব'লে, আপনার মনস্তুষ্টির জন্যে আমি একটু বেশবিন্যাসে মনোযোগী হই ব'লে, অন্তরালে কত লোকে কত কথা বলে, কত বিদ্রূপ করে—কিন্তু তা ব'লে গর্ব্বে ধরিনি বটে, কিন্তু আপনার সন্তান তো—

রাজা।—অ্যাঁ—আমার সন্তান, কে?—বিজয়? কি, তার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, তোমায় বিদ্রূপ করেছে?

দুর্জ্জয়। বিদ্রূপ কি মহারাজ, সে তো অতি তুচ্ছ কথা, লোকের শ্লেষ তো আমার অঙ্গের আভরণ হয়েছে।

রাজা। তবে কি, তবে কি, শীঘ্র বল? তোমার অঙ্গে সেই পাষণ্ড আঘাত করেছে না কি?

দুর্জ্জয়। অঙ্গে আঘাত! বিজয় যদি এই দেহ আমার খণ্ড খণ্ড কোরে ফেল্‌তো, তা হ'লেও আমি হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণত্যাগ কর্‌তে পাত্তুম, কিন্তু—

রাজা। বল বল, কিন্তু কি বল? আমি যে কিছুতেই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

দুর্জ্জয়। ওহো! হৃদয়েশ্বর, সে কথা আমি বল্‌তে পার্‌বো না, সে কথা রসনায় আন্‌লেও মহাপাতক হয়। হা বিজয়, কেন তোর এ দুর্ম্মতি হ'ল?

রাজা। অ্যাঁ, সর্ব্বনাশ! কি দুর্ম্মতি! আমি যেন কিছু কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তা কি সম্ভব, তা কি সম্ভব? সে অস্বাভাবিকতা যে পশু-সৃষ্টিতেও বিরল!

দুর্জ্জয়। আমি তো বলেছিলেম মহারাজ যে, সে কথা বিশ্বাসের নয়, আপনি বিশ্বাস কর্‌বেন না, কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না।

রাজা। না না রাজ্ঞি, আমি তোমার কথা অবিশ্বাস কর্‌ছিনি, কিন্তু তোমার ভাবে,

কথায় আমার মনে যে সন্দেহ হচ্ছে, তাতে অতি অস্বাভাবিক—অতি ভয়ঙ্কর! কলির প্রতাপ কি এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শোণিতের বিচারলোপ হয়েছে?

দুর্জ্জয়। হৃদয়েশ্বর, বলে বিমাতা আবার মা কি, তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? বয়সের সামঞ্জস্যে আমিই তো তোমার উপযুক্ত, তোমার এই বিশ্ববিমোহিনী রূপ, তোমার এই নবীন যৌবন, বৃদ্ধ পিতাকে ভজনা কোরে কেন নষ্ট করছো?

রাজা। রাজ্ঞি, চুপ কর, চুপ কর, আর বলো না, আর আমি শুনতে পারিনি, আর শোনবার প্রয়োজন নাই। আরে ছাগাধম বিজয়, আজ নিজ হস্তে তোর মুণ্ডচ্ছেদন করবো, শৃগাল-কুক্কুর দিয়ে তোর দেহ ভক্ষণ করাবো; রাণি, রাণি, তুমিই তো এই সর্ব্বনাশ করলে, এ বীভৎসপূর্ণ দুর্ঘটনা তুমিই তো ঘটালে, আমি তো দূরে রেখেছিলেম, রাজপুরীতে প্রবেশ করতে দিইনি, তুমিই তো আপন সরল হৃদয়ের গুণে স্নেহরসে গ'লে পাষণ্ডদের পুরীতে আনালে।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, প্রাণনাথ! আমার অপরাধ কি? আমি ভাল মনে কোরেই নিকটে আনিয়েছিলেম, ভালবাসবো, আদর করবো ব'লেই বিজয়কে সর্ব্বদা কাছে ডাকতেম; ঐ ভয়ঙ্কর কথা বলবার পরেও যদিও আমার হৃদয়ে সহস্র বিষবাণ বিদ্ধ হচ্ছিল, তবুও বিজয়কে কত বোঝাতে গেলেম, কিন্তু সে একবারে উন্মত্তের ন্যায় আমায় আক্রমণ কল্লে, নখাঘাতে আমার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত কল্লে, আমি অবলা, তবু তার হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা কচ্ছি, এমন সময় বসন্ত কোথা হ'তে এসে "কি পাপিষ্ঠা, আমার দাদাকে মারছিস্" এই বলেই আমাকে প্রহার করতে আরম্ভ কল্লে, "আমার মার গহনা প'রে তোর এত দর্প" বলেই বলপূর্ব্বক আমার অলঙ্কার সকল কেড়ে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলতে লাগলো; অঙ্গে যে রুধিরচিহ্ন দেখছেন, এ তারি জন্য। অবশেষে বুকে, সেই বুকের যেখানে ব্যথা, সেইখানে সজোরে পদাঘাত কল্লে, আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেম, তার পর সংজ্ঞালাভ কোরেই কেমন কোরে এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন করবো, তাই ভাবছি—

রাজা। আমার পুত্র নাই, পুত্র নাই, জয়পুররাজ আজ নির্ব্বংশ হ'ল, সিংহাসনে এসে শৃগাল-কুক্কুর বসুক! নিজ বংশ আজ নিজ হস্তে ধ্বংস করবো! ওহো! পুত্র হয়ে এমন শত্রু! পুত্র হয়ে এমন শত্রু! এমন বীভৎসপূর্ণ ব্যাপার কেউ কখনও দেখেনি, কেউ কখনও শোনেনি, বুঝলেম, এই জন্যই বিভীষণ "কলির শত পুত্রের হই" ব'লে শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাতে শপথ করেছিলেন! ওঃ! অসহ্য—অসহ্য—প্রাণ অস্থির হ'ল, বুকের ভিতর ধূ ধূ কোরে জ্বলছে! বিজয়-বসনের শোণিত ব্যতীত এ আগুন আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হবে না।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, মহারাজ! অকস্মাৎ এমন কর্ম্ম করবেন না, দাসীর জন্য আপনি পুত্রঘাতী হবেন না।

রাজা। পুত্রঘাতী! কিসের পুত্রঘাতী? কে আমার পুত্র? নিজ জননীর প্রতি যে এমন পশু-আচরণ করতে পারে, সে আবার পুত্র? মাতার বক্ষে যে পদাঘাত করে, সে আবার পুত্র? এরূপ রাক্ষসদের জীবিত থাকতে দেওয়া জগতের অনিষ্ট করা। রাজ্ঞি, বাধা দিও না, তোমার সরল প্রাণের স্নেহের মৃদু ভাষ এখন শুনো না। আমি রাজার কর্ত্তব্য, পিতার কর্ত্তব্য, পতির কর্ত্তব্য এখন পালন করবো, এই দণ্ডে সভা আহ্বান কোরে অপরাধীর বিচার কোরে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান

করবো, বিচারকের চক্ষে নিজের পুত্র পরের পুত্র আত্মীয়পর ভেদ থাকা উচিত নয়।

দুর্জ্জয়। মহারাজ—

রাজা। না না রাজ্জি, আর বাধা দিও না, একদিন তোমার অনুরোধ রাখ্‌তে পাচ্ছিনে, আমায় ক্ষমা করো, তুমিও সভায় এস, প্রয়োজন হ'তে পারে।

[বেগে প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। আগুন জ্বলেছে, খুব জ্বলেছে, ধূ ধূ জ্বলেছে! বিজয়, আপন হারা হয়ে তোকে প্রাণ দিতে গেছলেম, সে প্রাণ তুই পায়ে ঠেল্লি, দেখি তোর প্রাণ কোথায় থাকে! যার চরণে মাথা রাখ্‌বার জন্য স্বয়ং রাজা লালায়িত, তার হৃদয়ে তোর শয্যা পেতে দিয়েছিলেম, এখন অস্থিকঙ্কালময় মশানে তোর দেহ লুটাবে, দুর্জ্জয়ময়ীর আলিঙ্গন উপেক্ষা কল্লি, যা—যা—যমের আলিঙ্গনে যা—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

দুর্ব্বুদ্ধি ও বটুক।

বটুক। হুজুর, আপনি দুঃখ করছেন কেন, কিসের লজ্জা? রাজাগিরী করতে গেলে লড়াই ঝগড়া হয়ই হয়, হারও আছে, জিতও আছে।

দুর্ব্বুদ্ধি। যাও যাও, তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে আমার এত অপমান, তোমায় উজীরী দিলেই তো আমার তক্ত টলমল করবে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

বটুক। হুজুর, আপনি রাজতক্তে বসুন, আমি উজীরের মসনদে বসি, তখন দেখ্‌বেন, আবার এই বুদ্ধি আর একরকম দাঁড়াবে, মেজাজ আপনা আপনি গরম হয়ে যাবে, তখন কি আর কাউকে ডরিয়ে চলবো, না দর্শনলাল ফর্শনলালের ভয়ে পিছপাও হব? এখন কি করি বলুন, আপনার তো সব পূরো এক্তারে আসেনি, কাজেই একটু চেপে চুপে যেতে হচ্ছে, এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাতে রাজা ব্যাটাকে নিকেশ কোরে আপনি গোড়া গেড়ে সিংহাসনে বস্‌তে পারেন, তার চেষ্টা করুন।

দুর্ব্বুদ্ধি। আরে আহাম্মক, আমি চেষ্টা করলে কি হবে? দিদিমণিটা যে কোন কাজের নয়, তাকে যত বলি, যা হয় একটা কিছু কর, আমরা দখল টখল কোরে বসি; ততই বলে, এখনও ঠিক সময় হয়নি—সময় হয়নি। কবে যে রসময়ীর আমার সময় হবে, তা তো বুঝ্‌তে পারিনি; আজ যা হবার হবে, একটা চোটপাট শুনিয়ে দেব, বলবো যে, সত্যি সত্যি কি আমার বাবার রাজ্যে রুটী নেই, তাই তোমার দেউড়ীতে দুবেলা দু টুক্‌রোর জন্যে হাপিত্যেশ হয়ে প'ড়ে থাক্‌ব? আর এই দুর্লতা বেটীই বা মন্ত্রী রয়েছে কেন? দিদিকে সলিয়ে কলিয়ে আসল কাজটা হাসিল করতে পাচ্ছে না। বেটীকে আমি যত কাজের কথা বলি, বেটী ততই ঘ্যানর ঘ্যানর কোরে পীরিত জানাতে এসে। বেটী ঠিক কোরে রেখেছে যে, আমি রাজা হ'লে উনি পাটরাণী হবেন। আরে, শালী বোঝে না যে, যখন যেমন হাল, তখন তেমন চাল, চাক্তির খাঁক্তি ছিল, তাই বেটীর সঙ্গে তামাসা ফষ্টিটা করা যেত, এখন বোনের অগাধ ধন, হীরেমন বই কি আর মন উঠে?

বটুক। মন তো মন হুজুর, মনের কোণও ওঠে না। আপনি রাজা হয়ে সিংহাসনে বস্‌লে হীরেমনকে তো পাটরাণী কর্‌বেনই, কিন্তু গোলামকেও একটা কাকাতুয়া টাকাতুয়া গোছ দেখে দেবেন, নিদেন টুনটুনি—

দুর্ব্বুদ্ধি। চোপ—শ্বশুর—আমি কি তোর—

বটুক। আজ্ঞা না না, তা কি বল্‌ছি,—তা কি বল্‌ছি, তবে আপনি দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড অপগণ্ড মহারাজ হয়ে সিংহাসনে জোড়ামেলা হয়ে বস্‌বেন, আর আপনার ডাইনের দোহার মন্ত্রী ফুট থাক্‌বে, সেটা কি ভাল দেখায়?

দুর্ব্বুদ্ধি। ফুট কি? একবার মটুকখানা মাথায় দিই, তার পর রাজ্য চালাই কি রকম দেখ না, ঘর ঘর মেয়েমানুষ লুটব, এ রাজ্যে কেউ হুট্‌ কোরে সতীপণা দেখিয়ে যাবে, তার যো রাখ্‌ছিনি, আমার ধ্বজায় লেখা থাক্‌বে, "সধবা বিধবা নাস্তি নাস্তি নারী পতিব্রতা।"

বটুক। আহা হা! হুজুর, তবে তো একবারে রামরাজ্যি হয়ে গেল! রামচন্দ্রজী যেমন লঙ্কাকাণ্ড কোরে "এক এক বানরের কোলে দশ দশ নারী" বক্‌সিস করেছিলেন, হুজুর আমাদের উপর সেই রকম নেকনজর কর্‌লেই কাশীতে মন্দির দেবার কাজ কোরে নেবেন, একবার তড়াক্‌ কোরে হুজুর তক্তখানায় ব'সে পড়ুন।

দুর্ব্বুদ্ধি। কিন্তু দেখ বটুক ভাই, হীরেমন বেটীর কি আক্কেল! আজকে দর্শনে ব্যাটার সঙ্গে হাঙ্গাম হওয়ায় টাকাগুলো দিতে পাল্লুম না ব'লে আমাকে ফট্‌ কোরে অপমানটা কোরে বস্‌লো, আমি এদ্দিন পরে বেশ বুঝ্‌তে পাল্লুম যে, বেশ্যার ভিতর সতী নাই।

বটুক। হুজুর যা বল্লেন, হায় রে সে কাল!

দুর্ব্বুদ্ধি। কিন্তু দেখ, বেটীকে একবার জব্দ কোরে দিচ্ছি।

বটুক। হাঁ হুজুর, কোটালকে হুকুম দিয়ে দিন, বেটীকে তুড়ুম ঠুকে; আমি শাস্ত্রীদের গোটা দুই বাট্‌লো চুরি কোরে বেটীর ঘরের ভিতরে রেখে আস্‌বো, তার পর চোরাই মাল বেরিয়েছে ব'লে বেটীকে গ্রেপ্তার করা যাবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। আ রাম রাম, বটুক ভাই, আমি দেখ্‌ছি, উজীরী করা তোমার কাজ নয়, তুমি মেয়েমানুষকে কি কোরে জব্দ কর্‌তে হয়, তা জান না।

বটুক। আজ্ঞা, না হুজুর, ঐখানটা আমি একটু খাম্‌তি আছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। টাকা, টাকা! বেটী তিন হাজার টাকার জন্যে আমায় অপমান করেছে, তেমনি তিন তিরিক্কে তেত্তিশ হাজার টাকা বেটীর নাকের ওপর ধ'রে দেব, দেখি বেটার মুখখানা কোথায় থাকে! শ্বশুরী তখন, যে পান আজ ছুড়ে ফেলে দিলে, সেই পান আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খাবে। হা হা হা! কেমন বটুক ভাই, কেমন, জব্দ হবে কি না? হা হা হা!

বটুক। হা হা হা! বেটী ভারী জব্দ হবে। তেত্রিশ হাজার টাকা পেলে বেটীর বত্তিশ নাড়ীর টান ধর্‌বে, হীরেমন্‌ বাছাধন তখন মানের কপ্‌চানি ভুলে গিয়ে পীরিতের রাধা-কৃষ্ণ বুলি ধর্‌বে, হা হা হা!

(দুর্ল্লতার প্রবেশ)

দুর্ল্লতা। হা হা হা! চ্যা হা হা হা! এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়া ডাক্‌চেন পোড়ারমুখো, মুখে তোপড়া বেঁধে দেব না কি, দাসা খাবে? উদিকে যে আকুণ্ড কুণ্ড বেধেছে, তার খবর আছে?

দুর্ব্বুদ্ধি। কি, কি, তোমার মুণ্ড বেধেছে, কি, হয়েছে কি?

দুর্ল্লতা। বালাই ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস,

আমার মুণ্ড বাধ্‌তে যাবে কেন? মুণ্ডু বাধুক তোমার। সেই সেই—বুলবুলী, না হুরী, না হীরেমন্, কে—কে—সে—এ চোকখাগীর বেটীকে একবার ধর্‌তে পারি তো মশাল জ্বেলে বেটীর ডানা পুড়িয়ে দিই। আচ্ছা, কেন বল দেখি মামুজী, তোমার আমার ওপর থেকে মন ফিরে যাচ্ছে? আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, ঐ নচ্ছার মিস্‌ষে, ঐ হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া নেশাখোর গতরখেগো মিন্‌ষেই তোমার শনি, ঐ যত বেটী পবরীর বাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার উপর তোমার চিত্তির চটিয়ে দিচ্চে।

বটুক। ও দোল্লা—দোল্লা—দোলের নেতা—আমার ওপর কেন, আমার ওপর কেন? আমি কিছু জানিনি, তোমার মাথা খাই।

দুল্লর্তা। কেন, পেটের ফাঁড় কি আর কিছুতেই পুর্‌ছে না, তাই আমার মাথা খেতে যাবে? তোর বুদ্ধি না পেলে দুর্ব্বুদ্ধি মামার সাধ্যি কি যে, আমার অপঘেন্না করে। যে মামুজী আমায় দেখ্‌লে কত হাস্‌তো, কত চোখের ভঙ্গিমে কর্‌তো, কথা কইতো যেন গোলাপী গাওেরী, সেই মামুজী আজ আমায় বলে কি না "তোমার মুণ্ডু!" আমার হ'ল মুণ্ডু—সেই চোকখাগীদের বদন! আচ্ছা, আমিও দেখ্‌ছি, দুল্লর্তাকে হেনস্থা কল্লে রাজ-গদী কার হিক্‌মতে পাও, তাও দেখ্‌ছি! হীরেমন্ তো হীরেমন্, তখন ফিঙে যুট্‌বে না, ফিঙে যুট্‌বে না!

দুর্ব্বুদ্ধি। হা হা হা! চটেছে, চটেছে,—মাণিকচাঁদ আমার ভারী চটেছে—

কও না কথা, ও দুল্লর্তা কেন মনে ব্যথা দাও।
চটে মটে কটমটিয়ে, তুমি ফটিক চোখে চাও॥

বটুক। তারি সাথে কসের দাঁতে বটুকচাঁদে চিবিয়ে খাও।

দুল্লর্তা। বেয়ে বোটে, আমুন ঘাটে, তাই বোড়াও বুঝি নাও। তা বুড়ুক না বুড়ুক, ভরা ডুবী হ'ক, যার ডুব্‌বে তার ডুব্‌বে, আমার কি, আমি তো দাসী আছিই, না হয় দাসীই থাক্‌বো; রাজরাণী হওয়া যদি বরাতে নাই রইল; তবে কারুকে রাজা কর্‌বার জন্যে আমার ঘুরে ঘুরে লোকের মুন্নি কুড়নো কেন?

দুর্ব্বুদ্ধি। রাগ কচ্ছো কেন, খবরটাই কি বল না?

দুল্লর্তা। খবরের দাম অর্দ্ধেক রাজত্যি, কিন্তু আমি বল্‌বো কেন? বল্‌বো না তো—যাও।

দুর্ব্বুদ্ধি। ঐ যে হাস্‌ছে, মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছে, এইবার দুল্—দুল্—দুল্—গুলবাহা-রের রাগ পড়েছে, এইবার বল তো নূতন খবরটা কি?

দুল্লর্তা। বল্লুম তো খবর খুব জবর, আজ একেবারে সব ফর্সা, এখন ভর্সা কোরে আমায় নিয়ে সিংহাসনে বস্‌তে পাল্লেই তুমি রাজা।

দুর্ব্বুদ্ধি। রাজা! রাজা! আজিই আমি রাজা! কি রকম, কি রকম?

বটুক। হুজুর রাজা, আমি উজীর, ক্যাবাত ক্যাবাত!

দুল্লর্তা। মামুজী, বোন তোমার একজন বটে, একেবারে ধনুক-ভাঙ্গা পণ কোরে বসেছে যে, রাজা যদি ছেলে দুটোকে মেরে রক্ত এনে না দেখায় তো নিজে রক্তগঙ্গা হয়ে মর্‌বে। ওগো, সাক্ষেৎ সতী-লক্ষ্মীর পেটে জন্মেছিল গো সাক্ষেৎ সতীলক্ষ্মীর পেটে জন্মেছিল; কি কান্না গো কি কান্না, ঠিক যেন সত্যি সত্যি। বুড়ো রাজার আঁতে ঘা দিয়েছে, একেবারে আঁতে ঘা দিয়েছে, বলেছে যে, বিজ্ঞে ছোঁড়া তাঁর জাত খেয়ে

গেছলো, আর এই ছোট বিজকুটে তাঁকে ধ'রে নিদ্দম কোরে মেরেছে, একেবারে গদ্দান নেবার হুকুম হয়ে গেছে গো গদ্দান নেবার হুকুম হয়ে গেছে।

বটুক। ধা ধিনী তা ধিনিক ধিসো, তাক্ তাক্ সিন্ তাক্, দে পার ধুলো, আমার টুলো, বেঁচে থাক্ তুই থাক্।

দুর্ব্বুদ্ধি। বলিস্ কি দুলি বলিস্ কি? দিদিমণি আমার বুদ্ধির খনি! কি বল্‌বো দিদিমণি, নইলে তাকেই কর্‌তেম পাট-রাণী। সত্যি বল্‌ছিস্ তো দুলি, ঠিক জানিস্?

দুর্লতা। মাইরি ভাই মামুজী মাইরি, প্রাণ তো তোমায় অনেক দিনই দিয়েছি, আজ রাজ্য দিলুম, এইবার ডঙ্কা বাজিয়ে গিয়ে লঙ্কা ছারখার কর।

দুর্ব্বুদ্ধি। বটুক ভাই, বটুক ভাই, এই-বার আমি মহারাজ কৎলেহাম বাহাদুর হলুম আর কি, এইবার বুড়ো ব্যাটার মুড়োটাই নিই কি একটা আঁধার গারদেই বা রাখি, যা ইচ্ছে তা কর্‌তে পারি, সোজা কথা, কি বল বটুক ভাই?

বটুক। আর বটুক ভাই, এখন শীগ্‌-গির শীগ্‌গির তোষাখানায় চলুন, আপনি একটা রাজার পোষাক, আমি একটা মন্ত্রীর পোষাক প'রে ঝাঁ কোরে গে সভা আলো কোরে বসি।

দুর্লতা। আর আমি?

বটুক। আর তুমি একটা দে'খে শুনে ঝাঁপ্পা-ঝোঁপ্পাওয়ালা পাখোয়াজ টাখোয়াজ পর না।

দুর্লতা। মামুজী, প্রাণনাথ! এইবার তো আমায় যা কথা দিয়েছিলে, আমায় গন্ধর্ব্ব বিয়েটা কোরে ফেল, আমি ধান দুব্বো আনি—

(গীত)

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা!
প্রাণ কেমন কেমন করে বুঝ্‌তে পারি না॥
আমি আস্‌ছি ধান-দুব্বো নিয়ে,
মামুজী কর্‌বে বিয়ে,
গলাগলি ঢলাঢলি কর্‌বো দুজনা॥
তোমার মুখখানি কি চমৎকার,
দেখে তোরে মাথা ঘুরে হয় একাকার,
যদি ভালবাসিস্ সাম্‌লে থাকিস্,
দিস্ নাকো ভাই প্রাণে হানা॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ ও বন্দিগণ)

১ম সভা। মন্ত্রীমহাশয়, আজ এমন সময় মহারাজ যে সভা আহ্বান কর্‌লেন, এর হেতু কি?

মন্ত্রী। রাওসাহেব, হেতু কি, তা আমি অবগত নই, কারণ অনুসন্ধানের জন্য উৎ-সুকও হইনি, এত দিনের পর মহারাজকে যে আবার সভায় উপস্থিত হয়ে সিংহাসনে বস্‌তে দেখ্‌ব, আবার রাজ্য-সম্বন্ধীয় কার্য্যে মনো-যোগী হ'তে দেখ্‌বো, এতেই আমার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হচ্ছে।

২য় সভা। কিন্তু যে কর্ম্মচারী আদেশ-পত্র নিয়ে গিয়েছিল, তার মুখে শুন্‌লেম যে, মহারাজ কার উপর যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে-ছেন। কোথাও কি কোন যুদ্ধবিগ্রহ হবার

সম্ভাবনা আছে? কোন শত্রু কি স্পর্দ্ধা কোরে আমাদের মহারাজকে অপমান করেছে? নিদ্রিত সিংহকে জাগরিত কোরে আপনার অমঙ্গল কে আপনি ডাক্‌লে?

মন্ত্রী। কৈ, আমি যত দূর জানি, তাতে আপাততঃ কোন বহিঃশত্রুর সঙ্গে বিবাদের তো সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমিও মহারাজের ভাবে বিলক্ষণ ক্রোধের লক্ষণ দেখেছি; কি যে কারণ, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি। অনেক দিন—অনেক দিন কেন, কখনই আমি মহারাজের এরূপ বিকৃত ভাব পরিলক্ষিত করিনে। আমি যখন রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হলেম, দেখ্‌লেম, তাঁর চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান, ললাট হ'তে স্বেদধারা প্রবাহিত হচ্ছে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়, দুটী একটী কথায় আমায় সভা আহ্বানের আজ্ঞা দিলেন, তাও অতি কষ্টে, কিন্তু সে যাই হ'ক, যে কারণেই নরনাথের এরূপ ভাববৈলক্ষণ্য হ'ক, নিদ্রিত সিংহ যে জাগরিত হয়েছেন, এর জন্যেই আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দি, মহারাজের নির্জ্জীবপ্রায় প্রাণ যে আবার উৎসাহের তরঙ্গে আলোড়িত হয়েছে, এতেই আমার হৃদয় আশায়—আনন্দে নৃত্য করছে।

১ম সভা। এই যে, এই যে! মহারাজ সভায় আস্‌ছেন।

(রাজার প্রবেশ)

সকলে। জয় জয় মহারাজ জয়সেনের জয়!

১ম বন্দী। জয়পুর-রাজ্যে কমলা অচলা হ'ন, মহামান্য প্রবলপ্রতাপশালী মহারাজ জয়সেন সুস্থ-শরীরে মনের সুখে দীর্ঘজীবী হয়ে, শত্রুদল দমন কোরে, মিত্রবর্গের মঙ্গলসাধন কোরে, ধরণী শাসন প্রজাপালন করুন। রাধাবল্লভজী রাজকুমারযুগলের মঙ্গলবিধান করুন।

সকলে। জয় জয়পুর-রাজ্যের জয়! জয় মহারাজ জয়সেনের জয়! জয় রাজকুমারদ্বয়ের জয়!

১ম সভা। মহারাজ যে আজ স্বয়ং সভাস্থলে উপস্থিত হবেন, এ শুভ সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে রাজ্যের সকল স্থানে বিস্তৃত হয়েছে, উচ্চ নীচ সমস্ত প্রজাই আজ আনন্দে নৃত্য কর্‌ছে।

রাজা। মন্ত্রী, কোতওয়াল এখনও আসেনি, কোতওয়াল এখনও বন্দীদের আনেনি?

মন্ত্রী। বন্দী! নরনাথ কোন্ বন্দীদের কথা আজ্ঞা কর্‌ছেন, আমি তো তা কিছুই অবগত নই।

রাজা। বটে বটে! সে কথা আমি তোমাদের কাছে এখনও প্রকাশ করিনি বটে! ভাল, এখনি জান্‌তে পার্‌বে। মন্ত্রি, সভাসদ্‌গণ! এখনি আমি কোন ভয়ঙ্কর গুরুতর অপরাধের বিচারে প্রবৃত্ত হব, তোমাদের ন্যায়মত শাস্ত্রমত সাধ্যমত তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর্‌তে হবে।

মন্ত্রী। এত দিনের পর মহারাজ যে এই সকল গুরুতর রাজোপযোগী কার্য্যে স্বয়ং হস্তক্ষেপ কর্‌ছেন, এতে আমাদের উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হচ্ছে; জগদীশ্বরকৃপায় আমরা কেহই কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি কর্‌বো না।

রাজা। আচ্ছা, তোমরা বল দেখি, পক্ষপাতশূন্য হয়ে রাজার বিচার করা প্রধান কর্ত্তব্য কি না?

মন্ত্রী। সাক্ষাৎ ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি জয়পুরাধিপতিকে সে কথা কি আর স্মরণ করিয়ে দিবার আবশ্যক? আর এ রাজবংশ ভেদাভেদ-জ্ঞান-বিরহিত ন্যায়-বিচারের জন্য কবে প্রসিদ্ধ নয়? মহারাজ, অধীনের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন, আজকার বিচার্য্য বিষয় কি

এবং অপরাধীই কে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

রাজা। আজকে যে অপরাধের বিচার জন্য আমি সভাস্থ হয়েছি, তা অবাচ্য, অশ্রাব্য, অতি গুরুতর, অতি ভয়ঙ্কর, পিশাচেরও কল্পনার অতীত, আর অপরাধ—এই যে কোতওয়াল পাষণ্ডদেরে আন্‌ছে।

(বিজয়, বসন্ত ও কোতওয়ালের প্রবেশ)

মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ। জয় কুমার বিজয় ও বসন্তের জয়!

রাজা। এ কি মন্ত্রিন্! এ কি অমাত্যগণ! সভাস্থলে তোমরা অপরাধীর জয় ঘোষণা কর্‌ছো! এরূপ আচরণ রাজনীতি-বিরুদ্ধ।

মন্ত্রী। অপরাধীর জয়-ঘোষণা! কৈ, অপরাধী কে ? কেউ তো উপস্থিত নাই, আমরা তো প্রথামত কুমারদ্বয়ের নাম উচ্চারণ কোরে জয়ধ্বনি করেছি মাত্র।

রাজা। হ'তে পারে, ভ্রম হ'তে পারে, তোমাদের অপরাধ নাই। কোতওয়াল, কেন তুমি নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ কাজ কর্‌লে ? বন্দীকে বিচারের স্থলে বন্ধনাবস্থায় আন্‌তে হয়, তা কি তুমি জান না ?

কোত। মহারাজ, রাজকুমারদের অঙ্গ স্পর্শ করতে আমার সাহস হয় না; আর মহারাজ স্মরণ করেছেন বল্‌বামাত্র, কুমারেরা আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে এলেন।

রাজা। তোমার কার্য্যে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি, ন্যায়ের চক্ষে, কর্ত্তব্যের চক্ষে আত্মপর উচ্চনীচ ভেদ থাকা কখনই উচিত নয়, আপনার কর্ত্তব্য কাজ কর, অপরাধীদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর।

বিজয়। (স্বগত) কি এ! পিতা কার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন ? কাকে বন্ধন করতে বল্‌ছেন ? কে অপরাধী ? কোতওয়াল রাজকুমারের অঙ্গস্পর্শের কথা কি বল্‌ছে ?

রাজা। কি, এখনও আমার আজ্ঞা প্রতিপালিত হচ্ছে না ? অপরাধিগণ এখনও মুক্তহস্ত ?

(কোতওয়ালের বিজয় ও বসন্তকে বন্ধন করিবার উদ্‌যোগ)

বসন্ত। কি কোটাল, আমার গায়ে হাত! দাদাকে বাঁধ্‌ছ যে ? (দৌড়িয়া রাজার নিকট গিয়া) বাবা, বাবা, দেখুন, দেখুন, আপনি কোন্ চোরকে না কাকে বাঁধ্‌তে বল্লেন, কোটাল আমাদের বাঁধ্‌তে যাচ্ছে, আপনি কোটালকে তাড়িয়ে দিন।

রাজা। পাষণ্ড পুত্র, দূর হ, আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্‌নে; অপরাধীদের স্থলে গিয়ে দাঁড়া!

বিজয়। কেন পিতা, আপনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন ? দেখুন, আপনার বসন আপনি বকেছেন ব'লে অভিমানে রোদন কর্‌ছে, আমরা তো কোন অপরাধই করিনি, আমাদের লেখা-পড়ার, অস্ত্র-ক্রীড়ার পরীক্ষা নিন ; পণ্ডিত মহাশয় আর বর্ম্মনজী আমাদের যতদূর শিখিয়েছেন, আমরা সব শিখেছি ?

বসন্ত। বাবা, জিজ্ঞাসা করুন, আমি সমস্ত চাণক্যশ্লোক মুখস্থ বল্‌ছি, আমি ওড়া পাখী তীরে বিঁধ্‌তে পারি, হাঁ দাদা, পারিনি ?

রাজা। আরে নরাধম বিজয়, তুই না আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ? তুই না এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী ? তোকে না শীঘ্রই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কোরে রাজমুকুট পরিয়ে আমি রাজকার্য্য হ'তে অবসর গ্রহণ কর্‌বো ব'লে মনে মনে বড় আশা কচ্ছিলেম, তা তোরই এই কাজ ? অবশেষে আমায় এই প্রতিদান দিলি ?

বিজয়। পিতা, পিতা, আমার কি অপ-

রাধ হয়েছে বলুন? আমরা অল্পবুদ্ধি ছেলে-মানুষ, না জেনে কোন দোষ কোরে থাকি, আপনি পিতা, আমাদের শাসন করুন, শাস্তিবিধান করুন।

রাজা। "শাস্তিবিধান?" জানিস্ কুলাঙ্গার, যে অপরাধ করেছিস্, তাতে সামান্য ঘাতকের হস্তে সর্ব্বসমক্ষে প্রাণদণ্ড ভিন্ন তোদের অন্য শাস্তি নাই।

বিজয়। প্রাণদণ্ড!

সকলে। প্রাণদণ্ড!

মন্ত্রী। রাজকুমারদের প্রাণদণ্ড!

রাজা। কেন মন্ত্রিন্, কেন সভাসদ্গণ, আশ্চর্য্য হচ্ছো কেন? রাজকুমারদের প্রাণদণ্ড শুনে সকলে যে স্তম্ভিত হ'লে দেখ্‌তে পাই! তোমরাই না বল্‌ছিলে যে, রাজার পক্ষপাত-শূন্য হয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য, দণ্ড-প্রদান অপরাধের গুরুত্ব বা লঘুত্বের উপর নির্ভর করে, অপরাধীর পদ বা বংশমর্য্যাদার উপর নয়।

মন্ত্রী। নরনাথ, আপনার ন্যায়দৃষ্টি বা বিচারবুদ্ধির প্রতি সন্দেহ করতে কে সাহসী হবে? কিন্তু রাজকুমারযুগল অতি শান্ত, ধীর, নম্রপ্রকৃতি, অতি মিষ্টভাষী, সর্ব্বজনপ্রিয়, তাঁরা প্রাণদণ্ডের উপযোগী কি অপরাধে অপরাধী হতে পারেন, তা আমাদের কল্পনার অগোচর।

রাজা। তোমাদের কি, মনুষ্যের কথা দূরে থাক, সে পাপকার্য্য পিশাচেরও কল্পনার অগোচর। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, আজকে যে অপরাধের বিচার হবে, তা অশ্রাব্য, অবাচ্য, অপরাধীরা সমক্ষে আছে, ওদের জিজ্ঞাসা কর। পাপিষ্ঠ বিজয়, দুরাত্মা বসন্ত, তোদের অন্তিমকাল উপস্থিত, সর্ব্বসমক্ষে আত্মদোষ স্বীকার কোরে যতটুকু পারিস্, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্।

বিজয়। বাবা, কি স্বীকার কর্‌বো, কি দোষ করেছি? আমরা তো কিছুই জানিনি।

বসন্ত। বাবা, রাজবাড়ীতে এসেছি ব'লে কি আমাদের দোষ হয়েছে? ছোট মা না আন্‌তে পাঠালে, আপনি না ডাক্‌তে পাঠালে আমরা তো শিক্ষা-বাড়ী ছেড়ে আস্‌তেম না; বাবা, আপনাকে দেখ্‌বার জন্য আমাদের মন কেমন কর্‌তো, আপনার কোলে ওঠ্‌বার জন্য শান্তা দিদির কাছে কাঁদ্‌তুম, কিন্তু আপনি আন্‌তে না পাঠালে তো আমরা আস্‌তে পার্‌তুম না, আবার আমাদের সেখানে পাঠিয়ে দিন, আর আমরা কখনও আস্‌ব না, মন কেমন কর্‌লে মনে মনে কাঁদ্‌ব, এখানে আস্‌বার আর নাম কর্‌বো না।

রাজা। এখানে কি, এখানে কি, এ পৃথিবীতে আর তোদের স্থান নাই। ছি ছি ছি! এ নিষ্কলঙ্ক বংশে এমন কুলাঙ্গার সন্তান! পুত্র হয়ে জননীর প্রতি এমন অস্বাভাবিক অত্যাচার!

বিজয়। জননীর প্রতি অত্যাচার, সে কি! ছোটমার প্রতি—

রাজা। চোপ্, মহাপাতকী, তোর কুৎসিত রসনায় আর পবিত্র মাতৃশব্দ উচ্চারণ করিস্‌নে, ও স্বর্গীয় নাম উচ্চারণ কর্‌বার আর তোর অধিকার নাই।

বিজয়। কেন পিতা?

রাজা। কেন? কেন? তোর কলুষিত অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর্. তোর নরক সদৃশ হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর্, আজ কি মহাপাতকের কার্য্য করেছিস্। স্নেহময়ী সরলা রমণী, যিনি তোদের আপন গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা যত্ন করেন, তাঁর প্রতি আজ কি পৈশাচিক অত্যাচার করেছিস্?

বিজয়। মহারাজ! আপনি পিতা—রাজা, উভয় সম্পর্কেই আমাদের শাসন

পালনের অধিকারী—আপনার সমক্ষে বল্‌ছি, সভাস্থ সকলের সমক্ষে বল্‌ছি, এই ধর্ম্মাসনের সমক্ষে, অন্তর্যামী জগদীশ্বরের সমক্ষে বল্‌ছি, বাল্যসুলভ চঞ্চলতা হেতু বিবিধ দোষে দোষী হ'তে পারি, কিন্তু অন্তরাত্মা পাপ-কলুষিত নয়, হৃদয় আমার নরক সদৃশ নয়; ছোট মাকে কোনরূপ পীড়ন করা দূরে থাকুক, দুঃস্বপ্নেও সে কথা কখনও আমার নিদ্রিত মনে স্থান পায়নি। যে জননী আমাদের শৈশবে ফে'লে পালিয়েছেন, নিষ্ঠুর কাল যাঁর মধুর স্নেহে আমাদের অকালে বঞ্চিত করেছে, সেই স্বর্গগতা গর্ভধারিণীকে আমি যেমন আন্তরিকভক্তির সহিত পূজা কোরে থাকি, ছোটমাকেও সেইরূপ পূজা কোরে থাকি।

রাজা। পাপের উপর পাপ, মহাপাতকের উপর আবার মিথ্যার পাপ সঞ্চয় কর্‌ছিস্‌। নরাধম, আজ কি জন্য অপরাহ্নে রাজ্ঞীর গৃহে গিয়েছিলি?

বিজয়। ছোট মা আমায় স্মরণ করেছিলেন।

বসন্ত। হাঁ, ছোট মা তো দাদাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন; তিনি দাদাকে কতবার ডেকে পাঠান, কত আদর করেন, কত ভাল ভাল খাবার, কত ভাল ভাল জিনিস দেন, আমার চেয়ে মা দাদাকে বেশী ভালবাসেন, আমাকেও ভালবাসেন, কাছে গিয়ে মা ব'লে দাঁড়ালে কত আদর করেন, কিন্তু দাদার মত ডেকে পাঠান না, না বাবা না, দাদা মাকে কিছু বলেনি, আপনি বরং তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনাকে কে মিছিমিছি বলেছে।

(দুর্জ্জয়ময়ীর প্রবেশ)

মা মা, বাবাকে কে মিছিমিছি বলেছে যে, দাদা তোমায় মেরেছে, তুমি বাবাকে বল তো সে সব মিছে কথা, হাঁ মা, দাদা তোমায় ভালবাসে না? আমি তোমায় ভালবাসিনে? হাঁ মা, তুমি আমাদের ভালবাস না?

রাজা। রাজ্ঞি, রাজ্ঞি, তুমি এসেছ, বেশ করেছ। তোমার অপেক্ষায় এখনও পাপাচারদের মশানে পাঠাইনি। ওরে দুরাত্মা বিজয়, এখনও তোর মিথ্যাকথা বল্‌তে সাহস হয়? রাণীর প্রতি অত্যাচার করিস্‌নি, এ কথা কি এখনও তোর পাপ রসনা হ'তে নির্গত হবে?

বিজয়। মহারাজ, আপনি পিতা, জগতে জগৎপিতার প্রতিভূস্বরূপ। আপনার সমক্ষে বল্‌ছি, জননীর সমক্ষে বল্‌ছি, আমি তাঁর প্রতি কখনও কোন দিন কোন দুর্ব্যবহার করিনি। পিতা, আমার মুখপানে চেয়ে দেখুন, পিতার স্নেহবিগলিত পক্ষপাতের চক্ষে দেখ্‌তে বল্‌ছিনি, আপনার অভিজ্ঞতাপূর্ণ রাজচক্ষে দৃষ্টি করুন, দেখ্‌তে পাবেন, আমার চক্ষে মিথ্যা লুক্কায়িত আছে কি না? আমার মুখে হৃদয়ের নির্দ্দোষিতা প্রকাশ পাচ্ছে কি না।

রাজা। তবে কি রাজ্ঞী আমায় মিথ্যা বলেছে? দুরাচার, তোর প্রস্থানের পরক্ষণেই আমি উপস্থিত না হ'লে সরলা বালা এতক্ষণে আত্মহত্যা কোরে পাপপৃথিবী পরিত্যাগ কর্‌তো' অন্তিমকালে সত্য কথা ক, বল্‌, আজ রাণীর গৃহে গিয়ে কি দুষ্কার্য্য করেছিলি? কি ঘটনা হয়েছিল? আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বল্‌?

দুর্জ্জয়। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! সবই তো প্রকাশ হবে! এখনি তো সব ব'লে ফেল্‌বে! মহারাজ কার কথা বিশ্বাস কর্‌বেন? আমার কথা, না বিজয়ের কথা? (প্রকাশ্যে) মহারাজ, অভাগিনী রমণীকে আর কেন রাজ-সভামাঝে লজ্জা দেন?

রাজা। তুমি সাধ্বী সতী, কলিযুগে

সাবিত্রী, এ সভাস্থলে, এ রাজ্যে, এ কথা কার অবিদিত? তোমার এতে কিসের লজ্জা? লজ্জা যার হওয়া উচিত, সেই পাপাত্মা, সেই পিশাচরূপী পুত্র কুল,মান, ধর্ম্ম, লজ্জা যাকে বলে, তা জানে না। বল্ নরাধম, তোর আর কি বল্‌বার আছে?

বিজয়। জননীর প্রতি পুত্রের যে ব্যবহার হওয়া উচিত, তদ্ভিন্ন আমি ছোটমাতার প্রতি কখন কোন ব্যবহার করিনি, আর আমার কিছু বল্‌বার নেই।

রাজা। তবে রে নরাধম, রাজ্ঞী কি মিথ্যা কথা বল্‌ছেন?

বিজয়। আমি জানিনি।

রাজা। কি! জানিস্‌নে? আজ রাণীর গৃহে গিয়ে তুই কোনরূপ উৎপাত করিস্‌নে? কোনি গোল হয়নি?

বিজয়। পিতা, মহারাজ! অধম সন্তানকে মার্জ্জনা করুন, কি হয়েছিল না হয়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তর আমার মুখ হ'তে পাবেন না, আমি কিছু বল্‌বো না, আমি অপরাধী ব'লে আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে, দণ্ড প্রদান করুন, আমি মস্তক পেতে নেব।

দুর্জ্জয়। (স্বগত) আঃ! বাঁচ্‌লেম, বল্লে না, বল্লে না। আঃ! বাঁচ্‌লেম, তবে কি এখনও আমার আশা আছে? মন কি ফিরেছে?

রাজা। তুই মনে করেছিস্ যে, আমি অপত্যস্নেহের বশীভূত হয়ে তোকে মার্জ্জনা করবো, তাই সাহস কোরে দণ্ডাজ্ঞা প্রার্থনা করছিস্? কিন্তু তুই বেশ জানিস্, তোর মত কুলাঙ্গার আজ পর্য্যন্ত এ বংশে জন্মগ্রহণ করেনি; ন্যায়পরায়ণতা পক্ষপাতশূন্যতার জন্য জয়পুররাজ্য চিরবিখ্যাত। এখন তুই আমার চক্ষে আমার পুত্র নয়, একজন অতি সামান্য অপরাধী; দীন প্রজাতে আর তোতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। মন্ত্রিন্, সভাসদ্‌গণ, এ ছাগাধম বালক, এই রাজ্যের রাজরাণীর প্রতি—পরম-পবিত্রা সতী আপনার বিমাতার প্রতি বলপ্রকাশে অস্বাভাবিক অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিল।

সকলে। অসম্ভব! অসম্ভব!! মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!!

রাজা। কি! কে বলে অসম্ভব? কুপুত্র হ'তে কি না সম্ভব? কে বলে মিথ্যা কথা? একজন সামান্য স্ত্রীলোকও নিজ সম্বন্ধে এ কথা সহজে প্রকাশ করে না, আর স্বয়ং রাজ্ঞী কি এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বল্‌ছেন? আহা! ঐ দেখ, তাঁর সরল মুখমণ্ডল লজ্জায় পাণ্ডুবর্ণ হয়েছে, নীলকমল সদৃশ নয়ন হ'তে অশ্রু পতিত হচ্ছে। বরং আমি বিশ্বাস করতে পারি—ভাগীরথীর স্রোত বিপরীতগামী হয়ে হিমালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করবে, দ্বিপ্রহর নিশাতে সূর্য্য উদয় হবে, চণ্ডাল বেদ উচ্চারণ করবে, কিন্তু ঐ পবিত্রা সুশীলা বালা আমার হৃদয়রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী যে মিথ্যা কথা বল্‌বে, এ কথা আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারি না। বিশেষ এমন কথা, যাতে আমায় নিদারুণ মনোব্যথা পেতে হবে, আপনার হৃৎপিণ্ড আপনাকে ছেদন করতে হ'বে। শুন সকলে! আমি রাজা, বিচারকর্ত্তা, আমার কখনও ভ্রম হ'তে পারে না, আমার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়; এখনি জল্লাদ মহাপাতকীকে মশানে লয়ে গিয়ে শিরশ্ছেদ করুক্।

বসন্ত। না না, না বাবা! বাবা, দাদাকে কেটে ফেল্‌তে বোলো না; দাদা আমার কিছু করেনি, দাদা আমায় বড় ভালবাসে, সকলকে ভালবাসে, দাদাকে কেটে ফেল্লে আমি কার কাছে থাকবো, কার সঙ্গে খেলা করবো, কার গলা ধ'রে ঘুমিয়ে

আমাদের মার জন্যে কাঁদ্‌বো? ও বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, দাদাকে মের না। ও ছোট মা, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, বাবাকে মানা কর, তুমি মানা কর্‌লেই বাবা শুন্‌বেন।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, মহারাজ! দাসীর জন্য আপনি কেন পুত্রহত্যা করেন? হয় তো বিজয় আমায় এমন কথা বলেনি, হয় তো মতিভ্রম হয়েছিল, হয় তো বিজয় আমায় চিন্‌তে পারেনি, আর কেউ মনে করেছিল, হয় তো আমি মিথ্যা বলেছি।

রাজা। প্রাণেশ্বরি, প্রাণেশ্বরি! এত গুণ তোমার অন্তরে না থাক্‌লে আমি এত ভালবাসি? দেখ ছাগাধম পাষণ্ড, কি মহানুভবতা, কি সহৃদয়তা, কি আত্মবিসর্জ্জন! জল্লাদ! জল্লাদ! কোতওয়াল, জল্লাদ কোথা?

কোত্‌। মহারাজের আজ্ঞামত তাকে সভার দ্বারদেশে অপেক্ষা কর্‌তে বলেছি।

রাজা। যাও, শীঘ্র তাকে এখানে নিয়ে এস।

[কোতওয়ালের প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। না না মহারাজ, এমন কাজ কর্‌বেন না; অমাত্যবর্গ, পৌরজন, প্রজাগণ আমাকেই দোষী মনে কর্‌বে, আমারই নিন্দা কর্‌বে, আমি চিরদুঃখিনী রমণী, আমার প্রাণে সবই সইবে, বিজয়ের অপমানে, বসন্তের পদাঘাতে আমি তো আর ম'রে যাব না।

রাজা। ওহো! আমি ভুলে রয়েছি, ঐ সর্পশিশুর কথা ভুলে রয়েছি, তোমার কোমল বক্ষে পদাঘাত ভুলে রয়েছি; বড় রাণী সন্তানের রূপে দুটী কালসর্প আমার গলায় দিয়ে গেছেন, এই বয়সে এই স্পর্দ্ধা? বসন্তকে জীবিত রাখ্‌লে তো ভবিষ্যতে বিজয়ের অপেক্ষা দুরন্ত হবে!

(জল্লাদের প্রবেশ)

রাজা। জল্লাদ, শীঘ্র এই দুরাত্মা দুজনকে বন্ধন কোরে মশানে লয়ে গিয়ে প্রাণবধ কর, এদের কলঙ্কিত রক্ত দেখ্‌লে তবে আমার হৃদয়ের জ্বালা কিয়ৎপরিমাণে শান্তি পাবে। জল্লাদ, শীঘ্র লয়ে যাও।

জল্লাদ। কাকে মহারাজ? কৈ অপরাধী?

রাজা। এই যে নারকী দুজন।

জল্লাদ। মহারাজ! কার কথা আজ্ঞা কর্‌ছেন? এঁরা যে রাজকুমার!

রাজা। রাজকুমার কি না, তোমার জান্‌বার প্রয়োজন নাই, অপরাধী দেখ্‌তে পেয়েছ, আমার আজ্ঞা পেয়েছ, পালন কর।

জল্লাদ। মহারাজ, দাসকে মাপ কর্‌তে আজ্ঞা হয়।

রাজা। কি, রাজাজ্ঞা অবহেলা?

জল্লাদ। মহারাজ, জল্লাদের কাজ কর্‌ছি বটে, আমি কেন—আমার বাপ পিতামহ এই রাজ্যে এ কাজ কোরে গেছে, এই হাতের খাঁড়ার চোটে হাজার হাজার মুণ্ড মশানে গড়াগড়ি গেছে। কান্না শুনে আমাদের প্রাণ কাঁদে না, রক্ত দে'খে ভয় হয় না, প্রাণ আরও মেতে উঠে, কিন্তু তা ব'লে এমন সোনারচাঁদ ছেলেদের নিয়ে গিয়ে কাট্‌তে আমি পার্‌বো না, চোখে দেখ্‌লেই আমি দুষী চিন্‌তে পারি, ঢের দেখেছি, রাজপুত্রেরা কোন অপরাধে অপরাধী নয়।

রাজা। কি, তোর এত স্পর্দ্ধা, আমার সঙ্গে তর্ক করিস্‌?

জল্লাদ। মহারাজ! আমি কঠিন—প্রাণঘাতক, বেশী কথা জানিনি, ভাল কোরে বলতে জানিনি, আমার অন্ন কেড়ে নিন, রাজ্য

থেকে তাড়িয়ে দিন, প্রাণবধ করুন, যা ইচ্ছা করুন, রাজপুত্রদের গায়ে আমি হাত তুল্‌তে পার্‌বো না। আমরা ইতর লোক, কিন্তু সব বুঝ্‌তে পারি। ছোটরাণী আর তাঁর ভাই এসে অবধি মশানের ঘটাটা, আমার কাজটা কিছু বেড়েছে, বাড়্‌তে বাড়্‌তে শেষে রাজপুত্রদের গলাতেও হাত পড়্‌লো! রাজ্যে অলক্ষণ ঢুকেছে, অলক্ষণ ঢুকেছে, এ রাজ্যের আর নিস্তার নাই, আমি মহাপাতকী ঘাতক, এ পাপ রাজ্যে থাকৃতে আমারও ঘৃণা হচ্ছে।

[প্রস্থান।

সকলে। ধন্য জল্লাদ! সাধু জল্লাদ!

রাজা। কি—কি—বিদ্রোহ! বিদ্রোহ! রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ! কে আছ, ধর জল্লাদকে।

(বলবন্তের প্রবেশ)

বল। মহারাজ, মহারাজ, কি হয়েছে? জল্লাদ উন্মত্তের ন্যায় খড়্গ খুলে দৌড়ুচ্ছে, যে ধর্‌তে আস্‌ছে, যে সাম্‌নে আস্‌ছে, তাকেই আঘাত কর্‌ছে। বোধ হয়, সে এতক্ষণ গড়ের সীমা অতিক্রম কোরে গেল।

রাজা। আর এই সভাস্থ সকলে দাঁড়িয়ে সেই দুষ্টকে সাধুবাদ দিতে লাগ্‌লো। আমি রাজদ্রোহীর মধ্যে বাস কর্‌ছি। ভাল, আজকার কার্য্য সমাধা হ'ক, পরে আমি সকল অপরাধীর সমুচিত দণ্ডবিধান কর্‌বো। বলবন্ত, তুমি শীঘ্র গিয়ে ঘোষণা কোরে দাও, যে আজ ঘাতকের কাজ কর্‌বে, এই দুই পাষণ্ডের মস্তকচ্ছেদ কর্‌বে, তাকে আমি দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দেব।

বল। পৃথ্বিনাথ, এই রাজকুমারদের প্রাণবধের আজ্ঞা হয়েছে?

রাজা। হাঁ, হাঁ, আমার পুত্র, তোমার শিষ্য। কেউ মাতাকে পদাঘাত করে, কেউ মাতার প্রতি পশুবৎ ব্যবহার কর্‌তে উদ্যত হয়।

বল। কি পাপ, কি পাপ! প্রাণদণ্ড অপেক্ষা যদি আর কিছু দণ্ড থাকে, এ পাষণ্ডেরা তার উপযুক্ত। আমি বরাবর জানি যে, এই দুই শিশু ক্রমে একটা কিছু না কিছু অমানুষিক কাজ কর্‌বেই, এই বয়সে আমার চেয়ে ভালরূপ লক্ষ্যভেদ করে, যে ঘোড়ায় আমার চড়্‌তে সাহস হয় না, সে ঘোড়ায় অনায়াসে চড়ে।

রাজা। বলবন্ত, আজকার সভায় দেখ্‌ছি, তুমিই আমার সঙ্গে সহানুভূতি কর্‌ছো; এ কথা আমি বিস্মৃত হব না, শীঘ্র ঘোষণা কোরে একজন ঘাতক নিয়ে এস। বল, দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক, দুরাত্মাদের রক্ত আমায় শীঘ্র দেখাক্।

বল। মহারাজ, ঘোষণার প্রয়োজন কি? আমিই রাজাজ্ঞা পালন কর্‌বো, আমিই এ পাষণ্ডদের মুণ্ডচ্ছেদ কোরে রক্তমাখা হস্তে মহারাজকে এসে অভিবাদন কর্‌বো।

সকলে। সে কি! সে কি!

মন্ত্রী। বলবন্ত!

বল। মন্ত্রী মহাশয়, রাজাজ্ঞা পালন ছাড়া আমি অন্য কর্ত্তব্য জানি না। চল্ পাষণ্ডেরা চল্। (বিজয় ও বসন্তকে বন্ধন)

বিজয়। গুরুদেব! আপনিও—

বল। চোপ্ চোপ্!

বসন্ত। গুরুজি, লাগে, লাগে, আমায় বেঁধ না, অত শক্ত কোবে বেঁধ না, ঐ দেখ, দাদা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছেন, ওঁর বাঁধন খুলে দাও। ও বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের কেট না; ও বাবা, আমার গলায় তরওয়াল মার্‌লে বড় লাগ্‌বে, হঠাৎ একটা বাণের ফলা লেগে আমার আঙ্গুল একদিন কেটে গিয়েছিল, তাতেই কত লেগেছিল,

কত রক্ত পড়েছিল, কত কেঁদেছিলুম। শান্তা দিদি, দাদা আমায় কত কোরে ভুলিয়েছিল। তরওয়ালের বাড়ি গলায় মার্‌লে আমায় বড় লাগ্‌বে। বাবা, ও ছোট মা, তুমি কিছু বল্‌ছো না কেন, বাবাকে বারণ কর না। উহু-হু! হাতে বড় লাগ্‌ছে; ওগো তোমরা কেউ কিছু বল্‌বে না, কেউ আমাদের ধর্‌বে না? আমাদের সে মা থাক্‌লে এখনি দৌড়ে এসে কোলে কোরে নিয়ে পালাতো, আমাদের কেউ বাঁধ্‌তে পার্‌তো না, কেউ কাট্‌তে পার্‌তো না। মা মা, তুমি কোথায়? একবার এসে আমাদের নিয়ে পালিয়ে যাও, তুমি কোথায় আছ, সেইখানে লুকিয়ে রাখ মা!

বিজয়। চুপ্ কর্ বসন, চুপ্ কর্ ভাই, মা মা কোরে কাঁদিস্‌নে, তা হ'লে আমি চোখের জল আর ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বো না!

রাজা। বলবন্ত, লয়ে যাও—লয়ে যাও।

বল। বজ্জাতি কোরে আবার এখন ন্যাকা-পনা কোরে কান্না, চল্ চল্।

বসন্ত। শান্তা দিদি, শান্তা দিদি! আমাদের কাট্‌তে নিয়ে যাচ্ছে, তুই আজ কোথায় গেলি?

[বিজয় ও বসন্তকে লইয়া বলবন্তের প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে, আর কেন অধোমুখে? তোমার অপমানের প্রতিশোধ এখনি হবে, মুখ তুলে চাও, একটা কথা কও, বল, তুমি সন্তুষ্ট হলে কি না?

দুর্জ্জয়। (স্বগত) নারীর অপমান! প্রেমভিখারিণীর অপমান! বিজয়, কেন তোর এ কুমতি হ'ল? তোর মৃত্যুতে কি আমি সুখী? কিন্তু তুই যে বেঁচে থাক্‌বি অথচ আমার হবিনি, আমায় দে'খে মনে মনে হাস্‌বি, তা আমার সবে না, সবে না!

রাজা। প্রিয়ে, কথা কচ্চো না যে? আর কি মনোদুঃখ আছে, আমায় বল?

(শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। কি শুনি। কি শুনি! মহারাজ, কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেন, কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেন? আমার বিজয়-বসন কি অপরাধ করেছে যে, তাদের মশানে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন?

রাজা। শান্তা, শান্তা, এ রাজসভা, স্ত্রী-লোকের আর্ত্তনাদের স্থল নয়, ন্যায়মত বিচার কোরে অপরাধীর দণ্ড দিয়েছি।

শান্তা। মহারাজ, আমি রাজসভা জানিনি, ন্যায় জানিনি, বিচার জানিনি, আমার বিজয়-বসনকে আমায় দাও। বড় রাণী আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গিয়ে-ছিলেন, তিনি প্রসব করেছিলেন মাত্র, আমি কোলে কোরে মানুষ করেছি, বিজয়-বসন আমার, আমার! আর কারুর অধিকার নেই। ছোট মা, দুধের ছেলে কি অপরাধ করেছিল যে, তাদের রক্ত না দে'খে তোমার প্রাণের জ্বালা মিট্‌বে না? বাছারা আমার কারুর দিকে মুখ তুলে কথা কয় না, শান্তা বই জানে না, বড় মা কি এই জন্যে স্বপ্নে তোমায় দেখা দিয়ে বাছাদের পালন কর্‌তে বলেছি-লেন? এই জন্যেই কি মধুমাখা মুখে আদর কোরে বাছাদের শিক্ষা-বাড়ী থেকে রাজ-পুরীতে আন্‌তে পাঠিয়েছিলে? না না না, আমি কি বল্‌তে কি বল্‌ছি, কাঙ্গালিনীর কথায় রাগ করো না, আমার বাছাদের প্রাণ দাও, তুমি রাজ্য নাও, ঐশ্বর্য্য নাও, সর্ব্বস্ব নাও, বাছাদের প্রাণ দুটী নিও না। আহা! বাছারা আমার মাতৃহীন, মর্‌বার সময় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বড় মা আমার হাতে দিয়ে গেছেন, আমি বাছাদের বুকে কোরে নিয়ে বনে চ'লে যাই, ভিক্ষা কোরে খাওয়াই, বিজয়-বসন আমার প্রাণে বেঁচে থাক। মহারাজ, নিষ্ঠুর হবেন না, ছোট মা, নিষ্ঠুর হয়ো না মা!

দুর্জ্জয়। মহারাজ! আমি বলেছিলেম, সকলেই আমাকে দুষ্‌বে। হয়েছিল হয়েছিল আমার অপমান, তাতে কার কি এসে যায়, আপনার ছেলেরা তো তবু বেঁচে থাকৃতো। (সরোদনে) বসনকে যেন আমি স্নেহ করি না, বিজয়ের উপর যেন আমার প্রাণের ভালবাসা নেই, আমি অবলা সরলা, তাই কত লোকে কত জ্বালা দিচ্ছে, আপনি এখনি আজ্ঞা দিন, বিজয়-বসন ঘরে আসুক, আমি বাপের বাড়ী যাই।

রাজা। আর আমি, আত্মহত্যা করি! প্রিয়ে, চল চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই।

মন্ত্রী। মহারাজ, আমার একটী নিবেদন—

রাজা। কোন কথা নয়, কোন কথা নয়, আমার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞা কুমারদের নয়, আমার নিজ কথা, বহুকাল রাজসেবা করেছি, এক্ষণে বয়স হয়েছে, আমি অপারগ, অনুমতি করুন, শেষ দশায় সপরিবারে গিয়ে কাশীবাস করি।

১ম স। মহারাজ, আমরাও তীর্থপর্য্যটনে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

শান্তা। ওহো! শান্তার যে আর কোথাও যাবার স্থান নেই, বিজয়-বসনকে না নিয়ে শান্তা কোথাও যেতে পার্‌বে না, কোথাও থাকৃতে পার্‌বে না।

রাজা। ওহো হো, বুঝেছি, তোমরা আমায় নিষ্ঠুর স্ত্রৈণ অবিচারক মনে কোরে আমায় ছেড়ে যেতে চাচ্ছ। আমি ন্যায়-বিচার করেছি, তোমাদের যে যার ধর্ম্ম হয় কর, কিন্তু মনে রেখ, তোমাদের প্রতি আমি কখনও কুব্যবহার করিনি, সন্তান তুল্য ভালবেসেছি।

(রাজা ও রাণীর গমনোদ্যোগ, শান্তার উভয়ের পদে পতিত হওন)

শান্তা। না না মহারাজ, না না মহারাণি, যেতে পাবেন না, যেতে পাবেন না, সুবিচারের ভয়ঙ্কর যজ্ঞ করেছেন, শেষ আহুতি দিয়ে যান, পুত্রহত্যা কর্‌লেন, স্ত্রীহত্যা করুন, শিশুর রক্তপান কর্‌লেন, নারীর রক্ত পান করুন, আমায় বধ করুন। রাণি! রাণি! তু-দুটো রাজার ছেলে খেলে, আর এই বৃদ্ধাকে খেতে পাচ্ছ না?

রাজা। উন্মাদিনীর কথায় কান দিও না। প্রিয়ে, চল।

[রাজা ও রাণীর প্রস্থান।

শান্তা। মন্ত্রী মহাশয়, বিজয়-বসন্তকে কোথায় নিয়ে গেছে?—মশানে? আমি যাই, এ রাজ্যে নারীর প্রাণে দয়া নেই, বাপের প্রাণে দয়া নেই। যাদের দয়া কর্‌বার, স্নেহ কর্‌বার কথা, তারা কর্‌লে না! দেখি, বিপরীত দিক্ দেখি, কঠিন ঘাতকের প্রাণে দয়া হয় কি না দেখি, চক্ষের জলে মশানভূমি ভিজিয়ে দেব, ঘাতকের খাঁড়া কেড়ে নিয়ে নিজের গলায় দিয়ে রক্তে তার পা ধোয়াব, আমার রক্ত এনে রাজা রাণীকে দেখাক্, বিজয়-বসনকে আমার ছেড়ে দিক্। মন্ত্রী মহাশয়, এস, সকলে এস, আমার সঙ্গে সকলে ঘাতকের পায়ে ধ'রে কাঁদবে এস।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

দুর্ব্বুদ্ধি ও বটুক।

দুর্ব্বুদ্ধি। কেমন, কেমন বটুক ভাই! চেহারাখানা চটকদার এখন দেখাচ্ছে—কেমন?

বটুক। নিকুলে চুকুলেই ঘর, কামালে জমালেই বর; আমারও, এই জোড়া-টোড়া-গুলো প'রে আপনা-আপনি একটু গ্রামভারি গ্রামভারি গোছ বোধ হচ্ছে, মাথায় আপনা আপনি যেন কত রকম বুদ্ধির মত্‌লব আস্‌ছে। আমার প্রথম পরামর্শ হুজুর, ঐ বুড়ো সুমন্তর ব্যাটাকে আগে রাজ্যি থেকে দূর করুন, সোজায় না যায়, একবারে একটা অন্ধ-কূপে বন্ধ কোরে ফেলুন, ব্রহ্মহত্যাটা আর কোরে কাজ নেই।

দুর্ব্বুদ্ধি। সে সব হবে, সে সব হবে, এখন ভাব্‌ছি, দিদিমণিকে কি করা যায়! মেয়েমানুষটা বড় জাঁহাবাজ, ওকে ডিঙ্গিয়ে আর কোন কাজই করা যাবে না।

বটুক। না হুজুর, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া বড় শক্ত কথা, তবে কি জানেন, রাজার এই বয়েস, তার উপর কারাগারে রাখ্‌লে কদিনই বা টেঁক্‌বে? তখন রাণীজী বিধবা হবেন, ওঁকে একটা খুব বড় রকম ঠাকুরবাড়ী টাড়ী কোরে দেওয়া যাবে, পূজা-আশ্রা দান-ধ্যান করবেন, একরকম থাক্‌বেন, তার খরচার জন্য প্রজাদের ওপর "খয়রাৎ ভাণ্ডারের" আদায় ব'লে একটা বড় রকম নতুন কর ধার্য্য করা যাবে। কেমন হুজুর, বুদ্ধি আস্‌ছে না—বুদ্ধি আস্‌ছে না?

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঁ, এ এক রকম একটা ঠাউ-রেছ মন্দ নয়।

বটুক। হুজুর! পোষাক পরেই এই রকম বুদ্ধি, আবার যখন মসলন্দে বস্‌বো, একবার দে'খে নেবেন—দে'খে নেবেন; আপনাকে কিছু করতে হবে না, আড় হয়ে পড়ে মজা লুট্‌বেন, আমি একলা রাজ্যি চালিয়ে দেব। ও আমি সব বুঝে নিয়েছি, রাজকায্য রাজকায্য ব'লে একটা ভারী লোক হাঙ্গাম তোলে, কাজ তো ভারী! রাজার আবার কাজটা কি! খালি টাকা আদায়, ফটক দেওয়া, ফাঁসী দেওয়া, বৈ ত নয়! তা খুব পারা যাবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। আচ্ছা, হীরেমন্ বেটী রাণী হ'তে রাজী হবে তো?

বটুক। হুজুরের রাণী হ'তে কে না রাজী হয়? নেহাত গোলমাল করে, দশ বিশ লাক টাকা নগদ ঝেড়ে দেবেন, বাবা বল্‌বে আর রাণী হবে। মোদ্দাৎ হীরেমন্‌কে রাণী করলে দুর্লতা বেটী বড় হাঙ্গাম করবে দেখ্‌ছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঁ, ছাই করবে; ও মেয়ে-মানুষ শাসন করতে আমি খুব জানি। ও বাবা! বল্‌তে না বল্‌তে ঐ যে বেটী আস্‌ছে।

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। মামুজী, মামুজী, একেবারে পাকা, কাজ পাকা, ধাক্কা দিতে দিতে ছোঁড়া দুটোকে মশানে নিয়ে গেল, আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম। আগে ছোট্টাকে কাট্‌বে, তার পর বড্ডা; রাণীজীর এই লুকোনো হুকুম আমি বর্ম্মাজীকে ব'লে এসেছি। বুড়ো মিন্‌ষে এখন অন্দরে গেছে, রাণীকে একটু এক্‌লা পেলেই রাজার দফা যাতে চটুপট্ রফা হয়, তারির একটা মৎলব ঠাওরাচ্ছি, তোমাকেও থাক্‌তে হবে, একটু খুব কোরে আবদার ধ'রে বস্‌বে। আর দেখ ভাই, রাণীর এই খুসীর সময়, এই সুযোগে আমাদের বিয়ের কথাটা ঠিক কোরে নিও। আমি হাজার হ'ক মেয়ে-মানুষ, সে কথাটা স্পষ্ট বল্‌তে লজ্জা করে। দেখ, তুমি বল্‌বে যে, আমিও তো ক্ষেত্রীর মেয়ে, আমার সঙ্গে বে হ'তে কোন দোষ নেই, যদি আমি বিধবা ব'লে আপত্তি করে তো বল্‌বে, গন্ধর্ব্ব বিবাহ করবো, তার আবার বিধবা সধবা কি

দুর্ব্বুদ্ধি। না না, ও সব কথা এখন থাক, আগে জেঁকেজুঁকে রাজা হয়ে বসি, সে সব তখন দেখা যাবে।

দুর্লতা। না, তা হবে না, গোড়ায় যা কথা ছিল, তোমায় আমায় একসঙ্গে রাজা-রাণী হব, তবে আমি এদ্দিন খেট খুটে এত মৎলব খাটিয়ে মলুম কেন?

দুর্ব্বুদ্ধি। দেখ দুর্ল্লতা, তুমি তো সব বোঝ টোঝ, আজ আছ দাসী, কা'ল একেবারে রাণী হয়ে বসবে, সেটা কি ভাল দেখায়? লোকে বল্‌বে কি?

দুর্লতা। বটে, আমি ছিলুম দাসী, রাণী হলে "লোকে বল্‌বে কি?" আর তুমি শালা রাজা হ'লে লোকে অমনি জয়জয়কার কর্‌বে! নদী পার হয়ে এখন কুমীরকে কলা দেখাতে চাও! এই ভাল কাপড়-চোপড়গুলো পরেছি, আমায় কি রাণীর মত দেখাচ্ছে না? ঐ হতচ্ছাড়া মিন্‌ষে বুঝি কুপরামর্শ দিয়েছে?

বটুক। বটে, বটে দুর্ল্লতা, গালাগালিগুলো খেতে বুঝি আমিই আছি? আমিই না তোমায় পাখোয়াজ টাখোয়াজ প'রে আস্‌তে বল্লুম?

দুর্ব্বুদ্ধি। না না দুর্ল্লতা, ও রাণী টানী হওয়া কি তোমার হয়, খেপেছ না কি?

দুর্লতা। বটে, আমি খেপেছি! মনে করেছ, তুমি রাজা হয়ে বসেছ? দুর্লতাকে চেন না? এখনি উল্টো গাইতে পারি, যে গড়্‌তেও জানে, সে ভাঙ্‌তেও জানে, তা জান? আমি এই দুবচ্ছর ধো'রে রাণীকে ফোঁসলাচ্ছি যে, সিংহাসনে তোমার ভাইকেই বসাতে হবে, সেইটে দেখায় ভাল, তুমি তো মেয়েমানুষ, সব কাজ একলা কর্‌তে পার্‌বে না, শেষে আমারই সঙ্গে নেমকহারামি! এই চল্লুম রাণীজীর কাছে; বলি গে যে, তোমার গুণধর ভাই সেই বটুকা মড়ার সঙ্গে জোট কোরে একবার সব হাত কোরে নিতে পার্‌লে, তোমায় বনবাস দেবে পরামর্শ আঁটুছে; দেখি তো কার কথা টেঁকে, তোমার না আমার!

দুর্ব্বুদ্ধি। ও দুর্ল্লতা, তোমায় একখানা গাঁ দেব, একখান বাড়ী দেব, সোনা-জহরৎ দেব, সব দাসীর উপর সর্দ্দার করে রাখ্‌ব!

দুর্লতা। নেমকহারাম মিন্‌ষে, তোমায় ছাড়ন্ত শনি ধরেছে, আমায় দাসীর সর্দ্দারণী কর্‌বে, আর তুমি রাজা হয়ে পাগ বেঁধে ব'সে আর পাঁচ পেত্নীমাগীকে নিয়ে আমার চোখের উপর রাসলীলা কর্‌বে? আমি এখনি চল্লুম রাণীজীর কাছে, দেখি তোমায় আজই এ রাজ্যি ছাড়া কর্‌তে পারি কি না।

বটুক। হুজুর, গোড়ে গোড় দিন, গোড়ে গোড় দিন, ব্যাপার বড় বেগোচ দেখ্‌ছি। এখন ও বেটী ঘোড়ার চাল চাল্লে—না বাঁধ্‌তে বাধ্‌তে রাজা মন্ত্রী দুই মারা যাবে।

দুর্লতা। ডাহা নেমকহারামি, দিনে ডাকাতী! আজ কি কাণ্ড করি, একবার দেখাচ্ছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। ও দুর্লতা, তোর পায়ে পড়ি, মাথা খাস্, এমন কাজ আর করিস্‌নি, তোকে আমি বড় ভালবাসি, আমি তামাসা কচ্ছিলুম, তোকে ঠাট্টা কচ্ছিলুম, তোর মন বুঝ্‌ছিলুম দুলুমণি!

দুর্লতা। যাও, তোমার এখন আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না, আমায় দাসীর সর্দ্দারণী কর্‌বে?

দুর্ব্বুদ্ধি। প্রাণপ্রেয়সি, দেখনহাসি, সোনারশশি, তুমি যে আমার গলার ফাঁসি, তুমি কি যে সে দাসী, তোমায় আমি কর্‌বো সেবাদাসী!

বটুক। অ্যাঁ—ছ্যা ছ্যা ছ্যা! দুলোলমণি,

হুজুর একটা রসিকতা কচ্ছিলেন, তা তুমি বুঝ্‌তে পাল্লে না?

দুর্লতা। ইস্! ও কি রকম রসিকতা! আঁতে ঘা দিয়ে ঠাট্টা? কৈ, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল দেখি, ঠিক আমায় পাটরাণী কর্‌বে—কর্‌বে—কর্‌বে?

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঁ, তোমায় ঝাঁটপাটের রাণী, কর্‌বো—কর্‌বো—কর্‌বো।

দুর্লতা। কি, ঝাঁটপাটের চাকরাণী, আমি হিঁয়ালি বুঝ্‌তে পারিনি বটে!

দুর্ব্বুদ্ধি। আরে ঝাঁট নয়, ঝাঁট নয়, ঝট্‌—মানে কি না শীগ্‌গির।

দুর্লতা। হাঁ, তাই বল, তবে এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির চল, এখনি কেটে রক্ত দেখাতে আস্‌বে, রাণীর সেই খুসীর সময় যে আবদার নেব, তাই রক্ষা হবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঁ, তাই চল্ চল্; বটুক ভাই, তুমি কাটাকুটির কতদুর হ'ল, মশানবাগে একবার খবরটা নাও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

মশান।

বিজয়, বসন্ত ও বলবন্ত।

বসন্ত। ও গুরুজি, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় কেট না, আমায় বড় লাগ্‌বে গুরুজি, আমায় কেটে ফেল্লে শান্তা দিদি পাগল হবে, দাদা কত কাঁদ্‌বে।

বল। আরে তোর দাদাই কি থাকবে? তুই বৈতরণী-পার যেতে না যেতে এক ঝিঁকেতে তোর দাদাকেও সেখানে পৌছে দেব।

বসন্ত। কেন কাট্‌বে গুরুজি? আমাদের দুজনকেই কেন কাট্‌বে? দাদাকে তো তুমি কত আদর কর্‌তে, আমাকে তো কত কোলে কর্‌তে, সে সব কেন ভুলে যাচ্ছ?

বল। আরে ছোঁড়া! আমরা হুকুমের চাকর, রাজার হুকুমে তোদের আদর কর্‌তেম, কোলে কর্‌তেম, আবার হুকুমে তোদের কেটে রক্ত নিয়ে গিয়ে দেখাব।

বিজয়। গুরুদেব, সভাস্থলে পিতার সম্মুখে বলেছি যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, কিন্তু যে কারণেই হ'ক, ছোটমার মনে আমার প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মেছে, আমার প্রাণনাশ তাঁর প্রয়োজন; কিন্তু প্রাণের ভাই অবোধ শিশু বসন্ত কি করেছে, ও তো তাঁর সঙ্গে কোন কথাই কয় নাই, আজ তাঁর কাছেও যায় নাই, তবে পিতা ওর প্রাণবধের আজ্ঞা কেন দিলেন? গুরুদেব! আমার মৃত্যুকালে আপনার চরণে ভিক্ষা, আমার ভাইকে ছেড়ে দিন, আমার প্রাণের বসন্তের প্রাণদান দিন, আমায় কেটে রক্ত নিয়ে গিয়ে পিতামাতাকে দেখান।

বসন্ত। না দাদা, না দাদা, তোমায় কাট্‌বে কেন? গুরুজি, হয় আমাদের দুজনকেই ছেড়ে দিন, নয় দুজনকেই কাটুন। দাদা মরে গেলে আমি একা থাকতে পার্‌বো না, দাদাকে না দেখ্‌তে পেলে আমি আপনিই ম'রে যাব। গুরুজি, আপনার দুটী পায়ে পড়ি, আমাদের বন্ধন খুলে দিন, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।

বল। খবরদার, কাঁদিস্‌নে বল্‌ছি, কান্না ফান্না আমার ভাল লাগে না; চোখের জল ফেল্‌বি তো একটুও দেরি কর্‌বো না, এখনি কেটে ফেল্‌ব।

বিজয়। না বসন, ভাই আমার, প্রাণের ভাই আমার, কাঁদিস্‌নি ভাই, আমাদের

বল। ভারী জ্বালাতন আরম্ভ কল্লে রে, ওরে হতভাগারা, জানিস্‌নি রাণী আমাকে আলাদা হুকুম পাঠিয়েছে যে, বসন্তকে আগে কাট্‌বে, বিজয় দেখ্‌বে, তার বুক ফাট্‌বে, তবে তাকে কাট্‌বে। নে নে বসনা, তোর দাদাকে কিছু বল্‌বার থাকে তো এই বেলা ব'লে নে, আমি আর দেরী করতে পারিনি, আর বল্‌বিই বা কি, ওতো আস্‌ছে।

বসন্ত। দাদা, যাই! আমি তবে মরতে যাই! হাঁ দাদা, এই লোকে বলে ম'রে যায়, ম'রে কোথায় যায় দাদা? মা আমাদের ম'রে গেছে, কোথায় গেছে? আমি ম'লেও কি মার কাছে যাব? তুমিও কি সেখানে যাবে? তবে তো দাদা, মরণ ভাল, ভুভায়ে কোথায় সে, সেখানে গিয়ে মার কোলে থাক্‌বো, সেখানে তো আর কোন ভয় থাক্‌বে না, সেথায় ছোট মা কিছু কত্তে পার্‌বে না, বাবা কিছু কর্‌তে পার্‌বে না, গুরুজা কিছু কর্‌তে পার্‌বে না, তবে আর মর্‌তে ভয় কেন দাদা? কিন্তু—কিন্তু—

বিজয়। কিন্তু—কিন্তু! বসন রে—ভাই, ঐ কিন্তু! ম'লে ভাল, ম'লে ভাল—সবাই বলে, কিন্তু এই মায়ার সংসার, সাধের মানব-জনম ত্যাগ কোরে, স্নেহ ভালবাসার সহস্র বন্ধন ছিন্ন কোরে যেতে প্রাণ বড় কাঁদে রে ভাই! এই শরীর—যারে এত যত্ন কর্‌ছি, এখনি ছেড়ে যাব, স্বভাবের সৌন্দর্য্য, সুচারু শিল্পের রমণীয়তা, আত্মীয় জনের মুখ দে'খে দে'খে যে চক্ষুর সাধ মেটে না, এখনি আর সে কিছু দেখ্‌তে পাবে না! বিদ্বেষের নির্দ্দয় কর্কশ কোলাহলের মধ্যে একটী ভালবাসার আদরের কথা কানে অমৃত ঢেলে দেয়, এখনি আর তাও শুনতে পাব না! যশ, মান, বিদ্যা, কীর্ত্তি, প্রেম, স্নেহ, দেওয়া, নেওয়া, এই প্রাণে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সকলই শেষ হবে! এই আছি, এই থাক্‌ব না। চ'লে যাব, কোথায় যাব, সব ফুরিয়ে যাবে!

বসন্ত। না দাদা, ফুরুবে কি? কিছুই ফুরুবে না; শান্তা দিদির দুঃখ টুখ্যু হ'লে বলে শোনোনি যে, কবে মর্‌বো, যন্ত্রণা এড়িয়ে হরির চরণে গিয়ে জুড়ুব। শান্তা দিদি তো মিছে কথা বলে না, আমার আর লাগ্‌বার ভয় কচ্ছে না, মর্‌বার ভয় কচ্ছে না, ম'লে যন্ত্রণা থাক্‌বে না, ম'লে কোথায় —সেই হরি, তাঁর চরণে গিয়ে জুড়ুব।

বিজয়। আহা! শিশুচরিত্র কি বিচিত্র! এই আপনার ছায়া দে'খে ভয় পায়, এই আবার কালসাপ গিয়ে ধরে। বসন ভাই আমার অতি শিশু, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কম, তাই প্রাণের ভয়ও কম, আর আমি—সভাতলে পাছে সকলে ভীরু বলে, এই অভিমানে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুনে স্থির ছিলেম, কিন্তু এখন— এখন সম্মুখে শমন—প্রাণের মায়া শতগুণ বাড়্‌ছে, মরতে ভয় কর্‌ছে।

বসন্ত। না দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, মর্‌তে ভয় করো না, শান্তা দিদির হরির কথা শুনে, হরির নাম মুখে এনে এখন আর আমার মর্‌তে ভয় কর্‌ছে না, তুমিও হরির নাম কর, তোমারও ভয় থাক্‌বে না; কাট্‌বার সময় একটু লাগ্‌বে, তা চুপ্‌ কোরে সইব, তার পর হরির কাছে গেলে আর কেউ মার্‌তে পার্‌বে না, কখনও কোন বেদনা লাগ্‌বে না, এই মনে কোরে সইব। হরি, হরি, আমরা দুটী ভাই বড় দুঃখী, আমাদের মা নাই, বিমাতা বিমুখ, পিতা পর হয়েছেন, পৃথিবীতে আমাদের আর স্থান নাই; শান্তা দিদি বলে, তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর, অনাথের নাথ, আমরা বড় কাঙ্গাল, দুঃখী, আমাদের তোমার চরণে স্থান দিও, তুমি না কি যে ভয়

পায়, তাকে অভয় দাও, দাও দয়াময় হরি, আমাদের মরণভয় ঘুচিয়ে দাও।

বল। বাড়াবাড়ি কর্‌লে, আমি আর দাঁড়াতে পারিনি, তোদের ঢের কথা হয়েছে, আমার হাত নিস্‌পিস্ কর্‌ছে, আবার নূতন ন্যাথ্‌রা ধর্‌লে—হরি, হরি, হরি! হরির কাছে যাবার সাধ হয়ে থাকে তো আবার দেরী কেন আয় না?

বিজয়। হরি—হরি—হরি মধুর নাম, প্রাণ-জুড়ান নাম! ভয়হারী নাম! বসন, বসন, ভাই, কি নাম ব'লে দিলি! মনে কি বল দিয়ে দিলি! যাঁর নাম শুনেই প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁর কাছে গেলে না জানি ভাই কত আরাম পাব! আর মরণে ভয় নাই, আর মরণে ভয় নাই, আয় ভাই, হরি ব'লে প্রাণ দিই।

উভয়ে। (গীত)

জুড়াই ভাই আয় মরণে।
জুড়াতে পাইনে এ ছার জীবনে॥
ব'লে হরি নাম, যাই শান্তিধাম,
আরাম পাব গিয়ে হরির চরণে।
হরে হরে হরে, নামে ভয় হরে,
ব্যথা যাবে দূরে সে পদ স্মরণে॥

(মন্ত্রী ও শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। বিজয় রে, বসন রে, কৈ? কৈ? কাঙ্গালিনীর নয়ন কৈ? আমি চোখের জলে অন্ধ হয়েছি, দেখ্‌তে পাচ্ছিনি, তোরা কোলে আয়, এই না সেই মশানভুমি? পাষাণ প্রাণে তোদের বাপ না আজ তোদের এইখানে পাঠিয়েছে?

বিজয়। শান্তা দিদি, শান্তা দিদি, তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে! আমরা যে মাতৃহীন, তোমার যত্নে ভুলে গিয়েছিলেম, মরণকালে তোমায় দেখ্‌তে না পেলে মনে বড় ক্ষোভ থাকৃতো, বিদায় দাও—আমরা যাই—

শান্তা। কোথায় যাবি? ও কথা মুখে আনিস্‌নি, আমার এ পাপ প্রাণ থাক্‌তে তোরা কোথায় যাবি? বড় মা মর্‌বার সময় তোদের আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি রাক্ষসী কি হাতে কোরে তোদের মশানে ডালি দেব? রে ঘাতক! কোথায়, কোথায়? রাক্ষসীর প্রাণ নে, অভাগীকে আগে কেটে ফেল্, রাজা রাণী রক্ত দেখ্‌বে, অনেক রক্ত দেখাতে পার্‌বি!

বল। শান্তা, শান্তা, তুমি এখানে কেন? তুমি যাও; মন্ত্রী মহাশয়, আপনিও যান, আমি রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করি।

শান্তা। কোথায় যাব? আমার কোথায় স্থান আছে? আমার বিজয়-বসন যেখানে, আমিও সেখানে।

বসন্ত। কেন শান্তা দিদি, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? তুমিই তো বল্‌তে যে, ম'লে সকল দুঃখ যায়, হরির চরণে গিয়ে আরাম পায়; হাঁ দিদি, আমরা তো এখানে দুঃখ পাচ্ছি, মলেই হরির চরণে গিয়ে আরাম পাব।

শান্তা। ওরে বসন রে, আমি আপনার দুঃখে ও কথা বল্‌তেম, তোদের এ দশা হবে মনে কোরে কি সে কথা কখনও বলেছি? বিপদ্‌ভঞ্জন হরি! কাঙ্গালিনীর ধন দুটীর বিপদ্ আজ ভঞ্জন কোরে দাও; তোমার চরণে মন রেখে আমি এই মা-হারা শিশুদুটীকে বুকে কোরে পালন করেছি, তুমি না রক্ষা কর্‌লে এদের আর রক্ষা নাই।

বিজয়। শান্তা দিদি, কেঁদ না, তোমার কান্না দে'খে আমার প্রাণ কেমন করে, আবার মর্‌তে ভয় হয়, বাঁচ্‌তে সাধ হয়, ঐ দেখ, বসন্‌ও আবার কাঁদ্‌ছে। গুরুদেব! আমাদের শীঘ্‌গির কেটে ফেল, শীগ্‌গির

কেটে ফেল, শাস্তা দিদির কান্না আর আমরা দেখ্‌তে পারিনি!

শান্তা। না না—গুরুদেব কে? ঘাতক—ঘাতক—ও কে ও! তুমি কে? বলবন্ত,বলবন্ত! তুমি ঘাতক হয়ে বাছাদের কাট্‌তে এসেছ? বিজয়-বসনের প্রাণবধ করতে তুমি খাঁড়া ধরেছ? ছোটরাণী কালসাপিনীর কি এত বিষ যে, ছেলেদের দংশন করেছে, আবার বিষ সবাইকে বেঁটে দিয়েছে; সবাই শত্রু, সবাই শত্রু, তবে আর কারে বিশ্বাস কর্‌বো?

বল। কাকেও না। এখন তোমরা যাও, আমি আপনার কাজ করি, ছোটরাণীর চর চারিদিকে ঘুর্‌ছে, এখনি গিয়ে কে ব'লে দেবে, এখনও কাটিনি—আমার পর্য্যন্ত মাথা যাবে।

বসন। হাঁ শান্তা দিদি, তুমি যাও, ছোটমা টের পেলে হয় তো তোমার পর্য্যন্ত প্রাণ যাবে। দেখ দিদি,আমার পাখা ক'টীকে আমি যেমন খেতে দিতুম, তুমি তেমনি খেতে দিও, খরগোস আর হরিণটীকে বনে ছেড়ে দিও, আর ঘোড়াটী—গুরুজি, ঘোড়াটী তুমি নিও, তুমি তাকে ভালবাস্‌তে, তুমি নিও।

বল। চুপ রও! ও সব কথা বলিস্ নি বল্‌ছি। শান্তা, না যাও তো তোমার সাম্‌নেই আমি কাজ শেষ করি, চারিদিকে চর ঘুর্‌ছে।

মন্ত্রী। বলবন্ত! রাজপথ শূন্য, রাজধানীতে হাহাকার,শত শত সম্ভ্রান্ত প্রজা আজ সপরিবারে রোদন কর্‌তে কর্‌তে রাজ্য পরিত্যাগ কর্‌ছে, বিপণিতে ক্রয়-বিক্রয় নাই, দেবালয়ে যাত্রী নাই, সকল বাটীর দ্বার রুদ্ধ, নগর অন্ধকার! প্রেতরূপিণী রমণীর কুটিল কুহকে মহারাজ বাতুলপ্রায় হয়ে আজ যে পৈশাচিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তা'তে রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা, অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রজাগণ মৃতপ্রায়! বলবন্ত! কুমারদ্বয়ের প্রাণবধ কর্‌লে তুমি রাজাজ্ঞা পালন কর্‌বে, না রাজ্য ধ্বংস কর্‌বে? তুমি বীর, ধীর, ধার্ম্মিক, কেন যে আজ এ কার্য্যে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হলে তা আমার বুদ্ধির অগোচর! তুমি মনে কর্‌লেই কুমারদ্বয়ের প্রাণরক্ষা হয়, জয়পুর-রাজ্য রক্ষা হয়; ওদের ছেড়ে দাও, আমি গোপনে স্থানান্তরিত কর্‌ছি, কেউ কিছু জান্‌তে পার্‌বে না; তুমি মহারাজকে কোন পশুর শোণিত দেখিয়ে বল গে, কুমারদের বধ করেছি। এ মহৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা কইলে তোমার পুণ্য বই পাপ হবে না। কোন দিন না কোন দিন, আমার দ্বারা উপকৃত হয়েছ, আজ প্রত্যুপকার কর, কুমারদ্বয়ের প্রাণভিক্ষা দাও; আর যদি পুরস্কারের প্রার্থী হও, তবে মহারাজের স্বীকৃত দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে আমার পুত্রপরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন-উপযোগী অর্থমাত্র রেখে জীবনের সঞ্চিত সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমায় দিচ্ছি।

শান্তা। ওগো, দাও গো দাও, বাছাদের প্রাণ দাও! বড়রাণী তোমায় কত ভালবাস্‌তেন, তাঁকে মনে কোরে তাঁর বাছাদের প্রাণ দাও,কা'ল তুমি যাদের কোলে করেছ, যাদের হাতে কোরে বিদ্যা শিখিয়েছ, হাতে কোরে যাদের চাঁদমুখ মুছিয়ে দেছ, সেই চাঁদ দুটী দেখ, আজ চাঁদমুখ মলিন কোরে তোমার মুখপানে চেয়ে আছে; দয়া কর বীরবর, বন্ধন খুলে দাও! তোমার দয়া হচ্ছে, তবে কেন দেরী কচ্ছো? তোমার কণ্ঠস্বর নিষ্ঠুর কর্কশ বটে, কিন্তু আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি,তোমার চোখ স্নেহরসে ভাস্‌ছে।

বল। আমার কণ্ঠস্বর রাজাজ্ঞা—চক্ষু আমার আপনার।

শান্তা। চোখ তো মনের কথা কয়, তবে মন যা বল্‌ছে, তাই কর—দয়া কর, বাছাদের

ছেড়ে দাও। কেউ দেখ্‌বে না, কেউ জান্‌বে না, আমি বাছাদের বুকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে নগর ছেড়ে পালিয়ে যাব—অন্য রাজ্যে যাব, ভিক্ষা কোরে খাওয়াব; নিবিড় বনে গিয়ে বাঘ-ভল্লুকের কাছে থাক্‌ব, গাছের পাতা খাইয়ে বাছাদের বাঁচাব—দাও ছেড়ে দাও!

বল। চর—চর—

বসন। না না, আমাদের কেটে ফেল; বাবা জান্‌তে পার্‌লে, ছোট মা জান্‌তে পার্‌লে, শান্তা দিদি, তোমারও প্রাণ যাবে; আমাদের প্রাণ বাঁচ্‌লে, গুরুজী, তুমিও প্রাণ হারাবে।

বল। হতভাগা ছোঁড়ারা, হতভাগা ছোঁড়ারা, চুপ্ করে থাকৃতে পারিস্‌নি? আমাকে কাঁদালি, তবে ছাড়্‌লি! ওরে তোরা যে আমার শিষ্য, ছেলের চেয়ে বেশী, তোদের আমি কাট্‌বো? যে হাতে যত্ন কোরে ধনুক ধর্‌তে শিখিয়েছি, সেই হাত তোদের রক্তে কলঙ্কিত কর্‌বো? শান্তা—মন্ত্রিবর—কুমারদের প্রাণ নেবার জন্য কি আজ অর্থলোভে বলবন্ত নীচ চণ্ডালাধম জঘন্য ঘৃণ্য ঘাতকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিল? আমি সভার অন্তরালে দাঁড়িয়ে সকল ব্যাপার দর্শন করেছিলেম। যখন সেই ঘাতকরূপী মহাত্মা সাধু, রাজাজ্ঞা অবহেলা করে বীরদর্পে রাজবটী পরিত্যাগ করে, আমিই কৌশলে তার পথ উন্মুক্ত করে দিই, পাছে রাজভয়ে বা অর্থলোভে এই নিদারুণ কার্য্যে অন্য কেহ অগ্রসর হয়, তাই আমি নিষ্ঠুরতার কর্কশ-বর্ম্মে প্রাণের স্নেহ-মমতাকে আচ্ছাদন কোরে রাজসমক্ষে তাঁর আজ্ঞা-প্রতিপালনের ভাণে উপস্থিত হই। যতক্ষণ বিজয়-বসন মশানে রোদন কর্‌ছে, আমার হৃদয়ে সহস্র বিষাক্ত ছুরিকা বিদ্ধ হচ্ছে; কোথায় কে শত্রু লুক্কায়িত আছে, সেই আশঙ্কায় একা কিছু করতে পাচ্ছিলাম না। মন্ত্রী মহাশয়, আপনি এসেছেন, আমার ভরসা হচ্চে; এই কুমারদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত কোরে দিলেম, আপনি ধরায় উপায় করুন, রাজ্যের মধ্যে কেউ না দেখ্‌তে পায়।

মন্ত্রী। সাধু বলবন্ত সাধু! আজ যদি তুমি এই নিদারুণ কাজ করতে, তা হ'লে আমার জীবন চিরদিনের জন্য বিষময় কোরে দিতে। ধার্ম্মিক হন, বীরই হন, সাধুই হুন, মনুষ্য-জাতিতে যে ভাল লোক থাকৃতে পারে, এ কথা আমি আর বিশ্বাস কর্‌তেম না। তুমি রাজার নিকট যাও, আমি কুমারদের একটা ছদ্মবেশে রাজ্যের বাহিরে রেখে আসি।

শান্তা। বলবন্ত, বলবন্ত, দুখিনীর আশীর্ব্বাদ ধর, তুমি রাজরাজেশ্বর হও! আয়—আয় কাঙ্গালিনীর বাছারা! তোরা যে রাজপুত্র, তা ভুলে যা, আয় তোদের নিয়ে আমি পালিয়ে যাই, ভিক্ষা কোরে খাওয়াব, প্রাণে বেঁচে থাক।

বল। না না শান্তা, তুমি কোথায় যাবে? তোমায় রাজবাটীতে না দেখ্‌তে পেলে ছোট রাণীর মনে ঘোর সন্দেহ জন্মাবে, নিশ্চয় মনে কর্‌বেন যে, আমি বিজয়-বসন্তের প্রাণবধ করিনে, তোমার হাতে দিয়েছি, তুমি নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছ; চারিদিকে লোক ছুটবে। বৃদ্ধা তুমি, শিশু দুটীকে নিয়ে কত দূর পালাবে? তা হ'লে আমাদের এত যত্ন, এত আশা সকলি বিফল হবে!

শান্তা। ওগো, আমি বাছাদের একলা কোথায় ছেড়ে দেব?

মন্ত্রী। না-না শান্তা, বলবন্ত যথার্থ বলেছেন। তুমি এখন কোথাও গেলে সত্য সত্যই শত্রু-পক্ষের মনে মহা সন্দেহ উপস্থিত হবে। ধৈর্য্য ধর, আশঙ্কা করো না, কুমার বিজয়ের জ্ঞান হয়েছে, বিদ্যা হয়েছে, অস্ত্রচালনে পটু; উনি অবাধে, কনিষ্ঠ কুমারকে রক্ষা কোরে লয়ে যাবেন। রাজচক্রবর্ত্তী-লক্ষণাক্রান্ত কুমারদ্বয়

রাজ্যান্তরে কোথাও না কোথাও আশ্রয় পাবেন। কায়মনোবাক্যে রাধাবল্লভজীর চরণ পূজা কর, একদিন না একদিন মহারাজের চক্ষু খুল্‌বেই খুল্‌বে। আজকার বিপদ্ কেটে গেলে কুমারদ্বয়কে এই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দে'খে আমরাও চক্ষু সার্থক কর্‌বো।

বিজয়। শান্তা দিদি, দয়াময় হরির ইচ্ছায় আজ যদি আমাদের প্রাণরক্ষা হ'ল,তবে তুমি আর রোদন করো না, আমাদের বিদায় দাও, তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন বিপদ্ হবে না; আমি আপনি না খেয়ে বসনকে খাওয়াব, বসন নিদ্রা যাবে, আমি প্রহরীর কার্য্য কর্‌বো, আপনার প্রাণের মমতা না কোরে বসনের প্রাণরক্ষা কর্‌বো।

শান্তা। ওরে, তোরা যে আমার দুজনে দুটী চক্ষের মণি, তোদের হারা হ'লে যে জগৎ আমার কাছে অন্ধকার।

বল। শান্তা, আর বিলম্ব করো না, কে কোথা হ'তে আস্‌বে।

মন্ত্রী। সত্য!—আসুন কুমারেরা আমার সঙ্গে আসুন, এই নদীর ধার দিয়ে যাই।

বিজয়। দিদি, বিদায় দাও—কেঁদ না।

বসন। কেন দিদি কাঁদ্‌ছিস্? তোর হরিকে ডাক্ না, আমাদের কিছু হবে না, এই দেখ্ না, হরি ব'লে মত্তে যাচ্ছিলুম,অমনি হরি বাঁচিয়ে দিলে।

শান্তা। এস বিজয়, এস বসন, হরি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বেন; মনে রাখিস্, অভাগী বৃদ্ধার আঁচলের ধন তোরা, চোখের জল বই এখন আর তার অন্য সম্বল রইল না!

বিজয়। গুরুদেব, প্রণাম হই!

বল। দুই ভাইয়ে অভেদাত্মা হয়ে সর্ব্বত্র বিজয়ী হও, ধর্ম্মের জয় হ'ক!

[একদিকে শান্তা ও বলবন্ত, অপরদিকে বিজয়-বসন্ত ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দুর্জ্জয়ময়ীর কক্ষ।

রাজা ও দুর্জ্জয়ময়ী।

রাজা। কেন, কেন—আমি কি অন্যায় করেছি? হাঁ প্রিয়ে, তুমিই বল তো, আমার কি কিছু অন্যায় করা হয়েছে?

দুর্জ্জয়। আমি স্ত্রীলোক, কি বল্‌বো বলুন।

রাজা। কেন, কেন, বল্‌বে না কেন? এ তো সকলেই বুঝ্‌তে পারে,এর আর স্ত্রীলোক কি? বিশেষ তুমি অতি বুদ্ধিমতী, যথার্থ কথা বল্‌বে, তাতে আর দোষ কি? কেমন, সত্য বল,আমি কি অকস্মাৎ ক্রোধের বশীভূত হয়ে কিছু করেছি? না হবার যদিও কথা, তবুও বাহ্য ব্যবহারে কোনরূপ ঈর্ষার লক্ষণ দেখিয়েছি? পদ্ধতিমত অপরাধের বিচার কোরে ন্যায়মত দণ্ডবিধান করেছি, এতে আর অন্যায় কি? এতে আমার উপর কারুর বিরক্ত হবার যে কি কারণ, তা তো বুঝ্‌তে পারিনি।

দুর্জ্জয়। মহারাজ! আপনার উপর বিরক্ত হবার সাধ্য কার আছে? তবে আমি অভাগিনী নারী, সকলেই আমাকে দুষ্‌ছে, আমার প্রতি কারুর দৃষ্টি প্রসন্ন নয়, আমি কারুর কিছুতেই নাই, অথচ লোকে বলে—বলুক না বলুক; মনে মনে করে যে, যত গোলযোগ, যত অমঙ্গলের হেতু আমিই।

রাজা। না না, তোমায় দুষ্‌বে কেন? আমারই উপর বিরক্ত; দেখ্‌লে না, মন্ত্রী তীর্থবাস কর্‌তে চাচ্ছেন, সভাসদেরা বিদায় চাইলেন, সামান্য নীচ ঘাতক, সেও আমার মুখের উপর স্পর্দ্ধা কোরে আজ্ঞা লঙ্ঘন কোরে চ'লে গেল; যেরূপ ব্যবহার দেখ্‌ছি, তাতে তো সম্পূর্ণ বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। আমায় এই বৃদ্ধ বয়সে দুর্ব্বল পেয়ে কৃতঘ্নেরা

রাজ-বিদ্রোহী হবার উদ্যোগী হয়েছে। প্রিয়ে, প্রিয়ে, তুমি ভিন্ন এখন আর কেউ আমার সহায় নাই, কেউ আমার আপনার লোক নাই। কি করি, কি করি—ন্যায়ের অনুরোধে অপত্যস্নেহের বশীভূত হলেম না, কঠিন প্রাণে পুত্রের প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেম, এতেও সকলে অসন্তুষ্ট! এক বলবন্ত আমার পক্ষ, আর যে কে আমার সহায় হবে, তা তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি, কি করি—কি করি—

দুর্জ্জয়। মহারাজ, আমি যখন কোন কথা বল্লেও দুষী, না বল্লেও দুষী হব, তখন মনে যা ভাল বুঝ্‌ছি, তা বলাই ভাল। আমার তো বেশ বোধ হচ্ছে মহারাজ যে, এ রাজ্যে সকলেই আপনার শক্র, মন্ত্রী মহাশয় নিজে লোক ভাল হ'লেও হতে পারেন, কিন্তু পাঁচ জনের কুচক্রে প'ড়ে ওঁরও মতিভ্রম হয়েছে; আজকের এ কাণ্ডে নয়, অনেক দিন অবধি যে এর একটা ষড়্‌যন্ত্র হচ্ছে, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলেম, তাই আমার সহোদর দুর্ব্বুদ্ধিকে এখানে আনিয়ে সকলের কার্য্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে ব'লে দিয়েছি। মহারাজ! আমি চারিদিকে যেরূপ বিপদের সম্ভাবনা দেখ্‌ছি, তাতে দুর্ব্বুদ্ধি যদি আমার সহোদর না হ'ত, তা হ'লে তার উপরই আপাততঃ রাজ-প্রতিনিধিত্বের ভার দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করতেম।

রাজা। কেন, কেন প্রিয়ে, তোমার সহোদর, তায় দোষ কি? সে তো আরও ভালই, তোমার সহোদর আমার পরমাত্মীয়, বিশেষ বিশ্বাসের পাত্র।

দুর্জ্জয়। প্রাণেশ্বর, একেই তো লোকে কত বল্‌ছে, তাতে যদি আপনি আবার দুর্ব্বুদ্ধিকে রাজ-প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত করেন, লোকে বল্‌বে, আমিই ব'লে কয়ে, ভাইকে ক্রমে কৌশলে সিংহাসন দেওয়ার চেষ্টা কর্‌ছি।

রাজা। কে বল্‌বে, কে বল্‌বে? যারা বল্‌বে, তারা তো আমার শক্র; বলে বলুক, আমি কারুর কথা গ্রাহ্য করি না; দুর্ব্বুদ্ধিকেই রাজ-প্রতিনিধি কর্‌বো, সম্পূর্ণ শাসনের ভার তার উপর দেব; সে রাজপুত্র, যুবাপুরুষ, অবশ্যই বিদ্রোহ দমন কর্‌তে পার্‌বে। মন্ত্রীর ইচ্ছা হয়ে থাকে, করুন গিয়ে কাশীবাস; আমি নিশ্চিন্তে তোমার কাছে থেকে আরাম উপভোগ করি।

দুর্জ্জয়। তা মহারাজ, দুর্ব্বুদ্ধিকেই রাজ্যভার দিন আর যাকেই দিন, আপাততঃ আপনাকে আমি চোখের বার হতে দিচ্ছিনি। গুপ্ত শক্রদের মনের ভিতর কি আছে, কে জানে! কেউ যদি আপনার প্রাণের উপরেই হস্তারক হয়।

রাজা। প্রিয়ে, প্রিয়ে! আমি তোমার চোখের বার হয়ে কোথা যাব? যার সন্তোষের জন্য মশানে পুত্রের প্রাণবিসর্জ্জন দিলেম, তার জন্যে রাজ্য শ্মশান হ'লেই বা ক্ষতি কি? হৃদয়েশ্বরি! কাছে এস, তোমার মধুমাখা কথায় দুটো প্রণয় আলাপ কর, অন্য সব কথা ভুলিয়ে দাও, আ মরি মরি, কি রূপ! কি রূপ!

নেপথ্যে। মহারাজ, আমি এসেছি—কার্য্য শেষ কোরে এনেছি!

রাজা। কে, কে? এ সময় আবার কে? কে ও, কি চাও?

দুর্জ্জয়। মহারাজ, আপনি বাহিরে যান, বাহিরে যান, বুঝি বলবন্ত।

রাজা। না না, এইখানে—এইখানে, তোমার কাছে থাকি, কাছে থাকি।

(রক্তাক্ত হস্তে বলবন্তের প্রবেশ)

বল। মহারাজ! সব শেষ—সব শেষ—

রাজা। কি! কি! বলবন্ত, তুমি কাঁপ্‌ছ যে, কাঁপ্‌ছ যে?

বল। কাঁপ্‌ছি মহারাজ, কৈ, তা তো জানি না! রাজ-আজ্ঞা পালন করেছি, কুমারদের নিঃশেষ করেছি! দেখ্‌বেন, দেখ্‌বেন? আমার সঙ্গে আসুন, দুই মুণ্ড শ্মশানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এখনও শৃগাল কুকুরে খায়নি! মহারাণি, আপনিও আসুন, বিশ্বাস না করুন, স্বচক্ষে দে'খে যান, খুব প্রতিশোধ হয়েছে, খুব প্রতিশোধ হয়েছে!

দুর্জ্জয়। যাও—যাও, বলবন্ত, তুমি যাও, মহারাজের সাম্‌নে থেক না, হস্ত প্রক্ষালন কর গে।

বল। কি প্রক্ষালন কর্‌বো—রক্ত! এ কি যে সে রক্ত—যে সামান্য জলে প্রক্ষালিত হবে? এই হাতে বিজয়ের রক্ত, এই হাতে বসন্তের রক্ত, রাজবংশধরদের রক্ত! গাঢ়—তপ্ত! সপ্ত সমুদ্রের সমস্ত জলে এ রক্ত প্রক্ষালিত হবে না! দেখুন মহারাজ, দেখুন মহারাণি, আমি কেমন কৃতজ্ঞ ভৃত্য—রাজ-আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছি!

রাজা। যাও, বলবন্ত যাও, তোমার পুরস্কার পাবে, যাও।

বল। যাই; মহারাজ দেখুন, আমার কোন ত্রুটি নাই, ঠিক দেখুন, কুমারদের রক্ত কি না! দেখুন আপনার রক্ত—আপনি দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বেন!

দুর্জ্জয়। বলবন্ত, যাও—যাও, দেখ্‌ছ না, মহারাজ কাতর হচ্ছেন?

বল। কিসে কাতর? রাজা রাজকার্য্য পালন করেছেন, পতি পত্নীর সম্মান রেখেছেন, পিতা পুত্রকে বধ করেছেন, তার আবার কাতরতা কি? কাতরতা দেখ্‌ছি আমি—এই তামসী নিশিতে বিভীষিকাময় শ্মশানে কুমারদের কাতর ক্রন্দন শুন্‌ছি! "কোথায় মা, কোথায় বাবা" ব'লে চীৎকার কোরে কেঁদেছে, তা শুনেছি,—"গুরুদেব, রক্ষা কর" ব'লে আমার পায়ে পড়েছে, অমনি মুণ্ডচ্ছেদ করেছি!

রাজা। ওঃ—হোঃ!

বল। কেমন মহারাজ, আজ্ঞা পালন করেছি তো! মহারাণি, আপনারও আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়নি, আগে বসন্তের, তার পর বিজয়ের মুণ্ডচ্ছেদ!

দুর্জ্জয়। আমার আজ্ঞা? আমার আজ্ঞা! বিজয় নাই! বিজয় নাই!

রাজা। হাঁ হাঁ রাণি, তোমারই আজ্ঞা, তোমারই আজ্ঞায় বিজয় নাই; বিজয়ও নাই—বসন্তও নাই—আমি নির্ব্বংশ! আমার কেউ নাই, কেবল তুমিই আছ, তুমিই আছ, আর তোমার অপরূপ রূপ আছে!—এস, ওই রূপে ডুবে থাকি! আমায় আলিঙ্গন কর, পার যদি পুত্রঘাতীকে আলিঙ্গন কর!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

বিজয় ও বসন্ত।

বসন্ত। কখন্ যাব দাদা? বন ছিল ভাল, কত রঙ্গ-বেরঙ্গের পাখী, কেমন মিষ্টি মিষ্টি ডাক, কত ফুলের গাছ, কত সব ঝর্ণা,—আজ এ কি বনে এলুম! একটা সোজা পথ নেই, পায়ে কেবল কাঁটা ফুট্‌ছে, সব মস্ত মস্ত গাছ, কেমন পাতার

একটা বিশ্রী গন্ধ, একটা ফল নেই, এত বেলা হ'ল, এখনও কিছু খেতে পেলুম না, বড় খিদে পেয়েছে।

বিজয়। চল ভাই, একটু আস্তে আস্তে সয়ে চল, এ তিন দিন বনের ধারে ধারে এসেছি, যেন কতক বন, কতক বাগান; হাতে কোরে ফল পেড়েছ আঁজলা কোরে জল খেয়েছ, নতুন নতুন তোমার আহ্লাদ হয়েছে; এ যে ভাই বিজন বন!

বসন্ত। বিজন বনে কি ফল পাওয়া যায় না? তবে আমি খাব কি? আমি এত বেলা হ'ল, কিছু খাইনি, বাড়ীতে থাকলে শান্তা দিদি এতক্ষণ আমায় কবার খেতে দিত বল দেখি?

বিজয়। আয় ভাই, একটু আস্তে আস্তে আয়, চ'লে আয়—বরাবর কি বন থাকবে, একটা গ্রাম কি নগর দেখতে পাবই পাব। সেখানে গেলেই কারুর কাছে চেয়ে তোমায় খেতে দেব।

বসন্ত। না দাদা, কিছু না খেলে আর আমি চলতে পারবো না, আমার গা কেমন কচ্ছে, মাথা ঘুরছে।

বিজয়। হাঁ ভাই বসন, একটু যেতে পারবে না? একটুখানি চল, আমায় ধ'রে ধ'রে চল।

বসন্ত। না দাদা, আমি আর পাচ্ছিনি দাদা; যতক্ষণ পেরেছি, তোমায় বলিনি, আমি আর এক পাও চলতে পাচ্ছিনি, কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে দাদা, দুটো একটা পাতা ছিঁড়ে দাও, আমি তাই চিবুই, তা হ'লে একটু গলাটা ভিজবে।

বিজয়। হা অদৃষ্ট, হা অদৃষ্ট! সোনার কমল বসন, আজ একটী ফলের জন্য লালায়িত! রাজপুত্র আজ বৃক্ষপত্র খেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা শান্তি করতে চাচ্ছে! কি করি, কোথায় কি পাই, বসনের মুখে কি দিই! পথশ্রমে অনাহারে ক্রমে আমারও শরীর দুর্ব্বল হচ্ছে, কি কোরে প্রাণের ভাই বসনকে রক্ষা করি? শান্তা দিদির কাছে প্রতিজ্ঞা কোরে এলেম যে, বসনের ভার আমার উপর, তার এখন কি করি?

বসন্ত। ও দাদা, আমি আর বাঁচিনি, বুঝি এখনি ম'রে যাব, যা হয় আমার মুখে কিছু দাও, একটু জল না হয় দাও! মা গো—গেলুম গো মা!

বিজয়। কারে ডাকছিস্ বসন? মা আমাদের কৈ? "মা মা" কোরে কারে ডাকছিস্? আজ মা নাই, তাই আমাদের এই দশা, ওহো! শৈশবে মাতৃহীন হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্য জগতে আর কিছুই নাই!

বসন্ত। দাদা, দাদা, তুমি না বল, মা স্বর্গে আছেন, আমরা খিদেয় কাঁদছি, মা কি শুনতে পাচ্ছেন না? আমাদের এমন দশা হয়েছে, মা কি দেখতে পাচ্ছেন না?

বিজয়। চুপ কর্ ভাই, আর মার কথা তুলিস্নি, মার কথা শুনলে আমার বুক ফেটে যায়, আমি ধৈর্য্য হারাই! খানিক ভাই তুমি এইখানে স্থির হয়ে বোস্, আমি একটু এগিয়ে দেখি, কোন একটা গাছটাছ খুঁজে দু-একটা ফল পাই তো এনে তোমায় দিচ্ছি।

বসন। যাও দাদা যাও, যা পার খুঁজে আন, তুমি কিছু খাও, আমায় কিছু দাও।

বিজয়। আমি যা পাই, এখনি আনছি, ভাই, তুমি এইখানে একটু বসো, কোথাও যেও না।

[বিজয়ের প্রস্থান।

বসন্ত। দাদা বলে, কোথাও যেও না, আমি কোথায় যাব, আমি আর এক পাও চলতে পাচ্ছিনি, চলতে পারলে কি দাদাকে খিদে খিদে কোরে এত জ্বালাতন করি? দাদাও তো

সেই কাল দুপুর বেলা থেকে দুটী পেয়ারা খেয়ে রয়েছে, দাদারও তো কত খিদে পেয়েছে, তবে কারেও বলে না, কারে বল্‌বে? আমি ছেলেমানুষ, আমায় ব'লে কি হবে, আমি কি কর্‌বো! শান্তা দিদি থাক্‌তো, তবে দাদা খিদের কথা বল্‌তো, আর যদি মা থাক্‌তো তো বল্‌তেও হ'ত না, মা আপনি খাবার দিত—দাদা এখনও ফল পেলে না, কখন্ আস্‌বে? আহা! আমাদের কেন মা নেই? মা থাক্‌লে আমরা দুজনেই খাবার চাইতুম, খাবার পেতুম। মা, কোথায় গেলে?

(গীত।)

ও মা তুমি কোথায় কোথায়।
বিজয়-বসন তোর কাতর ক্ষুধায়॥
মা গো তুমি নাই তাই,
দেখ আজি দুটী ভাই,
ক্ষুধানলে জ্ব'লে খেতে নাহি পায়;—
অনাহারে বনে, ও মা জীবন হারায়॥

(বৃক্ষ হইতে একটী ফল পতন)

কি ওটা গড়িয়ে যাচ্ছে—ফল না! হাঁ হাঁ, ঐ যে গাছটা আকাশে ঠেকেছে, ঐটে থেকে বুঝি পড়্‌লো! এ ফল আমায় মা দিয়েছে, মা আমার কান্না শুন্‌তে পেয়েছে, আমি খিদেয় মরে যাচ্ছি, মা জান্‌তে পেরেছে। (ফল লইয়া ভক্ষণ) আঃ বাঁচ্‌লেম! আঃ—উঃ—এ কি—উঃ, গলার ভেতর কেমন কচ্ছে—থু থু—ও বাবা, এ কি হ'ল! বড় গা জ্বলছে—জল—জল—ও দাদা, ও দাদা!—জল জল—কোথায় তুমি, কোথায় তুমি—জলে গেল, জলে গেল, জল দাও, জল দাও, ম'রে গেলুম, ম'রে গেলুম, ও মা, ও দাদা, ও শান্তা দিদি, তুমি কোথায়? কি খেলুম, ও বাবা, ও মা, মাথার ভেতর বঁও বঁও কচ্ছে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চর্ চর্ কোরে টেনে বাঁধ্‌ছে, কথা কইতে পাচ্ছিনি—জল—জ্ব-ল—দা—দা—মা—(অচৈতন্ত হইয়া ভূতলে পতন)

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। ভাই, পেয়েছি, বেশ ফল পেয়েছি; বসন, বসন! আহা, পথ হেঁটে হেঁটে খিদেয় ছেলেমানুষ ভাই আমার মাটীতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—একটু ঘুমুক—না, তুলে খাওয়াই; বড় খিদে পেয়েছে, খেয়ে তখন ঘুমুবে। বসন, বসন! ওঠ তো ভাই, কেমন ফল এনেছি দেখ, দুটো মুখে দাও। আহা, ঘুমিয়ে অচেতন হয়ে পড়েছে, গায়ে হাত দিয়ে ডাকি। ও বসন, বসন! ওঠ না ভাই, এ কি এ! শরীর এমন হিম কেন? এত শক্ত কেন? অ্যাঁ, অ্যাঁ, নীলবর্ণ যে! মুখে ফেনা! তবে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে!—বসন রে—ভাই রে, শেষ কি এই হ'ল, সর্পাঘাতে তোর মৃত্যু হ'ল! কালসাপিনী বিমাতার দংশন হ'তে পরিত্রাণ পেয়ে বসন ভাই আমার শেষ কি সত্য সত্যই ভুজঙ্গ-দংশনে প্রাণত্যাগ কল্লি! ভাই রে, তুমি ক্ষুধায় আকুল হয়েছিলে ব'লে আমি নিজের কষ্ট ভুলে কত চেষ্টা কোরে তোমার জন্য এই ফল নিয়ে এলেম; আমারও বড় খিদে পেয়েছিল, তবুও তুমি না খেলে খাব না ব'লে, আস্‌তে আস্‌তে একটীও মুখে দিই নি। ভাই রে, আমার এত কষ্টের ফল, তুই আহ্লাদ কোরে হাতে নিবিনি? আমার মুখে তুলে দিয়ে তুই আপনি খাবিনি? কথা ক, ভাই, কথা ক, চোখ চা! আমি ডাক্‌ছি, আদর কোরে দাদা ব'লে উত্তর দে। অ্যাঁ, কি হ'ল, কি হ'ল! বসন নাই—নাই! না না—তা হ'তে পারে না, হ'তে পারে না, আমি বেঁচে আছি, বসন নাই! ও শান্তা দিদি, তুমি কোথায়, দেখ এসে, তোমার বড় আদরের বসন, যাকে কোল-ছাড়া কর্‌তে না,

আজ সে প্রাণশূন্য হয়ে নিবিড় বনে কঠিন মাটীতে প'ড়ে আছে! মা গো, তোর বসনের বনবাস-ক্লেশ দেখ্তে না পেরে কি তারে আপনার কোলে টেনে নিলে! তবে মা আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমায় নিচ্ছ না, বসনকে কাছে নিয়েছ,বিজয়কেও কাছে নাও, কার জন্যে আর আমি বেঁচে থাক্বো,একমাত্র বন্ধন বসন ছিল—তাও গেল, দগ্ধ প্রাণ, এখনি তোরে বিসর্জ্জন দিয়ে বসনের সাথী হব।

(একজন ব্রহ্মচারীর প্রবেশ)

ব্রহ্ম। শিবরাম, শিবরাম! বাল-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত রোদনধ্বনি এই দিক্ থেকেই তো আমার কর্ণে প্রবেশ করেছিল। হাঁ, এই যে একটী বালক শুয়ে রয়েছে, অপরটী তার পাশে ব'সে রোদন কর্‌ছে। বৎস, কি হয়েছে, তোমরা কে?

বিজয়। মহাশয়, আর আমরা নাই, আমি এখন একা! জয়পুর-রাজ্যের হতভাগ্য রাজ-পুত্র আমরা বনবাসে এসেছিলেম, প্রাণের ভাই, দুঃখের দোসর ভাই আমার, আজ প্রাণত্যাগ কোরে গেছে, আমিও তার সাথী হব, নিজ হস্তে দগ্ধ প্রাণ বিসর্জ্জন দেব।

ব্রহ্ম। বৎস,তুমি ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল হয়েছ, তাই অমন কথা বল্‌ছো, আত্মহত্যা মহাপাপ, আত্মহত্যা কি কর্‌তে আছে? আত্মঘাতীতে নরঘাতীতে কোনরূপ প্রভেদ নাই; তোমারই বা কি; আমারই বা কি, অন্যেরই বা কি, সকলেরই প্রাণ সেই করুণাময় পরমেশ্বরের প্রদত্ত; এ প্রাণকে দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন কর্‌বার কারুরই অধিকার নাই; এখন তুমি নিদারুণ ভ্রাতৃশোকে উন্মত্ত হয়ে আত্মহত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছ, কিন্তু হৃদয়ের বেগ শমিত হ'লে, যখন স্থিরচিত্তে বিবেচনা কোরে দেখ্‌বে, তখনি বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, তুমি কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম কর্‌তে যাচ্ছিলে।

বিজয়। প্রভু, আপনার প্রশান্তমূর্ত্তি দর্শনে ও জ্ঞানগর্ভ মধুরবচন শ্রবণে বোধ হচ্ছে,নিশ্চয়ই আপনি কোন মহাপুরুষ। দেব, আমায় বলুন দেখি, এই ভাই বই আর আমার এই সংসারে আপনার বল্‌বার কেউ নাই, যখন এও গেল, তখন কি জন্য আমি এই দুঃখময় জীবন বহন করি?

ব্রহ্ম। বৎস, জীবন কখনই দুঃখময় নয়। এক্ষণে বল, কিরূপে তোমার কনিষ্ঠের প্রাণ-বিয়োগ হ'ল।

বিজয়। প্রভু, ভাই আমার ক্ষুধায় বড় আকুল হয়ে-চলৎশক্তি-রহিত হয়েছিল, আমি ওকে এখানে রেখে কিছু দূরে ফল অন্বেষণ কর্‌তে গিয়েছিলেম, এসে দেখি, এই অবস্থা—সর্পাঘাতে ভাই আমার প্রাণত্যাগ করেছে।

ব্রহ্ম। সর্পাঘাত! সর্পাঘাতেরও তো চিকিৎসা আছে; বিষধর-দংশনে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমানেও কখন কখন শরীরে প্রাণ-বায়ু অতি ক্ষীণভাবে লুক্কায়িত থাকে; ঈশ্বর-প্রসাদে আমি অনেক বনজ ভৈষজ্যের গুণ অবগত আছি; দেখি, তোমার ভায়ের কোন-রূপ প্রতীকার কর্‌তে পারি কি না।

বিজয়। প্রভু,প্রভু, আমায় চিরঋণী করুন, একসঙ্গে দুটী জীবন দান করুন; আপনার আশ্বাসবাক্যে আমার মনে বড় আশার সঞ্চার হচ্ছে।

ব্রহ্ম। স্থির হও। (বসন্তের অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া) কৈ, অঙ্গের কোন স্থানে তো কোন-রূপ ক্ষতচিহ্ন দেখ্‌ছি না, সর্পদংশন কখনই নয়, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, কোন বিষাক্ত দ্রব্য-ভক্ষণে এই শিশুর এ দশা প্রাপ্ত হয়েছে।

বিজয়। তবে কি হবে, আর কি তবে আশা নাই?

ব্রহ্ম। বৎস, পলে আশান্বিত, পলে নিরাশ হচ্ছো। তা তোমার দোষ কি, তুমি তো বালক মাত্র, মনুষ্যের স্বভাবই এই; এই আশা—এই নিরাশা! এই দৃঢ় বিশ্বাস—এই ঘোর অবিশ্বাস! তুমি একটু স্থির হও, আমি তোমার ভ্রাতাকে ঔষধ প্রয়োগ করি।

(ঝুলি হইতে বৃক্ষপত্র বাহির করিয়া নিজ করে মর্দ্দন করত বসন্তের নাসারন্ধ্রে ও কর্ণে প্রদান)

দেখি, দেখি—তোমার হাত দাও—এই দেখ, অল্প অল্প নিঃশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে, মহেশ্বরের কৃপায় আমার ঔষধ কার্য্য করেছে, শরীর উষ্ণ হচ্ছে, চক্ষু উন্মীলন কচ্ছে—

(কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া বসন্তের চক্ষু ও মুখে সিঞ্চন)

বসন্ত। দাদা, দাদা!

বিজয়। ভাই, ভাই!—বসন, বসন!

তা হ'লে এই শিশুর দশা কি হ'ত! আর তোমার নিজের প্রেতাত্মাই বা কতদূর অস্থির হ'ত! ক্রোধ, দুঃখ, অভিমান বা নৈরাশ্যের বশে মনুষ্য পূর্ব্বাপর বিবেচনা না কোরে কখন কখনও এইরূপে আত্মঘাতী হয়, কিন্তু তখন যদি তারা মুহূর্ত্তের জন্য বুঝ্‌তে পারে যে, যা কর্‌তে যাচ্ছে,তা আর ফের্‌বার নয়,ধৈর্য্য ধরে আত্মজীবন রক্ষা কর্‌লে চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা পুনর্ব্বার অন্য ভাব ধারণ কোর্‌বে, তা হ'লে তারা কখনই অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট করে না। বৎস, মানব জীবন কখনই দুঃখময় নয়; আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘায়ু হও, বহু—বহুদিন পরে যখন অবস্থার পরিবর্ত্তনে আপনাকে সুখের অমৃতসাগরে ভাসমান জ্ঞান কর্‌বে, তখন একবার আজকার এই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ কোরো,মনে মনে বুঝ্‌তে পার্‌বে, যে দিন জীবনকে অতি বিষপূর্ণ জ্ঞান কোরে পরিত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিল, সেই দিনের স্নেহবিগলিত নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃশোকের মধ্যেও

বিজয়। যে আজ্ঞা প্রভু; চল বসন, আজ আমরা মহাপুরুষের আশ্রয়ে থাকি গে।

হয়েছে, ঠিক হয়েছে, আমি কোন অন্যায় করি নি! হৃদয়েশ্বরী কোথায় গেল, দাসীরা

কি কল্লুম, আমি পিচাশিনী কি কল্লুম! নীচ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় এমন প্রাণকে পৃথিবী হ'তে নির্দ্দয় ভাবে বিদায় দিলেম! তুই না পুরুষ, তুই না রাজা, তুই না তার পিতা! তুই কি ব'লে তারে বধ করতে আজ্ঞা দিলি? আমি মতিহীনা নারী, যেন অভিমানে জ্ঞান-হারা হয়েছিলেম, তুই পামর না তুল ধ'রে সভাস্থলে বিচার করতে বসেছিলি। বিচার! বিচার! আমি সব বুঝ্‌তে পারি, ন্যায্য বিচার কর্‌লি না ঈর্ষার তাড়নে, গাত্রদাহের জ্বলনে আমার মত তুইও নিজ পুত্রের উপর প্রতি-হিংসা সাধন কর্‌লি! ধিক্ ধিক্, ক্লীব কাপু-রুষ! তোর স্পর্শ এখন আমার পুরীষ অপে-ক্ষাও ঘৃণ্য!

রাজা। এই যে, আঃ! সমস্ত উদ্যান খুঁজে খুঁজে আমি ক্লান্ত হলেম, আর প্রাণেশ্বরী আমার এইখানে! প্রি—

দুর্জ্জয়। রাজা—রাজা—

রাজা। আমারই নাম কচ্ছেন, প্রিয়ে নির্জ্জনে আমাকেই ভাব্‌ছেন, কি বলেন শুনি—

দুর্জ্জয়। আমি তো তার প্রাণ নিতে বলি নি, কেন তুই নিলি? আমি তাকে দেখ্‌তেম, দেখ্‌তেম, পেতেম না, প্রাণ জ্বল্‌তো—জ্বল্‌তো, জ্বল্‌তো, সে জ্বলনেও সুখ ছিল! সে তো আমায় ভালবাস্‌তো! আমি যেমন চেয়েছিলেম, তেমন ভাল না বাসুক, এক রকম না একরকম মায়া তো ছিলই, নইলে নিজের প্রাণ বলিদান দিয়ে আমার লজ্জা নিবারণ কর্‌লে কেন?

রাজা। এ কি এ! কার কথা! কার প্রাণদণ্ড! কে ভালবাস্‌তো! কারে দেখে সুখ?

দুর্জ্জয়। সে কথা কেউ জানে না, আমি কাকেও প্রকাশ করি নি, সেও কারুর কাছে প্রকাশ কোরে যায় নি, কিন্তু আমি আর চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছি নি। প্রাণ সে কথা কারুর কাছে প্রকাশ না কোরে আর থাক্‌তে পাচ্ছে না! কারে বলি, কারে বলি? কার কাছে প্রাণের বোঝা নামাই?

রাজা। কি কথা! কার কথা! রাজ্ঞী কি তবে আমার কাছে কোন কথা গোপন কোরে রেখেছে?

দুর্জ্জয়। পিশাচিনী যে তোকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, আবার প্রতিদান না পেয়ে তোর রক্ত পান করলে, এ কথা আমি কারে বলি বিজয়!

রাজা। রাণি! রাণি! সে নাম কেন—সে নাম কেন? তোমার মুখে সে নাম কেন?

দুর্জ্জয়। কে ও, রাজা! কি নাম—কার নাম?

রাজা। তার—তার—যে গেছে, তার—যে ফিরবে না, তার নাম। কে তাকে ভালবেসেছিল? কে তার রক্ত পান করেছে?—পিশাচিনী কে?

দুর্জ্জয়। তোমার পুত্রের রক্তপানের কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছ মহারাজ?

রাজা। আর কেন তার কথা—আর কেন? তোমারই সন্তোষের জন্য তো তার প্রাণবধ করেছি!

দুর্জ্জয়। আমার সন্তোষ?—আমার সন্তোষ?

রাজা। তোমারই সন্তোষ—কেন রাণি, তুমি আমার পানে অমন কোরে চাচ্ছ কেন?

দুর্জ্জয়। আমার সন্তোষ?

রাজা। তবে আর কার?

রাণী। তোমার—তোমার—তোমার আপনার! বিষ—বিষ—গায়ের জ্বালা। পুত্রকে আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে

করেছিলে, তাই তার প্রাণবধ করলে, আমি কখন প্রাণবধ কর্‌তে বলিনি !

রাজা। রাণি—রাণি—

দুর্জ্জয়। চুপ্‌ কর্‌ পুত্রঘাতী, আমি রাণী না পিশাচিনী! জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলি না কে পিশাচিনী ? পিশাচিনী আমি—আমি—আমি! পিশাচের রাণী, তাই পিশাচিনী! শমনের দাস্য জরাগ্রস্থ, কেন আমায় বিবাহ করেছিলে ? তোর অমন অরুণ বরণ তরুণ তনয়ের করে আমার না দিয়ে, কেন দুষ্ট-ক্ষুধার বশে আপনি গ্রাস করেছিলি ? তাই তো আমি পিশাচিনী! বিরোধী সম্পর্কের অনুরোধে সে আমার হ'তে চাইলে না, তাই তো আমি ক্রোধে অন্ধ হয়ে,হতাশে উন্মাদ হয়ে তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিলেম !

রাজা। না—না, না—না—

রাণী। হাঁ, হাঁ—স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন কর্‌তে না পেরে, প্রকৃতির গতি রোধ কর্‌তে না পেরে,পুরুষ-পুণ্ডরীক বিজয়ের রূপে উন্মাদ হ'য়ে, তার কাছে প্রেমভিক্ষা করেছিলেম, সে আমায় মাতৃসম্বোধনে প্রত্যাখ্যান করলে! ক্রোধের উত্তেজনায় কালফণা ধ'রে তাকে দংশন করেছি, আবার আজ—আজ আপনার বিয়ের হল্কায় আপনি জল্‌ছি, তাই গুপ্ত কথা ব্যক্ত কর্‌ছি, দুর্জ্জয়ময়ী বাল্যকাল হ'তে কখনও মনের বেগ সংবরণ কর্‌তে পারেনি, আজও পাচ্ছে না, সে বলেনি, আমি বল্‌ছি, সে নিষ্কলঙ্কচাঁদ, আমার কলঙ্ক গোপন করে প্রাণ দেছে, আমি কলঙ্কিনী, আপনার কলঙ্ক প্রকাশ কর্‌ছি —মহাপাতকী পুরুষাধম, সিংহাসনের শূকর! আমার মিথ্যা কথায় তুই পুত্রহত্যা করেছিস্‌ !

রাজা। ওঃ—হোঃ হোঃ—হোঃ ! ওঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ! কি হবে—কি হবে! আমার কি হবে !!

দুর্জ্জয়। নরক—নরক, জীবনে মরণে নরক! থাকে থাকে সেথা কুম্ভীপাক, আমিও যাব, জাঁকজমকে দুজনে বিহার হবে!

রাজা। সত্য সত্য, পিশাচিনী! কৈ সে রূপ কৈ, কি দেখে ভুলেছিলেম, কি দেখে মনুষ্যত্ব হারিয়েছিলেম ? কি এ মূর্ত্তি, কি এ মূর্ত্তি! যে মুখ দেখে পুত্রের মুখ চাইনি, সে মুখ কৈ, সরে যা—সরে যা—

দুর্জ্জয়। যাইব তো, এগিয়ে যাব নাকি! বিষের হল্কা বিছিয়ে ফুলশয্যা সাজাই গে, কোটি কেউটে ফণায় ফণায় মিশিয়ে সেথা কেমন কুঞ্জ রচেছে, দুজনে বেশ থাক্‌ব, কেমন মজা, হাঃ হাঃ হাঃ!

[প্রস্থান।

রাজা। ভয়! ভয়! কোথা যাব, কে রক্ষা কর্‌বে ? কেউ নাই, আমার কেউ নাই, বিজয় নাই! বসন নাই! বড়রাণী, বড়রাণী, আমায় নরকে নে যায়, নরকে নে যায়, কোথায় যাই, কোথায় যাই !

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

সভাগৃহ ।

দুর্ব্বুদ্ধি, বটুক ও মোসাহেবগণ।

বটুক। হুজুর, আর কেন—আপনি সিংহাসনখানায় উঠে বসুন, কিসের ভয়, কাকে ভয় ?

দুর্ব্বুদ্ধি। ভয় আবার কাকে ? তবে দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

বটুক। আঃ! তিনি এখন অন্তঃপুরে

আছেন, বুড়োমিন্‌ষে তাঁকে আগ্‌লে ব'সে আছে, আপনি ঝড়াক্‌সে উঠে বস্থন, আমিও মস্‌লন্দখানা দখল করি।

(দুর্ব্বুদ্ধির সিংহাসনে উপবেশন)

বটুক। (মস্‌লন্দে বসিয়া) হাঁ খবরদার, দেখ সবাই—যেন দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। রাম কহো, রাম কহো, সাধ্যি কি যে দিদিমণি জান্‌তে পারে।

দুর্ব্বুদ্ধি। কেমন হে, সিংহাসনের উপর আমায় কেমন মানিয়েছে বল দেখি?

বটুক। আজ্ঞা,—

"গলায় গজমতি মুক্তার মালা,
বোনায়ের বেহদ্দ সেজেছে শালা।"

বুড়ো মহারাজকেও সিংহাসনের উপর এমন কখনও খোলেনি; কি বলেন হুজুর, আর একটু চালিয়ে দেব নাকি?

সকলে। হাঁ হাঁ বটুক ভাই, চালাবে বই কি, না হ'লে তুমি আর নূতন মন্ত্রী কি!

দুর্ব্বুদ্ধি। এরই মধ্যে একটু একটু নেশা হয়েছে, আবার চালাবে? মোদ্দাৎ গোল না হয়, দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

বটুক। সাধ্যি কি হুজুর! (মদ্যপ্রদান) হুজুর নিবেদন কোরে দিন, তার পর সকলকে দিচ্ছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। (মদ্যপান) আঃ, বাঃ বাঃ, বড় জবর, মাথার ভেতর অমনি চড়াক্ কোরে উঠ্‌লো, বটুক ভাই, নয়া গাঁওএর খেয়াঘাটের খাজনা জমা পেলেই তা থেকে ১০০৲ আস্‌রফি কালালকে বক্‌সিস্ করো, বড় জবর মাল ত'য়ের করেছে, সকলকে এক এক পাত্র দাও।

(সকলের মদ্যপান)

সকলে। ক্যা বড়িয়া, ক্যা বড়িয়া সরাপ!

দুর্ব্বুদ্ধি। আস্তে আস্তে, দরবারে ব'সে সরাপ চালান যাচ্ছে, দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

বটুক। হাঁ হাঁ, দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। রাম কহো, দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঁ বটুক ভাই, চালাও, চালাও, রাখ্‌লে কেন, আস্তে আস্তে চালাতে থাক, পাঁচশ কবুতর চোলাই কোরে তবে এক ঘড়া মাল ত'য়ের হয়েছে, ভারি ফূর্ত্তিদার, চালাও।

(সকলের পুনঃ মদ্যপান)

বটুক। হাঁ, এই যে চালাচ্ছি হুজুর, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

দুর্ব্বুদ্ধি। জমেও জম্‌ছে না, এখানে আমার হীরেমন্ হাজির নেই।

বটুক। আন্‌তে পাঠাব না কি হুজুর?

দুর্ব্বুদ্ধি। বড় রগড় হয় বটে, কিন্তু দরবারের ভেতর আনা, দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

বটুক। জান্‌বার যো কি হুজুর, ওরে কোন্ হ্যায় রে—

(একজন প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। আজ্ঞে করুন হুজুর!

বটুক। ওরে ব্যাটা, এক কাজ কর্‌তে পারিস্?

প্রতী। কার ঘর জালিয়ে দিতে হবে, হুকুম করুন।

বটুক। আরে না না, এ আর এক কাজ—

প্রতী। উত্তমলালের মেয়ে দেখ্‌তে বেশ, দুদিন শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে, চোখ-মুখ বেঁধে নিয়ে আস্‌ব না কি?

বটুক। বটে, বটে! থাক্‌, আজ সেটা থাক্‌, আপাততঃ হীরেমন্‌ বাইজীকে লুকিয়ে ডেকে আন্‌তে পারিস্‌, বাড়ী চিনিস্‌ তো?

প্রতী। চিনি বই কি, আমিই তো পরশু হুজুরের সঙ্গে মশাল ধরে গিয়েছিলুম।

বটুক। তবে যা, শীগ্‌গির নিয়ে আয়।

দুর্ব্বুদ্ধি। মোদ্দাৎ খুব সাবধান। একটা খুব মোটা কাপড়-চোপড় মুড়ে দিয়ে আস্‌তে বলিস্‌, দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

প্রতী। হুজুর, আমি তাতে খুব হুঁসিয়ার আছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। বেশ বেশ, আমি ভাল কোরে বক্‌সিস্‌ দেব, আপাততঃ একপাত্র টেনে যা; বটুক ভাই, ওকে দাও, দিয়ে চালাও।

বটুক। নে ব্যাটা খেয়ে ফেল্‌, এমন মাল তোর বাপ চোদ্দপুরুষে খায়নি।

(মদ্য প্রদান)

প্রতী। আজ্ঞে, হুজুরদের সাম্‌নে কি খেতে পারি? বেয়াদবী হবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। নে নে ব্যাটা, ওতে দোষ নেই—
মনিব দিলে সরাপ যে জন গরব কোরে খায়।
তার চোদ্দপুরুষ ফুরুষ মেরে বাজি জিতে যায়॥

প্রতী। আজ্ঞে, এখানে কি কোরে খাই—

দুর্ব্বুদ্ধি। খা না ব্যাটা, আম্‌রা সকলে চোক বুজেছি, ওহে, চোক বোজ সবাই। খা ব্যাটা, শীগ্‌গির খেয়ে ফেল্‌।

(সকলে চক্ষু মুদ্রিতকরণ)

প্রতী। আজ্ঞে হুজুর, সব চোক বুঝেছেন তো, কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছেন না?

সকলে। না না।

প্রতী। (স্বগত) বাঃ বাঃ! এটুকুতে আমার কি হবে! (মদ্যপান)

দুর্ব্বুদ্ধি। হয়েছে?

প্রতী। আজ্ঞে, এই খাই হুজুর, লজ্জা কচ্ছে; (সোরাই ধরিয়া মদ্যপান) হুজুর, হয়েছে, বেয়াদবী কোরে ফেলেছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। এইবার যা তবে, ব্যাটা শীগ্‌গির যা!

প্রতী। যে আজ্ঞে হুজুর, যাব আর আস্‌ব।

[প্রস্থান।

বটুক। হীরেমন্‌ আস্‌ছে, হীরেমন্‌ আস্‌ছে, ক্যা বেহতর! জয় মহারাজ কৎলেহাম বাহাদুর!

সকলে। জয় মহারাজ কৎলেহাম বাহাদুর!

১ম মো। বটুক ভাই, পাত্র দাও, পাত্র দাও, চোকে ধোঁয়া দেখ্‌ছি।

বটুক। (সুর করিয়া) ধুঁয়ামে ধূমিল ভৈলে কারিরে বদরবা—

দুর্ব্বুদ্ধি। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা! একটা গান-টান চলুক, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

বটুক। গান চাই—গান চাই—(সুরে)
দৈয়া সেজিয়েঁ ধূমিল
ভৈলে বলমুঁয়া॥

বটুক। জম্‌ছে না, আরে কোন্‌ হায়? দেউড়ীকো সিপাহী লোকন্‌সে দো একঠো বাজানা লেওয়াও তো।

নেপথ্যে। যো হুকুম হুজুর!

দুর্ব্বুদ্ধি। সরাপ চালাও, গান চালাও, মোদ্দোৎ দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

(হুড়্‌কা, ডুগ্‌ডুগী ও করতালি আনয়ন)

বটুক। ক্যা মজা, ক্যা! বাজাও, বাজাও মটুক ভাই, তোম্ জেরা নাচ্‌বি তো কর্।

দুর্ব্বুদ্ধি। নাচ গাও মজা ওড়াও, আমিও নাচ্‌ব, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

(সিংহাসন হইতে অবতরণ)

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

(নৃত্য ও গীত।)

ধূয়াঁমে ধূমিল ভৈঁলে কারিরে বদরবা।
দৈয়া সেজিয়েঁ ধূমিল ভৈঁলে বলমুয়াঁ॥
নিহুরল নিহুরল আঙ্গনা বহরলোঁ।
রজবা চলাবে এক রোরি আনা॥
গাঁবকে লোগবা রাজা ভাই রে ভতিজবা।
দৈয়াঁ হমরা সে কৈসন ঠঠোলিয়ানা॥
ফুল লোটে গৈলো মৈঁ রাজা ফুলবরিয়া।
রজবা এক রোরিয়াঁ চলাবে না॥
কা তুম রাজা রোরিয়াঁ চলাবে না।
হমহুঁ তো গাঁবকে বেটীবানা॥

দুর্ব্বুদ্ধি। মোদ্দাৎ দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। আর পালাবো কোথা? কোথায় এলেম? এই যে—এই যে নরক! ভূত-প্রেত সব বিকট চীৎকার কোরে নৃত্য কচ্ছে! আর উপায় নাই, আর উপায় নাই। নরকে এসেছি, কি ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ!

বটুক। আ মলো, এ আবার কে এসে দলে ভিড়্‌লো, কে বাবা তুমি বুড়ো ইয়ার?

১ম মো। যে হও বাবা, দুপাত্র টেনে মজায় যোগ দাও, মোদ্দাৎ দিদিমুণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে। নাচ বাবা নাচ।

(রাজাকে ধরিয়া সকলের নৃত্য)

রাজা। কুম্ভীপাক, এই কুম্ভীপাক! যম-দূত, আমি সশরীরে নরকে এসেছি! পীড়ন তীব্র হতে তীব্রতর, আমার শরীর নাশ কোরে দাও, শরীর নাশ কোরে দাও!

দুর্ব্বুদ্ধি। ও বাবা, এ যে রাজা! বুড়ো রাজা!!

সকলে। রাজা! রাজা!!

রাজা। হাঁ, হাঁ, রাজা ছিলেম, অবিচারে পুত্র বধ করেছি! রাজা ছিলেম ব'লে কি অন্য লোক অপেক্ষা নরকে আমায় অধিক দণ্ড দিবে, যা দণ্ড দিবে দাও, শরীর নাশ কোরে দাও, অস্থি-মাংসে এ পীড়ন আর সহ্য হয় না! ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেম ব'লে কি ইন্দ্রিয় সকলের অনুভবশক্তি এখনও লোপ পাচ্ছে না?

দুর্ব্বুদ্ধি। চর হয়ে এসেছে, এখনি দিদি-মণিকে গিয়ে ব'লে দেবে, ধর রাজাকে, লুকোও রাজাকে, দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। ওরে ও আঁটকুড়ীর ব্যাটারা, দিদিমণি জান্‌বে কি, তোদের ষাঁড়ের ডাকে পৃথিবী টলমল কচ্ছে।

সকলে। মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ!

বটুক। বাইজী, বাইজী!

দুর্ব্বুদ্ধি। হীরেমন্ এয়েছে, হীরেমন্ এয়েছে! দেখ, দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

দুর্লতা। যম জান্‌তে পেরেছে, যম তোমায় নিতে এয়েছে, চোখখেগো ছার-কপালে—নরকে যা, নরকে যা, এই ঝাঁটার বাড়ী খেয়ে নরকে যা। (ঝাঁটা প্রহার)

দুর্ব্বুদ্ধি। গেলেম, গেলেম, হীরেমন্, কর কি—কর কি, ম'রে গেলেম!

রাজা। নরক, নরক, কি তাড়না!

দুর্ব্বুদ্ধি। বটুক ভাই, বটুক ভাই, হীরেমন্ খুন করলে, কিছু টাকা দিয়ে ঠাণ্ডা কর।

দুর্লতা। ফের হীরেমন্—এত ঝাঁটাতেও হচ্ছে না?

বটুক। ও বাবা, এ দুর্লতা যে! পালা, পালা, বাবা, নৈলে সবার ঘাড়ে ঝাড়ু পড়বে।

সকলে। পেত্নী রে বাবা, পেত্নী, পালা, পালা—

(বটুক ও মোসাহেবগণের পলায়ন)

রাজা। কত কাল—কত কাল এ নরকে থাক্‌তে হবে?

দুর্লতা। ও পোড়াকপাল! রাজা মুখপোড়াও এসে এদের মদের হল্লায় জুটেছে! বুড়ো বয়সে আধিক্যেতা বেড়েছে—ভাই, ভাতার দুজনের নরকে কীর্ত্তি দেখিয়ে দি, ডেকে আন্‌ছি সোহাগিনী রাণীকে—

রাজা। রাণি, রাণি, তোমার হাতে কি ও—মুষল! তোমারই প্রতিহিংসা-পরিতৃপ্তির জন্য পুত্র বধ করেছি, তুমিও কি আমায় প্রহার করতে এই নরক অবধি তেড়ে এসেছ?

দুর্লতা। এই প্রহার করবে য, আস্‌ছে সে, বুড়ো মড়া, এ বয়সে মদ খেয়ে দাপাদাপি কর্‌তে লজ্জাও করে না? গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

রাজা। গলায় দড়ি! গলায় দড়ি দে আবার কোন্ নরকে টেনে নিয়ে যাবে? ইন্দ্রিয়াসক্ত স্ত্রৈণের জন্য, পুত্রঘাতীর জন্য আরও কত নরক আছে?

দুর্ব্বুদ্ধি। হীরেমন্, হীরেমন্, মাথা ঘুরে যাচ্ছে, আমায় ধর, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

দুর্লতা। এই যে ধরছি। (দুর্ব্বুদ্ধিকে ধাক্কা দেওয়া ও দুর্ব্বুদ্ধির পতন।)

দুর্ব্বুদ্ধি। (পতিত হইয়া) কোথায় যাচ্ছি—পাতালে! মোদ্দাৎ দিদিমণি না জান্‌তে পারে। হীরেমন্, চল, পাতালে যাই।

[গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

রাজা। সবাই জান্‌তে পেরেছে, নারীর কুহকে প'ড়ে পুত্রহত্যা করেছি, কেউ জান্‌তে বাকী নাই!

দুর্লতা। আ মলো, রাজা কি ক্ষেপেছে? সোহাগিনী কি কচ্ছে, একবার ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

(মন্ত্রী, বলবন্ত ও শাস্তার প্রবেশ)

বল। এই যে মহারাজ এইখানে—

রাজা। একটু সুস্থির হই, পীড়ন করো—করো, একটু পরে—একটু পরে—ভূতের দল এই প্রহার কোরে গেছে, তোমরা কি যমদূত?

শাস্তা। মহারাজ, মহারাজ, সবই জান্‌তে পেরেছি, আপনার কালসাপিনী রাণী উন্মাদ হয়ে এখন চীৎকার কোরে অন্তঃপুরে নিজ কলঙ্কের কথা প্রকাশ কচ্ছে, তাই আমি গিয়ে মন্ত্রী মহাশয়কে সংবাদ দিলেম।

মন্ত্রী। বোধ হয়, মহারাজ সেই দারুণ কথা শুনে এইরূপ অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন। মহারাজ, মহারাজ!

রাজা। আবার নরকেও বুঝি রাজা-প্রজা আছে? পৃথিবীতে বেশী সম্ভোগ, নরকে কি তাই রাজার বেশী সাজা?

মন্ত্রী। মহারাজ কি বল্‌ছেন?

শাস্তা। হায় হায়! মহারাজ কি শেষ পাগল হ'লেন?

মন্ত্রী। নরনাথ, আপনি যে সভাস্থলে; এই আমি আপনার অনুগত বৃদ্ধ মন্ত্রী, এই পরম হিতৈষী বলবন্ত, এই বিজয়-বসন্তের পালনকর্ত্রী শাস্তা।

রাজা। বিজয়-বসন—আমার পুত্র বিজয়-বসন! তারা কোথায়, স্বর্গে!—আর আমি তাদের জীবাধম পিতা আজ নরকে!

মন্ত্রী। না না মহারাজ, আপনি পুত্রঘাতী নন, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় রাজকুমারদের রক্তে আপনার আত্মা কলঙ্কিত হয় নাই।

শাস্তা। মহারাজ, মহারাজ, বিজয়-বসন মশানে প্রাণ হারায়নি, কিন্তু—

মন্ত্রী। শাস্তা, স্থির হও। মহারাজ, আপনার বিজয়-বসন বেঁচে আছে, এই বলবন্ত তাঁদের প্রাণরক্ষা করেছে।

রাজা। বলবন্ত! বলবন্ত! স'রে যাও—স'রে যাও, রক্ত দেখিও না, রক্ত দেখিও না! ছেলেমানুষদের শরীরে কত রক্ত ছিল যে, নরক অবধি তার তরঙ্গ উথ্‌লে এসেছে।

বল। কিসের রক্ত মহারাজ! বিজয়-বসন যে আমার হৃদয়ের রক্ত, বলবন্তের কি সাধ্য যে, তাদের রক্তপাত করে! মহারাজ, রণক্ষেত্রে সহস্র অস্ত্রধারী শত্রুর সম্মুখে আমি একা অগ্রসর হ'তে পারি, সিংহ-ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে পারি, প্রমত্ত বারণকে শুণ্ড ধ'রে ধরাশায়ী কর্‌তে পারি, কিন্তু শিশুর শিরশ্ছেদনের বল বলবন্তের বাহুতে নাই! পৃথ্বীনাথ, আপনি কুমারদের জন্মদাতা পিতা, কিন্তু শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে তারা আমারও সন্তান, আমি কি নিষ্ঠুর প্রাণে তাদের প্রাণ হরণ কর্ত্তে পারি? আমি নিশ্চয় জান্‌তেম যে, জ্ঞানময় পরমেশ্বর একদিন না একদিন আপনার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর্‌বেন, তখন আপনি সুকুমার কুমারদের দেখ্‌বার জন্য উন্মাদপ্রায় হবেন, তাই মন্ত্রী-মহাশয় ও শাস্তার সঙ্গে পরামর্শ কোরে আমি তাদের গোপনে ছেড়ে দিয়েছি, এখন সেই শুভদিন সমাগত, আপনি নিশ্চিন্ত হন, আমি পৃথিবী পর্য্যটন কোরে বিজয়-বসনকে অন্বেষণ করে আনি।

রাজা। অ্যাঁ, অ্যাঁ! কি বল্‌ছো? কি বল্‌ছো? কাকে আন্‌বে? বিজয়-বসনকে? আহা, বাছারা এ নরকে আস্‌বে কেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, ভাল কোরে চেয়ে দেখুন, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, বিজয়-বসন জীবিত, বিজয়-বসন জীবিত, বিজয়-বসন জীবিত!

রাজা। না না!—কৈ, কৈ!—দাও দাও, কুমারদের দাও, আমি তাদের কোলে করি, মুখচুম্বন কোরে তা'দের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

বল। মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্তে রাজকার্য্য করুন, আমি কুমারদের অন্বেষণ করে এনে আপনার অঙ্কে অর্পণ কর্‌বো।

রাজা। না না, আমায় নিয়ে চল, নিয়ে চল, কোথায় বিজয়-বসন—আমাকে নিয়ে চল; রাজকার্য্য—মন্ত্রী যা জানেন, করুন।

(একজন প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। এই যে সবাই এখানে; মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে! মহারাণী উন্মাদ হয়ে অন্তঃপুরের পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়েছেন।

রাজা। তোমরাও যাও, তোমরাও যাও।

প্রতী। মহারাজ—

রাজা। আচ্ছা, আচ্ছা, যাও। বিজয়, বিজয়!

প্রতী। মহারাজ, তিন চারজন রক্ষক তখনই জলে প'ড়ে তাঁকে তুলেছে, কিন্তু শরীরে আর প্রাণ নেই, রাণীর মৃত্যু হয়েছে।

রাজা। এখন কেন? এখন কেন? পরে যা হয় কর্‌তে বলো, মর্‌তে হয় পরে মর্‌তে বলো, আমার এখন অবসর নাই, বিজয়-

বসনের অন্বেষণ করি—চল—চল, কোথায় বিজয়! কোথায় বসন!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় অরণ্য।

বিজয়।

বিজয়। ভাই, ভাই, কোথায় গেলি? বসন, বসন, কোথায় তুই? কোথায় তোকে হারালেম! আমি যে সমস্ত দিন তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি; পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গুহায় গুহায়, আধিক্যতায় উপত্যকায়, দুর্ভেদ্য কণ্টকবনে তন্ন তন্ন কোরে প্রাণধন তোর অন্বেষণ করছি, কোথায় গেলি তুই? কা'ল রাত্রে কাল-ঝড় কোথা হ'তে এল, তোকে আমার কাছ হতে বিচ্ছিন্ন কোরে নিয়ে গেল, ভীষণ ঝঞ্জনার ঘন ঘন শব্দে বৃক্ষমূল হ'তে পালাতে গিয়ে অবশেষে কি তোকে একেবারে হারালেম? ভাই রে! দুজনে যে পাশাপাশি যাচ্ছিলেম, যেতে যেতে অন্ধকারে আর তোকে দেখ্‌তে পেলাম না, সেই অবধি তো ভাই তোকে ডাক্‌ছি, উচ্চৈঃস্বরে কাতরে তোর নাম কোরে কেঁদে বেড়াচ্ছি, কোথায় আছিস, উত্তর দে ভাই, আমার কাছে আয় ভাই বসন! শান্তা দিদি, শান্তা দিদি, আমি বসনকে হারিয়েছি, যে বসনকে রক্ষা করবো ব'লে তোমার কাছে সত্য কোরে এসেছিলেম, সেই বসনকে হারিয়েছি, তোমার বড় আদরের বসনকে আমার হাতে সমর্পণ কোরে তুমি নিশ্চিন্ত আছ, আমি হতভাগা সেই সোনার বসনকে আজ বনে হারিয়েছি! মমতাহীনা বিমাতা! আজ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, বিজয় মরেনি, সে সুখ তার কপালে ঘটেনি, কিন্তু তার প্রাণের প্রাণ গেছে, আজ তার বসন নাই, সে বসনহারা হয়েছে! (নেপথ্যে দূরে কোলাহল-শব্দ) ও কিসের শব্দ? সাগরের জল, না লোকের কোলাহল? মানুষের কণ্ঠস্বরের মতনই তো বোধ হচ্ছে! লোকালয়, লোকালয়! তবে কি বসন সেখানে আছে? বসন, বসন, ভাই, ভাই!

[প্রস্থান।

(দুই জন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈ। বাপ্, বাপ্, মেয়েমানুষের এত প্রতাপ!

২য় সৈ। প্রতাপ ব'লে প্রতাপ! বিজয়গড় তো দখল হয়েছিল, রাজা মারা গেল, আমরা লুট-তরাজ করবার হুকুম পেলুম, কোথায় আঁচ্‌ছি যে, কিছু ভাল রকম মাল মেরে নাম কাটিয়ে দেশে গিয়ে একটা বিয়ে টিয়ে কোরে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌বো, না একবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি!

১ম সৈ। এ আজগুবি কারখানা হবে, আগে কে তা জানে বাবা! রাজা কাটা পড়্‌লো, শত্রুসেনা সব ছোড়ভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌লো, আমাদের ফতে সাব্যস্ত হ'ল; তার পর যে রাণী কোত্থেকে ঢালতলোয়ার বেঁধে হাতী চ'ড়ে ধনুক ধ'রে নিজে যুদ্ধ করতে আস্‌বেন, এটা কেমন কোরে আঁচ্‌রো?

২য় সৈ। হুঁ! বলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে নেই, বল তো ভাই, পালানটা বেশী অপমান, না দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষটার হাতে মারা যাওয়াটা বেশী অপমান?

১ম সৈ। তার আর সন্দেহ আছে,

প্রাণটা বাঁচ্‌লে তখন ঢের যুদ্ধ করা যাবে, এখন গর্জ্জন সিং টিং কোথায় গেল? আমাদের নায়কই বা কোথায়?

২য় সৈ। রাণীর হুহুঙ্কার তর্জ্জনে গর্জ্জন সিং যুদ্ধক্ষেত্র বর্জ্জন করেছে, আর ব্যাপার ভয়ানক দে'খে নায়ক টায়ক সবাই পলাতক, কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, তার ঠিক কি? তুমি সেজন্যে চিন্তা কোর না, কেউ যে কাকেও ভীরু বল্‌বেন, তার আর যোটী নেই।

১ম সৈ। এখন চল, ভালয় ভালয় এই বনটা পার হয়ে আজকের মত একটা চটি ফটি দেখে থাকা যাক।

২য় সৈ। তাই চল, মোদ্দাৎ আর দৌড়ুবার দরকার নেই, এতদূর বোধ হয় আর তেড়ে আস্‌ছে না!

[উভয়ের প্রস্থান।

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। কৈ দাদা, ও দাদা, বিজয় দাদা, তুমি কোথায় গেলে? আমি বেঁচে আছি, আমায় বাঘ-ভাল্লুকে খায়নি দাদা, আমি তোমার সঙ্গে যেতে যেতে অন্ধকারে একটা গর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে গেছলুম। তুমি আমার নাম কোরে ডাক্‌তে ডাক্‌তে এগিয়ে গেলে, আমি কত সাড়া দিলুম, ঝড়ের ডাকে তুমি শুন্‌তে পেলে না, আমি কত কষ্ট কোরে উঠে দাদা তোমায় ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছি, গা ছড়ে গেছে, পা কেটে গেছে, আর যে চল্‌তে পারিনি। দাদা,তুমি কোথায়? তোমায় না দেখিয়ে কোন ফল খেতে মানা করেছ ব'লে আমি যে সকাল থেকে কিছুই খাইনি। ও শান্তা দিদি,তোকে ছেড়ে আস্‌তে হ'ল, দাদা সঙ্গে ছিল, দাদাও কোথায় গেল! ওগো, আমি দাদাকে কেন হারালেম, আমার যে আর কেউ নেই, কেউ নেই। হাঁ হাঁ— আছে আছে, শান্তা দিদি যাঁর কথা বলে, সেই হরি আছে, যার কেউ নেই, তার হরি আছে, হরি—হরি—হরি!

(গীত)

আমার কেউ নাই কেউ নাই।
বিজনে সঘনে ডাকি গো তোমারে তাই ॥
জনক ঠেলেছে পায়, শমন নিয়েছে মায়,
বনে প'শে অবশেষে হারায়েছি ভাই ;—
তুমি না রাখিলে হরি জীবন হারাই ॥

(সারদ্বাজ মুনির প্রবেশ।

সার। হরে মুরারে, হরে মুরারে! আ মরি মরি, কে রে কনককলি বনমাঝে মধুর হরিনাম কচ্ছিস্‌?

বসন্ত। হরি হরি, তুমি এসেছ! আমি একা বনে কাঁদ্‌ছি শুনে তোমার দয়া হয়েচে;

সার। বৎস, কারে হরি বল্‌ছো? আমি সেই গোলোকবিহারী গিরিধারী হরির চরণ-প্রয়াসী মনুষ্য মাত্র।

বসন্ত। তা হবে—কিন্তু হরি তো তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন ; হরি তো সব জানেন, আমার দাদা কোথায় গেছে, তিনি কি তোমায় ব'লে দিয়েছেন? আমার দাদার কাছে নিয়ে চল।

সার। বৎস, তুমি কে? কেমন কোরে একা এই বিজন বনে এলে?

বসন্ত। আমি বসন্ত, আমার দাদা বিজয়, আমরা দুই জনে জয়পুরের রাজার ছেলে। দেখ, হরির মানুষ, আমাদের মা অনেক দিন ম'রে গিয়েছে, আর এক মা হয়েছে, আমরা তাঁকে মারিনি, কিন্তু বাবাকে কে মিছি-মিছি ব'লে দেছে, বাবা তাই রাগ কোরে আমাদের মশানে কাট্‌তে পাঠিয়ে দিয়েছিল, মন্ত্রীমহাশয়, শান্তা দিদি, গুরুজী

কত কোরে আমাদের লুকিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আমরা তার পর ডুভায়ে বনে এসেছি।

সার। ওহোঃ, শুনেছি বটে, জয়পুরপতি সন্তানসত্বেও দ্বিতীয় দারগরিগ্রহ করেছেন, সে দুক্রিয়ার বিষময় পরিণাম তো এইরূপই হয়! বৎস, তোমার দাদা কোথায়?

বসন্ত। দাদাকেই তো খুঁজ্‌ছি, কা'ল রাত্তিরে দুজনে এক গাছতলায় শুয়েছিলুম, তার পর বড় অন্ধকার কোরে ঝড়-বৃষ্টি এল, আমায় নিয়ে দাদা পালাচ্ছিল, তার পর আমি একটা গর্ত্তে প'ড়ে গেলুম, দাদা কোথায় গেল, সারা দিন খুঁজ্‌ছি, দেখ্‌তে পাচ্ছিনি!

সার। আহা, মহারাজ জয়সেন এক সময় আমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি কর্‌তেন। আহা, তাঁর বংশধরদের এমন দুর্দ্দশা! বৎস! তুমি নিতান্ত শিশু, হিংস্রজন্তুসমাকুল এই নিবিড় বনে একাকী কোথায় তোমার অগ্রজের অন্বেষণ কর্‌বে, আমার সঙ্গে আশ্রমে এস, আমি তোমার দাদার সন্ধান কোরে দেব।

বসন্ত। হরির মানুষ, হরি তোমায় ব'লে দেছেন কি দাদা কোথায় আছে? তিনি তো সব জানেন।

সার। বৎস, হরি না ব'লে দিলে মানুষের সাধ্য কি কিছু জান্‌তে পারে? তিনি সকলি বলে দেন—এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

রাজা, বলবন্ত ও শান্তা।

রাজা। আর কোথায়, আর কোথায় অন্বেষণ কর্‌বো? সমস্ত মিত্ররাজ্যে সংবাদ পাঠালেম, কোনখানেই কোনরূপ সন্ধান হ'ল না! স্বয়ং বনে বনে পর্য্যটন কর্‌ছি, কৈ, তাদের দেখা তো পেলাম না, পুত্রের চন্দ্র-বদন দর্শন, বিজয়-বসন্তের মুখ-চুম্বন আমার দগ্ধ-ভাগ্যে আর নাই, তা যদি থাক্‌বে, তবে নৃশংস পিশাচের ন্যায় আমি তাদের প্রাণবধের আজ্ঞা কেন দেব? বলবন্ত, তুমি তাদের বাঁচাতে চেষ্টা কর্‌লে কি হবে, আমি যে আপনার অদৃষ্টে আপনি হুতাশন দিয়েছি!

শান্তা। আহা, আমি অভাগিনী কেন তখন বাছাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলুম না! দুধের বাছা তারা পথের ক্লেশ সইতে পার্‌বে কেন? আহা, হয় তো না খেতে পেয়ে প্রাণ হারিয়েছে! হয় তো হিংস্রজন্তুতে বাছাদের নষ্ট করেছে! বসন রে, বিজয় রে, আর কি তোদের দেখ্‌তে পাব না? দিদি ব'লে আদর কোরে আর কি তোরা কাছে আস্‌বিনি?

বল। শান্তা, কেন অমঙ্গল আশঙ্কা কচ্ছো? রাজকুমারেরা রাজবাটী ত্যাগ কর্‌বার কত দিন পরে আমরা অন্বেষণ কর্‌তে বেরিয়েছি, তাঁরা এতদিন কত দূরে গেছেন, আমাদের এখনও কত স্থান দেখ্‌বার বাকী, এরই মধ্যে আমাদের নিরাশ হবার কোন কারণ দেখ্‌তে পাচ্ছিনি।

রাজা। বলবন্ত, কোথায় যাব! আর কোথায় দেখ্‌ব! এই বন-পর্য্যটনে আমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর সুকুমার শিশুদের শরীরে কত ক্লেশ সহ্য হ'তে পেরেছে?

বল। মহারাজ, আপনার প্রাচীন বয়স, তাতে আবার আপনি শোকে শীর্ণ; পদব্রজে বনপর্য্যটন, মৃত্তিকায় শয়ন, প্রায় অনশন, এত ক্লেশ আপনার সহ্য হবে কেন? আমায় অনুমতি করুন, আমি নিকটস্থ গ্রাম হ'তে কোনরূপ বলকর খাদ্য এবং আপনার গমনোপযোগী কোনরূপ যান নিয়ে আসি, আপনার শরীর

দুর্ব্বল হচ্ছে, সে হেতু মনও সঙ্গে সঙ্গে অধিক বিকল হচ্ছে।

রাজা। বল কি বলবন্ত! যদি বিজয়-বসন্ত আমার বেঁচে থাকে, তারা হয় তো অনশনে বনে বনে ভ্রমণ করছে, আর আমি সুখাদ্য ভোজন কোরে যানারোহণে সুখে পর্য্যটন করবো? ওহো, আমি মহাপাতকী, আমার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

বল। মহারাজ, শরীরকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ায় ফল কি? আমার মনে বেশ নিচ্ছে যে, রাজকুমারদের কোনরূপ অমঙ্গল হয়নি, তাঁরা নিরপরাধী, বিপদ্‌ভঞ্জন নারায়ণ অবশ্যই তাঁদের সকল বিপদ্ হ'তে রক্ষা করেছেন।

শান্তা। হরি হরি! তোমার চরণে মন রেখেই আমি মাতৃহীন বাছাদের প্রতিপালন করেছিলেম। দয়াময়, দুখিনীর নয়নমণি দুটী দুখিনীকে দাও! বাছাদের বিহনে আমার প্রাণ শূন্য হয়ে রয়েছে, রাজ্যেশ্বর আজ সিংহাসন ছেড়ে পাগলের মত বনে বনে ঘুরছেন, রাজ্য অন্ধকার হয়ে রয়েছে; অনাথের নাথ! অনাথ শিশুদের তুমি যদি রক্ষা কোরে থাক, তবেই তারা রক্ষা পেয়েছে।

(দুই জন কাঠুরিয়ার প্রবেশ)

১ম কাঠু। ওরে মাগুরা, একটু দাঁড়িয়ে যা, দাঁড়িয়ে যা, হাঁপ ছাড়ি, তেরকুড়ি হোঁচোট খেয়েছি, আর ছুট্‌তে পারিনি।

২য় কাঠু। ছুট্‌তে পারিস্‌নি তো এখানে দাঁড়িয়ে মর্! আহ্লাদ দেখ, দাঁড়িয়ে যা, দাঁড়িয়ে যা, আর হাতী যখন শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারবেক, তখন পৈরাণটা কোথায় থাকবেক? ছোট্ ছোট্—

১ম কাঠু। একটু দাঁড়া, দাদা, একটু দাঁড়া, পাটা ঝুঁজিয়ে রক্ত পড়ছে, কাপড়টা ছিঁড়ে একটু কানিটানি বেঁধে নি, আড়াই কোশ ভুঁই ছুটেছি, আর পারিনি, পা আর চলছে না, এদ্দূর কি আর তেড়ে আসবে? এই যে এখানে সব মানুষ-টানুষ আছে, গাঁয়ের কাছে আস্‌ছি।

২য় কাঠু। কোথাকার মানুষ—হাঁগো, ওগো, তোমরা কারা গো? সহুরের মতন মতন দেখ্‌ছি না—হাঁ গো ও জুয়ান, এই বুড়োবুড়ীকে সাথে কোরে জঙ্গলে যাইছ কোথা?

বল। বাপু, আমাদের প্রয়োজন আছে।

২য় কাঠু। কুথা যে তুমি ওজুন লিবে? কাঠুরিয়া সব ভাগ্‌ছে, কাঠ কাট্‌বেক কেটা? বাপ্ বাপ্, আজ বিশ বচ্ছর জঙ্গলে কাট ভাঙ্‌ছি, এমন খ্যাপা হাতী তো বয়সে দেখিনি, বাপ্!

বল। বাপু, আমরা কাঠ ওজন নিতে চাচ্ছিনি, আমাদের অন্য আবশ্যক আছে।

২য় কাঠু। ও সক হয়েছে, সক কোরে বনকে চিড়িয়া মারতে আস্‌ছ? আর সকে কাজ নেই, গাঁবিগে দৌড় দাও, পাহাড় পারা পেল্লায় হাতী খ্যাপছে, বুড়োবুড়ী সব শুঁড়ে জড়াবেক আর গুঁড়া কোরে দিবেক।

বল। বাপু, তোমরা কি বল্‌ছো?—কোন বন্য হস্তী কি উন্মত্ত হয়ে বনে উৎপাত করছে?

১ম কাঠু। হুট পাট্ কচ্ছে কি বটেক্! গাজ শুনলে বাজ পালিয়ে যায়, বাগ-ভাল্লুক তো আমাগোর পড়্‌সি বল্লেই হয়, এজ্‌কের হাতীটার দাপট্ দে'খে মোদেরই জানের লৌ শুকিয়ে গেছে, তোমরা তো সহুরে মানুষ সে চার পা তুলে নাচন দেখ্‌বে আর দাঁত-খামাটী খেয়ে পড়্‌বে, মোদের সাথে এস, গাঁয়ে যাবার সিধে পথ দেখিয়ে দি।

২য় কাঠু। আহা, চাঁদপারা ছাওয়াল

গো, চাঁদপারা ছাওয়াল, শুঁড়ের পাক মাল্লেক আর আকাশপানে তুল্লেক।

শান্তা। ছাওয়াল! ছাওয়াল! কার ছেলে বাছা?

২য় কাঠু। মনিষ্যির ছাওয়াল, আর কার ছাওয়াল? মোদের বুনোর ঘরের ছাওয়াল নয়, মুখখানা যেন ফোটাফুল!

রাজা। বলবন্ত, বলবন্ত, এ কোন্ অভাগার পুত্র?

শান্তা। মহারাজ, আমার বিজয়-বসন তো নয়?

২য় কাঠু। কি নাম বল্লি বুড়ী?

শান্তা। বিজয়।

২য় কাঠু। না না, আরও কি বল্লি?

শান্তা। বসন—

২য় কাঠু। হাঁ হাঁ, ছাওয়ালটারে যাই শুঁড়ের পাক মার্‌লেক্, তাই বসন না ভোষণ কি নামটী বলে, ভাই ভাই কোরে চিল্লাতে লাগলেক্, আঃ তার সেই চিল্লানি শুনে মোর পেরাণটা ডুক্‌রে উঠ্‌লোক্।

শান্তা। তবে আর কেউ নয়, আর কেউ নয়! সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার বাছারা আর নেই! এ আর কেউ নয়, আমার বিজয়-বসনকেই হাতীতে মেরে ফেলেছে! বাপ্ রে, মশানে রক্ষা পেয়ে কি শেষ অপঘাতে প্রাণ হারালি?

রাজা। ওঃ! কৃতান্ত, কোথায় তুমি, আমায় নাও—(মূর্চ্ছা)

বল। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! শান্তা, স্থির হও, মহারাজ বুঝি প্রাণত্যাগ করলেন!

শান্তা। সবাই গেল!—সবাই গেল!—কেবল এই হতভাগিনীর প্রাণ পাষাণে চাপা, যাবার নয়!

বল। ধৈর্য্য ধর শান্তা, মহারাজের প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নি, কেবল মূর্চ্ছিত হয়েছেন মাত্র; এই যে চক্ষু উন্মীলন করেছেন। নরনাথ, আপনার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির শোকে অধীর হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

রাজা। কে ও, কে ও—বলবন্ত! আমি কি শুন্‌লেম! কি হ'ল, কি হ'ল! বিজয়-বসন নাই! বাপু, তোমরা কি বল্লে?

১ম কাঠু। তোমাগোর ছাওয়াল? তা জান্‌লেক তো কইতুম না।

বল। কাঠুরিয়াগণ, তোমরা কি যথার্থই দুটী ছেলেকে হস্তী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'তে দেখেছ?

২য় কাঠু। দুটো না একটা ছাওয়াল তো কইলেম, সেটারে শালার হাতীটা ধর্‌লেক আর ছাওয়ালটা ভাই ভাই কোরে চিচ্চাতে লাগলোক্।

শান্তা। ওগো, আর কেউ নয়গো আর কেউ নয়, এ সর্ব্বনাশ আমাদেরই হয়েছে!

রাজা। মহাপাতক পরিপূর্ণ হয়েছে! বলবন্ত, শান্তা, তোমরা পুত্রঘাতীকে পরিত্যাগ কর, আমার মনুষ্যত্বের শেষ হয়েছে! এই দেখ, আমার চক্ষে জলবিন্দু নাই, আমার রোদন কর্‌বার ক্ষমতা অতীত হয়েছে, নরক আমায় আহ্বান করেছে, এ পাপ-হৃদয়ে আর অধিক পাপসংস্থানের স্থান নাই, নচেৎ এই দণ্ডে আত্মহত্যা কর্‌তেম! শুনেছি, আমাদের বংশের পরমহিতৈষী ভারদ্বাজ ঋষির পুণ্যাশ্রম এই বনেরই নিকটে; তোমরা রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি ঋষিবরের চরণে গিয়ে আমার পক্ষে কিরূপ মৃত্যুর বিধান জিজ্ঞাসা করি, ইহকালের এ যন্ত্রণা অপেক্ষা পরকালে আর অধিক কি যন্ত্রণা হবে!

বল। মহারাজ—

রাজা। বলবন্ত, তোমার উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু প্রবোধের অবস্থা অতীত হয়েছে! দেখ, আমি অধীর হইনি, জ্ঞানশূন্য হইনি,

জীবনভার আর আমি বহন করতে পারিনি, অতি অসহ্য। আর সয় না, আর সয় না।

শান্তা। মহারাজ, হতভাগিনী আর কোন্ সাধে প্রাণ রাখ্‌বে? বাছাদের বড় রাণী আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছিলেন, আমি রাক্ষসী, তাদের বাঁচাতে পাল্লেম না! চলুন, আপনিও যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাব। বিজয়-বসন নেই, আমার পৃথিবীতে স্থান নেই।

বল। এখন বাধা দেওয়া মিথ্যা, ভাল, মুনিবরের আশ্রমেই চলুন, তাঁর শান্তিময় সান্ত্বনায় মহারাজের হৃদয়-বেদনা শান্ত হ'তে পারে; সঙ্গে কোরে সেইখানেই নিয়ে যাই। বাপু! তোমরা বল্‌তে পার এখানে সারদ্বাজ মুনির তপোবন কোথায়?

য় কাঠু। আহা, বুড়োরই ছাওয়ালটী গেল! ঠাকুরদের ঘর্‌কে যাবে? চল চল, মোরা সাথে যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

মুনিগণ, মুনিপত্নীগণ, মুনিকন্যা ও বালকগণ।

(গীত)

সুরপতিভাগে, রক্তিমরাগে,
বিলসতি সলিলজকান্তে।
মধুকরযুক্তে, হিমকণসিক্তে,
বিকসিত নলিনীষণ্ডে॥
সময়যুপেতং চিন্তয় চিত্তং,
সুমধুরবিভুগুণগানে॥
বহতি সমীরো, মৃদুমৃদু ধীরো,
বেপিতবনতরুশাখম্॥
গুঞ্জিতকুঞ্জে, সুষমাপুঞ্জে,
ধ্বনিকুলশীকরহারম্।
বিটপিকদম্বং, মুহুরতিলম্বং,
গায়তি সুললিততানম্।
খগকুলনাদৈরপগতসাদৈঃ,
শ্রুতিযুগসুখ করপানম্।
পয়সি মরালাঃ, প্রকৃতিবিলোলা,
বিদধতি বিভুমহিমানম্।
মানববিদিতং, সুবিদিতচরিতং,
সজ্জন-মানসসানম্॥
পরিমলযুক্তং, হিমসম্পৃক্তং,
ব্রততিসুশোভন-পুষ্পম্।
বিকিরতি লোকে, তদপি চ নাকে,
প্রথিত পরমগুণঘোষম্॥
করুণাজীবো, মূঢ়ো জীবো
ন ভজতি কথমিব দেবম্।
নবনবভাবং, বিলসিতহাবং,
অতিগত-জনগণবোধম্

মু, পত্নী। প্রভু, পূর্ব্বভাগে তরুণ অরুণের এই রমণীয় রাগ প্রতি প্রাতেই দর্শন করি, কিন্তু এ দৃশ্যের সুরম্য অভিনবতা কখনই পুরাতন হয় না।

সার। সাধ্বি! প্রকৃতির ললাটে ঐ যে সমুজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু দে'খে আনন্দে বিগলিত হ'চ্ছ, ক্ষণবিলম্বে ঐ রবি এমন প্রখর হ'তে প্রখরতর তেজ ধারণ কর্‌বেন যে, ওঁর প্রতি দৃষ্টি কর্‌বার শক্তি মানব-চক্ষের আর থাক্‌বে না; আবার অপরাহ্নে সেই তেজস্কর মূর্ত্তি হীনপ্রভ হয়ে পশ্চিমাকাশে লুক্কায়িত হবে। মনুষ্যের অবস্থাও ঐরূপ পরিবর্ত্তনশীল; রম্যতা, তেজস্বিতা কিছুই স্থায়ী নয়, সকল অবস্থারই সায়াহ্ন আছে, অতি দীপ্তির পরে তমসা দেখা দেয়।

মু, পত্নী! দেব! এ সব প্রত্যক্ষ দেখেও মানব কেন শমনের শরণাপন্ন হয়েও, এই ক্ষণস্থায়ী দেহের সুখের জন্য লালায়িত হয়?

সার। পতিব্রতে! বার্দ্ধক্যে মনুষ্যের

বুদ্ধি দ্বিপথগামিনী হয়; এক আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় দৈহিক। কেহ আবার ইহজীবনের কার্য্য ফুরাইয়াছে ব'লে, আত্মার সদ্‌গতি করি, এই ভেবে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের চরণে বিলীন কর্‌বার প্রয়াস করে, কেহ বা দেহই সর্ব্বস্ব জ্ঞান কোরে, এই অস্থিমাংস-ক্লেদের চেষ্টাতেই ব্যাকুল হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—

"বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ
শ্বাসকাসাতিসারৈ
ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষিনাশো বিগলিতদশনঃ
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতশ্চ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং
ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে
কামরূপে করালে॥

কিন্তু অবশেষে সকলেই দগ্ধ হয়।

(রাজা, বলবন্ত ও শান্তার প্রবেশ)

রাজা। মুনিবর, মহাপাতকীর কি আপনাকে প্রণাম কর্‌বার অধিকার আছে?

সার। একি, এ কি, মহারাজ জয়সেন যে! এ ব্রাহ্মণের তপোবনে আপনার অভ্যুত্থান বড়ই আনন্দের বিষয়।

রাজা। দেব, আনন্দ আমার নিকট হ'তে চিরবিদায় নিয়েছে! প্রভো, আমি মহাপাতকী পুত্রঘাতী! যে বৃদ্ধবয়সে ইন্দ্রিয়লালসায় উন্মত্ত হয়ে আপনার পুত্রের প্রাণনাশ করে, তার প্রায়শ্চিত্ত কি? আমি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ কোরে রূপলালসায় অন্ধ হয়ে আপনার পুত্রের প্রাণনাশ করেছি; আজ্ঞা করুন, কিরূপ মৃত্যু আমার পক্ষে বিধেয়?

সার। মহারাজ, আমরা সংসারত্যাগী অথচ সংসারে সংশ্লিষ্ট, সর্ব্বলোকের হিতকামনাই আমাদের প্রধান তপ, বৃত্তিলোভী ধৌম্য পুরোহিত যে দিন আপনার আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ সংঘটন করেছেন, সে দিন থেকেই আমি আপনার জন্য বিশেষ চিন্তিত আছি; কিন্তু মৃত্যু আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়, বরং স্বেচ্ছামৃত্যু পাপের ভার গুরুতর করে। বড়ই মহান্ বংশে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই নিজকৃত পাপ অনুভব কোরে অনুতপ্ত হয়েছেন। শাস্ত্রে আছে—

খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃৎ মুচ্যতে পাপাৎ দানেন চ দমেন চ॥

নেপথ্যে বিজয়। কোথায় ভাই, কোথায় ভাই! কোথায় বসন?

রাজা। এ কি! এ কি! কি শুনি! কি শুনি! তারই কণ্ঠস্বর না! মুনিবর, এ কি ইন্দ্রজাল কর্‌ছেন! যারা নাই, যাদের আমি পৃথিবী হ'তে নির্দ্দয় বিদায় দিয়েছি, তাদের কণ্ঠস্বর আপনার এ শান্তিময় তপোবনে আমি কেন শুন্‌ছি?

সার। মহারাজ, স্থির হ'ন, আমি কোন ইন্দ্রজাল করিনি, কে এ কাতর রোদনধ্বনি কচ্ছে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। এই তো তপোবন, এই তো মুনির আশ্রম; মুনিবর, আমার ভাই কৈ? আমার বসন ভাই কৈ? আমি স্বপ্নে দেখেছি, বসন ভাই আমার আপনার আশ্রমে আছে, আমায় রাজহস্তী শুঁড়ে কোরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, রাজমুকুট আমার মাথায় দিচ্ছিল; কিন্তু মুনিবর, আমি বসনহারা হয়ে কি রাজ্য নিতে পারি? আমি পালিয়ে এসেছি, লুকিয়ে এসেছি, আমি স্বপ্নে দেখেছি, ভাই আমার আপনার আশ্রয়ে আছে।

শান্তা। বিজয়! বিজয়! ভাই, ভাই! তোকে দেখ্‌লেম, বসন আমার কৈ?

রাজা। বিজয়, বিজয়, আমার বিজয়!

তোর অপরাধী পিতা, মহাপাতকী পিতা! সব ভুলে কি তার কোলে আর আস্‌তে পারিস্? আমি সব জেনেছি, সব বুঝেছি, তোদের গর্ভধারিণীর স্থানে বসিয়ে আমি যে কালসাপিনীকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেম, সেই পিশাচিনী সমস্ত সত্যকথা নিজমুখে ব্যক্ত করেছে, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সেও আর এ জগতে নাই, আমার এখন কেউ নাই, কেউ নাই!

বিজয়। বাবা, বাবা, মা আমার নাই! হঠাৎ মতিভ্রম হয়ে যা বলুন, তিনি আমার মা, তিনি আমার মা, আমি আবার মাতৃহীন হলেম! আপনি আমায় আদর কোরে নিতে এসেছেন, মাতার স্নেহময় কোলে আর আমি স্থান পাব না!

রাজা। একটী পেলুম, আর একটী কৈ? একটী পেলুম, আর একটী কৈ?

সার। মহারাজ, আপনার ভাব দে'খে বোধ হচ্ছে যে, নিজমুখে পাপ ব্যক্ত কোরে অনুতাপের দ্বারা আপনি সর্ব্বকঠোর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, জগদীশ্বর যদি—

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। মুনি দাদা, মুনি দাদা, আমি কেমন ভাল ভাল দূর্ব্বো এনেছি দেখ। ও কে ও কে, দাদা না! বিজয় দাদা, বিজয় দাদা?

বিজয়। বসন, বসন, ভাই, ভাই!

শান্তা। ওরে বসন, আমায় দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নি? বুড়ী যে তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে চক্ষু দুটী হারিয়েছে! বড়রাণীর হাতে হাতে সঁপা ধন তোরা, আয় ভাই, আমার কোলে আয়!

রাজা। বসনের বাপ! মহাপাতকী ব'লে কি বাপকে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নি?

বসন। বাবা, বাবা!

বিজয়। বাবা, বাবা, আপনি চরণের ধূলি দিন, আপনাকে আমরা ভুল্‌বো? যাঁ হতে পৃথিবী দেখেছি, তাঁকে ভুল্‌বো? বিজয়গড়ের রাজকন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে কা'ল সেই রাজ্যে আমায় অধীশ্বর করবে, কিন্তু আমার প্রাণ কোথায়?—যেথায় আমার পূজ্যপাদ পিতা আছেন, সেথায়? যেথায় আমার প্রাণের ভাই বসন আছে, সেথায়। যেথায় আমার জননীস্বরূপা শান্তা দিদি আছে, সেথায়। স্বপ্নে দেখ্‌লেম যে, ভাই আমার মুনিবরের তপোবনে আছে, কাকেও না ব'লে আমি একলা ছুটে এসেছি, স্বপ্ন সফল হয়েছে, ভাইকে আমার পেয়েছি! বসন রে, বসন রে!

বসন। দাদা, দাদা, তুমি কোথা গিয়েছিলে?

রাজা। যে যেথায় যাক্, আমি মহাপাতকী আমার হারাধন পেয়েছি, এই যথেষ্ট! বাবা বিজয়, বাবা বসন! বাপ ব'লে যদি মার্জ্জনা করিস, তবে আমার কোলে আয়!

শান্তা। বড়রাণী আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, এই অভাগিনীকে ভুলিস্‌নি! বাছারা, আমার কাছে একবার আয়!

বল। বিজয়, বসুন, তোদের না আমি কাট্‌বার জন্য তলোয়ার তুলেছিলাম!

বিজয়। গুরুদেব, আপনিই ত আমাদের প্রাণদাতা।

বল। চোপ্‌রাও! মহারাজ রাগ্ করবেন।

রাজা। বলবন্ত, ক্ষান্ত হও, আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।

সার। মহারাজ, চলুন, আজ শুভদিন, বিজয়কে বিজয়গড়ের রাজ্যে অভিষেক কোরে, পরে আপনাকে স্বরাজ্যে রেখে আসি।

আপনার এই দারুণ অনুতাপ জগতের আদর্শ-স্থল হবে, শান্তার নিঃস্বার্থ করুণা, বলবন্তের সাধু কৌশল যেন সকলেই শিক্ষা করে। তপোবনস্থ নরনারী সকলে বিজয় বসন্তের আশীর্ব্বচন উচ্চারণ কর।

সকলে।— (গীত)

জীমূতালী সলিলবিতরা শস্যপোষং করোতু,
ধর্ম্মপ্রাণঃ প্রকৃতিনিচয়ো মোদতাং রাজ্যমধ্যে।
বৃন্দারণ্যে কৃতবিলসিতো গোপবালো মুরারিঃ,
কৃষ্ণো নিত্যং বসতু হৃদি বো রাধিকাজীবিতেশঃ॥

যবনিকা-পতন।

সতী কি কলঙ্কিনী

বা

কলঙ্ক-ভঞ্জন

(নাট্য-রাসক)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, সুবল, নন্দ, উপানন্দ, আয়ান
বৈদ্য, প্রতিবাসী ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রাধিকা, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, যশোদা, রোহিণী, জটিলা, কুটিলা ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

ইমন্ ভুপালী—একতালা।

প্রেম-নিকেতন।
জন-মানস-রঞ্জন-কারণ ॥
রসিক-ভাবুক-চিত্ত-বিনোদন,
প্রেমিক-জন, সাধনেরি ধন,
হরিলীলা গাব আজি হয়ে সবে একমন ॥
প্রেম-নদী যাহে সদা নিরমল বহিছে,
সুখ-লহরী বিকাশি প্রেম-ছবি উঠিছে,
সুধী-জন-বাঞ্ছিত যে ধন ॥

প্রথম অঙ্ক

নিকুঞ্জকানন।

রাধিকা ও বৃন্দা।

রাধিকা। (ম্লানমুখে) সখি, কি হবে—লোক-লাঞ্ছনা গুরু-গঞ্জনা যে আর সহ্য হয় না—দিন দিন জনসমাজে মুখ দেখান যে ভার বোধ হচ্ছে; আমাকে দেখ্‌লেই লোকে কালা-কলঙ্কিনী বলে—তা ভাই তাদেরি বা দোষ কি, তারা এ বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব কেমন কোরে জানবে—এখন কি করি, এ কলঙ্ক-হ্রদ হ'তে নিস্তার পাবার তো কোন উপায়

দেখ্‌তে পাইনে, ভাই, এ সব দে'খ শুনে আমার এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে, শ্যামরূপ আর দেখ্‌ব না, প্রাণনাথের নামও মুখে আন্‌ব না।—কিন্তু মন তো সই আমার নয়, সে রূপ মনে হ'লে আর আমার মন থাকে না। তখন—

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

প্রাণ যে করে, তারি তরে রে।
প্রবোধ না মানে মন প্রবোধিব কারে রে॥
আর নাহি মানে মানা, শুনে না লোকলাঞ্ছনা,
ধায় রে বাঁধিতে প্রেমডোরে সে মনচোরে রে।
বাসনা মনেতে করি, লোকালয় পরিহরি,
নাথ সনে ফিরি বনে কি কাজ ছার সংসারে॥

বৃন্দা। তাই তো রাজকুমারি, তোমার ভাব দে'খে মন যে আমার অস্থির হচ্ছে—তা সখি, এতো উতলা হ'লে চল্‌বে কেন, ভাই, মন স্থির কোরে দেখ দেখি, দুদিক্ রক্ষার কোন উপায় আছে কি না?

রাধিকা। ভাই, আমি তো ভেবে এর কোন সদুপায় দেখ্‌তে পাইনে।

বৃন্দা। রাজকুমারি, আমি তো পূর্ব্বেই বলেছিলেম যে, কালার প্রেমে কাজ নাই, তখন আমার কথায় কর্ণপাতও কর নাই, এখন সই লোকনিন্দে সহ্য কর্ত্তে পার্‌বে না বল্লে চল্‌বে কেন?

রাধিকা। সিন্ধু-জঙ্গলা—যৎ।

যদি দেখি নাথ সখি, না করেন কলঙ্কমোচন।
আর না ভাবিব মনে, প্রাণের সে প্রিয় জনে,
প্রিয় জনে নাহি প্রয়োজন॥
আমি, জীবনে মিশাব জীবন॥

বৃন্দা। ও কি সখি, বল কি?

ইমন্‌-কল্যাণ—আড়াঠেকা।

কণ্টক মৃণালে, যে বিধি গঠিল
কমল সে বিধির সৃজন।
কমল শ্যাম আঁখি, বারেক হেরিলে সখি,
দেখিব রবে কোথা পণ॥
কুবাক্য-কণ্টক আর, রবে কি মনে তোমার,
মজিবে কমলে তব মন॥

রাধিকা। সত্য সখি, তাঁকে দেখ্‌লে প্রতিজ্ঞা দূরে থাক্, সংসারের একটী কথাও মনে থাকে না—ভাই, তুমি ভিন্ন এ বিপদ্ হ'তে পরিত্রাণের আর উপায় দেখ্‌তে পাইনে, তোমা হ'তেই প্রাণনাথকে পেয়েছি, এখন যাতে দু'কূল রক্ষা হয়, সখি, তোমাকে সেইটী কর্‌তে হ'বে।

বৃন্দা। সখি! ব্যস্ত হ'লে কিছুই হবে না, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই—কিন্তু ভাই, তোমায় যা বল্‌বো, তাই কর্ত্তে হবে, কেমন পার্‌বে কি না, আগে বল? তা না হ'লে আমি দোষে খালাস।

রাধিকা। সই, তুই যা বল্‌বি, আমি তাই কর্‌বো—এখন কি কর্‌তে হবে, তাই শীঘ্র কোরে বল্; আমায় আর অনর্থক ক্লেশ দিস্‌নে।

বৃন্দা। ও মা, কথা না বল্‌তেই তোমায় ক্লেশ দেওয়া হয়—সখি, তোমার কর্ম্ম নয়, তুমি ভাই পার্‌বে না।

রাধিকা। ভাই, এখন ছল ধর্‌বার সময় নয়, যা বল্‌বার বল, আমি সত্য বল্‌ছি, প্রাণপণে সে কাজ কর্‌বো।

বৃন্দা। ও কি রাজকুমারি, সত্য কথা বল্লে ছল ধরা হয়, আমি তা তো জানিনে—ভাল, আগে মনস্থির কর, উতলার কর্ম্ম নয়।

রাধিকা। তোকে সখি কথায় আঁটা ভার, আমি ভাই এই মনস্থির ক'ল্লেম, এখন কি কর্ত্তে হবে, বল?

বৃন্দা। যা বল্‌বো, সত্য কর্‌বে?

রাধিকা। আমার সত্যেও কি তোর বিশ্বাস হয় না?

বৃন্দা। ভাল সই—

পিলু-জংলা—খেম্‌টা।

চল যাই গৃহে ফিরি, আর সহে না।
এ প্রেম গোপনে কভু রহে না রহে না॥
কেন সে কালার লাগি, হবে কুল-মান-ত্যাগী,
(সখি) দিবানিশা এককালে অসাধ্য সাধনা॥

রাধিকা। আর ভাই বিদ্রূপ করিস্‌নে—সখি, কি উপায় আছে, সত্য কোরে বল্‌।

বৃন্দা। হ্যাঁ রাজকুমারি, এই কি বিদ্রূপের সময়—আমি ভাই ভাল কথাই তো বলেছি, গুপ্ত-প্রেম কখনই লুকান থাকে না—সামান্য প্রেমের জন্য কুল, মান, সব ত্যাগ করার চেয়ে, ঘরে ফিরে যাই চল—ভাই, দু'দিক বজায় করা আমার কর্ম্ম নয়।

রাধিকা। সই, আমি প্রাণ থাক্‌তে প্রাণনাথকে কেমন কোরে ত্যাগ কর্‌বো?

লুম ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কিসে বল সখি প্রবোধিব মন।
সে বিনে প্রাণ, করে কেমন॥
জাগে রূপ সদা যার, মম হৃদয়-মাঝার,
ছাড়ি তারে কিসে, রাখি জীবন॥

বৃন্দা। তাই তো সই, তবে এখন উপায়?

রাধিকা। ভাই, উপায় তোমার হাত। তুমি মনে কল্লে সব হ'তে পারে।

(ললিতা, বিশাখা ও চম্পকলতার পুষ্পমালা-হস্তে প্রবেশ)

ঝিঁঝিঁট—খেম্‌টা।

শ্যাম-সোহাগিনী, রাজার নন্দিনী,
রাধা বিনোদিনী-গলে।
পরাব এ মালা, দেখিব তাহে কালা,
ভোলে কি না আজি ভোলে॥

বৃন্দা। ওলো, আহ্লাদ যে ধরে না দেখ্‌তে পাই।

বিশাখা। কেন, ধর্‌বে না কেন, যখন না ধর্‌বে, বাকী তোমায় দেব।

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ধর হে রাজবালা এনেছি মালা সুচিকণ।
পর গলে জুড়াক জীবন॥
সুরভি ফুলে, গেঁথেছি মালা,
দেখি টলে কি না কালার মন॥

বিশাখা। ও কি সখি, মুখ হেঁট কোরে রইলে যে?

ললিতা। কেন সখি, কি হয়েছে, কেমন মালা এনেছি দেখ।

চম্পক। ও মা, এ আবার কি, চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে যে, সখি! কাঁদ্‌ছো না কি? (বৃন্দার প্রতি) তুমি ভাই এখানে থাক, প্রাণসখীর এ দশা দেখ্‌ছি কেন?

বৃন্দা। ওলো দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে, এতো রাত হ'ল, এখনও কালাচাঁদ আসেন নাই ব'লে, মনের দুঃখে কাঁদ্‌ছেন। তোরা ভাই একবার যা, শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র কোরে ডেকে আন্‌।

রাধিকা। তুই সখি আর জ্বালাস্‌নে, (অন্য সখীদিগের প্রতি) না ভাই, ও বুড়ো হয়ে বাহাত্তরে পেয়েছে, ওর কথা কেউ শুনো না, আমার কিছুই হয় নাই।

বৃন্দা। সত্য বল্‌ছো কিছুই হয় নাই? তবে—

বেহাগ—একতালা।

বিধুমুখ শুকাল কেন,
নয়নের জলে অলকা তিলকা,
ভাসি গেছে কোথা চলি।
যত অঙ্গরাগ অঙ্গেতে মিশিল,
তবু কর চতুরালী॥

(সখীদিগের প্রতি)

যা রে তোরা সখি, যেথা পাবি
ধরি আন্ গে বনমালী।
যাঁহার লাগিয়ে, ভাবিয়ে ভাবিয়ে,
কনকলতিকা কালি ॥

বিশাখা। সখি, কি হয়েছে বল, আমাদের কাছে মনোদুঃখ গোপন করা অনুচিত।

বৃন্দা। আর তোদের ন্যাকাপনায় কাজ নাই, কি হয়েছে, তা এখনও কি বুঝ্‌তে পারিস্‌নি—এখন যা বল্লেম, তাই কর্ গে, তা হ'লেই আবার রাজকুমারীর হাসি-মুখ দেখ্‌তে পাবি এখন।

রাধিকা। সই, আর ভাই বাক্য-যন্ত্রণা দিস্‌নে, এখন যাতে দু'দিক্ রক্ষা হয়, সেইটী কোরে আমার প্রাণ বাঁচা।

বৃন্দা। রাজনন্দিনি! তোমার যে দেখ্‌ছি ভাই এটী ধনুর্ভাঙ্গা পণ, বংশীধারীকেও ত্যাগ কর্‌বে না, কুল-মান-লজ্জায়ও জলাঞ্জলি দিতে পার্‌বে না! তা এ দুটী কাজ কখনও একেবারে সম্পন্ন হ'তে পারে?

ললিতা। ওঁর ভাই ঠাটের কথা শুনিস্‌নে—উনি আবার শ্যামকে ত্যাগ কর্‌বেন—এক দণ্ড যাঁকে না দেখ্‌লে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখেন, তাঁকে নাকি ভুলে থাক্‌বেন—আমাদের ভাই ঠাকুরটীও যেমন, ঠাকরুণটীও তেমনি—এঁদের ভাব বোঝা ভার।

চম্পক। ভাই, কথাটী বড় মিছে নয়—এ ভাবচক্রে প'ড়ে আমরা শুদ্ধ ঘূরে মচ্চি—

রাধিকা। সখি, তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর—কিন্তু যদি কোন বিহিত কর্‌তে না পার—তা হ'লে এ প্রাণও রাখ্‌বো না, প্রাণনাথের মুখদর্শনও কর্‌বো না।

ললিতা। ও কি সখি, অমন প্রতিজ্ঞাও করে—আমরা সকলে মিলে যাতে তোমার এ কলঙ্কমোচন হয়, তার বিহিত কর্‌বো কর্‌বো।

বৃন্দা। বিহিত তো কর্‌বে—কিন্তু শেষ "যার বে তার মনে নাই, পাড়াপড়সীর ঘুম নাই" যেন সেই যোর যো হয় না।

রাধিকা। কেন সই, তা কেন হবে?

বৃন্দা। তার আর বিচিত্র কি—প্রাণকৃষ্ণের মুখ দেখ্‌লেই সব ভুলে যাবে।

রাধিকা। সই, আগে দেখ, তার পর বলো।

বৃন্দা। কেমন সখি, নিশ্চয় বল্‌ছো, আমরা যা বল্‌বো, তার বিপরীত কার্য্য কর্‌বে না?

রাধিকা। ভাই, বার বার ও কথা বলো না—আমি তোমাদের অমতে কোন কার্য্য কর্‌বো না—

বৃন্দা। (সখীদিগের প্রতি) তবে আর ভাবনা নাই—আজ কালা কেমন চতুর, তা জানা যাবে।

রাগিণী—জঙ্গলা।

বৃন্দা। ভাল চতুররংজে শিখাব।—
প্রাণসখীর পায়ে ধরাব ॥
চম্পক—প্রেম-ফাঁসে সে শঠে বাঁধিব।
বিশাখা—মন-চোর মন কাড়ি ল'ব।
সকলে—মনের সাধ সবে মিটাব ॥

ললিতা। ঐ বংশীধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

বৃন্দা। তাই তো লো, বংশীধর যে নিকটে, (রাধিকার প্রতি) রাজনন্দিনি, এসো ভাই, এই স্থানে মানভরে ব'স, (সখীদিগের প্রতি) আয় ভাই, আমরা প্রহরীর কাজ করি গে আয়।

(সকলের প্রবেশপথে দণ্ডায়মান ও কৃষ্ণের বংশীধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ)

সখীগণ।—খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কেন কেন শ্যাম হেথা তুমি বল না।
কেন ছলনা ॥
যাও, যাঁও, কমলিনী চাহে না।

কৃষ্ণ।—বাঁরোয়া—ঝাঁপতাল।

ক্ষম মোরে যদি থাকে অপরাধ।
মিনতি তব পাশে সেধ না হে বাদ॥
ছাড় হে এ পণ দারুণ, কঠিন,
কেন বৃথা সখি বল এ প্রমাদ॥

বৃন্দা। বলি ও কালাচাঁদ, আমরা বাদ সাধ্‌ছি বল্‌তে তোমার একটু লজ্জা হ'ল না? মানে মানে ফিরে যেতে বল্‌ছিলেম, তা সে কথা ভাল লাগবে কেন—নাকের জলে, চকের জলে, না হ'লে তো তোমার হবে না, (সখীদিগের প্রতি) সখীরা আয় ভাই, আমরা সরে দাঁড়াই,—যাও শ্যাম, রাজকুমারীর কাছে গিয়ে একবার মজাটা দেখ গে।

(শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সম্মুখে গিয়া)

সুরট—মল্লার।

কি লাগি মান—ক্ষম প্রিয়ে,
যদি দোষ কোরে থাকি।
মলিন ও সুধা-মুখ, হেরে বিদরে বুক,
কেমনে নয়ন-নীর নয়নে মিশায়ে রাখি॥

(বৃন্দা ও সখীগণ অগ্রসর হইয়া)

বৃন্দা। ও কি শ্যাম, ও কি,— এতো ছল, এতো কৌশল সব কোথায় গেল—একেবারে কেঁদে ফেল্লে যে—ভাল ভাই, মেয়েমানুষের পায়ে ধর্‌তে তোমার একটু লজ্জা বোধ হ'ল না?

ললিতা। ওঁর আবার লজ্জা, ওঁকে দেখ্‌লে ভাই লজ্জা দেশ ছেড়ে পালায়—যেমন ত্রিভঙ্গ আকৃতি—রঙ্গভরা ভঙ্গিমাও তেমনি!

বিশাখা। কেমন, এখন হয়েছে—ও মান ভাঙ্গা কি তোমার কাজ, রাজকুমারীর মনোরঞ্জন করা কি রাখালের সাধ্য—যাও ভাই, এখন মাঠে গিয়ে ধেনু চরাও গে; আর সোহাগে কাজ নাই।

কৃষ্ণ। ভাই, বিনা দোষে তোমরা আমায় কেন এত ভর্ৎসনা কর্‌ছো—আজ যথার্থ দেখ্‌ছি, গ্রহ আমার বিমুখ – তা না হ'লে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হবে কেন?

বৃন্দা। কেমন, এখন হার মান্‌লে বল?

কৃষ্ণ। তোমাদের কাছে হার তো মেনেই আছি।

বৃন্দা। তুমি তো ভাই পার্‌লে না—আমি যদি তোমার হয়ে তোমার প্রাণাধিকার মান ভাঙ্‌তে পারি, তা হ'লে আমায় কি দেবে বল?

কৃষ্ণ। সখি, তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেব।

বৃন্দা কেমন, অন্যথা হবে না?

কৃষ্ণ। না সখি, আমার কথা কখন মিথ্যা হয় না।

বৃন্দা। আচ্ছা ভাই—তবে যাতে আমাদের প্রিয়সখীর কালা-কলঙ্কিনী নাম বিমোচন হয়, তাই কোরে দাও।

কৃষ্ণ। সখি, এ তো সামান্য কথা, আমি কালই কর্‌বো।

বৃন্দা। তবে এই নাও ভাই, প্রাণসখীকে তোমায় সমর্পণ কর্‌লেম।

(মিলন)

সখীগণ—　　সাহানা—খেম্‌টা।

মরি কি শোভা হইল।
যুগল রূপে মন মোহিল॥
মরকত পাশে হেম,　মেঘেতে বিজলী ভ্রম,
মাধবী লতা তমাল বেড়িল।
মানস-সরস পুলকে পূরিল॥

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

আয়ানঘোষের বাটী।

(আয়ান বিষণ্ণমনে উপবিষ্ট ও জনৈক প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি। আরে, কোণের ভিতর একা ব'সে কি কর্‌ছো হা? আজকাল কাজ-কর্ম্মে এতো অমনোযোগী দেখ্‌ছি কেন? ব্যাপারটা কি?

আয়ান। ব্যাপারটা আমার মাথা আর মুণ্ডু।

প্রতি। আরে ভায়া,তুমি এমন ধারা হ'লে কি চলে, তোমায় আল্গা দে'খে চাকর-বাকরেরা গোরুগুলোকে একসন্ধ্যা আধপেটা আহার দিচ্ছে, খড়-বিচিলি খোল যে যেমন পারছে সরাচ্ছে—সংসারটা একবারে ছারখার দেবার মনস্থ করেছ নাকি—ভাই, আমার কথায় অসন্তুষ্ট হও তো নাচার—হক কথার মার নাই।

আয়ান। দাদা, সাধে কি এরূপ হয়েছি; লোকনিন্দাই ইহার প্রধান কারণ—ভাই, সমাজের কথা চুলোয় যাক, আমার মা, ভগ্নী এঁরাও প্রাণাধিকা রাধিকাকে অসতী বলেন —স্ত্রী অসতী, এ কথা শুন্‌লে কার না বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়?

বারোঁয়া—ঠুংরি।

তারে কলঙ্কিনী কয়।
লোক-অপবাদ শেল-আঘাত, প্রাণে কি সয়॥
প্রাণপ্রতিমা রাধা, শ্যাম-প্রেমে বাঁধা,
শ্যাম-জীবন-ধন আমার নয়॥

প্রতি। (মুখভঙ্গীর সহিত)
কেন তারে কলঙ্কিনী কয়।
লোক অপবাদ, ঘোড়ার ডিম,
তাতে কিবা এসে যায়॥
প্রাণের প্রতিমা রাধা,
সে তোমার গোয়ালে বাঁধা,
ভেব না ভেব না দাদা,
তোমার মতন গাধা আর ত কেহ নয়॥

অ্যাঁ, বল কি! এমন কথাও কি মুখে আন্‌তে আছে? রাধিকা লক্ষ্মী-স্বরূপা, তাঁকে অসতী বলে, এমন সাধ্য কার—ভাই, ও সব কোথায় তুমি কর্ণপাতও করো না, লোকে ঘরে ব'সে কাকে কি না বলে; জনশ্রুতি শুনে এরূপ ব্যাকুল হওয়া, তোমার কোন ক্রমেই উচিত হয় না। ভাই, বেলাটা অধিক হয়ে পড়েছে, আমি তবে এখন চল্লেম, কা'ল আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। দাদা, দাদা, দাদা,—

আয়ান। আরে কেন, কি হয়েছে,—

কুটিলা। যা হয়েছে, একবার দেখ্‌বে এস! এই গে তোমার রাধা-সতী কালার নিকুঞ্জবনে আমোদ-প্রমোদ কর্‌ছে—আর কিছু নয়—

আয়ান। (যষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান) সত্য বল্‌ছিস্ রাধাকৃষ্ণ নিকুঞ্জবনে একত্র রয়েছে?

কুটিলা। আমি বুঝি কেবল তোমার কাছে মিথ্যা কথাই ব'লে বেড়াচ্ছি? স্বচক্ষে দে'খে এসেছি; এখন ইচ্ছে হয় তো চল, তোমায় দেখিয়ে দি, তার পর তোমার মনে যা থাকে, তাই করো। বাবা, বৌয়ের এমন বুকের পাটা তো কখন দেখিনি! এই দুই প্রহর বেলা, পরপুরুষের সঙ্গে! আমোদ— ও মা, ছি ছি ছি! কুলবধূর কি এই কাজ?

কালামুখীর জ্বালায় লোকের কাছে মুখ দেখান ভার! রাতদিন কৃষ্ণের সঙ্গে বনে বনে ফিরবে, ঘরে এক দণ্ড থাকতে মন যায় না, ভালকথা বল্‌তে গেলে তেড়ে মার্‌ত আসে, কলঙ্কিনীর জন্যে যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে মর্‌তে ইচ্ছে হয়; এই তোমার আস্কারা পেয়েই তো এত দূর হয়েছে—তুমি দাব্‌লে কি কখনও এমন হত; মা সাধ কোরে বলেন, তুমি মেয়েমানুষ, কাচা দিয়ে কাপড় পর না।

আয়ান। যা যা, আর মিছে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ কোরে বক্‌তে হবে না।

কুটিলা। তা তো বটেই—আমার কথা ভাল লাগ্‌বে কেন? তোমার রাই-কলঙ্কিনী যা বলে, তাই ভাল। আবাগী তোমায় সত্য সত্য গুণ করেছে, তা না হ'লে অমন দুটো বড় বড় চোক থাক্‌তে তুমি এ সব কিছুই দেখ্‌তে পাও না! ও মা, এমন মাগের বশীভূত পুরুষ তো কোথাও দেখিনে।

আয়ান। দেখ্‌ বড় বাড়াবাড়ি করিস্‌নে, অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়—সাবধান।

কুটিলা। ও মা, একেবারে দুচক্ষু রক্তবর্ণ হলো যে! (ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি যেন তোমার চখের বালি হয়েছি; মলেই আপদ্‌ যায়। (ক্রোধে) তোমার মাগ যে এত বাড়াবাড়ি কর্‌ছে তা তোমার প্রাণে সহ্য হয়, আর আমার দুটো কথা সহ্য হয় না?

আয়ান্‌। চল রে কুটিলে চল নিকুঞ্জকাননে
যথা কালা করে কেলি বিনোদিনী সনে॥
যদি সে যুগলরূপ না হেরি নয়নে।
নিশ্চয় পাঠাব তোরে শমন-সদনে॥

(উভয়ে গমনোন্মুখ)

নেপথ্যে।

বৃন্দাবনী-সারং—আড়াঠেকা।

দৈবকী-নন্দন বিপিন-বিহারী।
দীন-দুঃখ-নাশন গিরিধারী॥
রাধা-জীবনধন মুরারি বনচারী।
দানবদল ভয়-হারী॥

[প্রস্থান।

(উভয়ে সচকিত)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

নিধুবন—কেলিমন্দির।

কৃষ্ণ, রাধিকা ও সখীগণ।

বৃন্দা। শ্যাম, ভাই, আমাদের মনের একটী সাধ তোমায় পূরণ করতে হবে।

কৃষ্ণ। বৃন্দে আমার যদি সাধ্য থাকে তো অবশ্যই পূরণ করবো।

ললিতা। ওহে, মন-চোরের অসাধ্য কিছুই নাই, যে মন চুরি করতে পারে, সে না পারে এমন কাজ কি আছে?

কৃষ্ণ। সখি, তোমার কাছে আমি হার মান্‌লেম, যদি অসাধ্য সম্ভব হয়, তা হ'লে আমি কখনই নিরস্ত হব না।

বিশাখা। শ্যাম, তোমায় ভাই আজও আমরা চিন্‌তে পার্‌লেম না, তুমি কথায় কথায় হারও মান, আবার ভিতর ভিতর প্রতিজ্ঞাও বজায় রাখ্‌তে ছাড় না।

বৃন্দা। ওঁকে আমরা আর কোত্থেকে চিন্‌বো বল, আমাদের রাজনন্দিনীই চিনে-ছেন। (কৃষ্ণের প্রতি) কেমন হে, নাকের জলে চোখের জলে হওয়াটা মনে পড়ে কি? বলি, পায়ে ধরাটা কি ভুলে গেছ! (সখী-গণের হাস্য।)

কৃষ্ণ। গৌড়সারং—একতালা।

নব সরোজ হেরিলে কি আর।
অলি পারে কভু ভুলিতে সে সুধার আধার॥
ভ্রমি রাধা-চরণ, বিকচ নলিন,
যতনে লভিল মন মধুকর॥

বৃন্দ। ও'হ, আর ছলে কাজ নাই, ঢের হয়েছে, এখন আমাদের কথার উত্তর দাও, পারবে কি না, স্পষ্ট কোরে বল, তার পর বোঝা যাবে।

কৃষ্ণ। সখি, তোমাদের কি সাধ পূরণ করতে হবে, বল ?

বৃন্দা। আজ প্রাণসখী রাজা হবেন, আর তুমি প্রহরীর বেশ ধারণ কোরে তাঁর প্রহরীর কার্য্য করবে, আমরা তাই দেখ্‌ব।

কৃষ্ণ। তার আর বিচিত্র কি বল, আমি অবশ্যই তোমাদের এ সাধ পূর্ণ করবো।

বৃন্দা। শ্যাম, এই গুণেই লোকে তোমায় ইচ্ছাময় বলে ; প্রাণসখী না বুঝেই কি আত্ম-সমর্পণ করেছেন ?

চম্পক। সই, চকোর না হ'লে সুধাকরের সুধা আর কে পেতে পারে বল।

সখীগণ।— পিলু—খেমটা।

রাই সুধাকর তু শ্যাম চকোর।
পান কর মধু প্রাণ ভরি হে,
সুধাদানে মোরা নহি কাতর, ও শ্যাম চকোর,
প্রেম-ভিখারিণী, মোরা সব হে,
প্রেম-আশে নিশি করিব ভোর ও শ্যাম-
চকোর ॥

রাধিকা। নাথ, অকস্মাৎ মন আমার এতো চঞ্চল হচ্ছে কেন ? বোধ হচ্ছে যেন, কোন ঘোর বিপদ্ উপস্থিত ; আমার কি চিত্তভ্রম হচ্ছে, না সুখান্তক ভাবী দুঃখের ভার মনকে এরূপ করছে ? আমি যে এর কারণ স্থির করতে পারছিনে। নাথ, মন যে আর প্রবোধ মান্‌ছে না, বোধ হচ্ছে যেন, আয়ান এখানে আস্‌ছে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, এত উতলা হচ্ছো কেন, তুমি কি সকল কথা ভুলে গেছ ? আয়ান কি আমাদের এ প্রেমের তত্ত্ব জানে না ?

রাধিকা। নাথ, জানলে কি হবে, অসহ্য লোকগঞ্জনায় রাগত হয়ে যদি সে তোমায় কটু কথা বলে, আমাকে জনসমাজে কলঙ্কিনী ব'লে পরিগণিত করে—তা হ'লে কি হবে ?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, ভয় কি, যদি আয়ান এখানে উপস্থিত হয়, তা হ'লে যোগবলে আমি এখনি কালীমূর্ত্তি ধারণ করবো।

রাধিকা। ঐ দেখ নাথ; আমি যা ভেবেছি, তাই হয়েছে, আয়ান কুটিলার সঙ্গে এই দিকে আস্‌ছে।

(কৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ, রাধিকার জবা ও বিল্বদলে চরণ পূজাকরণ ও সখীগণ করযোড়ে দণ্ডায়মানা)

রাগিণী বেহাগ।

অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-রূপিণী।
দীন-দুর্গতি-নাশিনী বিঘ্ন-বিনাশিনী ॥
শ্যামা নীরদ-বরণী, বিশ্ব-বিমোহিনী,
নীল-নলিন-নয়নী, হর মনোরঞ্জিনী,
ভব-সুখ-প্রদায়িনী, ভব-ভয়-নিবারিণী,
তার এ দীনে, তব পদ-ছায়া-দানে,
ক্ষম অপরাধ জগত-জননী ॥

(কুটিলা ও আয়ানের প্রবেশ)

কুটিলা। (স্বগত) ও মা ! এ আবার কি, এই দে'খে গেলেম কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে একত্র কেলি কচ্ছে, এর মধ্যে আবার কালী কোথা থেকে এলো ? কে জানে মা, কালা যে ভোজবিদ্যে জানে, তা তো জানিনে। (প্রকাশ্যে) দাদা ! এ সব কালার চাতুরী, ও না করতে পারে, এমন কাজ নাই ; ভোজবিদ্যে না জানলে দুধের ছেলে হয়ে কি কখন পূতনা বধ কত্তে পারে ? যদি ভাল চাও তো দুজনকে লাঠি মেরেমেরে ফেল—না হ'লে শেষ পস্তাতে হবে।

আয়ান। থাক্, কি বল্‌বো, তোকে বধ কল্লে স্ত্রী-হত্যাপাতক হবে, নইলে এই যষ্টির দ্বারাই (যষ্টি উত্তোলন)

কুটিলা। (স্বগত) আজ বড় ঠকলেম, এমন হবে, তা কে জানে, আচ্ছা, আমিও শীগ্‌গির ছাড়্‌ব না। এ অপমানের প্রতিশোধ নেবই নেব, এখন যাই, দাদা যে রেগে রয়েছেন।

আয়ান।—বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

তুমি বিশ্ব-মোহিনী জগত-জননী।
স্বষ্টি স্থিতি তুমি সর্ব্ব সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী॥
কু-আশা কুয়াশা ঘোর, ঘেরেছে মন আমার,
জ্ঞানালোক বিনা ত্রাণ নাহি নিস্তারিণী।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী।

(কৃষ্ণ যশোদার অঙ্কে অচৈতন্য।)

যশোদা। এ কি হ'ল! অকস্মাৎ নীলমণি এমন হ'ল কেন? বিধি, তোর মনে কি এই ছিল? এই যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাছার সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়ে পড়্‌লো! দিদি, ও দিদি, আমার বুঝি আজ কপাল ভাঙ্‌লো! আমার গোপালের কি হ'ল দেখ্‌সে আয়!

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। দিদি, এ কি, গোপাল এমন হ'ল কেন? আমাদের পোড়া অদৃষ্টে কি সুখের লেশমাত্র নাই! ওহো!

(রাধিকা, বৃন্দা, বিশাখা ও ললিতার প্রবেশ)

যশোদা ও রোহিণী। রাগিণী ভৈরবী।

কি হলো গোপাল কোথা গেল রে,
আঁধারি গোকুল।
হেরি দশদিক্ শূন্যময় প্রাণ আকুল,
কেমনে নিবারি নয়ন-বারি॥
যাদুমণি ওঠ রে, ওঠ রে নীলমণি,
কি ভাবি মনে, কি দুঃখে বল রে,
হেন ভাব হেরি,
বারেক মা বলি ডাকি,রাখ রে জীবন,জীবনধন।

সখীগণ।—জয়জয়ন্তী—একতালা।

কেঁদ না কেঁদ না আর,কি লাগি এ আঁখি-নীর।
তোমার এ দশা হেরে ব্যাকুল অন্তর॥
বৃথা প্রাণ-কৃষ্ণ-ধন, অকল্যাণ কর কেন,
রাহুগ্রস্ত শশধর, থাকে কি গো নিরন্তর॥

(নন্দ, উপানন্দ শ্রীদাম, সুবল ও বলরামের প্রবেশ)

নন্দ। ভাই উপানন্দ, এ যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখ্‌ছি, এখন উপায়! কিরূপে গোপালের প্রাণরক্ষা হবে? ওগো! প্রাণ যে আমার অত্যন্ত অস্থির হচ্ছে।

উপানন্দ। দাদা, ভয় কি, চিকিৎসা কর্‌লেই গোপাল আরোগ্য হবে—চলুন, যাতে শীঘ্র বৈদ্যকে আনা হয়, তার চেষ্টা দেখা যাক্ গে।

[নন্দ ও উপানন্দের প্রস্থান।

বলরাম। ভাই, এমন হ'ল কেন? দাদা, ওঠ! চল ভাই, একত্র গোচারণে যাই, তোমার ঐ দশা যে আর দেখ্‌তে পারিনে ভাই!

শ্রীদাম। দাদা, তোমায় ছেড়ে কি কোরে জীবন ধারণ কর্‌বো, কার সঙ্গে আর বন-ভ্রমণে যাব, ভাই, যদি কোন অপরাধ কোরে

থাকি, মার্জ্জনা কর, একটী কথা কও; ওহো! এ যাতনা যে আর সহ্য হয় না।

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। (যশোদার প্রতি) হ্যাঁ, গোপালের কি হয়েছে গা? আমরা শুনে আস্‌ছি। এই যে বাছার মুখখানি একেবারে নীল মেরে গেছে। (অঙ্গ স্পর্শ করিয়া স্বগত) মরেছে দেখ্‌তে পাই যে, আ! আপদ গেছে! (প্রকাশ্যে) তাই তো, বাছার হ'ল কি? উপদেবতার নজর হয়েছে নাকি?

কুটিলা। (স্বগত) উপদেবতার নজর হবে কেন, যমের নজর হয়েছে। (প্রকাশ্যে) সন্নিপাতে ঘের্‌লেও ঘের্‌তে পারে!

(নন্দ ও উপানন্দের বৈদ্য লইয়া প্রবেশ)

নন্দ। এই দেখুন, অকস্মাৎ এরূপ কেন হ'ল, বল্‌তে পারিনে।

যশোদা। বাছা, যদি তুমি আমার গোপালকে বাঁচাতে পার, তা হ'লে চিরকাল তোমার কেনা হ'য়ে থাক্‌বো।

বৈদ্য। মা, চিন্তা কি? (হস্ত স্পর্শন) যাতে গোপাল রক্ষা পায় আমি এখনি তার বিহিত কর্‌ছি। (খড়ি পাতিয়া গণনা) এখন ঔষধ তো স্থির করেছি কিন্তু আনা যে বড় সুকঠিন দেখ্‌তে পাই।

যশোদা। বাছা, কি ঔষধ বল? যদি প্রাণ দিলেও পাওয়া যায়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

বৈদ্য। মা হয়ে সন্তানের ঔষধ আন্‌লে কোন উপকার হবে না, যদি অপর কোন সাধ্বী স্ত্রী, সহস্র ছিদ্র কুম্ভে যমুনা হতে বারি আনয়ন করে, সেই বারি স্পর্শনে আপনার গোপাল আরোগ্যলাভ কর্‌বেন, ত'ার আর কোন সন্দেহ নাই।

যশোদা। এই বৈদ্য নয়, ত'ার আর ভাবনা কি? (জটিলার প্রতি) মা, তুমি এক-জন ব্রজের প্রধানা সতী, তুমি ভিন্ন এ কর্ম্ম আর কে পার্‌বে? জল এনে আমার প্রাণ-গোপালকে বাঁচাও!

জটিলা। কৈ কলসী কৈ—আমি এখনি আন্‌ছি।

[কুম্ভকক্ষে প্রস্থান।

নেপথ্যে—মূলতান—আড়াঠেকা।

বিনা সে করুণাময় কৃপা বিতরণ।
আশার সুসার কভু না হয় কখন।
কায়মনে যে জন লয় তাঁর শরণ,
কি আছে ভবে হেন অসাধ্য বল তার॥
দম্ভ অভিমান যে, তাঁর প্রিয় নহে রে,
গর্ব্ব খর্ব্ব-কার সে শ্রীমধুসূদন॥

(জটিলার শূন্য-কুম্ভ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন)

জটিলা। মিন্‌ষের যেমন কথা, একটা আধটা নয়, কি না সহস্রছিদ্র কুম্ভে জল আনা —যা হ'বার নয়, তাই; এই তোমাদের কলসী নাও, দেখি, এখন কোন্ সতী জল আনে।

কুটিলা। যদি না পার্‌বি তো গেলি কেন? কেবল লোক ঢলান বৈ তো নয়! সতীর অসাধ্য কি আছে?

বিশাখা। না হয় তুমি একবার দেখ না, আপসোসটা থাকে কেন?

কুটিলা। দেখ্‌বো না তো কি—তোদের মত অসতী নৈ যে ভয় পাব—এই এখনি চল্লেম।

[প্রস্থান।

জটিলা। (যশোদার প্রতি) হ্যাঁ বাছা, এ বদ্যিটেকে কোত্থেকে এনেছ?

যশোদা। মা, আমি বল্‌তে পারিনে ওঁরা জানেন।

জটিলা। পোড়ার দশা আর কি—যেমন

উন্‌পাঁজুরে বদ্যি, আকাশ-ফোঁড়া ওষুধও তেমনি। এমন কুষ্মাণ্ড না হ'লে কি অমন ব্যবস্থা কর্‌তে পারে? ছাঁদা কলসীতে কেউ জলও আন্‌তে পার্‌বে না, তোমার গোপালও আরোগ্য হবে না, কেবল লাভে হতে আমাদের অপকলঙ্ক রট্‌লো। এখন ভাল পরামর্শ শোন তো মিন্‌ষেকে এখনি দূর কোরে দিয়ে অন্য বৈদ্য আন।

(শূন্য-কুম্ভ হস্তে কুটিলার প্রবেশ)

বিশাখা। ও মা, এই যে, ইনিও মুখ চূণ কোরে আস্‌ছেন, (কুটিলার প্রতি) কেবল মুখে আস্ফালন কল্লেই তো হয় না, সতীত্ব নাড়া দিলেই কি লোকে সতী বল্‌বে?

কুটিলা। ওলো, তোর আর মুখ নাড়ায় কাজ নাই অমনি ভাল, আমরা সতী কি না, তা ব্রজের সকলেই জানে। আমরা যখন জল আন্‌তে পাল্লেম না, তখন আর কে আনে তা দেখ্‌বো।

যশোদা। (বৈদ্যের প্রতি) বাবা, যখন ব্রজের প্রধানা সতীরা জল আন্‌তে পাল্লেন না, তখন আর যে কেউ আন্‌তে পার্‌বে, তা তো বোধ হয় না, এখন উপায়? (ক্রন্দন) আমি গোপালকে বুঝি জন্মের মত হারালেম!

বৈদ্য। মা, স্থির হ'ন, দেখ্‌ছি (গণনা) এই যে, আর চিন্তা নাই! ব্রজমাঝে রাধা নামে কে সতী আছেন, তিনি মনে কর্‌লে জল এনে দিতে পারেন।

কুটিলা। অমন গণার মুখে ছাই, খুঁজে খুঁজে সতী বার কর্‌লেন দেখ?

যশোদা। দেখাই যাক না। যে প্রকারে হ'ক গোপাল রক্ষা পেলেই হল (রাধিকার প্রতি) মা, জল আন্‌তে যাও।

রাধিকা। মা, আমি কি পার্‌বো?

যশোদা। গণনা যদি মিথ্যা না হয় তো অবশ্য পার্‌বে।

রাধিকা। দেখি, বিধাতা কপালে কি লিখেছেন!

[রাধিকা সখীগণ সমভিব্যাহারে বারি আনয়নার্থ প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যমুনাতট।

(রাধিকা সখীগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত)

রাধিকা। সখি! পা যে আর চলে না, আমার মনের ভিতর যে কি হচ্ছে, তা অন্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন। প্রাণেশ্বর, এ হত-ভাগিনীর অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল! কুল, মান, প্রাণ, মন সকল সমর্পণ কোরে অবশেষে তোমার বিরহ-যাতনা ভোগ কত্তে হ'ল? ওহো! সখি, আমি কি জল এনে প্রাণ-নাথের জীবন রক্ষা কত্তে পার্‌বো? ব্রজের সাধ্বী রমণীগণ যা পাল্লেন না, আমা হ'তে সে কার্য্য কি সম্ভব? নাথ! তুমিই বলে-ছিলে যে, আমার কালাকলঙ্কিনী নাম, খণ্ডন কর্‌বে। দীননাথ! আমি অনন্তকাল এ কলঙ্করাশি ভোগ কত্তে পারি, কিন্তু তোমার বিরহ যে এক মুহূর্ত্তও সহ্য কর্‌তে পারিনে! দয়াময়! দাসীকে এ ঘোর বিপদ্‌সাগর হ'তে পরিত্রাণ কর, নতুবা এ যমুনার জলে ছার প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো।

ললিতা। সখি, এতো ব্যাকুল হচ্ছো কেন? আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে যে, করুণা-ময় তোমার কলঙ্কমোচন কর্‌বার জন্যই এ

কার্য্য করেছেন, তাই তিনি যে ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছায় কি না হতে পারে?

বৃন্দা। ভাই, মধুসূদন যার সহায়, তার আবার ভাবনা কি সখি, চল, আর বিলম্বে কাজ নাই। দীননাথ অবশ্যই আমাদের উপর মুখ তুলে চাইবেন।

ললিতা। চল সখি, চল—ভয় কি?

রাধিকা। দয়াময়! অধিনীকে তুমি কত ভালবাস, তা আজ জান্‌বো।

কীর্ত্তন—যৎ।

দেখ কৃষ্ণ যাই হে জলে,
লজ্জা যদি পাই হে জলে,
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।
দাসী দোষী এ গোকুলে, কলঙ্কিনী সবে বলে,
ছিদ্র ঘটে আন্‌তে বারি,
মান রেখ হে প্রতিকূলে॥

(বারিপূর্ণ কুম্ভ যমুনা হইতে উত্তোলন)

সখীগণ। (আনন্দে) কেমন সখি, কেমন আমরা বলেছিলেম তো যে, বিপদ্‌-ভঞ্জন যার সখা, তার কি বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে?

রামকেলি—ভরতঙ্গা।

চল চল সবে মোরা ত্বরায় যাই।
লয়ে বারি, দেখিব কে বলে অসতী রাই॥
যশের সৌরভে জগত পূরিবে,
পাইবে প্রাণ, প্রাণ-কানাই,
কুটিলার মুখে পড়িবে ছাই॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজভবন।

(কৃষ্ণ যশোদার অঙ্কে অচৈতন্য—নন্দ, উপানন্দ, শ্রীদাম, বৈদ্য, সুবল, বলরাম, জটিলা, কুটিলা ও রোহিণী উপস্থিত)

যশোদা। (রোহিণীর প্রতি) দিদি এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? রাধিকা যে অনেকক্ষণ গিয়েছে?

রোহিণী। তাই তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

বৈদ্য। মা, ভয় নাই, আমার গণনা কখনই মিথ্যা হবে না, রাধিকা অবশ্যই বারিপূর্ণ পাত্র আন্‌বেন।

কুটিলা। আ মরি তুমিও যেমন গণৎ-কার, রাধাও তেমনি সতী, এমন গণনার চেয়ে পাঁজি পুঁতিগুলো যমুনার জলে ভাসিয়ে দিলে ভাল ছিল।

বৈদ্য। অনর্থক কটুবাক্য প্রয়োগ করেন কেন, একটু অপেক্ষা করুন না।

জটিলা। পোড়ার দশা আর কি—বড় বড় সতী ঘোল খেয়ে গেল, রাধিকা কি না সহস্রছিদ্র কুম্ভে জল আন্‌বে; মিন্‌ষের কথা শুনে গা জলে উঠ্‌ছে।

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

(বারিস্পর্শে কৃষ্ণের আরোগ্যলাভ ও নন্দালয় আনন্দে পরিপূর্ণ)

[জটিলা ও কুটিলা অধোমুখে প্রস্থান।

(যশোদার অঙ্কে কৃষ্ণ রাধিকার উপবেশন)

পরজ কালাংড়া—খেম্‌টা।

সখিগণ—

আঁখিভরি দেখ লো সই,
আঁখিভরি দেখ লো॥
রমণীর শিরোমণি ধরামাঝে হেন
মণি কৈ—
রূপেতে আলো করেছে ভাল॥

পুরুষগণ—

জয় জয় জয় কৃষ্ণ রাধিকা-রমণ॥
ভকত বৎসল ভব-ভয় নিবারণ॥

সখিগণ—

কেশব প্রাণ, পুতলিরে রাই—
মিলি দোঁহে একঠাঁই,
গোকুল আলো করেছে ভাল॥

পুরুষগণ—

জয় জয় লোকপাল, মদন-মন্থন।
কেশব করুণাময় পতিতপাবন॥

———

যবনিকা পতন।

সাবাস্ বাঙালী

(সামাজিক নক্সা)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নয়ানচাঁদ	...	গৃহস্থ ভদ্রলোক।
অঘোরনাথ	...	থে্ড নিডিল্ কোম্পানির দোকানের বড়বাবু।
মতিলাল	..	অঘোরের পুত্র।
নরেন্দ্র	...	ঐ শ্যালীপো।
মিষ্টার থে্ড নিডিল্	...	কলিকাতার বড় দর্জ্জীর দোকানের সত্বাধিকারী।
মিষ্টার জেঙ্কিন্স	..	ঐ দর্জ্জীর দোকানের ম্যানেজার।
শ্রীচরণরঞ্জন বাবু	...	পল্লীগ্রামস্থ ক্ষুদ্র জমিদার।
সেবকরাম	...	শ্রীচরণ বাবুর নায়েব।
সুরেশ	...	দেশভক্ত।
গোলাম উল্লা	...	স্বার্থপর মুসলমান।
আবদুল শোভান	...	স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত মুসলমান।
মাণিক	...	কেরাণী।
চিনিবাস	...	মুদি।
দ্বিজেন	...	চিনিবাসের পুত্র।

স্ত্রী।

গরবিনী	...	নয়ানচাঁদের স্ত্রী।
ভবতারিণী	...	অঘোরের স্ত্রী।
মিসেস্ গুপ্তা	...	বিলাত ফেরত বাঙ্গালী প্রোফেসারের স্ত্রী।
কামিনী, বিরাজ, চারুবালা, বিনোদিনী	...	ভদ্রমহিলাগণ।
তাঁতি বৌ		

বঙ্গমহিলাগণ, ঘটকীগণ, মুচীগণ, ছাত্রগণ, মায়া, চুড়ীওয়ালীগণ, বালকগণ, ধোপানীগণ, বন্দেমাতরম্‌সম্প্রদায়, হামিদ, নিতাই, মহেশ, টিটি, বছরদ্দী, ও রতনসিং।

সাবাস্ বাঙালী

(সামাজিক নক্সা)

প্রস্তাবনা।

অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান।

বঙ্গমহিলাগণ— গীত।

আজি শুভদিন শুভক্ষণে মাথায় নিছি বরণডালা।
হলো বাঙালী ফের বাঙালী উলু দে লো
বঙ্গবালা॥
[ওই দেখ] তারা পোরেছে দিশী ধুতি দিশী
চাদর,
হ্যাট-কোটের আর নাই কো আদর,
[এবার] বাঁদর সাজা ঘুচে গেছে,
দে লো সবার গলায় মালা॥
ছি ছি একখানি কাপড়ের তরে,
বিলেত থেকে আসবে বসন
তবে লজ্জা রাখ্‌বো ঘরে,
সরমে নয়ন ঝরে,
বিষের শরে হৃদয় বেঁধে ঘুচাও এ জ্বালা॥
পাশ চাপা দাও পাশ করাতে
পুড়িয়ে ফেল কেতাব,
দায়ে পড়া রায় বাহাদুর বুড়িয়ে দাও খেতাব,
আর পরের পোষাক পোরে
করো না মুখ কালা॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ বি এ, এম্ এ, পাশ,
ডবল সেলাম দিয়ে গোলামীর আশ,
ধিক্ সে মামলা, ধিক্ সে সামলা,
ধিক্ সে আমলা—দেশের জঞ্জাল জ্বালা॥
পেয়ে বড় ব্যথা ফিরেছ গো ঘরে,
ঘরে নিতে চাই তাই বড় গো আদরে,
চিরদাসী মোরা, স্নেহে প্রাণভরা,
ঘর কোরে দেব আলো,
নেব দশীটুকু দিলে বারাণসী বোলে,
গাব বঙ্গমাতার জয় জয় বাঙালা॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

নয়ানচাঁদ ও গরবিণী।

নয়া। গিন্নি, ও গিন্নি! বলি শুন্‌তে পাচ্ছো না? কচ্ছো কি?

(নেপথ্যে গর) যাচ্ছি গো, চেঁচাচ্ছো কেন?

নয়া। চেঁচাচ্ছি কেন? মাথা-মুণ্ডু একবার শুনে যাও না এসে, কি হচ্ছে?

(গরবিণীর প্রবেশ)

গর। এই ময়দা মেখে দিচ্ছিলুম, অত চেঁচাচ্ছো কেন? কি হয়েছে?

নয়া। এইবার দাও, বেটার বিয়ে দাও, পাঁচ হাজার টাকা ঘরে পোরো।

গর। তা পুরবোই ত, কেন পুরবো না?

আমি মোহিনীর বিয়েতে চার হাজার টাকা দিয়েছি, শোধ নেব না তা?

নয়া। শুধু শোধ, এইবার বোধ পর্য্যন্ত হয়ে যাচ্ছে।

গর। নাও নাও, আমি কাজ ফেলে এসেছি, কি বল্‌বে বল, তোমার ও সব বাজে কথা আমি ঢের শুনেছি।

নয়া। বাজে কথা নয় গো বাজে কথা নয়; সেবার এন্‌ট্রান্স পাশের পর যখন সিঙ্গিরে তিন হাজার টাকা আর তা ছাড়া ঘড়ী ঘড়ীর চেন আংটী দিতে চেয়েছিল, তখন রাজী হ'লে না, ভাব্‌লে, এল, এ, পড়িয়ে ছেলেকে তালেবর কর্‌বে, এখন যে সব যায়।

গর। ও মা, তাই ভাল, আমার কালীর বিয়ের কথা! আমি এল, এ, কি বিয়ে পড়িয়ে দশ হাজার টাকা নেব।

নয়া। থোলে টোলে জোগাড় কোরে রেখেছ কি? বলি, দু-মুখো থোলে, না এক দিক্ আঁটা?

গর। বকো গে গজর গজর কোরে; আমি যাই, কাজ করি গে।

নয়া। বলি শোন শোন।

গর। কেন, হয়েছে কি? কালীর কি কালেজ থেকে নাম কেটে দেছে, না পাশ বন্ধ হয়েছে?

নয়া। তা নয় গো তা নয়, পাশের দর নেবে যাচ্ছে। এখন শুনে এলুম, যে ছেলে ব্যবসা-বাণিজ্য কারিগিরি শিখ্‌বে, তারই বিয়ের বাজারে দর হবে।

গর। কি—শিখ্‌বে কি?

নয়া। এই বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ত আছেই, তা না হোক, একখানি মুদীর দোকান কর্‌বে বা ছুতোরের কাজ কামারের কাজ বা তাঁতির কাজ কর্‌বে, তারই বিয়েতে এদের চেয়ে দর বেশী হচ্ছে।

গর। কিছু নেশা টেশা কোরে এসেছো না কি? কোত্থেকে এ সব হুজুগ নিয়ে এলে?

নয়া। হুজুগ নয়, নিজে মিটিঙে গিয়ে শুনে এলুম। সব্বাই হাততালি দিয়ে "বন্দে মাতরম্" বোলে রেজোলিউসন্ পাশ কোরে দিলে।

গর। কোথায় গেছলে? কোথায় শুনে এলে?

নয়া। এই মিটিঙে গো; আমাদের শ্যামপুকুরের মাঠে যে আজ ভারী মিটিং হয়েছিল গো।

গর। আর তুমি সেখানে গিয়েছিলে? আমি একটা দাসী বাঁদী পোড়ে আছি, একবার জিজ্ঞাসা নাই—গিয়েছিলে? আমি না বার বার তোমায় মানা করেছি যে, চারদিকে পাহারোলা গোয়েন্দা ঘুর্‌ছে, ও সব মিটিং ফিটিঙে যেও না, তবু কথা শোনা হলো না; এইবার যাও, হাতে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাক্, জেলে পুরুক, তখন মিটিং নাক দে কাণ দে বেরিয়ে যাবে।

নয়া। আরে পাগ্‌লী, আমি কি সে রকম মিটিঙে গেছি, ওই কেত্তনের ধারে ধারে ঘুর্‌ছিলুম।

গর। তার পর?

নয়া। ওই উত্তর দিকের কোণে যে খেজুরগাছটা আছে, তার আড়ালে বোসে সব কথা শুন্‌ছিলুম।

গর। কেন, যাবার দরকার কি ছিল? তুমি গেরস্ত মানুষ, তোমার ও সব কথায় দরকার কি?

নয়া। আর আমি কি অন্য কোন মিটিঙে যাই? এটা শুনেছিলুম যে, ছেলেরা কি নতুন কালেজ কর্‌বে ব'লে ক্ষেপেছে, এই পান্না ফাশ সব উঠিয়ে দেবে, আর ছুতোর কামার হবে। তাই ভাব্‌লুম, কালীচরণের

বিয়েটা হওয়া পর্য্যন্ত পাশের দর থাক্‌বে কি না বুঝে আসি।

গর। তা পাশের দর কি নেবে গেল ?

নম্বা। একেবারে, একেবারে, ওই বিলাতী কাপড়ের মতন সিকি নেবে গেছে।

গর। এসব বিধেতার ভিট্‌কিলিমি; মোহিনীর বেতে আমার গায়ের গহনা বেচালে, আর যেই আমার কালীর দু তুটো পাশের সময় হয়ে এলো, বাছা আমার সুদে আসলে ঘরের টাকা ঘরে আন্‌বে ভাব্‌ছি আর আঁটকুড়ো বরাখুরেরা জুটে অমনি সব উল্টে পাল্টে দিলে।

নম্বা। দেখ গিন্নি, আমি বল্‌ছি কি—সময় বুঝে সব কাজ কর্‌তে হয়।

গর। তা হবে বই কি, এখন তোমায় মিটিঙে যেতে হয়, সেই নেকচার কি না কি —তাই দিতে হয়; আর ছেলের বেটী যাতে না হয়, তার চেষ্টা কর্‌তে হয়, এই না, কেমন ?

নম্বা। বলি এইটে বুঝি শেষ কথা হলো ? একটু তলিয়ে বুঝে দেখ না; আজকাল আর ঘটকী তোমার বাড়ীতে আস্‌ছে কি ?

গর। সে আস্‌বে কেন ? নব্‌নী বেটী বলেছিল যে, ছ' হাজার টাকা করিয়ে দিতে পার্‌লে, আমায় শতকরা পাঁচ টাকা দিতে হবে। আমি বল্লুম, মর্ মাগী, দু টাকা মাইনের রাঁধুনীগিরী কোরে খেতিস্,ঘটকালী কোরে আম্বা বেড়ে গেছে। নগদ যা দেবে, তার উপর শতকরা না হয় আট আনা—না হয় জোর বার আনা দেব, আবার কি ? তাই বুঝি মাগী দেমাকে আসে না।

নম্বা। যাক্, ও কচকচিতে কাজ নেই, এসো, এখন কিসে সব দিক্ বজায় থাকে, ভাল হয়, তার একটা পরামর্শ করা যাক্; তুমি খবরের কাগজও পড় না, বাইরের কথাও জান না, ব্যাপার বড় গুরুতর দাঁড়িয়েছে। এই চাকুরী চাওয়া পাশের বাজার সত্যই নেবে গেছে। ওগো, শুন্‌লুম, একজন কায়েতের ছেলে কি নতুন রকম একটা চরকা করেছে, তার জন্যে নাকি দেশের বড় লোকেরা তাকে হাজার টাকা অমনি দিয়েছে; আর সেই ছেলেকে মেয়ে দিতে তিন চারটে ভাল ঘর চেষ্টা কর্‌ছে। এসো যাই, খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঠাণ্ডা হয়ে সব ভাব্‌বো।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

হাওড়া বক্‌ল্যাণ্ড রোড.

ঘটকীগণ— (গীত।)

এই মুখপোড়া সব ছোঁড়া।
নাই সে কালের গুরুমশাই
যে বিতোয় আগা গোড়া॥
(আ মর্) আমরা সব গণিণ্য মাণ্যি,
ভদ্দর ঘরের কন্যে,
ছোট্‌কে বেরিয়ে ঘটকী হলুম
তাদের ভালর জন্যে,
অমন ভাগুরের অন্নে ভস্ম দিয়ে
তার কেয়ার কোরে থোড়া॥
বল তো বোন্ আজ এই কটা বচ্ছর ধোরে,
আমরা দিয়েছি কত সোনার মেয়ে
আকাট বকাট বরে,
সাজিয়ে থরে থরে
দানসাগর আঁর নগদ টাকার তোড়া.

হ্যাঁরা ছোঁড়ারা মুখপোড়ারা
তোরাই কি না শেষ,
মার্‌ছিস্ আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল
মজি'য়ে দিচ্ছিস্ দেশ,
হবে অশেষ খোয়ার বুঝ্‌ছিস গোঁয়ার
পাশ যদি দেয় পাশ মোড়া,
আমাদের কি—নয় ফের হব ঝি,
ঘর ভাড়াতে ঘর যোড়া॥

তৃতীয় দৃশ্য।

দর-দালান।

অঘোর ও ভবতারিণী।

ভব। হ্যাঁগা, তবু এই ঘরের কোণে বোসে মাথা চাপ্‌ড়াতে থাক্‌বে? একবার যেতে পার্‌লে না গতর নেড়ে? আফিস থেকে খেটে খুটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ছো, তা কি বুঝ্‌ছিনে? কিন্তু তবু ছেলে, আর ছেলে বোলে ছেলে উপযুক্ত ছেলে! তাকে থানায় ধ'রে নে গেল শুনে, তুমি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বোসে আছ? আমার বুকটার ভেতর যে কি কর্‌ছে, বুঝ্‌ছো না?

অঘো। বল বল, থাম্‌লে কেন? বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছি, সাহেবের জুতোয় মাথা রেখে গোলামী কোরে তুপয়সা এনে কোনমতে আধপেটা খেয়ে সংসার চালাচ্ছি; এ কি সোজা অপরাধ! এ অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে?

ভব। এই আমি এক কথা পাড়্‌লেই, অমনি কাঁতুমি স্থরে বেউলোর গান আরম্ভ হলো!

অঘো। কেম বল দেখি, রাগ কর গিন্নি? আমি না করেছি কি? এক তো একটা দরজীর দোকানে কুড়ি থেকে আরম্ভ কোরে যাট্‌টা টাকা মাইনে হয়েছে। মাসকাবারে টাকাটা পাই, তোমার হাতে ধোরে দিই! হেঁটে যাই হেঁটে আসি, পিপাসা পেলেও আফিসে এক পয়সার বাতাসা কিনেও মুখে দিই না।

ভব। আর আমি বুঝি জরি বারাণসী পোরেই আছি, আর তুবেলা দশ গণ্ডা বড়-বাজারের সন্দেশ পেটে পুর্‌ছি?

অঘো। হাঁগা, আমি কি তাই বল্‌ছি? তুমি যে কত কষ্ট কর, তা কি আমি জানি না? তুমি এয়োত রাখ্‌বার জন্যে একটু আঁশের গন্ধ নাকে দিয়ে, আমার পাতে, মতির পাতে যে ক'খানি মাছ আছে—সব ঢেলে দাও, তা কি আমি বুঝ্‌তে পারি না? কিন্তু নিজে হাতে কর্‌ছো, খরচটা বোঝ তো?

ভব। বুঝি গো—সব বুঝি। কিন্তু মতি আমার এই উকীলিটী পাশ করতে পার্‌লেই তো সব তুঃখ ঘুচ্‌বে?

অঘো। আর পাশ করেছে! সর্ব্বনাশ হলো! সর্ব্বনাশ হলো! ওঁরা বড় বুড় লোক, কোন অভাব তো নেই, কেউ বা খবরের কাগজ লেখেন, কেউ বা কালেজ করেন। আর অনেকেরই উকিলীতে বড় বড় পসার। এই ছেলে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আমাদেরই সর্ব্বনাশ কর্‌লেন! এই এবারকার হাফ্‌প্রাইজ সেলে আমাদের সাহেবের দোকানে বেশী বাঙ্গালী খদ্দের হয়নি বোলে বড় সাহেব একেবারে আগুন হয়ে আছেন! এই তাল-পাতার কুঁড়ে চাকরীটুকু থাকে না থাকে, তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

ভব। তোমার ঐ সব অমঙ্গুলে কথা! কেন, তুমি কি এই বিলিতী জিনিসের বিক্রী বন্ধ কর্‌ছো যে, সাহেব তোমায় জবাব দেবে? আমার অমন শক্ত ব্যামোর সময়ও কামাই

করা চুলোয় যাক্—তোমার একদিন আফিসে লেট হয়নি। অমনি খামোকা তোমার চাক্‌রী যাবে?

অঘো। আর খামোকা! বলি জেঙ্কিন্স সাহেবটা আছে বোলেই এখনও টেঁকে যাচ্ছি, নইলে সাহেবরা আজকাল বাঙ্গালীর ওপর যা চোটেছে, তাতে পেটের ভাতটা আর কোরে খেতে হবে না! উঃ—ছি ছি ছি—মোতের এত ভরসা করি, সেই মোতেই শেষ আমায় ডোবাতে বসেছে!

ভব। তা—যাও না একবার চাদরখানা নিয়ে, এই কলুটোলার থানা আর কতদূরই বা! একটা জরিমানা ফানা দিয়ে বা জামিন ফামিন হয়ে নিয়ে এস না তাকে ঘরে! আহা, বাছা আমার সেই নটায় দুটী খেয়ে বেরিয়েছে! পেটে তার পর আর জলরত্তিটুকু পড়েনি! ঠাকুরপো গিয়েছে বটে, কিন্তু সে কি তেমন ব্যামোত কোরে সব বল্‌তে পার্‌বে?

অঘো। সে ভয় নেই, কমল এ সব বিষয় বোঝে; যা কর্‌বার, সে সবই কোরে আস্‌বে, আমি যে গিয়ে তার ওপর কিছু বেশী কর্‌তে পার্‌বো, তা বোধ হয় না।

(মতির প্রবেশ)

ভব। এই যে আমার বাবা! আয় বাবা আয়! কোথায় গেছলি? কোম্পানীর লোকের সঙ্গে কি অমনি কোরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে!

মতি। আমি দাঙ্গা-হাঙ্গামা কি করেছিলুম? আমার কোন দোষ ছিল না।

অঘো। তোমার কাকা কোথায়?

মতি। সেই কৌন্সুলি মশায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গেছেন। কৌন্সুলি মশায় আর জনকতক ভদ্রলোক এসে জামিন হয়ে আমাদের ছাড়িয়ে দেছেন।

ভব। বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্—সেই বাছারা আমার, যে না ডাক্‌তে পরের উপকার করে, তার চেয়ে আর বড় লোক কে? হা মতি! আমার কপালে এই ছিল! কর্ত্তা না খেয়ে না দেয়ে তোকে উকিলী পড়াচ্চেন, ভাব্‌ছি,কবে তুই পাগ্‌ড়ী মাথায় দিয়ে পুলিসে গিয়ে এজলাস কোরে বস্‌বি, আর তোকে কি না সেই পুলিসে গেরেপ্তার করে নিয়ে গেল! পাহারোলাতে তোর হাত ধর্‌লে! এই আমাদের বুড়ো বেহারা ভিকু—ওর এক ভাগ্‌নে তো শুনেছি পাহারোলা চাক্‌রী নিয়েছে; কি আশ্চয্যি, কি আশ্চয্যি! যাদের বাপ-খুড়ো আমাদের বাড়ী বাঁসন মাজে, পায়ে তেল মাখায়, তাদেরই ছেলে-পুলে পাহারোলা হয়ে কি না ভদ্দর লোকের ছেলেদের হাত ধরে! হ্যাঁ রে মতি, মার-ধোর খাস্‌নি তো বাবা?

মতি। হাঁ মা! তোমার মায়ের দুধের কি কিছুই জোর ছিল না যে, আমি মার খেয়ে চ'লে আস্‌বো? মনে নেই মা, আমি সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তোমার মাই খেয়েছি, তুমি আমায় কত বোক্‌তে, গাল টিপে দিতে, তবু ছাড়িনি। তোমার সেই দুধের জোরে আমার গায়ে এখন এত বল আছে যে, দুটো পাহারোলাকে—চার্‌টে গোরাকে একেলা হটাতে পারি।

অঘো। হাঁ পার, খুব পার। ঐ গোঁয়ার্ত্তমি কর গে, আর আমার মাথাটী খাও।

মতি। কেন বাবা! আমি কখনও কোন দিন আপনাকে অমান্য করেছি?

অঘো। না, তা করনি। তোমার মত ছেলে পেয়ে আমার বুকখানা দশহাত হয়েছিল! কিন্তু শেষটা কেন বাবা আমার অঙ্গে ধূলা দিতে বসেছো? তোমার আপনার সর্ব্বনাশ কর্‌বার চেষ্টা কচ্ছো, একে তো আমা-

দের সবাই বলে চাষা, তুমি সবে ছিলে আমার একমাত্র আশা, তা খামোকা গোঁয়ার্ত্তুমি কোরে আর পাঁচজনের হুজুগে নেচে শেষটা একেবারে পুলিস-কেসে পড়্লে কেন?

মতি। আপনি তার জন্যে কেন ভাব্ছেন? না হয় আমি দেশের জন্য দুমাস জেল খাট্‌লুমই বা।

ভব। ওরে, জেলে যাবি কি রে, জেলে যাবি কি? তুই অমন কথা মুখে আন্‌লে আমি একদিনও যে বাঁচ্‌বো না।

মতি। এই কান্না সুরু কল্লে বুঝি মা? তা হ'লে আমি এখনি বাড়ী থেকে চোলে যাব। এই জন্যই ত বাঙালীর উন্নতি হয় না।

ভব। ওরে, আমি যে বড় সাধ কোরে বউ আন্‌বো, সব ঠিকঠাক, আর এমন সময় তুই এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লি? পুলিসের হাতে ধরা পড়্লি?

মতি। বউ আনা কি? তুমি কি মনে করেছো, আমি পালেদের বাড়ী বে কর্‌বো? কখনই না!

অঘো। হাঁ রে মতে, বল্‌ছিস্ কি রে? তুই যে বড় বেশী স্বাধীন হয়ে পড়্লি। সব কথা ঠিকঠাক হয়ে গেছে, তারা ঘড়ী ঘড়ীর চেন হীরের আংটী ছাড়া দু'হাজার টাকা নগদ দিতে রাজী হয়েছে, এই ফাল্গুন মাসে বে, আর তুই বল্‌ছিস্, বে কর্‌বো না?

মতি। না, যাঁর কন্যার সঙ্গে আপনারা আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছেন, তিনি একজন স্বদেশদ্রোহী মাতৃ-ভূমির কুসন্তান! কেউ যাতে তাঁর মেয়েকে—

অঘো। আর তুমি বড় সুসন্তান! বেই আমার আজ বাদে কাল রায় বাহাদুর খেতাব পাবেন, একটা মস্ত জমিদার, কত সাহেব তাঁর হাতে, তিনি হলেন স্বদেশের শত্রু, আর তুমি এখনও পাশ করনি, উকিলী পড়্ছো সবে, আর তুমি একেবারে হয়ে গেলে দেশের মহামিত্তির! দেখ্, তোকে এখনও কোন কথা বলিনি—কিন্তু আর না বোলেও থাক্‌তে পারিনে। একবার আমাদের আফিসে গিয়ে দে'খে আস্‌তে পারিস্ যে, এবার হাফ্‌প্রাইজ সেলে বেশী বিক্রী হয়নি বোলে বড় সাহেব বাঙালীদে ওপর কি রকম চটেছেন? চাকরী ত তালপাতোর কুঁড়ে! তার পর তোদের জন্য সে চাকরীটুকুও বুঝি যায়।

মতি। ছেড়ে দাও বাবা চাকরী! আমাদের সুরবংশ কত বড় বংশ! আর সেই বংশে জন্মগ্রহণ কোরে তুমি কি না একটা দরজীর দোকানে গোলামী কর্‌ছো! বিলেতে গেলে ও বেটাদের "রিপুকর্ম্ম" বোলে ফিরি কর্‌লেও পেটের ভাত জুটে না!

অঘো। বড্ড বেড়ে উঠেছিস্ যে! ঐ দরজীর দোকানে চাকরী কোরেই তোকে এত বড়টা কর্‌লুম—বিয়ে পাশ করালুম; আর আজ—

মতি। বাবা, আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি কর্‌লে মহাপাতক হয়, কিন্তু হাত-যোড় কোরে জিজ্ঞাসা করি, কেন আপনি চাকরী করেছিলেন? কেন ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ঘোটুনা-পাড়ার ভিটে ছেড়ে, সেখানকার চাষবাস উঠিয়ে দিয়ে কল্‌কাতায় এসেছিলেন? ঠাকুরমার মুখেতে গল্প শুনেছি যে, আমাদের দেশের বাড়ীতে কত সুখ ছিল, কত লোক অন্ন খেয়ে যেতো, কত পাল-পার্ব্বণ হতো; আর এই কল্‌কাতায় ইংরিজী পোড়ে, দাসত্ব কর্‌তে শিখেই বা আমরা কত সুখেই আছি?

অঘো। সে কথা সত্যি বটে বাবা, সে কথা সত্যি! কিন্তু যা হয়ে গেছে, তা আর ভাব্‌লে কি হবে? আপাততঃ ভাব্‌ছি, তোমার এই পুলিস হাঙ্গামার কথা কা'র

সকালেই তো খবরের কাগজে বেরিয়ে পোড়্বে, তা হ'লে শ্রীচরণবাবু তোমাকে তাঁর মেয়ে দেবার জন্য যা স্বীকার কোরেছেন, সেটার কি কর্বেন, তাই ভাব্ছি, বড়ই ভাবনা।

ভব। আর নগদ ছ' হাজার টাকা, আর তা ছাড়া ঘড়ী ঘড়ীর চন, রূপোর বাসন, হীরের আংটী—

অঘো। শেষ পুলিস-কেস কর্লি, পুলিস-কেস্ কর্লি! শেষ দশায় চাকরীটে থাকে না আর আমার দেখ্ছি।

মতি। নাই থাকুক বাবা! আপনি তো জানেন যে, ছেলেবালা থেকে আমি একটু হাতের কাজ কর্তে পারি, মা জানেন, বাড়ীর যে সব বাসন ভেঙ্গে গেছে, আমি সব নিজে হাতে রাংঝাল দিয়েছি; আপনার খাটের খুরো যখন ভেঙ্গে যায়, ছুতোর পাওয়া যায়নি, আমি নিজে হাতে তা মেরামত কোরে দিয়েছি, জ্যোতেকে কত কলের খেলনা কোরে দিয়েছি! আপনাদের দু-জনের পায়ে ধর্ছি, আমায় অনুমতি দিন— যে আমী উকিলী একজামিন দেব না। যাতে ভায়ে ভায়ে দেশের লোকে লোকে ঝগড়া বাড়ান যায়, সে ব্যবসা আমি কর্বো না। আমার ইচ্ছে হয়েছে, বিজ্ঞান শিখে শিল্পের উন্নতি কর্বো। আমি শেলাইদার ঠাকুরদের এষ্টেটের ম্যানেজার বামাচরণ বাবুর তাঁত দেখেছি, শ-বাজারের অনুকূল মল্লিক যে নূতন তাঁত করেছেন, তাও দেখেছি, আর আপনার বন্ধু জহর কাকার তোয়েরী ভাল তাঁত দেখেছি; এই সব দে'খে শুনে আমার মাথায় এমন সব তাঁতের চরকার আইডিয়া এসেছে যে, তা কর্তে পার্লে বিলিতী সেলাই কলের মত আমাদের মেয়েরা ঘরে ঘরে কার্পেট বোনা ছেড়ে বাড়ীর ব্যবহার্য্য কাপড় তোয়েরী কর্তে পার্বে, আর ঘরে ঘরে সুতো তোয়ের হবে।

(নরেনের প্রবেশ)

নরে। মোত্দা, মোত্দা, বাড়ী এসেছো ভাই?

ভব। কি নরেন, তুইও এই হাঙ্গামে পড়েছিস্ না কি?

নরে। আমি পড়েছি! আমি থাক্লে কি মোত্দাকে ধোরে নে যেতে পার্তো! আমরা দু' ভাই ঘুঁষি বাগিয়ে দাঁড়ালে পঁচি-শটে লোকের মওড়া নিতে পারি।

অঘো। নাও, একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর! দেড় বছর ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগ্লি, এখন একবার পালোয়ানী দেখ।

নরে। আজ্ঞে, আর আমার সে অবস্থা নেই; এখন আমি রোজ স্যাণ্ডো করি, এই বুকের ছাতি দেখুন, এই হাতের গুলি টিপুন, যেন লোহা।

অঘো। যা যা, ঢের দেখেছি।

নরে। কি বলেন মেসো মশাই, আপনারা ছেলে ছেলে কোরে আমাদের সব উড়িয়ে দেন; কিন্তু এই যে স্বদেশী অনুরাগ—এ জাগিয়ে দিলে কে? এ বজায় রাখ্ছে কে? আমরা না খেয়ে, না দেয়ে প্রাণপাত কোরে খাট্ছি, তবে ত দেশী জিনিসের কাট্তি বাড়্ছে! আমরাই সব কর্লুম, আর মুরু-ব্বীরা বলেন, ছেলেদের অত বাড়াবাড়ি কেন?

অঘো। তা দেখ নরেন, আমরাও বুড়ো হয়ে জন্মাইনি, একদিন ছেলে ছিলুম; বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম্ম হোলে ছেলেরাই নিমন্ত্রণ কর্তে যায়, ছেলেরাই বাড়ী সাজায়, অভ্যা-গতের যত্ন করে, পরিবেশন করে, চাকর-বাকর কম থাক্লে আপনারা হাতে কোরে এঁটো পর্য্যন্ত ফেলে; মুরুব্বীরা রোসে

বোসে তামাক টানেন, আর হুকুম করেন বই ত নয়; কিন্তু তা বোলে কাকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে, কাকে না হবে, কোন্ এক-ঘোরেকে জাতে তুল্‌তে হ'বে, কাকে এক ঘোরে কর্‌তে হবে, সে বিষয়ে কি ছেলেরা এসে কর্ত্তাদের উপর কথা চালাবে?

নরে। তা কি আমরা করি? আমাদের সব লীডার আছেন, তাঁদের কথা শুনে চলি।

অঘো। ওই বাবা ওই, ওই লীডার নিয়েই গোলমাল! এই সংসারেই দেখ্‌তে পাই যে, কোন ছেলে বাপ-ঠাকুরদাদার কথা শুনে চলে, তাঁরাই হলেন সেই ছেলেদের লীডার; তাঁরা ছেলেদের ভালবাসেন, স্নেহ করেন, কিসে তারা লেখা-পড়া শিখে কাজ-কর্ম্মের উপযুক্ত হয়ে মানুষের মত হয়, তারই চেষ্টা করেন; আর এক রকম লীডার আজকাল হচ্ছে দেখ্‌ছি যে, তাঁরা ছেলেদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না রেখে আপনারা কিসে হাল্‌ফিল্ ক্ল্যাপ্ পাবেন, তারই আশায় গরম গরম লেক্‌চার দিয়ে আপনাদের নাম জাহির কর্‌বার চেষ্টা করেন।

ভব। তা বল্‌তে কি, এই যে তোমাদের গোলমাল হচ্ছে, এর জন্য আমাদের বাছা-রাই ত প্রাণপাত কোরে খাট্‌ছে।

মতি। একশোবার, একশোবার, আমি বরং আপনাদের ভয়ে যতটা ইচ্ছা, ততটা কাজ কর্‌তে পাচ্ছিনে।

অঘো। মতি, দেখ বাবা, যাতে আমার চাকরীটীর হানি না হয়, তা করিস্, কিন্তু তোদের আদত কথায় আমার সম্পূর্ণ মত আছে; শোন্, আমার পরামর্শ একটা শোন্; তোদের ওই যে সুরেন বাঁড়ুয্যে ত সব দিক্ বজায় রেখে কাজ করে, ওর কথাটী শুনে চলো, আমি কিছু বল্‌বো না, নইলে আজকাল অনেক নূতন এসে গরম গরম কথা কয়ে তোদের ক্ষেপিয়ে দেয়; ওইটাতেই আমি কেমন নারাজ। অবশ্য, হয় তো তাঁদের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু কোন্ গড়িনে কতটুকু পা'ন দিতে হয়, সেইটী বোঝেন না।

ভব। শুন্‌লি নরা, শুন্‌লি মতে, কর্ত্তা কি বল্‌ছেন? উনি যা বল্‌ছেন, তা শোন্, ও সব হৈ চৈ ছেড়ে দিয়ে আপনাদের পড়া-শুনো কর্।

নরে। মাসী মা, সকল কর্ত্তব্যের আগে কর্ত্তব্য মাতৃ-সেবা করা, আমরা আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির সেবা কর্‌ছি।

মতি। এই মা এই—বুঝ্‌তে পেরেছো? নরেন যা বলেছে, বুঝ্‌তে পেরেছো? এর চেয়ে আর কিসে বেশী পুণ্য হ'তে পারে?

ভব। আচ্ছা বেশ, আমি ত তোর মা, তুই ত আমার সেবা করিস্, আমিও আশীর্ব্বাদ করি; কিন্তু তুই যদি আপনার পড়া-শুনো কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে দিন-রাত আমার পায়ে হাত বুলোস্, আর পাকা চুল বেছে দিস্, তা হোলে কি আমি বেশী সুখী হই?

মতি। সহজ অবস্থায় নয়, কিন্তু মা, তোমার যদি ব্যায়ারাম হয়, তা হোলে কি আমার উচিত নয় যে, কলেজ-টলেজ বন্ধ কোরে দিনরাত তোমার কাছে বোসে সেবা-শুশ্রূষা করি? তেমনি—আমাদের বঙ্গমাতা-রও এখন সেই সঙ্কটাপন্ন পীড়ার অবস্থা; এখন আমার পড়া যাক্, কর্ম্ম যাক্, ভবিষ্যতের ভাবনা যাক্, প্রাণপাত কোরে মায়ের সেবা করি, মাকে আরাম করি, মাকে বাঁচিয়ে তুলি; তার পর আবার আপনার কাজে মন দেবো। মা! তুমি মর্‌বে, আর আমি সে দিকে দৃক্‌পাত না কোরে কি কোরে উকিলীর সাম্‌লা মাথায় দেবো, তারই জোগাড়ে থাক্‌বো?

নরে। বেশ বলেছো মতি দা, বেশ বলেছো, যদি জন্মভূমিকে সত্যই আপনার মা'র মত মা বোলে ভাবি, তা হ'লে মাসীমার জন্যে তুমি যা কর, বঙ্গমাতার জন্যও তাই করা উচিত।

(নেপথ্যে) দাদা, একবার বাইরে আসুন, কৃষ্ণবাবু এসেছেন, পুলিসের উকিল কৃষ্ণবাবু।

ভব। যাও যাও, কি হলো সব ভাল কোরে বুঝে এসো। মতি! তুই যাস্‌নে, বাড়ীর ভেতর আয়, নরাও আয়, জলটল খা'সে; সমস্ত দিনটা অমনি গেছে।

চতুর্থ দৃশ্য।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—হেদোর ধার।

(গীত।)

মুচিগণ—

বাবুদের জুতিটী ছিঁড়িয়ে গেলে কি হোবো।
এই মুচি বোলে ডাক্‌লে হামায়
কথাটী আর না কোবো।
বষ্টক্, ডসন্, ল্যাড্রিমার,
তাদের মুখে ঝাড়ু মার,
আর তো ও জুতিটী ভাই
সিলাই কোর্‌তে না লোবো।
মোরা ভাই ব্রাদার সব বানায় জুতি আচ্ছা,
পরক কোরো কোন্‌টা ঝুটা,
কোন্‌টা আসল সাঁচ্ছা,
বাল্-বাচ্ছা না খুনী হোয়
দামটী ফেরত দোবো।
আগর নাহি মিলে রোটী,
তব্ ভি থসম নাহি টুটি,
বেলাতিজুতি মেরামতিসে রাজী নাহি হোবো।
ডবল ডবল মজুরি দিলেও
সুঁইটী নাহি ছোঁবো॥

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

থ্রেড্ নিডিল্ কোম্পানীর দোকানের সম্মুখ।
মিষ্টার থ্রেড নিডিল্।

থ্রেড। I say, jenkins, jenkins!

জেঙ্কি। Yes Sir?

(জেঙ্কিন্সের প্রবেশ)

থ্রেড। Have you spoken to the Babus?

জেঙ্কি। Yes, I was সম্‌জাওয়িং them.

থ্রেড। Dam your সম্‌ওয়াজিং give them a bit of our mind. You know I am a plain blunt man, as straight as my tape, and as sharp as my scissors. Hang your সমজাও, and tell them ii নকরি চাও নিমক্ খাও, নেহি তো আফিস সে চলা যাও একডম। I shall be in my roome, I give you ten minutes, to come and report me.

[থ্রেড নিডিলের প্রস্থান।

জেঙ্কি। The boss is wild and I am in a pretty fix.

(হামিদ্ ওস্তাগরের প্রবেশ)

হামিদ্। জেঙ্কু সাহেব! এ ব্যাপারটা হোতে লাগ্‌ছে কি? বোড়ো সাহেব তো ছ্যাখ্‌লাম, মু খানা একেবারে সাঁত্‌রাগাছির ওলের মত লাল কোরে আমাগোর সেলাই-খানার ঘরের মধ্যি দিয়ে চলি গেলেন। সফরদ্দি ওস্তাগরের কোল থেকে তার পায়ের গুঁতা লেগে কল্‌টা উল্টাইয়া পড়্‌লো, তা খেয়ালই কর্‌লো না।

জেঙ্কি। আরে হামিদ্ ওস্তাগর, হাম তো বড় মুস্কিলে পড়্‌চি। বড়া সাহেব হামাকে

বোল্‌চে যে, এই সিজিনের হাফ্‌ প্রাইজ সেলে বাঙ্গালী খরিদ্দোয়ার দু একটা বই আস্‌লো না; দোকানকা সব শালা বাঙ্গালী কেরাণী লোক.কো—বোলো—যে, টোম-লোককা কসুর সে এ্যায়সা হুয়া।

হামিদ্‌। কেনে জেঙ্কু সাহেব! কেরাণী বাবুগোর কি কসুর? ওনারা তো আপনা-গোর ছাপানো চেটীর ওপর লাল কেতাব দে'খে নাম ল্যাখেন্‌ বই তো নয়। খদ্দের তো আর ও'রা পাক্‌ড়া কোরে আন্‌তে পারেন না।

জেঙ্কি। বড়া সাহেব বোল্‌চে যে, ঐ শালারা—সোয়াদেশী সোয়াদেশী কর্‌কে ভালা কোরে নাম লেখেনি, তাই বিক্রী এক-ডম.বন্‌ধ্‌ হোয়েছে। বুঝ্‌লো হামিদ্‌ ওস্তাগর?

হামিদ্‌। ইটী বাবুগোর ওপর জুলুম হইচে, সে বেচারারা কোর্‌বে কি?

জেঙ্কি। টোম বুঝ্‌চে না হামিদ! ওই যে ১৬ই অক্টোবর সব বাবুরা খালি পায়ে আফিসে আস্‌ছিল,—আউর্‌—আবি বিলাতী ধুতী লংক্লথ্‌ ছোড়িয়া দিছে, এস-ওয়াস্তে বড় সাহেব বোল্‌চে—ও লোক সব বিগ্‌ড়ায়েছে।

হামিদ্‌। জেঙ্কু সাহেব! তোমারে সক-লেই ইচ্ছোৎ ত্যায়, ভালবাসে, তুমি দেখো যে বাবুগোর রুটীটে মারা যায়! মুই য্যাহোন্‌ যাই। মিস্‌ মেলিনের গউন্‌টা ঠিক হোয়ে গেছে, আয়রণ করিয়ে প্যাক্‌ করিয়ে দিই গে।

জেঙ্কি।(what am I to do!) হোয়াট অ্যাম আই টু ডু? হামার মার মাটী ছিল, ডেশী সাদী কোর্‌লো নেমক মহলের সাহেব জেঙ্কিন্স কো, বাস্‌, হাম একেবারে ব্রিটিস্‌ বরণ্‌ ফিরিঙ্গি হোলো, আবি হামার মামুর ব্লড বোলে টোমারা হিন্দুষ্টানকা ভালাই করো, নেটিভ্‌ লোককো ভাই বোলো। ফিন্‌ড্যাডের ব্লড বি চুপ থাকে না, ও বোলে নেটিভ্‌কো হেট্‌ করো, বুট মারো, আউর আপ্‌নার গ্রাণ্ড মামা বাত কোইকো না বোলো। লেকিন্‌ হাম কয়া করে, কেয়া করে? ইংরাজী নাম, ইংরাজী পোষাক, ইংরাজী বুলি, ইংরাজী খানা হাম আচ্ছা চাল্‌মে হ্যায়। সব কোই হামকো সেলাম করে, রেল গাড়ীমে যাতা, হাম্‌কো ওয়াস্তে থার্ড ক্লাস মে ভি 'ইউরোপীয়ান্‌স্‌ ওন্‌লি' কামরা মজুত হ্যায়। সব ভাল আছে, তবভী কেমনটী হোচ্ছে! হামি বাঙ্গালীকে বেইজ্জোত কর্‌তে পারি না। বাঙালা হামারঘর, বাঙালামে হামার পয়দা, দেখে কেয়া করে? (নেপথ্যে দেখিয়া) অগোর বাবু স্বুয়ার— অগোরে বাবু স্বুয়ার!

(অঘোরের প্রবেশ)

অঘো। কি সাহেব, একশবার স্বুয়ার স্বুয়ার কর কেন? আমি কতবার বলেছি, আমাদের পদবী স্বুয়ার নয়; অঘোরনাথ সুর।

জেঙ্কি। ও ছোড়িয়ে দে না বাবা, ছোড়িয়ে দে না। স্বুয়ার কি খারাব চিজ্‌?

অঘোর। কি বল্‌ছিলে, এখন বল সাহেব।

জেঙ্কি। বড়া সাহেব তো বড় ক্ষেপিয়ে গিয়েছে। বোলে পঞ্চাশ ষাট্‌টো বাঙ্গালী কেরাণীকো হামি রোটী দিচ্ছে, ডেরশো বাঙ্গালী দরজীকো টলব দিচ্ছে, টবভি এ শালা বাঙ্গালী লোক সেপটেম্বর কা হাফ্‌ প্রাইজ সেলে কিছু কিন্‌লো না।

অঘো। কিন্‌লো না কি সাহেব? শ্রীচরণ-রঞ্জন বাবু ত দুহাজার টাকার ওপর জিনিস নিয়ে গেছেন, তিনি বোল্লেন যে, আমার এত দরকার ছিল না; তবু অন্য খদ্দের বেশী নাই বোলে আমি এত নিচ্ছি। এই ভাবুন না, তাঁর বাড়ীর মেয়েরা তো জ্যাকেটটা আর্সটা

বেশী পরেন, কিন্তু গাউন তো আর পরেন না, তবু তিনটে টি গাউন আর পাঁচটা মর্ণি গাউন্ নিয়ে গেছেন, তা ছাড়া চারটে শ্লিপিং সার্ট। আর গোলাম উল্লা সাহেব তো প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মাল নিয়ে গেছেন, আর হাজার আষ্টেক টাকার অর্ডার দিয়ে গেছেন। আর আমার নিজের পিস্তুতো ভাই তিনকড়ি ঘোষ—তিনি ৪০ টা টাকা বই মাইনে পান না, তবু এই গেল শুক্রবার দিন এসে ঐ যে ঘুঘুডাঙ্গার রেলের ধারের উলুফুলগুলো তুলে আনিয়ে আমরা যে বাস্কেট সাজিয়ে রেখেছি, তার দুটো দেড় টাকায় নিয়ে গেছেন। আজকালকার ব্যাপার বুঝে এ সব খোদ্দেরের নাম ক্যাস-বোয়ে টুকে রেখেছি।

জেঙ্কি। লেকিন্ বড়া সাহেব বোলে, টোমরা নিজে কেন বিলাতী কাপড় পোর্‌্‌ না।

অঘো। কর্‌বো কি সাহেব, কর্‌বো কি! পাড়ার লোকে নিন্দে করে, ছেলে-পুলেরা পায়ে ধ'রে কাঁদে—যে বাবা, আর ও পোরো না। এমন কি সাহেব, আপনাকে বলি—আপনি আমাদের বাঙ্গালীদের উপর নেক্ নজোর করেন, আপনার কাছে গোপন কর্‌বো না, বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত বিলাতী জিনিস ব্যবহার করলে আমাদের গায়ে থুথু দেয়।

জেঙ্কি। অঘোর স্থয়ার—

অঘো। আবার স্থয়ার ?—

জেঙ্কি। মাপ্ কর বাবা, মাপ্ কর; অঘোর সোর! হামার মুস্কিলটী হোলো; দুটী ডিঙ্গিতে আমার পা হোয়েছে। সেই যে এক-বার টোদের রাজার বাড়ীটে যাট্রা শুনিয়ে-ছিল যে, "শ্যাম রাখি কি কুল্ রাখি"—হামার দশাটী ডেখ্‌ছি টাই হোলো।

অঘো। সাহেব! তোমায় আমরা ভাল-বাসি, তুমি মানুষ বড় ভাল; তুমি এখন কুল্-টুল্ ছেড়ে দাও, ঐ শ্যামই রাখ।

(দ্রুতপদে নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতা। ও স্থর মশাই! শীগ্‌গির আস্থন না, মিসেস্ গুপ্তা অনেক কাপড় কিনেছেন; তিনি টাকা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। বিল্‌টা ঠিক কোরে দিন এসে।

অঘো। চল চল যাচ্ছি। (জেঙ্কিন্সের প্রতি) সাহেব, আমি যাই, বিল্‌টে ঠিক কোরে দিই গে। আপনি বড় সাহেবকে বল্‌বেন, একটু ঠাণ্ডা হয়ে চোল্‌তে—দিন কতকের জন্য একটু ঠাণ্ডা হয়ে চোল্‌তে, তা হ'লে সব মিটে যাবে।

জেঙ্কি। আরে স্থয়ার বাবু, টোম্ কি জানে!—হামাডের বড়া সাহেব—হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ—সেই সাহেবের বুঝ্‌লি টো—সেই সাহে-বের ছেলিয়াটীর সাঠে আপনার বহিনটীর সাডি দিয়েছে। সে বোলে, যে টোমার বাঙ্গালী ঠিক্ না হোয় টো পিছে বুল্‌ডগ্ ছোড়িয়ে ডেবে।

নিতা। অঘোর বাবু, আপনি শীগ্‌গির আস্থন। গুপ্তা বিবি একে মেম্—তায় বাঙ্গালী মেম্, বড়ই রাগ কর্‌ছেন।

অঘো। চল যাই।

[অঘোর ও নিতাইয়ের প্রস্থান।

জেঙ্কি।— (গীত।)

হামি এখন কি কোরে কি কোরে।
ঢরম যডি চাই, বাঙ্গালী মেরা ভাই।
আবার ইংরাজী ঢাজ—ইংরাজী সাজ—
ইংরাজী রাজ মাঠার উপরে॥
হিণ্ডু মুসলমান্ হামার সাঠ খায় না কভি খানা,
খাস্ ব্রিটিস্ টেবিল্‌মে মেরা যীনা মানা,
টেরিঙ্গী বিলাটী ফিরিঙ্গী বোল্‌কে
চাল্ ডালে সব জোরে।

টিক্ টিক্ নক্‌রি গোলামী না চাই,
বাঙ্গালীকো বোলেঙ্গে আপনা ভাই,
খাঁটি ইংরাজ-নারাজ হামারা পর—
হাম রহেঙ্গে বাঙ্গালী ঢোরে ॥

(মতি ও কতকগুলি ছাত্রের প্রবেশ)

ছাত্রগণ। (সমস্বরে)—
সবাই আমরা কোলে লব তোমায় আদরে ॥

(মিসেস্ গুপ্তা ও কাপড়ের প্যাকেট লইয়া নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতা। জমাদার, গাড়ী বোলাও, গাড়ী বোলাও, সাম্‌নে লেয়ানে বোলো।

নেপথ্যে। কিস্‌কো গাড়ী ?

নিতা। মিসেস্ গুপ্তা বোলো, গুপ্তা বোলো।

নেপথ্যে। গোফ্‌তা মেম সাহেবকা গাড়ী—গোফ্‌তা মেম্ সাহেবকা গাড়ী।

মতি। মা! আপনাকে যে আমাদের বাঙ্গালী দেখ্‌ছি, আপনি এখানে? আপনি এই ইংরেজের দোকানে বিলাতী জিনিস কিন্‌তে এয়েছেন ?

গুপ্তা। কেন, তাতে হয়েছে কি ?

মতি। আমরা তবে কার জোরে, কার উৎসাহে উৎসাহিত হব ?

গুপ্তা। কে তোমরা ?

১ম ছাত্র। আমরা কেউ নই মা, আমরা গরিব ছাত্র।

গুপ্তা। তা—ছাত্র তো—তোমরা কলেজে যাওনি ? এ সব কি কোরে এখানে ঘুরছো ?

মতি। না মা, আমরা কলেজে যাই ; কিন্তু বুঝ্‌ছি—যে কলেজে পড়ে একজামিন্ পাশ্ কোরে অর্থোপার্জ্জন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমরা ছাত্র ; কিন্তু ছাত্র হলেও মনুষ্য, এবং এই বঙ্গমাতার সন্তান। মনুষ্যত্বের এবং মাতৃপূজারও একটা কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আছে। তাই আমাদের কতকটা অবসর-সময় আমোদ-ক্রীড়া বা আলস্যে না দিয়ে মায়ের পূজায় ক্ষেপণ কর্‌তে প্রতিজ্ঞা কোরে ব্রত গ্রহণ করেছি।

নিতা। ওহে বাপু, সর সর, পথ ছাড়, মেম্ সাহেবের জিনিসপত্র সব গাড়ীতে তুলে দিই।

২য় ছাত্র। মেম্ সাহেব ?—মেম্ সাহেব কি রে কালামুখো বাঙ্গালী ? দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে—উনি আমাদের মা—বাঙ্গালী মা।

গুপ্তা। (now look here you yonng men if -) নাউ লুক্ হিয়ার ইউ ইয়ং মেন্, ইফ্—

মতি। ও মা! আপনার পায়ে পড়ি—আপনার দুটী পায়ে পড়ি, বাঙ্গালায় কথা কোন আমাদের সঙ্গে ; মা গো! আমাদের গর্ভধারিণীর স্তন্যক্ষীরের সঙ্গে যে ভাষা আমরা বল্‌তে বুঝ্‌তে শিখেছি—আপনি মা সেই ভাষায় কথা কোন্।

নিতা। এই জমাদার! কাঁহা গিয়া, হটায় দেও সব ভিড়।

মতি। চুপ্ ছোট লোক, পোনের টাকার গোলাম! লজ্জা করে না তোর ? আপনার মাকে আপনি অপমান কর্‌ছিস্, আপনার দেশের ভায়েদের অপমান কর্‌ছিস্ ?

নিতা। কি মা—মা কর ? মা তো আমার অনেক কাল ম'রে গেছে। আর ভায়েরা ? আ মরি মরি!—আমি এই সমস্ত দিন খেটে খুটে নিয়ে যাই—এক ভাই বাতে প'ড়ে আছেন, আর এক ভায়ের গৃহিণী, তাদের আমি বোসে বোসে খাওয়াই! আ—ভারী আমার দেশহিতৈষী এসেছেন গো!

১ম ছাত্র। দেবো না কি হতভাগাকে বন্দে মাতরং কোরে!

মতি। না না শরৎ, থামো থামো, ওর বিদ্যে বুদ্ধি বা কতটুকু, আক্কেলই বা কি?

নিতা। আক্কেল ঢের আছে, কালেজে পড় আর কার সঙ্গে কথা কচ্ছো জান না? মেম্ সাহেবকে চেনো? ইনি আমাদের বরাবরের খদ্দের—আমি জানি; ইনি তোমাদের বড় কালেজের প্রোফেসার গুপ্ত সাহেবের মেম।

ছাত্রগণ। অ্যাঁ!—

নিতা। আবার অ্যাঁ কি? আমায় মার্‌তে এসো! এই গুপ্ত সাহেব, গুপ্ত সাহেব! আজ প্রোফেসার আছেন, দু দিন পরে কেসিয়ার হবেন!

ছাত্রগণ। মা—

গুপ্তা। কেন আপনারা আমাকে বাধা দিচ্ছেন? আপনারা কলেজে পোড়্ছেন, জানেন—যে প্রতি মনুষ্যেরই স্বাধীন ইচ্ছাচালনার ক্ষমতা আছে। আমার যা ইচ্ছা, আমার যা আবশ্যক, সেইমত আমি দ্রব্য সংগ্রহ কর্‌বো, তাতে কাহারও বাধা দেবার অধিকার নেই!

১ম ছাত্র। মা মা, আপনি আমাদের গুরুপত্নী! আপনাতে আর আমাদের গর্ভধারিণীতে কোন পার্থক্য নাই; আপনার সঙ্গে তর্ক কর্‌বার অধিকারও আমাদের নাই। তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, দেশীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রাণপণে সাহায্য কর্‌বো, দেশের দাসত্বে জীবন উৎসর্গ কর্‌বো। আপনি মা, জননী, গুরুপত্নী, দেশের আদর্শরূপিণী! আপনাকে আর অধিক কিছু বোল্‌তে পারি না; কিন্তু—

(অন্য সকলের প্রতি)

এসো ভাই সকল, এসো—এই দোকানের সাম্‌নে আমরা শুয়ে পড়ি, মা আমাদের ঐ বিলিতী জিনিস নিয়ে আমাদের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে চোলে যান। মার সঙ্গে আমরা জোর কর্‌তে পারিনে, মার কাজে আমরা বাধা দিতে পারিনে, কিন্তু মার পায়ে রক্ত দিতে—প্রাণ দিতে তো পারি।

(সকলের শয়ন)

নিতা। সইস, সইস, ঘোড়া হটায় লেও, ঘোড়া হটায় লেও, আদ্‌মী খুন হোগা।

গুপ্তা। বাবা, বাবা, ওঠ, ওঠ, বাবারা আমার, ছেলেরা আমার, ওঠ। উঃ! তোদের প্রাণে দেশের জন্যে এমন মমতা জেগে উঠেছে রে! ছেলে তোরা—আমায় শিক্ষা দিলি আজ! নাও বাবা, ওঠ—উঠেছিস্?

ছাত্রগণ। মা—মা, উঠেছি, উঠেছি, কি আজ্ঞা কর্‌বেন করুন।

গুপ্তা (নিতায়ের প্রতি) তা দেখ, ছেলেরা যখন এতটা বারণ কর্‌ছে, এ কাপড়চোপড় তোমরা রেখে দাও।

নিতা। আপনি বল্‌ছেন কি? তা কি কখন হ'তে পারে? এ রুল্ রেগুলেসন, রোটেসন, কোটেশন, এডিসন, সবট্রাক্‌সন্, এষ্টাবিলস্‌মেণ্ট্, গবর্ণমেণ্ট আর তার উপর আমাদের বড় সাহেবের হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ।

মতি। এই থাম্ না ব্যাটা, কি ফ্যাচ্ ফ্যাচ করিস্?

নিতা। অ্যাঁ, ফ্যাচ ফ্যাচ বই কি? আর আমার চাক্‌রীটী গেলে কা'ল এসে দুরখাস্ত দিন!

ছাত্র। (Take care you scoundrel) টেক কৈয়ার ইউ স্কাউণ্ড্রেল।

গুপ্তা। চুপ্ কর বাবা চুপ কর, (নিতায়ের প্রতি) আপনারা এ ফিরিয়ে নিতে পারেন না?

নিতা। নো নেভার, নো রুল্ ইওর লেডিসিপ, ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জি, পি এন ওআর, হোরমিলার, অর এনি সিপ।

গুপ্তা। থাম থাম। (ছাত্রগণের প্রতি) বাবা!

ছাত্র। মা!

গুপ্তা। এই সমস্ত প্যাকেজগুলি নাও, তোমাদের হাতে দিলুম, যা ইচ্ছে তাই কর গে। 'আমারও গর্ভের সন্তান আছে, তোমরাও আমায় আজ 'মা' বোলে ডাক্‌লে, আমি ঈশ্বরের নাম কোরে, বঙ্গমাতার নাম কোরে বল্‌ছি যে, তোমরাও আমার সন্তান। তোমাদের নাম কোরে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি যে আমি আজ থেকে আর যথাসাধ্য আমার বাড়ীতে বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার হ'তে দেবো না।

ছাত্রগণ। মার জয়—মার জয়!—আমাদের গুরুপত্নী মার জয়!

গুরু। না বাবা! আমার জয় নয়, বল তোদের স্নেহের জয়, তোদের মাতৃভূমি-ভক্তির জয়, বঙ্গমাতার জয়, ধর্ম্মের জয়।

ছাত্রগণ। বঙ্গমাতার জয়! ধর্ম্মের জয়! আমাদের গুরুপত্নী মার জয়!

গুপ্তা। আশীর্ব্বাদ করি, বাবা! এখন আমি আসি।

ছাত্র। না মা, এই আমাদের সর্ব্বনেশে বিদেশী বস্ত্র তোমার সাম্‌নে পোড়াব, এর সৎকার কর্‌বো, তুমি দে'খে যাও মা!

(বস্ত্রাদি প্রজ্বালিতকরণ)

(মায়ার প্রবেশ)

মতি। মা! আপনি কে?

মায়া। আমি মা, আর কেউ নই।

(গীত)

ওগো তোরা আলো কর্ বঙ্গদেশের মুখ।
চেয়ে তোদের পানে আমার যেন
বাড়্‌ছে দশ হাত বুক॥
ওরে আমার মায়ের বাছা সব,
শুনে তোদের 'মা মা' বোলে রব,
কব আর কেমন কোরে
আমার মনে হচ্ছে কত সুখ॥
কিন্তু হাত ধ'রে মানা করি বাপ,
পুণ্যের ভারতে আর এনো না'কো পাপ,
নিজের কড়ি পুড়িয়ে দিয়ে
আর বাড়িও নাকো দুখ॥
ময়লা সারে ফসলটা বেশ ফলে বটে ক্ষেতে,
কিন্তু ফসলটা বই ময়লাটা আর
নেয় না তো কেউ খেতে;
তেম্‌নি জন্মেছে বিরাগ সারে যেই অনুরাগ,
যত্নে রাখ তারে বুকে কোরে সব সোহাগ,
স্বদেশীতে মন দাও বেশী কাঙাল
বাঙ্‌লার দুঃখ ঘুচুক॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাস্তা।

(গীত।)

চুড়িওয়ালীগণ—

(আর) বিক্‌লো মা বিলাতী
চুড়ি বিলাতী চুড়ি।
সলায়ে কলায়ে কেত্‌না ভুলাওয়ে
তভি না বোলাওয়ে বাঙালী
ছুঁড়ী বাঙালী ছুঁড়ী॥

৯। বেরংকে চুড়ি ফুকারকে
ফিরি পাড়া পাড়া,
কড়েকে সওদা নেহি হোতা
কোহি না দেয় সাড়া,
বল্‌কে তাড়া দেয় লেড়্‌কা
লোক বলে তোড়েঙ্গে ঝুড়ি॥
খালি বুলি, লে আও রুলি—
লে আও সফেদ্ শাঁকা,
ঝুড়ি ভর্‌কে দেশী জল-চুড়ি,
নেহি ফিক্ দেও তেরি ঝাঁকা,
(মেরি) দেশকা টাকা দেশ্‌মে
রহেঙ্গে পায়েঙ্গে দেশ্‌কা মুড়ী।
হট্‌য়া হট্ যা হাটুরিয়া
পরদেশী দুষ্‌মন মুখপুড়ী॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

—*—

দরদালান।

(গীত।)

বালকগণ—

মা! আমায় হাঁট্‌তে শেখাও হাত ধ'রে।
ঐ ঝি মাগী মা কর্‌লে খোঁড়া
আগা গোড়া কোলে কোরে॥
আমি 'মাঁ মা' বলে হামা দিয়ে
তোর ঘরেতে গেলে,
বেটী ছুটে এসে টুটি টিপে বলে দুষ্ট ছেলে,
আর কোলে তোলার ছলে ওগো
টিপ্‌নি দেয় মা অন্তরে॥
খাব না ঐ বাগ্‌দী বেটীর মাই (আর),
তোমার হৃদয়-ক্ষীর মা চাই—
সবাই আমরা ভাই বোনেতে
খেল্‌ব খাব তোর ঘরে॥
ঝি বেটী দেখায় জুজুর ভয়,
কত একানোড়ে ভূতের কথা কয়,
আবার বলে মায়ের আছে ক্ষয়ের ব্যামো,
তার কোল ছুঁলে গো ছেলে মরে॥
ও বেটী মা নিশ্চয় হবে ডান,
নইলে কেন দেখায় মায়ের চেয়ে টান,
বেটীর মনে আশা, মানুষ কোরে
রক্ত খাবে এর পরে॥
মা আমার একটু পায়ে হ'ল বল,
আর ধর্‌বো না আঁচল,
তোমার দুঃখ ঘুচাব মা নিজে
মাথায় মোট কোরে।
অলস-বিলাস ছেড়ে মা গো পূজ্‌বো,
তোমায় প্রাণ ভোরে॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বহির্ব্বাটীর বারাণ্ডা।

(শ্রীচরণরঞ্জন বাবু ও সেবকরাম।)

শ্রীচরণ। আরে রেখে দাও, রেখে দাও, ও পোড়াদহের কথা থো কর, আমাদের নিজের পাশডাঙ্গা গ্রামের কথা বল। সেখানে এ সব হাঙ্গামা হচ্ছে না তো?

সেবক। আজ্ঞে, সেই হেডমাষ্টার অবিনাশ বাবু কতক চেংড়া ছোঁড়া নিয়ে গোল বাধাবার চেষ্টা করেছিলেন, তা সে সব খুব দমন করা গেছে।

শ্রীচরণ। কি রকম—কি রকম?

সেবক। আজ্ঞে, ঐ চেংড়াগুলো অবি-

নাশ বাবুর কথায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাজারে ঘুর্‌তো আর যে সকল ব্যক্তি বিলাতী কাপড় কি চিনি কি লবণ খরিদ কর্‌বার জন্য যেতো, তাদের পায়ের তলায় পোড়ে চীৎকার কোরে বোল্‌তো, দেশী দ্রব্য লয়েন, বিলিতী খরিদ কর্‌বেন না।

শ্রীচরণ। ওই চেংড়াগুলো?

সেবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ চেংড়াগুলো। বেটাদের এমন স্পর্দ্ধা বেড়েছে যে, বড় বড় ভদ্রলোকের পায়ে অনায়াসে জাপ্‌টে ধরে, আর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বলে যে, বিদেশী দ্রব্য খরিদ করেন তো আমরা আপনার পায়ের তলায় প্রাণত্যাগ কর্‌বো।

শ্রীচরণ। এ কি—হলো কি?—এ যে অরাজক! তুমি আমার আজ্ঞা প্রচার কর নি?

সেবক। প্রচার করিনে হুজুর! আমি মুন্সী মশায়কে দিয়ে বড় বড় এস্তাহার লিখিয়ে নিয়েছি যে—প্রবল-প্রতাপ শ্রীশ্রী-হুজুর শ্রীচরণরঞ্জন পাল বাহাদুরের হুকুম—যে আমাদের গ্রামে যে ব্যক্তি 'বন্দে মাতরং' শব্দ উচ্চারণ কর্‌বে বা বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার না কর্‌বে, সে শ্রীযুত জমিদার মহাশয়ের কোপানলে পোড়্‌বে।

শ্রীচরণ। তা এতে কি পুলিস সাহায্য কর্‌লে না?

সেবক। আজ্ঞে, ঐ মিন্‌মিনে গঙ্গাধর সাণ্ডেল ছিল দারোগা, তার দ্বারা কি কোন কাজ হয়? সে বেটা বোল্‌তো কি না যে, লোকে যে যার পছন্দমত দ্রব্য খরিদ করুক না, তাতে আমাদের কি? আর দেশী জিনি-সের আদর হউক না, তাতে তো আমাদেরই মঙ্গল। তা বেশ হয়েছে, বেটাকে একে-বারে বদলি কোরে দিয়েছে। এবার এসে-ছেন কর্কশকান্ত বাবু দারোগা হয়ে! তাঁর দপ্‌দপানিতে গরীব গেরস্থের মেয়েরা এবার দিশী কুম্‌ড়ো কুরে বড়ী দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করেছে, আর সদয় গুরুমশায় মকরসংক্রা-ন্তির জন্যে এবার আর পাঠশালের ছেলেদের নিয়ে বন্দ মাতার দল বসান নি।

শ্রীচরণ। বেশ বেশ সেবকরাম, ঐ রকম লোক চাই! দারোগা মশায়কে আমার কথাটা বেশ বুঝিয়ে বলেছ তো?

সেবক। আজ্ঞে হুজুর, দারোগা মশায়ের আপনার উপর বড়ই দয়া। তিনি বলে-ছেন যে, পৌষ-সংক্রান্তির পরেই দপদপা-পুরের পাটকলের বুচার সাহেবকে আপনার বাড়ীতে একদিন খানা খেতে ও আপনায় নজর নিতে রাজী করাবেন।

শ্রীচরণ। সত্যই কি পাটকলের সাহেব হুজুর আমার বা তে দয়া কোরে আস্‌বেন বলেছেন?

সেবক। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি চেষ্টা কর্‌ছি, যাতে মেম সাহেবও দয়া কোরে সঙ্গে আসেন।

শ্রীচরণ। তা হোলে তো সেবকরাম, আমার বাড়ী পবিত্র, বংশ পবিত্র হবে। আর যখন মেম সাহেব আস্‌বেন বলেছেন, তাঁকে তো একটা নজর দিতে হবে, পাঁচ হাজার টাকার কমে আর হবে না। আহা, মরি মরি, সাহেবের কি চেহারা—দেখেছো সেবকরাম?

সেবক। আর কি সুন্দর দাড়ি! মেম সাহেবেরও আমি ঠাউরে দেখেছি, দাড়ি একটু হবার হবার মতন যোগাড় হচ্ছে।

শ্রীচরণ। আহা, তা হবে না। ওঁরা তো আমাদের বাঙালী নন, মেম সাহেব, একটা কত বড় সাহেব—তাতে আবার পাটকলের ম্যানেজারের মেম,—তা ওঁর দাড়ি হবে না তো কি দাড়ি হবে ঘনশ্যামের শাশুড়ীর?

(বন্দে মাতরং গাইতে গাইতে
একদলের প্রবেশ)

সোরে যাও, সোরে যাও—এ বাড়ীতে কেন?

দল। "বন্দে মাতরম্।"

শ্রীচরণ। আমাদের বাড়ী কেন—আমার বাড়ী কেন? বাবা, তোমাদের কাছে মিনতি করছি, আমাদের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে যাও।

দল। সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কল কল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,

শ্রীচরণ। ও বাবা, ও কি ও, ও কি ও? হাঁগা, তোমায় যে চিন্ছি চিন্ছি কর্ছি, তুমি বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র না? তা তোমার এ সব কি আক্কেল্? ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ রকম ডাকাতপড়া কি ভাল দেখায়?

সুরেশ। ডাকাতপড়া নয় মশায়, আপনাকে আমাদের দলে আস্তে হবে। আমরা আজ ভিক্ষা করতে এসেছি, কিছু ভিক্ষা দিন। এই দেখুন, ছোট ছোট ছেলেরাও আমাদের সঙ্গে এসেছে।

শ্রীচরণ। ভিক্ষে! ছি—ছি ছি! যে বিদ্যাসাগর দুহাতে দান করেছেন, তুমি তাঁর দৌহিত্র হয়ে আজ বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে কোরে বেড়াচ্ছ? ঘেন্নাও করে না? না বাবা, আমাদের মাপ কর বাবা! আমরা সাহেবদের ছেড়ে বিদ্রোহী হতে পার্বো না।

সুরেশ। বিদ্রোহী হ'তে কে বল্ছে? ইংরেজ আমাদের রাজা, জানেন না? স্বর্গগতা কুইন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর আমরা সকলে শুধু পায়ে লক্ষ লক্ষ লোকে গড়ের মাঠে গিয়েছিলুম; তার পর এই আপনার বাসার সাম্নে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সেই মহারাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কত সহস্র কাঙ্গালী ভোজন করিয়েছিলুম; আর আজ পর্য্যন্ত সেই স্বর্গগতা মহারাণীর পুত্র আমাদিগের পরমপূজনীয় সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভক্তি করি, কিন্তু তা বোলে কি আমাদের দেশের তাঁতি জোলা ছুতোর কুমোর কামার এরা যে একেবারে আপনাদের ব্যবসায়ে বঞ্চিত হয়ে উচ্ছন্ন যাচ্ছে, তাদের উদ্ধারের জন্য কি কিছু চেষ্টা কর্বো না?

সেবক। হুজুর! সেই যা আপনাকে নিবেদন কর্ছিলুম, সেই কথা! এঁরা সেই বন্দে মাতালের দল।

দল। "বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্!"

শ্রীচরণ। বাবাজী সব, একটী কথা বলি, ঐ "বন্দে মাতরং" কথাটা ছেড়ে দাও না বাবা!

সুরেশ। গুরুমশায়ের পাঠশালে বন্দমাতা গাইতে শিখেছিলুম, আর সেই কথারই অন্যভাবে উচ্চারণ এই "বন্দে মাতরং" শিখেছি, ছাড়্বো? তা কখন ছাড়্বো না। আমরা একশোবার বল্বো, "বন্দে মাতরং"! বল সকলে "বন্দে মাতরম্!"

দল। "বন্দে মাতরম্!"

শ্রীচরণ। ও বাবারা সবাই, আমি তোদের হাতে ধোরে মিনতি কর্ছি, "বন্দে মাতরম্" বলো না, আমার সব যাবে।

সুরেশ। কেন, বন্দে মাতরম্? বল্লে কি হয়?

সেবক। দেখেন নি, এক একটা খোট্টা দরোয়ান আছে, পাগ্ড়ীতে "রাধাকিষণ" বোল্লে ক্ষেপে ওঠে, তেমনি অনেক সাহেব এখন বন্দে মাতরং বোল্লে ক্ষেপে ওঠেন। তা সাহেবেরা আমাদের দেবতা—মনিব—ওঁদের ক্ষেপান কি উচিত?

দল। "বন্দে মাতরম্।"

(টিটির প্রবেশ)

টিটি। ও বাবা, ও বাবা, দেখ না, এই বামুনঠাকুর কি করেছে! আমি কাঁদ্বো, আমি

তোমার বাড়ীতে থাক্‌বো না! সবাই যা বারণ করুছে, আর বামুনঠাকুর তাই করুছে।

শ্রীচরণ। কি মা, কি টিটি, কি বল্‌ছো? তোমার আবার কি হয়েছে টিটি?

টিটি। এই দেখ না বাবা—বামুনঠাকুর আজকে আবার বিলিতী কুমড়ো কিনে এনেছে, আর নূতন ঝি বিলিতী আমড়া কিনে এনে আমাকে খাওয়াতে যাচ্ছিল। বাবা, আমরা তো বিলিতী কিন্‌বো না, তবে কেন ওরা ও সব আনে?

সুরেশ। মা মা, তুমি বেঁচে থাক, রাজ-রাজেশ্বরী হও! তোমার মনে এমন ভাব এসেছে মা,—যে দেশের জিনিস হলেও নামে বিলিতী কুমড়ো বিলিতী আমড়া বোলে—তুমি সে জিনিস বাড়ীতে আন্‌তে দিতে চাও না, সে জিনিস খেতে চাও না! শ্রীচরণ বাবু, আপনার মেয়ের কাছে আপনি শিক্ষা নিন্। আপনি বড়লোক, আপনার অনেক টাকা, আপনি আর বিলিতী ব্যবসায়ের প্রশ্রয় না দিয়ে যাতে দেশীয় জিনিসের আদর হয়, তাই করুন।

(গোলাম-উল্লার প্রবেশ)

শ্রীচরণ। আরে গোলাম-উল্লা সাহেব আস্‌ছেন—সোরে যাও, সোরে যাও, সেলাম আলেকম্!

গোলাম। এ সব কেয়া হোতা হায়? আপনার বাড়ী এ সব কি গোলমাল?

শ্রীচরণ। হাম্ অনেক পায়ে ধরা হায়, এরা শুন্‌তা নেই। ডাকাত পড়া হায়।

দল। বন্দে মাতরম্!

গোলাম। এ কেয়া চিল্লাতা! বন্দ্যা মাতরণ! সরকারকা হুকুম, ও বাত নেহি বোল্‌না। কোন্ বোল্‌তা হায়?

সুরেশ। ও গোলাম-উল্লা সাহেব, তুমি বড় লোকই আছ আর যাই আছ, আমাদের এখানে আবার কেন জঞ্জাল বাধাতে এসেছ?

গোলাম। দেখ, আমি এই দেশের একটা বড় লোক, আমার কথা তোমরা না শুন যদি, তোমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। জান আমি কে? আমি এই দেশের সমস্ত মুসল-মানের পক্ষ হয়ে বল্‌ছি, এই স্বদেশী আন্দো-লন মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নয়।

[প্রস্থান।

(আবদুল শোভানের প্রবেশ)

আবদুল। মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা, আমার নাম আবদুল শোভান, আমি একজন জমীদার, এবং হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে আমার সম্প্রীতি আছে—এ স্পর্দ্ধা আমি রাখি। আমি বল্‌ছি যে, আমাদের গোলাম-উল্লা সাহেব গোলামী আমলদারির সর্দ্দার হতে পারেন, কিন্তু আমরা এই বঙ্গদেশের এই মুসলমান-সম্প্রদায় ওঁর ফোক্ক নবাবীর তক্তার তলে সেলাম করি না। আমি জানি, উনি বাপের কু-পুত্র। আমরা কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত চাষী মুসলমানগণ, আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃ-গণকে এক মাতার সন্তান বোলে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করি। ওঁর কথা আমাদের বঙ্গবাসী মুসলমানের কথা নয়, আমরা সবাই বাঙ্গালী, কি হিন্দু কি মুসলমান—কি জৈন কি বুদ্ধ—কি খৃষ্টান—বাঙালায় যাদের বাস, আমরা সেই সবাই বাঙালী রবো। হিন্দু আমাদের দাদা, আমরা ছোট ভাই, বাঙালার হিন্দু মুসলমানে বিবাদ কখন হবে না। 'বন্দে মাতরম্!'

দল। "বন্দে মাতরম্।"

সুরেশ। ভাই, ভাই শোভান! কোল দাও—কোল দাও আমাকে। আজ তোমাকে আলিঙ্গন করুতে করুতে যদি আমি মরেও যাই, তা হ'লেও জান্‌বো,

তোমায় আলিঙ্গন কোরে আমি পবিত্র—আমার সমস্ত জাতি পবিত্র হলো।

(পরস্পরে আলিঙ্গন)

শোভান। দাদা, আপনি মর্‌বেন কেন? এখানে বিস্তর হিন্দু মুসলমান একত্র সমবেত হয়েছেন; তাঁরা দেখ্‌লেন যে, আপনি অক্ত-পটহৃদয়ে আমাকে আলিঙ্গন করেছেন। আপনি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত, আর আমারও জন্ম সৈয়দ-বংশে; আমাদের দুজনে যখন আলিঙ্গন হয়েছে, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? এই বাঙালা দেশকে আবার আমরা বড় কোরে তুল্‌বো। দাদা, আপনি কি করেন জানি না, কিন্তু আমি বি, এ, পোড়্‌চি, এইবার একজামিন্ দেবার বৎসর, কিন্তু আপনি আমার মাথায় হাত দিন, আর আমি আপনার বুক ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি যে, কাল থেকে আমি গোলামী শিক্ষার আশায় পরীক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁতের কর্ম্ম শিক্ষা কর্‌তে যাব।

দল। "বন্দে মাতরং—বন্দে মাতরম্!" এলাহি আক্‌বর! এলাহি আক্‌বর!

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীচরণ। ও সেবকরাম! ব্যাপার তো গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো! উপায়?

সেবক। কিছুই তো বুঝ্‌ছি না।

শ্রীচরণ। জমীদারীতে পালিয়ে যাব?

সেবক। সেখানে ব্যাপার আরও গুরুতর। শুনছি, বড় বড় উকীলকে ধোরে সেখানে ঠেঙাচ্ছে।

শ্রীচরণ। তুমি একবার যাও, সুরেশ বাবুকে ডাক, দলটা না আসে।

[সেবকরামের প্রস্থান।

শ্রীচরণ। এ তো বড়ই মুস্কিল হলো, কোন্ দিক্ রাখি? দারোগা মহাশয় আমাকে বলেছিলেন যে, এবার খেতাব পাবই পাব। এই আঁটকুড়ীর ব্যাটারা আমার রায় বাহাদুর হবার পর যদি এ কাণ্ড বাধাতো, তা হ'লে আর কোন ভাবনাই থাক্‌তো না।

(সেবক ও সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। কি, আবার আমায় ডেকেছেন কেন? আপনি তো আমাদের এক রকম বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

শ্রীচরণ। সে কি ভাই—সে কি ভাই! তোমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবো? তুমি আমার মাথার মণি! তবে ঐ ডাকাতপড়া ছোঁড়াগুলোকে সঙ্গে এনেছিলে—তাই ভয় হয়েছিল। তা দেখ ভাই, আমি এই তিন-শোটী টাকা দিচ্ছি,—এই সেবকরাম দপ্তরখানা থেকে এখনি গিয়ে দেবে,নে যাও ভাই; কিন্তু আমার নামটা প্রকাশ করো না। কি জান, ওঁরা হলেন রাজা, ওঁদের একটু ভয় কোরে চল্‌তেই হয়। শুনেছ তো আমার জমীদারীর নিজ কালীবাড়ীর আঙ্গিনার ভেতর ঐ যে নূতন বাড়ীটা তৈরী কোরে রাখ্‌ছি,—ও কার জন্যে?—ঐ সাহেবসুবো কখন্ আস্‌বেন, তাঁদেরই খাতিরের জন্যে! আপনি মনে করেন যে, জজ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্যই এই বন্দোবস্ত করতে হয়। তা নয়;—যিনি ধুচুনি মাথায় দিয়ে আসেন, তিনি সরকারী ওপরওলাই হোন্—কি চা-বাগানের সাহেব বা ব্যাণ্ড বাজোনোর কর্ত্তাই হোন্, আমায় তাঁকে হাত যোড় কোরে ঐ বাড়ীতে বাসা দিতেই হবে। ঐ ওঁদেরই জন্যে বিলিয়াড টেবিল রেখেছি, বাবুর্চ্চি, খান্‌সামা, আয়া সব রেখেছি, তা আপনার চরণে ধ'রে বল্‌ছি, আমি এই যে তিনশোটী টাকা দিলেম, এ কারো নিকট প্রকাশ করবেন না।

সুরেশ। শ্রীচরণবাবু! আমরা সাহেবের বিরোধী—এ কথা কেন মনে নিচ্ছেন?

আপনি খবরের কাগজ বেশী পড়েন কি না, জানি না, কিন্তু আজ কত বৎসর ধ'রে লাট সাহেব থেকে আরম্ভ কোরে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার ডাক্তার সওদাগর যে সে সাহেব আমাদের দেশে আসেন—ইঁহারাই লেক্‌চার দেন, তাঁরা প্যামফ্লেট লেখেন যে, বাঙ্গালীরা খালি বাক্যবাগীশ, কাজ করে না। এদের দেশে ধন ছড়িয়ে রয়েছে, এরা তা কুড়িয়ে নিতে জানে না। অনেক দিন হ'লো—বোম্বেয়ে এক ডাক্তার সাহেব লেক্‌চার দিয়ে বলেন—যে, এই সহরের ড্রেণের ময়লা পাঁক কোন দিন কোন ইউরোপীয়ের ভাগ্যলক্ষ্মী খুলে দেবে। আমরা সেই তাদেরই উপদেশে—দেশের এই দুর্দ্দশা ঘুচাবার জন্যে চেষ্টা করছি। এতে সাহেবেরা রাগ করবেন কেন? আপনি ভয় করেন কেন?

শ্রীচরণ। যাক্ ভাই, এখন চল, টাকা দিই, নিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পুষ্করিণীর তীর।

(গীত।)

ধোপানীগণ—

আমরা সরিয়ে নেব পাটা।
খুঁজুক গিয়ে মিন্সেরা কোথায় আছে আঘাটা॥
যদি বিলাতী কাপড় কাচ্‌তে হয়,
আর আমাদের সঙ্গে যেতে কয়,
হাতের নোয়া ক্ষয় না কোরে
মার্‌বো মুখে প্যাঁচ ঝাঁটা॥
হোক্ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট জমীদার,
সবার ধোপার দোরে ভোরে বার,
আবার ধোপানী না ধুয়ে দিলে পরে,
বাবুয়ানার সার ভাঁটা॥
আজ বুঝ্‌ছি নাকো তাঁতির দুঃখ
পেয়ে নিজের গণ্ডা,
কাল কাপড়কাচা কল আন্‌লে ঐ গোরা ষণ্ডা,
তোমার তিন শ টাকা ডুব্‌বে দয়ে,
পোড়্‌বে যজমানের দোরেতে কাঁটা॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাস্তা।

চিনিবাস ও মহেশ।

চিনি। রেখেছি ত রেখেইছি; আমার মুদীর দোকানের পাশের ঘরটা নিয়ে কাপড়-চোপড়, ছাতা, ক্রমে অনেক জিনিসই এনে রেখেছি।

মহে। কিন্তু চিনিবাস দাদা, তোমার একটু নিন্দে হচ্ছে ভাই, আমাদের প্রাণে লাগে—তাই বলি।

চিনি। কিসের নিন্দে—নিন্দে কিসের? আমি কারও চুরী করেছি? মহাজন ঠকিয়েছি? না জিনিসে ভেজাল দিয়েছি?

মহে। না না, সে সব কথা কি দাদা তোমায় কেউ বল্‌তে পারে? তবে তোমাকে আমরা সবাই গণ্যি মান্যি করি, তাই তোমার নামে যদি কেউ কিছু বলে, তাতে আমাদের মনে বড় একটা অনাঘাত লাগে।

চিনি। কেন, কি বলে—খুলেই বল না।

মহে। তা দাদা, আমার হলো দুধের

কারবার, ওর দিশীও নেই, বিলিতীও নেই। আর ভগবান্ সাক্ষী—সেরকরা এক পোয়ার উপর জল দিইনি, তাও আমাদের পুকুরের পচা জল নয়; বেলগেছে থেকে পয়সা দিয়ে কলের জল নিয়ে গিয়ে তাই মিশুই।

চিনি। তা বেশ করিস্, কাজ তো ভালই করিস্, তো বল্‌ছিস্ কি?

মহে। কিছু নয় দাদা, তোমাকে সবাই আমরা মুরুব্বী বোলে মানি; আর লোকে বলে কি না, তুমি দিন পেয়ে খদ্দেরের ওপর জুলুম করছো। খদ্দেরে দিশী জিনিস চায় বোলে তুমি করকচের পর্য্যন্ত দেড়া দাম বাড়িয়েছো। আর এক টাকা তের আনা জোড়া বোম্বে মিলের কাপড় কিনে ন-সিকিতে বেচ্‌ছো?

চিনি। বেচ্‌বো না? হাঁ রে ময়শা, বেচ্‌বো না? দোকান করেছি কি খয়রাত কর্‌তে? লগন্‌সার বাজারে সন্দেশওলারা সন্দেশের দর চড়ায় না? গাড়োয়ানেরা গাড়ীর ভাড়া বাড়ায় না? কায়দা পেলে ডাক্তারেরা ডবল ফি নেয় না? আর উকীলে মক্কেলের রক্ত চুষে খায় না? খালি আমারই দোষ? এই দিশী বিলাতী হাঙ্গামা হয়েছে কেন? এ বিধেতা আমাদের মত গরিব দোকানদারের ভালর জন্যই করেছেন।

মহে। তা তো বটেই দাদা, তা তো বটেই। তবে ওরই মধ্যে একটু বুঝে সুঝে।

চিনি। দ্যাখ্, কালকের ছোড়া ময়শা, আমায় আর কই বুদ্ধি দিতে আসিস্ নি।

(গীত)

ওরে শালা কাল্‌কের যুগী ময়শা।
এই দোকানদারী কোরে, আমার
ধোরে গেল বয়সা॥
ছোকরাদের সব ঘুরে গেছে মাথা,
তাই চাচ্ছে দিশী ধুতি দিশী জুতী
দিশী ফিতে ছাতা,
এই ঝোপ্ বুঝে কোপ্ ফে'লে শালা
বাগিয়ে নে না দু পয়সা।
বেচ্‌তে হয় বাজার বুঝে, নিজের কাজে
গাওয়া বোলে ভয়সা॥

(দ্বিজেনের প্রবেশ)

চিনি। কি বাবা দ্বিজেন যে? এরই মধ্যে কালেজের ছুটী হয়ে গেছে? ওরে, দেখ্‌ছিস্ ময়শা, দেখ্‌ছিস্? আমি আর বড় কেওকেটা নই, আমার নাম তো চিনিবাস—কিন্তু ব্যাটা আমার দ্বিজেন্দ্রনাথ। কি পোড়্‌ছো বাবা বলো তো—মহেশকে বল, ও তোমার কাকা হয়; বল তো, এবার কি পাশ করবে?

দ্বিজে। আজ্ঞে এল্, এ।

চিনি। আরে, ঐ শোন্ মহেশ শোন্—এ বল্‌দা নয়, লাঙ্‌লা নয়, একেবারে হেলে। আহা, বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। যখন তুমি পোড়্‌তে বি, এল্, এ বেলে, তখনই বুঝেছিলেম, তুমি একদিন না একদিন হবে হেলে। চাকরী হবে ডাকঘর কি রেলে।

দ্বিজে। বাবা, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

চিনি। একটা কি রে বাবা একটা কি? তোর সঙ্গেই তো আমার সকল কথা; তুই এই সুরেন বাঁড়ুয্যের মত কথা কোইতে পার্‌বি, তাই মানত কোরে আমি যে পিরুতি পুণ্যিমেতে বাড়ীতে সত্যিনারাণের সিন্নি দিচ্ছি।

দ্বিজে। তা নয় বাবা, আপনাকে অনেকে নিন্দে করছে।

চিনি। কোন্ ব্যাটা—কোন্ ব্যাটা? আমি শ্রীচরণবাবুর বাড়ী সওদা দিই; আরও কত বড় বড় নবাব উমরো আমার খদ্দের; আমার নিন্দে করে কে রে? আমি কখনও পরপুরুষের পানে উঁচু নজরে চাইনি; এই ষাট বচ্ছর বয়স হলো, তবু সমানেই সতীত্ব বজায় রেখে আস্‌ছি। আর আমার বদনাম?

দ্বিজে। না বাবা, তা নয়। আমরা যেখানে সব বসি, সেখানে ছোকরারা সব বলে যে, এই স্বদেশী আন্দোলন হয়ে, আপনি দিশী জিনিসের ওপর বড় বেশী দর বাড়িয়েছেন; আর খদ্দেরকে খেলো দিশী কাপড় দেখিয়ে বেশী দাম বলেন। আর তার পর চক্‌চকে বিলিতী কাপড় সাম্‌নে ধোরে দিয়ে সস্তায় বেচেন।

চিনি। কর্‌বো—না, কর্‌বো না ব্যাটা! তুই ব্যাটা হেলেই হোস্, আর ফেলেই উচ্ছন্নে যাস্; দোকানদারীর ব্যবসার কি বুঝিস্? জানিস্, চাণক্য-শ্লোকে আছে—বাণিজ্যে বসতে আলক্ষ্মী ঘানিগাছে নমো-নমঃ। হ-ত-ভা-গা-ব্যাটা! কাল তোরে ঘানিগাছে চড়িয়ে ঘুরিয়েছি, আর আজ আমার পয়সায় ব্যাঙ্গোল হিষ্টরি আর পোঁক্‌টিকেল রিডার পোড়ে ছেলে হয়ে আমায় নেক্‌চার দিতে এয়েছো রে শালা—

মহে। আরে, কি কর চিনিবাস দাদা! কাকে কি বল? যাও, দ্বিজু, বাড়ী যাও বাবা, কাপড়-চোপড় ছাড়ো গে।

দ্বিজে। বাবা, আপনি কি পাগল হয়েছেন? কাকে কি বলেম? আমায় ও কি বোলে গাল দিলেন?

চিনি। কেন?—শালা বলেছি। বলেছি—বলেছি—হয়েছে কি? তোকে কি বলেছি?—তোর আক্কেলকে বলেছি।

(গীত)

শালা বলি কি তোরে—
বলি তোর আক্কেলে।
ওরে আমারি ইন্‌জিরি পড়া
মেজাজ কড়া রোকা ছেলে॥
ওরে আমার ঘাড় ছাঁটা বুল্‌বুল্,
তোমার থাক্‌বে কোথায় কামিজ কোট,
ইন্‌জিরি চুল বুল,
এই মূলে আঘাত পোড়্‌বে স্থাঙাৎ
না মেশালে ঘিয়ে তেলে॥
ভাগ্যে আমি চালিয়ে দিই
ভিজে ভিজে কয়লা।
তাই তোমার ইস্কুলের মাইনে
দিই রে পয়লা পয়লা,
জানে আমার দুস্‌খু গয়লা দাদা
আর ছিরাম জেলে॥

[প্রস্থান।

(মাণিকের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

মাণিক— (গীত)

এবার হুইস্কির বাজার মাটী,
হায় হায় একদম্‌সে মাটী।
আজ হপ্তা খানেক টান্‌চি
খালি দু দশ ছটাক খাঁটী॥
বলি—যে যা পারি নিজের মতন
করা চাই তো কাজ,
তোমরা গোরার গোলামী ছাড়,
আমি তার মদ ছাড়্‌লুম আজ,
তবে রাজভক্তি কোত্তে বজায়,
রাখ্‌বো বজায়, ধান্যেশ্বরীর ভাঁটি॥
বলি—ব্রাণ্ডি বল- হুইস্কি বুল—বল দোয়াস্তা,
পেটে গেলে সবাই সমান দিশীটুকু সস্তা,
আহা হয়েছে তেমনি নয়ন ঢুলু ঢুলু,
কাপড়-চোপড় আলু-থালু,
হায় হায় টৌল্‌ছে তেমনি পাটী।

অভাব খালি পাহারোলা সার্জেন
ফাঁক ফাঁক ঠেকে ঘাঁটী ॥

নেপথ্যে। হৈ—হৈ—ই—ই—ই—

মাণিক। ওরে আমার কৈ—ওরে আমার কৈ—ওরে আমার কৈ ?

(বছরদ্দী পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

বছর। কেডারে হালা ?

মাণিক। এই যে ব্রাদার, এসো এসো, প্রাতঃপ্রণাম, প্রাতঃপ্রণাম। আমি ভাবছিলুম যে, সেই শ-বাজার থেকে বরাবর লম্বা চোলে আসছি, প্রায় গোটা চার পাঁচ মোড় পার হলুম, তবু আপনাদের কারুর সঙ্গে কোলাকুলিটে হলো না! এ কেমন হলো ?

বছর। তোম কোন্ হ্যায় রে হালা ? দরাপ পিইছিস্ ?

মাণিক। হাঁ চাচা—একটু মৌতাত আছে, আফিস থেকে আস্‌বার সময় মৌতাতী কটী গেলাস টেনে আস্‌ছি।

বছর। আরে, টানছিস্ টান্, মানা করে কেডা ? ন্যাসা কর্‌লি ক্যান্ ?

মাণিক। মদ খাব নেসা হবে না চাচা ? এ কি রকম কথা বল্‌ছো ? তবে মোড় মোড়মে মদের দোকান খোল্‌নেকা হুকুম সরকার বাহাদুর কাহে দিয়া ? সরকারের ছাপাখানায় চাচা চাকরী করি, ৩৫৲ পঁয়ত্রিশটী টাকা মাইনে পাই, আর সরকারের মদের দোকানে তার ১৫৲ পোনেরটী টাকা প্রণামী দিই। ভাল করি না মন্দ করি ? তুমি বাদসার জাত—একটা বিবেচক লোক তো ? বল না।

বছর। হাঁ, বোল্‌ছো ঠিক, বোল্‌ছো ঠিক, আমি তোমায় জানি ; তুমি হর্ রোজ এই মোড় দিয়া টল্‌তি টল্‌তি যাও।

মাণিক। হাঁ বাবা, তা যাই তবে আমি টলি কি রাস্তা টলে, তা ঠিক বুঝ্‌তে পারি নে। এই তোমার মিউনিসিপালিটী জলের কলে গ্যাসের নলে ড্রেণের সুড়ঙ্গে রাস্তার ভিতরটী যা ফোঁপ্‌রা কোরে তুলেছে, তাতে আমার বোধ হয়,—রাস্তাই টলে।

বছর। এই যাও যাও—ঘর যাও। আমি ভাল মানুষ আছি, এখনি জুড়িদার আসি পড়্‌লে, তুমি মুস্কিলে পড়্‌বা।

(রতন সিং পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

রতন। কোন্ হ্যায় রে ? কিস্‌সে বাত কয়তা জোড়িদার ?

বছর। আরে, কুচ্ নেই রতন সিং, কুচ্ নেই, রাহাগীর হ্যায় ; এই পাড়ামেই বাড়ী হ্যায় ; ঘর যাতা।

রতন। এই তোম্ কোন্ হ্যায় রে শালা ?

মাণিক। আজ্ঞে সিংজি সম্পর্ক ধোরেও ডাক্‌ছেন অথচ চিন্‌ছেন না—রকমটা কি !

বছর। আরে যাও বাবু যাও, ও রতন সিংরে আর ক্ষাপাইও না ; ঘর চলি যাও।

রতন। আরে, কাহে ঘর চলি যাগা ? লে চলো পাকড়কে ?

বছর। আরে, পাকড়ায়েঙ্গে—কোন্ কসুর ? মদ খোরা পিয়া, মুমে থোরা বো বি আছে ; লেকিন ওতো মাতোয়ালা নেহি হুয়া ; কুচ নেহি কিয়া।

রতন। আরে বাঙালী, ইসিওয়াস্তে তোমহারা দাড়ী পাক গিয়া, তবভি তলব নেহি বাড়া, তরক্কি নেহি হুয়া। কসুর কোরেঙ্গে কেয়া ? - কসুর তৈয়ারী করনে হোগা।

মাণিক। ঠিক বোলা হ্যায় রতন সিং—আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, এমন বুদ্ধি তোমার, এখনো কেন বেরোয় নি মাথায় সিং।

রতন। চোপরাও শালা !

মাণিক। বোনাই জি, কিছু খাবে কি,

এই মোড়ে পরাণে ময়রার দোকানের কচুরী ?

রতন। কেয়া ? তোম কুচ দেঙ্গে ? খেলায়েঙ্গে ? লেয়াও শালা।

মাণিক। হাঁ ব্রাদার, পথে এসো, মোদ্দাৎ এতটা জোর ষষ্ঠীবাঁটার দিনই চলে, আজকে অত কেন ? এই যা দিচ্ছি নাও— দু-আনা দু-জনে খাও। কিন্তু বাবা, আমারও ভাইফোঁটার মানটা রেখো।

(গীত)

তোমায় মনে মনে ভালবাসি
প্রাণের পাহারোলা।
জানি লাট সাহেব তো তোমার
নীচে তুমি ওপরওলা॥
বলি জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট বড় লাট,
তবু মানে একটা আইনের সাট,
তোমার নাই কো ও পাট খোলা কপাট
মিষ্টি কি তোর শালা বলা॥
তোমার আগে ছিল খালি ডাণ্ডা,
এখন আবার লাঠি,
চোরের ভয়ে ভোরের বেলা
ঘুমোও আগ্‌লে ঘাঁটী,
কি নাক ডাকে ভাই বলি হারি যাই
যখন সিঁদেল দেখায় কলা।
আর চম্‌কে উঠে ধর ছুটে
দুর্ব্বল সব মাতোয়ালা॥

রতন। (জনান্তিকে) হাঁরে বছরো, শালা পয়সা দেয় দে, পাকড়কে লে যানে হোগা।

বছর। তুই যা জানিস্ ভাই কর্।

রতন। লেয়াও বাবু পয়সা দেগা দেও, হাম আপনাসে মিঠাই মূল লেঙ্গে।

মাণিক। আচ্ছা লেও ব্রাদার,—এক দো—তিন—আর কে গোণে বাবা, এই নে—যা আছে সব।

বছর। বাবু আমাদের বড় বদ্দর লোক আছেন গো বদ্দর লোক আছেন।

রতন। আরে বাবুজি, তোম্ তো মেরা ভাই হ্যায়, তোমবি হিন্দুস্থানী, হামবি হিন্দুস্থানী। ঐ যে আজকাল তোম লোক কেয়া বাত বোল্‌তা হ্যায় বোলো—বোলো—

মাণিক। হাম তো বাবা সন্ধ্যার পর একই বাত বোল্‌তা হ্যায়—লেয়াও আর এক গেলাস, লেয়াও আর এক গেলাস।

রতন। আরে নেহি—নেহি ; যো বাত সব বাঙালী বোল্‌তা হ্যায় ওহি বাত। আরে ভাই, বোলো না—বোলো না—হামবি বোলেগা।

বছর। বোলেগা নেই কাহে ? বোলেগাই তো, আমরা আর পরদেশী নই।

মাণিক। ও—বটে ! তবে বল ভাই বন্দে মাতরম্ !

রতন। ফিন বোলো, ফিন বোলো—

মাণিক। (দুই পাহারাওলার দুই স্কন্ধে হাত দিয়া) বন্দে মাতরম্ !

রতন। আবি শালা চলো, বছরদ্দী পাকড়ো হাত।

(হস্তধারণ)

মাণিক। আরে কেয়া পাহারোলা সাহেব, এই যে আমি নগদ পয়সা দিয়া।

রতন। ও হজম হো গিয়া। চলো—চলো (শ্লেষভাবে) বন্দে মাতরণ—বন্দে মাতরণ ! শালা চলো।

[সকলের প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

অন্তঃপুর—কক্ষ।

কামিনী ও বিরাজ।

কামি। দিদি, আমাদের তো দলে মিলি! কিন্তু এটা কি ঠিক শুনেছিস্ যে—কালেজের ছেলেরা আপনার মাথায় মোট নিয়ে বাড়ী বাড়ী দিশী কাপড় বেচে বেড়াচ্ছে?

বিরা। হাঁ লা, আমি না জেনেই কি বল্‌ছি? আজ খেয়ে দেয়ে আসিস্ না আমাদের বাড়ী, খড়খড়ীর পাখী খুলে তোকে দেখাব। সে সব ভদ্দর লোকের ছেলেরা কি কষ্টই না সহ্য কোচ্ছে!

(চারুবালার প্রবেশ)

চারু। ওলো, সহ্য কোচ্ছে কি লো, সহ্য কোচ্ছে কি? আমাদের মুখে কালী দিচ্ছে।

আমার বাবা হোলেন সবজজ,
স্বামী ম্যাজিষ্টার।
বিলেত থেকে পাশ দিয়া দাদা ব্যারিষ্টার॥
এখন আমার সেই দাদা ছেড়ে হ্যাট্ কোট্।
নিয়েছেন নিজের মাথায় কাপড়ের মোট॥
বলে
দিশী সাড়ী দিশী ধুতি বেশী নয়কো দাম।
যাতে কিনেছি তাতেই দেব
আমরা দোশর গোলাম॥

কামি। ও মা, বলিস্ কি লো—বলিস্ কি? ছি ছি, তোর ঘেন্না করে না? মানা করতে পারিস্ নি? সব ফিরিওলা হয়েছে?

বিরা। কি বল্‌ছো ঠাকুরঝি! ম্যাকে-সর মেখে চুল বাঁধি, নূতন নূতন ফ্যাসেনের জ্যাকেট পরি, আর বিলিতী রঙে কাপড় রঙাই; কিন্তু কোত্থেকে যে আমাদের এই সব সুখের সজ্জা যোগায়, তার কথাটী এক-বার ভাবি? আমি শুনেছি, সে বুঝিয়াছে,—যে ওইতে দেশের টাকা সব বিদেশে চোলে যায়।

কামি। ওরে তোরা কে কেথায় আছিস্?—একবার বিরাজকে রাজ-সিংহা-সনে বসা। উনি একেবারে সোহাগে গোলে পোড়্‌ছেন; স্বোয়ামীকে দেবতা গড়্‌ছেন।

বিরা। স্বোয়ামীকে দেবতা গড়্‌বো না ত কি বাঁদর গড়্‌বো?

চারু। বিলিতী কাপড়ে চটক কত, দর কত সস্তা!

বিরা। কেন, আমাদের তাঁতি-বউ যে কাপড় দিয়ে যায়, তা কি মন্দ? আর এমন মাগ্‌গীই বা কি! বিলিতী কাপড় একবার একটু মোচ্‌কে গেলে আর রিপু কর্‌বার যো থাকে না; কিন্তু তাঁতি-বউ আমাকে যে কাপড় দিয়ে যায়, তা দু-বছর ধ'রে পরি।

কামি। তা বটে ভাই, তা বটে। সাড়ে তিন টাকা জোড়া—সেবারে আমাকে এমন সুন্দর কাপড় কিনে এনে দিলে, আমি তো কাপড় পেয়ে আহ্লাদে গোলে গেলুম। কিন্তু বল্‌বো কি, তিনটী মাস যেতে না যেতে কাপড়ও গোলে গেল।

(তাঁতি-বৌয়ের প্রবেশ)

তাঁতিনী।—(গীত।)

দেখ দাঁত-পেড়ে কি সরেশ সাড়ী
সয়েছে তাঁতির তাঁতে।
সেই আমার তাঁতির তাঁতে—যে হাসে কাঁদে
মরে-বাঁচে আমার কথাতে॥
তারই মাকু তারই সানা,
তারই পোড়েন তারই টানা,
আমি লাটায়েতে খাটিয়ে সুতো
পাট করেছি নিজের হাতে॥

দ্যাখ্‌লো সেজো বউ
এই পাড়ের কি বাহার,—
এই সাড়ী পোঁর্‌লে পরে
চাইনে কো আর চন্দ্রহার,
এই সাড়ীর চারে আসে ঘরে
ভাতার রয় না তফাতে।
এই পাঁচ-পাঁচীর গো রূপ খুলে যায়
আমার তাঁতের বরাতে॥

চারু। হাঁ লো তাঁতি-বউ, আমরা কি পাঁচ-পাঁচী? তাই তোর সাড়ী পোরিয়ে আমাদের রূপ খোলাতে এয়েছিস্‌?

তাঁতিনী। ও কি কথা দিদিমণি, ও কি কথা! তোমরা রূপের রূপসী, তোমাদের দেখ্‌লে,ইন্দির চন্দর বরুণ মূর্চ্ছা যায়। আমার ভাগ্যি, আমার তার ভাগ্যি, যে তোমরা আমার এই কাঁপড় কিনে কাঁকালে জড়াবে। তবে কি জান দিদিমণি, চাঁদ তো চাঁদ আছেনই; কি রূপ! কি শোভা! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চন্দরমণ্ডল হ'লে আরও কেমন ভাল দেখায়! তা তোমরা হ'লে চাঁদ—আর আমার সাড়ীগুলি চন্দরমণ্ডল।

কামি। ইস্‌, তাঁতি বউ, তুই যে একেবারে কবি হয়ে পড়েছিস্‌!

তাঁতিনী। কি করবো, দিদিমণি। আজ দু-মাস হ'লো, তাঁর কাছে কত ভাল ভাল কালেজের ছেলেরা তাঁতের কাজ শিখ্‌তে আস্‌ছে, তারা সব কেমন ভাল ভাল কথা কয়, আমি আড়াল থেকে শুনি আর একটু একটু শিখে নিই।

(বিনোদিনীর প্রবেশ)

বিনো। মজলিস্‌ যে বেশ জ'মে গেছে। কৈ আজ খেলছিল্‌নি?

কামি। না বিনোদ, আজ আমাদের "দিশী বিদেশীর" সভা হয়েছে।

বিনো। কি রকম?

চারু। রকম আর কি? সকালবেলা ঠাকুর-পো এসে আজ আমার বেলোয়ারী চুড়িগুলি ভেঙ্গে দিয়েছেন।

কামি। আমার শ্বশুর মিন্‌ষে—বুড়ো মানুষ-গো; যতগুলো কাঁচের বাসন খেল্‌না সব চুরমার কোরে ভেঙ্গে ফেল্‌লে এসে।

চারু। বেশ করেছেন, বেশ্‌ করেছেন; তবে আমার কথা শোন—আমার ঘরে যতগুলো বিলিতী এসেন্স ছিল, আমি নর্দ্দমায় ফেলে দিইনি বটে—কিন্তু আমাদের বাড়ীর মেথ্‌রাণী বউকে সব শিশিগুলি দিয়ে দিয়েছি,—মরুক্‌ গে সে যা খুসী করুক গে।

বিনো। ভাই, এ সব কি হচ্ছে? আমি বুঝিনি—শুনিনি—জানিনি; তবে, যে আমায় এত আদর করে, সোহাগ করে, যে আমায় খুঁজে খুঁজে ভাল কাপড়-চোপড়টী এনে পরায়, ভাল ভাল খোস্‌বো, ভাল ভাল তেল এনে মাথায়, আজ তারি হুকুম।

(গীত)

আমার এমন চিকণ কেশে
মাখ্‌তে মানা ম্যাকেসর।
বিলিতী তেলে চুল ভিজুলে
চোটে যান যে প্রাণেশ্বর॥
আমার গলা ধোরে আদর কোরে
বলেন "ডিয়ার বিনো,"
কিনো না'আর পিয়ার্‌স্‌ পাইভার,
রিমেল, গস্‌নেল্‌ পিনো,
জানিস্‌ বিষ ব'লে বিদিশী জিনিস
ঘর থেকে তফাৎ কর॥
সোহাগ কোরে বলে তোমার
থাকবে না আপ্‌শোস,
চুলে দেব কুন্তলীন রুমালে দেলখোস,
হবে প্রাণ পরিতোষ মেখে দিশী
বোসের এসেন্স মনোহর॥

কামি। খেয়াল ভাই খেয়াল! পুরুষেরা হলেন রাজা, আমরা হলেম দাসী। ছেলেবেলায় যমপুকুরও করেছি, সেঁযুতির বর্তোও করেছি; তার পর বড় হোতে, বাবুরাই ছবিটী কোরে বিবিটী সাজালেন, তাঁদের কাছেই শিখিছি—বিলিতীর সবই ভাল। আবার এখন যখন তাঁরাই উল্টো ধুয়ো ধর্‌ছেন, আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌তে হবে। আমরা হলেম পান্‌সীখানি বই ত নয়, পুরুষের মনের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে আমাদের মতিগতি ফেরাতে হবে।

(নেপথ্যে) যুবাগণ! "বন্দে মাতরম্।"

চাই দিশী সাড়ী দিশী ধুতি বেশী নয়কো দাম।
যাতে কিনেছি তাতেই দেবো
আমরা দেশের গোলাম॥

বিরা। ঐ যে যাচ্ছে। খড়খড়ি দে দেখ্‌সে আয়, দেখ্‌সে আয়।

(সকলের গমন)

(নেপথ্যে)। চাই দিশী সাড়ী দিশী ধুতি।

কামি। না, এ আশ্চর্য্য বটে, আশ্চর্য্য বটে। আঁ্যা, এই সব বড় বড় লোকের ছেলে কি কষ্ট কর্‌ছে, কি নিন্দুই না হয়েছে!

বিরা। দেখ ভাই, এই যে এঁরা এ কাজ কর্‌ছেন, এটীতে যে শুধু আপাততঃ দিশী জিনিসের কাট্‌তি বাড়্‌বে, তা নয়, আমার মনে হয়—যে, এর ফলে আমাদের দেশের ভদ্রসন্তানের একটা বড়ই উপকার হবে। হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী যে সব কাপড় ফিরিওয়ালা যায়, দিব্যি চক্‌চকে জুতো পায়ে, ফিন্‌ফিনে জামা গায়, অথচ পিটে বোঁচ্‌কা ফেলে অনায়াসে কাপড় রুমাল বেচে বেচে বেড়ায়। কিন্তু আমাদের বাঙালী গেরোস্তো ভদ্দর লোকেরা দোকান থেকে দুখানা কাপড় কিনে হাতে কোরে, আন্‌তে লজ্জা করে। এত বড় বড় লোকের ছেলেরা, এমন বিদ্বানেরা নিজে মাথায় মোট কোরে কাপড় বেচ্‌তে বেরিয়ে এইটে কল্লেন—যে, এখন থেকে অনেক ভদ্দর লোকের ছেলে—আফিসের গোলামী ছেড়ে অনায়াসে জিনিস ফিরি কোরে বেচে সংসার চালাবে।

বিনো। তা ঠিক ঠিক, মাড়োয়ারীরা প্রথমে ফিরি কর্‌তে আরম্ভ কোরেই শেষে বড় লোক হয়।

চারু। তা বোন্ আয়, যখন আমাদের ভায়াদের মতি ফিরেছে, তখন ভগবান্‌কে ডাকি আয়, আমাদেরও যেন মতি ফেরে।—

দাদারা মোট নিয়েছে মাথায়।
বেড়ায় বেচে ধুতি সাড়ী সবাই কল্‌কাতায়॥
ও মা কোরে তিন চারটে পাশ,
ছেড়ে উকিলী কি বড় চাকরীর আশ,
হয়ে দেশের দশের দাস,
এরা ফির্‌ছে খাতায় খাতায়॥
তবে আয় বোন্ আমরাও ছেড়ে ছাপর-খাট,
মন দিয়ে করি সবাই মিলে রান্নাঘরের পাট,
এই বাম্‌নী বেটীর নাক নাড়া আর
সয় না কথায় কথায়।
চাল কমালে রাজার হালে
সচ্ছলে ঘর রবে বজায়॥

কামি। সবই যেন বুঝ্‌লুম—দিশী কাপড়ও পর্‌লুম; কিন্তু এ কেমন যেন গঙ্গাজলে মুরগী রাঁধা হচ্ছে না ভাই?

বিরা। কেন, সে আবার কি লো?

কামি। কেন? সুতাটা তো বিলিতী, কাজেই বিলিতী সুতোতে দিশী কাপড় তৈরী, যেন কাঁটালের আমসত্ত।

চারু। তা বটে, তা বটে—এর উপায় কি? আচ্ছা, যখন বিলিতী কাপড় ছিল না, তখন আমাদের দিশী কাপড়ের সুতো আস্‌তো কোত্থেকে?

তাঁতিনী। ও মা, সে কি গো! তোমরা

জান না?—তখন যে সব ভদ্দর ঘরের মেয়ে, বড় বড় ঘরের মেয়ে—নিজের হাতে স্থতো তৈরী কর্‌তেন।

চারু। ওলো তাঁতি-বউ—খুব জানি লো খুব জানি। আমি তো আর যে সে ঘরের মেয়ে নই। আমার ঠাকুরমা আর ঝি-মা নিজের হাতে চরকা কাট্‌তেন শুনেছি। আর বাবু বলেন—যে, কুইন ভিক্টোরিয়ারও চরকা ছিল। এখনও না কি সেটী রাজ-বাটীতে আছে।

কামি। আর বোন্ সে দিন গিয়েছে লো—সে দিন গিয়েছে। চরকাটা গোলপানা কি চৌকোপানা, তাই এখনকার মেয়েরা জানে না। আমার বিয়ের সময় গো-বাগা-নের তাঁতিবাড়ী থেকে আট আনা দিয়ে একটা চরকা ভাড়া কোরে এনেছিল, তাই চরকা দেখেছি।

বিনো। ওলো! আমি সব ঠিক কোরে রেখেছি লো ঠিক কোরে রেখেছি! আমাদের উনি নিজে পয়সা খরচ কোরে ছুতোর রেখে সব চরকা তৈরী করাচ্ছেন, আর বিনি লাভে বেচ্‌ছেন। আমাদের বাড়ীতে এখনও কটা রয়েছে।

চারু। মাইরি?

বিরা। তবে ভাই আমরাও চরকা কাট্‌বো। অমন অমন ভদ্র লোকের ছেলে, মাথায় মোট কোরে কাপড় বেচে, আর আমরাই কি এখন এমন উচ্ছন্নে গিছি—যে, চরকাটী কেটে স্থতো তৈরী কর্‌তে পার্‌বো না?

বিনো। তবে ভাই আয়—আয়, আমি সব সাজিয়ে রেখেছি, আয় এখনি টেকো ধোরে স্থতা কাটি গে। আজ লক্ষ্মীপুজোর দিন, আজি আরম্ভ করি।

সকলে। লক্ষ্মী আমার বিনি বোন—লক্ষ্মী আমার বিনি বোন। চল ভাই চল।

(পট-পরিবর্ত্তন)

চণ্ডীমণ্ডপ।

চরকা সাজান।

(মহিলাগণের চরকা কাটিতে কাটিতে গীত)

আমরা আবার কাট্‌বো স্থতো চরকাতে।
যাব না আর সখী সেজে
সভার মাঝে ফরকাতে॥
শুনেছি সেই ঠাকুর-মা
দিতেন নিজে ঢেঁকিতে পা,
পোড়্‌তো নাকো এলিয়ে গতর
কোনও কর্ম্ম করাতে॥
ঠাকুর-পো ভাই বুঝিয়ে দিলে,
প্রাণে প্রাণে গেল মিলে,
নিলে নিলে দেশের ধন,
সব যাচ্ছে পরের বরাতে॥
জ্যাকেট বডিস যাক্ উচ্ছন্ন,
আমরা হব না মতিচ্ছন্ন,
দেবো দেশের অন্ন কিসের জন্য
বিদেশীর পেট ভরাতে॥
শুন্‌ছি এক আছে ছুতো,
দেশে নাকি নাইকো স্থতো,
আমরা ঘরে ঘরে কেটে স্থতো
দেবো তাঁতি তরাতে,
যদি বাবুরা হন নারাজ
বিলিতী জুতা পরাতে॥

যবনিকা-পতন।

নবজীবন

(মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একাঙ্ক নাট্যলীলা)

পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষ

মহেন্দ্র সুরেন্দ্র	—	—	নাগরিক
যদু মধু শ্যাম	—	—	কেরাণী।
উমাচরণ	—	—	পুরোহিত।
জীবনকৃষ্ণ	—	—	সাধারণ সভাপতি।
কন্‌ভেয়ান্স কিশোর মক্কেল-মিত্র		—	উকীল।
কলোসিন্থ্ কুমার চক্রবর্ত্তী		—	ডাক্তার।
কুসীদকৃষ্ণ সেন	—	—	তেজারতি কারবারী ধনী।

সন্ন্যাসী, ভারতবাসিগণ ও পেচক।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী।

ভারতমাতা।

ঘোষাল-বৌ।

ভারত-রমণীগণ

নবজীবন

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

ভারতবাসিগণ।

(গীত)

"মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিদান।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়॥
রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ?
আর যত মহা বীরগণ,—
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু,
আর্ত্ত-বন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়॥
কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়'
ছিন্নভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়॥"

[ভারতবাসিগণের প্রস্থান।

(মহেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের প্রবেশ)

সুরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই Political agitation ব'লে একটা ডাক দেওয়া হয় বটে, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে—পাঁচ জায়গার লোক ডেকে একটু মিলে মিশে আমোদ করা, একে কংগ্রেস না ব'লে National Picnic বল্লে বরং কথাটা শোভা পায়।

মহে। আচ্ছা বেশ, তোমার কথাই বজায় রেখে বলি, সেও তো একটা লাভ। বেশী দিনের কথা নয়,—যখন ভূগোলের পরীক্ষায় পাশ নম্বরটা রাখা ছাড়া বোম্বাই মান্দ্রাজ পঞ্জাব প্রভৃতি দেশের নাম বা বিষয় জানার যে অন্য আবশ্যকতা আছে, তা আমরা মনে কত্তুম না; কেউ জান্‌তো, আমরা কালা বাঙ্গালী মাত্র, আর আমরা জান্‌তুম যে, মান্দ্রাজীরা খালি অর্শ ফিশ্চুলার চিকিৎসা করে। এই যে দাদাভাই নাওরোজী পার্লামেণ্টের মেম্বর হয়েছিলেন, এখনও অত খরচ কোরে বিলাতে বাস কোরে হৃদয়োন্মাদকবী বক্তৃতা দ্বারা সেখানকার ইংরাজদের মনে

আমাদের প্রাচীনা দুঃখিনী ভারতমাতার উপর স্নেহ অনুরাগ জাগিয়ে দিচ্ছেন, সেটা কি আমাদের কংগ্রেস হ'তে হয়নি?

সুরে। কেন, আমাদের W,C.Banerjee, লালমোহন ঘোষ, প্রাতঃস্মরণীয় মনোমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু আর কর্ম্মবীর স্বদেশ-বৎসল সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে—এঁরাও তো বিলাতের সাহেবদের কাছে ভারতের দুঃখের কথা ব'লে কম উপকার করেন নি।

মহে। আমি কি তা বল্‌ছি? বাঁড়ুয্যে সাহেব আর সুরেন্দ্র বাবু না থাক্‌লে কংগ্রেসের নামও কেউ শুন্‌তে পেত না। কিন্তু স্বর্গীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বা জষ্টিশ র‍্যাণাডে, কি নাওরোজি, আনন্দ চার্লু, জষ্টিশ চন্দ্র বারকর, সুব্রহ্মণ্য আর্য্য, বাল গঙ্গাধর তিলক—এ'দের মত লোক বঙ্গের দেশহিতৈষীদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আমাদের এই Political agitationএ জোর পড়েছে কতটা? আমি ভাই সবার নাম জানিনে, তবে মিষ্টার সিয়ানীর মত অনেক Mahomedan Gentlemenও ভারতের দুঃখমোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছেন।

সুরে। বেশ তো—তাতে আমার আপত্তি নেই: কিন্তু দেশের হিতের তরে ডেলিগেটরা আস্‌বেন, তার জন্য এত আড়ম্বর কেন? এই রাজহালে খাওয়ান-দাওয়ানতে কতটা খরচ প'ড়ে যায়, বল দেখি? সে টাকাটা বাঁচালে তার দ্বারা দরিদ্রের কি কোন উপকার করা যায় না?

মহে। দেখ সুরেন! ওই আমাদের একটা ভারী ভুল, আমরা সকল কাজেই বড় Extremeএ গিয়ে পড়ি; দুর্গোৎসব করবে—নহবত বসিও না, যাত্রা দিও না, খালি কাঙ্গালীকে লুচির সরা দাও। আ মর্, এটা বুঝিসনে যে, তাদের Legitmate কাজকে Patronise না কল্লে রোশনচৌকীওয়ালারা, যাত্রাওয়ালারা যে ক্রমে ক্রমে কাঙ্গালী হয়ে পড়্‌বে। জাতীয় জীবন-গঠনে S rious কাজের সঙ্গে আমোদ ও প্রমোদও একটা অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান; কর্ম্মবীর ইংরাজেরা এই আমোদের নিত্য প্রয়োজনীয়তা বোঝেন ব'লে তাঁরা এত দীর্ঘজীবী হন ও খাট্‌তে পারেন। It is a question, whether Englan l's Commerce or England's Sposts have made English men the First Nation on the face of thish Earth? তা ছাড়া এই কংগ্রেসের জন্য যাঁরা ডেলিগেট হয়ে এসেছেন, তাঁরা আমাদের নগরের অতিথি, তাঁদের সম্মান দিলে—সমাদর কল্লে আমাদের মনুষ্যত্ব, ভদ্রতা ও লৌকিক আচার রক্ষা হবে। আমাদের শাস্ত্রে অতিথিকে নারায়ণ বলে, তা কি জান না? ইংরাজদের মনে এই অতিথি-সৎকারের feelingটা ইদানীং বড়ই বদ্ধমূল, তাই তাঁরা জগতে জাতিশ্রেষ্ঠ হয়েছেন। আমি ত্রৈলোক্য মুখুয্যে মহাশয়ের কাছে শুনেছি, (যাঁকে T. N. Mookerjee বলে, অনেকেই জানেন) তিনি বিলাত থেকে দেশে আস্‌বার কিছু পূর্ব্বে একদিন ওয়েডারবরণ সাহেবের সঙ্গে বাজারে যান। সাহেবের বড় ইচ্ছা তিনি বিলাতের ভাল পিয়ার ফল মুখুয্যে মহাশয়কে খাওয়াবেন; কিন্তু তখন প্রায় Sea on ফুরিয়ে এসেছে, দেখ্‌লেন, একটী দোকানে মাত্র গোটাকতক ভাল পিয়ার ছিল;' একজন খুচরো দোকানদার-গোছ পাড়াগেঁয়ে সাহেব তা কিনে ফেলেছে; ওয়েডারবরণ সাহেব কিছু লাভ দিয়ে তাঁর কাছে থেকে গোটা কতক পিয়ার নিতে চাইলেন, কিন্তু সে লোকটা বেচতে রাজী

হলো না; তখন ওয়েডারবরণ সাহেব তাকে বল্লেন যে, "দখ, আমি নিজের জন্য চাচ্ছিনে, আমার এই বন্ধুটী ভারতবাসী—গভর্ণমেণ্টের কাজে এসেছিলেন, শীঘ্রই দেশে যাবেন, এঁকে আমাদের দেশের ভাল পিয়ার খাওয়াবার জন্য আমার এত আগ্রহ।" এই কথা শোন্‌বামাত্রেই সেই সাহেবটী বেছে বেছে গোটাকতক ভাল পিয়ার ত্রৈলোক্যবাবুর সাম্‌নে ধ'রে দিলে; ওয়েডারবরণ সাহেব কত দাম দিতে হবে জিজ্ঞাসা করায় সেই পাড়াগেঁয়ে সাহেবটী উত্তর কল্লে যে,"মুখুয্যে সাহেব আমাদের দেশের অতিথি, The guest of my Country, ওঁকে দুটো ফল খেতে দিয়ে আমি দাম নেব?" বোঝো স্থরেন ভাই, একেই বলে Patirotism! এই জন্য ইংলণ্ড আজ আমাদের চেয়ে এত বড় দাঁড়িয়েছে, এই জন্যই ইংরাজদের জাতিশ্রেষ্ঠ বলেছি।

স্থরে। ঠিক ঠিক, কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতায় যত বিদেশী ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁদের যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করা প্রতি কলিকাতাবাসীর বিধেয়। মানবধর্ম্মে অতিথিসৎকার প্রথম পালনীয় কর্ত্তব্য; কিন্তু ভাই, বৎসর বৎসর এক এক জায়গায় তাঁবু গেড়ে আড্ডা কোরে Resolution passকর্‌বার জন্যে এত অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রমের যে কি আবশ্যকতা, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। স্থরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে তো ব্যারিষ্টারী পাশ, হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিশ কল্লে এর চেয়ে ঢের নিজের ভাল কত্তে পার্‌তেন,দেশের লোকেরও সময় অসময় অনেক উপকার হতো।

মহে। হ্যাঁ, বোসেদের কতগুলো টাকা গুজরৎ উড্‌রফ সাহেব আয়ারল্যাণ্ডে না পৌঁছে দেশে থাক্‌তে পার্‌তো বটে। কিন্তু তোমার কথা ধরেই বল্‌ছি যে, অমন speech কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌তে নিজের রোজগার-বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না কোরে দেশের পাঁচজন জাতভাইয়ের কিসে উপকার হয়, তার জন্য গতর খাটিয়ে মাথা বকিয়ে বেড়াচ্ছেন, এটা সুখ্যাতির কথা নয় কি? আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাজও তো কতকটা করেছেন; অনেকগুলো বড় চাকুরীতে দেশের লোকের ঢোক্‌বার পথ খুলে দিয়েছেন, লেজিসলেটিভ্‌ কাউন্সিলের গড়ন এখন নতুন হয়ে গেছে, ইলেক্‌সনের দ্বারা দেশীয় লোক কাউন্সিলে প্রবেশ কচ্ছে, বজেটের খরচ-খরচার উপর কথা কইতে পাচ্ছে, তার উপর Right of interpellation;—সেটা কি সামান্য লাভ?

স্থরে। হ্যাঁ, এটা কংগ্রেসের দ্বারা হয়েছে বটে admit কচ্ছি: কিন্তু মহেন্দ্র! আমার মনের খট্‌কাটা কি বলি শোন; তোমার আমার এই সব কাজে লাভ কি বা ব্রিটিশ কমিটীর through তে ইংলণ্ডে agitaion এর শেষ ফল কি দাঁড়াবে,সাধারণ প্রজার মধ্যে কজন তার অর্থ বুঝ্‌বে? এ সবে massএর Direct interest কি হয়? "দেশের হিত দেশের হিত" ব'লে যে চেঁচাও, কিন্তু সাধারণ লোক যারা—গৃহস্থ গরীব, তোমার ইংরাজী লেখা-পড়া বা মিলের Political Economy কি Adams Wealth এর ধার ধারে না, তাদের মনে কংগ্রেসের উপকারিতা কি কোরে প্রবেশ করিয়ে দেবে? এ দেশে সাধারণ লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করাবার দুটী পথ আছে;—এক ধর্ম্ম, আর সঙ্গে সঙ্গে একটু পারিবারিক প্রেম। এই যে বছর দুই তিন আগে আমাদের বাঙ্গালীর মেয়েদের মধ্যে একটা সই পাতাবার ধূম উঠেছিল, তার গোড়াটা কি? শুধু ঠাকুর স্বপ্ন দিয়েছেন, আর স্বামী পুত্র ভাল থাক্‌বে, এই কথাটা উঠেছে বইতো নয়; দেখ—কে

স্বপ্ন দেখ্‌লে, কথাটা সত্য কি মিথ্যা—সে তর্কই উঠ্‌লো না; প্লাকার্ড মারতে হয়নি, হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে হয়নি, কেবল দেবতার কথা রক্ষা হবে আর আত্মীয়জন ভাল থাক্‌বে, এই জনরব শুনে হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আছে, সবাই আপনা আপনির ভিতর সই পাতিয়ে ফেল্লে। তা এমনি একটা ভাবে বোঝাতে না পাল্লে দেশহিতৈষিতা বা কংগ্রেসের উপকারিতা সাধারণে উপলব্ধি কত্তে পার্‌বে না।

মহে। শুনেছি, সুরেন্দ্রবাবুরও মত যে, রাজনীতিকে ধর্ম্মভাবে প্রচার না করতে পাল্লে আমাদের এই Religious Eastএ বিশেষ কোন কাজ হবে না। হাঁ তা ঠিক; দেশহিতৈষিতা যে ধর্ম্মের একটী অঙ্গ, তা আমাদের শাস্ত্রেই তো রয়েছে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"; আর একটু ভেবে দেখ্‌লে—মা দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী এঁদের ধ্যানের ভিতর ভারতমাতার রূপকল্পনা বুঝ্‌তে পারা যায়।

সুরে। বল্‌ছো মন্দ নয়—"নারদাদিমুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্" এটী বলার আবশ্যক কি? শুধু Spiritual Mother হ'লে নারদাদি যে পূজা কর্‌বেন, এটা তো alredy understood; কিন্তু যখন দেবর্ষিগণও "রত্নদীপময়দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে" ভারতমাতাকে পূজা করেছেন, সুতরাং হে মানব! তোমাদের এটী অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য হচ্ছে।

মহে। Thank you, বেশ বলেছো, Correct interpretation; কথাটা প্রাণে লাগ্‌ছে বটে।

সুরে। কিন্তু ভাই, সাধারণের মনের ভিতর দেশহিতৈষিতা কংগ্রেসের আবশ্যকতা প্রবেশ করাবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, প্রজাবর্গকে হাতে হাতে ফল দেখান, তাদের কোন নিত্য অভাব পূরণ করা—নিত্য ক্লেশ মোচন করা। তোমার মনে পড়্‌বে কি না জানিনে, কিন্তু যখন প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ (যিনি এখন আমাদের রাজা এডওয়ার্ড) এ দেশে বেড়াতে আসেন, তখন সাধারণ লোকে এই সু-খবরটা শুনে জিজ্ঞাসা করেছিল, "রাণীমার ছেলে আস্‌ছেন, তবে কবছরের খাজনা মাফ হবে? কাঙ্গালী ভোজন হবে কি?"—এই রকম সব। তাই থেকে আমার মনে হয়, আপনারা হাতে হাতে উপকার বুঝ্‌তে পারে—এমন সব যদি কিছু কাজ কোরে দিতে পারেন, তা হ'লে রেলওয়ে, গ্যাশলাইট্, পোষ্ট আফিস ইত্যাদির মত কংগ্রেসের নামটাও একটা Household word—ঘরো কথার মত প্রচলিত হ'তে পারে।

মহে। তা কংগ্রেসের কর্ত্তারা তো বল্‌ছেন না যে, তাঁরা সব জান্তা; They are always ready to accept any reasonable suggestion; তোমার মনে যা উদয় হয়, অনায়াসে তাঁদের জানাতে পার।

সুরে। Say—ধর গে, অনেক অভাব আছে—কি বলি?—ভাল—কথা মনে কল্লে, এই জলকষ্ট নিবারণ; সেবার ভাগলপুর কন্‌ফারেন্সে এ বিষয়ে একটা resolutionও ছিল; তখনই আমার মনে হয়েছিল যে বলি—যেখানে বড় জলকষ্ট আছে, অথচ জমিদার, গবর্ণমেণ্ট কি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কেউ কিছু কচ্ছে না বা কত্তে পাচ্ছে না, কংগ্রেস সেখানে একটা ইঁদেরা বা পুকুর কাটিয়ে দিলে,—নাম হলো কংগ্রেস পুকুর, তা হ'লে ভাব দেখি, কংগ্রেসও যে দেবতার মতন দীনের বন্ধু, এ ভাব ছেলে বুড়ো মেয়ে সকলের মনে কি জাগ্‌বে না? কংগ্রেস বজায় থাকলে কত গ্রামের কত পরিবারের

উপকার হবে; সেই পুকুর ব্যবহার কত্তে পেয়ে--

মহেশ। কথাটা বেশ বটে, কিন্তু এত কংগ্রেস পাবে কোথায়?

সুরে। যখন 1885 এ বম্বেতে W. C. Banerjeeকে প্রেসিডেন্ট কোরে কংগ্রেসের সূতিকা-পূজা হয়, তখনকার সেই ছেলে-খেলার ভাব দে'খে কার মনে আশা হয়েছিল যে, এই গরীব ভারত এই দেশহিতের কাজে, যার সঙ্গে বড় বড় রাজা-রাজড়ার বিশেষ সংস্রব নাই, অনেক ইংরাজ মনে মনে Sympathy থাকলেও Intention টার উল্টো মানে হবে মনে কোরে প্রকাশ্যে মিশ্‌তে চায় না, সেই কংগ্রেস এই কটা বছরের মধ্যে এই দেশহিতব্রতে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা চাঁদা তুল্‌তে পার্‌বে? আমাদের সুরেন্দ্র বাবুর এখনও যা Energy আছে, আর পশ্চি'ম পঞ্জাবে বম্বে মান্দ্রাজে—why আমাদের নিজেদের বাঙ্গালা দেশেও যে সব ভারত-মাতার সুসন্তান এ কার্য্যে উদ্যোগী আছেন, তাঁরা মনে কল্লে এমন সৎকার্য্যের জন্য টাকা উঠ্‌তে কদিন লাগে? Besides that to tell you the truth, তোমাদের এই ব্রিটিশ কমিটীর জন্য বিলাতে যে রকম লম্বা টাকাটা পাঠাতে হয়, সেটা আমার চোখে একটু বাজে খরচ্‌ বাজে খরচ মনে হয়, Returnটা যেন তার তুলনায় কিছুই নয়।

মহে। You don't understand যে কংগ্রেস নামটার মহিমা সাহেবেরা যত বোঝেন, আমরা তার সিকিও বুঝ্‌তে পারিনে। আমি ভিতরকার কথা জানি, কংগ্রেসের first suggestionলর্ড ডফারি-ণের কাছ থেকে আসে। মিষ্টার মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতিকে তিনি এই Grand National Institution formকত্তে পরামর্শ দেন।

সুরে। খুব সম্ভব, কেন না, আমি এক-বার একটী বড়গোছের সাহেবের সঙ্গে কথায় কথায় কংগ্রেসের নামটা যেমন উচ্চারণ করেছি, অমনি তিনি মাথার টুপিটী খুলে খুব reverentially বল্লেন যে,"Oh congress! That's a Sacred Name!" কিন্তু Between you and me,ইংরেজদের Patriotism sentimentally যেমন,materiallyও তার চেয়ে কম নয়; ওঁরা ব্যবসাদার জাতি, ওঁদের রথচাইল্ডের চক্ষে লাভালাভের হিসাবে একটা পয়সাও অগ্রাহ্য নয়। সুতরাং বৎসর বৎসর ব্রিটিশ কমিটীর নামে ইংলণ্ডে যে টাকাটা যায়, সেটা ইংলণ্ডের খাতায় ইণ্ডিয়া জমীদারীর একটা বাজে আদায় ব'লে জমা হয়। এই Voluntary Contribution এর অর্দ্ধেকটা বাঁচাতে পাল্লে দেশীয় প্রজার অনেক প্রত্যক্ষ উপকার করা যাইতে পারে।

মহে। মন্দ বলনি, তোমার ideaটা কোন Speaker এর মুখ দিয়ে বলাবার Proposeকর্‌বো; মোদ্দাৎ যে জন্য তোমার সঙ্গে এতক্ষণ বকাবকি কল্লুম—তার কি বল্ল? তুমি তো আমাদের Calcutta Sittingএ পার্ট নেবে?

সুরে। পার্টফার্ট বুঝিনে, তবে পশুপতি ভায়া নাছোড়বান্দা, ডেলিগেটদের খাওয়া দাওয়ার তদারক তদ্বিরে একটু খাটতে বলে-ছেন, ওতে আমার আমোদ আছে, খাটি গে।

মহেশ। ওঃ, পশুপতি বসু? তাঁর যত্নে ডেলিগেট্‌দের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত বরাবর ভাল হয়। By the bye আজ এক কাজ করা যাক চল, ষ্টার থিয়েটারে এই কংগ্রেস উপলক্ষে ভারতমাতা সম্বন্ধে একটা Allegorical Piece প্লে হবে, চল দে'খে আসি।

সুরে। ভারতমাতা?—ভারতমাতা

নামটা যেন শোনা শোনা বোধ হচ্ছে, আর কখনও প্লে হয়েছিল কি ?

মহে। হাঁ যখন 1872তে চিৎপুর রোডে সান্ন্যালদের বাড়ীতে প্রথম ন্যাশন্যাল থিয়েটার খোলা হয়, তখন অমৃতবাজারের এডিটার শিশিরবাবুর Suggestionএ "ভারত-মাতা" নাম দিয়ে প্রথম মাতৃভূমিপূজা রঙ্গভূমে অভিনয় হয়। সেই ছোট একটী সিনে যে তখন কি Grand sensationকোরে তুলে ছিল,—দেশীয় লোকের কথা ছেড়ে দাও, সার উইলিয়ম হণ্টার প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজগণও, এমন কি,মেজর বেয়ারিংএর মুখে শুনে তখনকার Viceroy লর্ড নর্থব্রুক ওই টুক্‌রো বইখানির কি সুখ্যাতি করেছিলেন, তা মনে হ'লে আজও আমাদের গর্ব্ব হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীর "মলিন মুখ-চন্দ্রমা" গানটা নিয়েই শিশিরবাবুর মনে ওই প্লেটা করাবার কথাটা উঠে; আহা, আমি এখনও যেন চোখে দেখ্‌ছি, মহেন্দ্র বসু "ভারতমাতা" সেজে এলোচুলে কি সুন্দর গম্ভীর ভাবে বস্‌তো। গেল বছর প্লেগে সেই মহেন্দ্র বসু মারা গেছে, অমন এ্যাক্‌টর আর কজন জন্মায়! আহা, "ভারত মাতা" ছাপিয়েছিল যে কিরণ বাঁড়ুয্যে, সেও আজ—এখনও মাসখানেক হয় নাই মারা গেছে; গেল গেল—তখনকার সবাই গেল!

সুরে। ও শোকের কথা তুলে কাজ নেই।

মহে। হাঁ, চল প্লেটা দে'খে আসা যাক্।

সুরে। কি সেই পুরণো জিনিস ?

মহে। অমনি পুরণো হয়ে গেল! তুমি কি সে প্লে কখনও দেখেছ ?

সুরে। না ভাই, কেমন কোরে দেখ্‌বো; তখন সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছি, কাকা গল্প করেন, আমি শুন্‌তে পাই।

মহে। তবে আর কি, সে এক রকম চাক্ষুষ দেখাই বল্‌তে হবে বই কি—কেমন ? বাহাদুর দেখ্‌ছি—সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত।

সুরে। হ্যাঁ, আমি ধরা পড়্‌লুম বটে, কিন্তু একবার একটী বড় মুন্সেফ বেঙ্গল থিয়েটারের "প্রহ্লাদ-চরিত্র" পুরণো ব'লে দেখেন নি, কেন না, তিনি ছেলেবেলায় গুরু-মহাশয়ের পাঠশালে দাতাকর্ণের সঙ্গে "প্রহ্লাদ-চরিত্র" পড়েছিলেন।

মহে। বটে? এ ঠিক পুরণো নয়, সেই ভাবে আর সেই "মলিন মুখচন্দ্রমা" গানটা-আশটা রেখে ষ্টার থিয়েটাররা একটী সুন্দর নতুন Patriotic play করেছে, নাম হয়েছে নবজীবন। Loyal, Patriotic and Pleasing.

সুরে। বটে? তবে চল, একটা টাকা বাজে খরচ করা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গঙ্গার ধার—রাজপথ।

ভারত-লক্ষ্মী।

(গীত)

নিরখিব কত দিন বল এই অলক্ষণ।
যাতনা স্বপন সনে ঘুম-ঘোরে অচেতন॥
ত্যজিয়ে পুরুষকার, কপালে সকল ভার,
সন্তোষের শুবে কর অলসে সব আলিঙ্গন।
আমি লক্ষ্মী বিষ্ণুজায়া, যুগ-যুগান্তরের মায়া,
(তাই) দে'খে তোদের শীর্ণকায়া,
হায়াতে করি রোদন॥

মনেরে না দিয়ে ফাঁকি, এখনো মেলিনি আঁখি,
ভারতে পার তো বাছা পরাতে ভূষণ।
তোদের মা ছিল যে ধরার রাণী
আজ কেন তা বিস্মরণ॥

আহা, বিফল ব্যাকুল হয়ে আমার ভ্রমণ, বিফল আকুল হ'য়ে দ্বারে দ্বারে রোদন, সহস্র সহস্র বৎসরের হীনতায় ভারতসন্তানগণের প্রাণ অসাড় হয়ে গেছে; বহুদিন হৃদয়ে বহন কোরে বেদনার যাতনা-অনুভব-শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে।

(পেচকের প্রবেশ)

পেচক। ও মা লক্ষ্মী, আর দেরি কেন? আমার পিঠ্‌টা যে সড় সড় করছে; সেই সত্যযুগের গোড়ায় তোমাকে পিঠে কোরে এনেছি, সেই অবধি যে ভারত থেকে আর নড়তে চাও না; বলি অন্য কোথায় যাবে কি, আমায় স্মরণ কল্লে কেন?

লক্ষ্মী। ও বাবা, যাব যাব মনে করি—তোমায় ডাকি, কিন্তু ওই যা বল্লুম—যুগ-যুগান্তরের মায়া, এদের ছেড়ে যেতে যে মন সরে না। যখন হিমালয় পাহাড় পার হয়ে তলোয়ার ধ'রে মুসলমানেরা প্রথম ভারতে প্রবেশ করেছিল, তখনই আমার আসন টলেছিল; কিন্তু বাবর, হুমায়ুন, শাজাহান, আক্‌বর প্রভৃতি জনকতক মুসলমান নরপতি—এঁরা যে আমাকে এইখানেই ধ'রে রাখ্‌লেন আর যেতে পেলুম না। শেষ বাদশারা পূজায় তাচ্ছল্য কল্লে, ভাব্‌লুম যাই—তোকে ডাক্‌লুম, কিন্তু ইংরাজেরা ভারতে এসে ধূমধামে লক্ষ্মী পূজা আরম্ভ কল্লে; আমার অংশে জন্ম নিয়ে ভিক্টোরিয়া রাজ-রাজেশ্বরী হলেন। সাধু হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিশ, ক্যানিং, রিপণ, কর্জ্জন প্রভৃতি ভক্তগণ এখানে এসে ভারত-মাতার প্রাচীন দেহে নবীন্ ভূষণ পরাতে আরম্ভ কল্লেন, তাই দে'খে আমি মায়ায় এখনো আবদ্ধ রয়েছি।

পেচক। তা বেশ মা, থাক, আমায় আর মিছে ডাকাডাকি কেন—দয়া কোরে বাহন করেছো, সমস্ত দিনটা বেশ ঘুমিয়ে কাটাই, সন্ধ্যা হ'লে দুটো একটা পোকা মাকড় ধ'রে খাই, তাতে আর বাধা কেন?

লক্ষ্মী। ওরে বাছা, অনেক দিন মনকে প্রবোধ দিয়ে রেখেছি, কিন্তু আর থাক্‌তে পাচ্ছিনে; দিদির ছেলেরা আমার দেখ্‌ছি ক্রমে মাকে ভুলে গেছে। যাঁর গর্ভে একদিন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্যাদি ঋষি জন্মিয়াছিলেন, বেদব্যাস, বাল্মীকি যাঁকে একদিন 'মা' ব'লে ডেকেছেন, ভীষ্ম, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন যাঁর ধর্ম্ম-গৌরব রক্ষার জন্য দেহপাত ক'রেছেন, আজ তাঁর কি দশা! যাঁর কোলে রাম—রাজা, লক্ষ্মণ—ভাই, সীতা—স্ত্রী, দ্রৌপদী—রাণী, যশোদা—জননী! পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ-রূপে যাঁর পুণ্যক্ষেত্রে লীলা কোরে গেছেন,—সেই ভারতের পবিত্র অঙ্ক আজ শশাঙ্কবিহীন আকাশের ন্যায় কালিমা-ঢালা; কালের করাল মেঘ, দুটো একটা নক্ষত্রও যা ছিল, তাও ঢেকে ফেলেছে! বাপ্পা নাই, বালক বাদল নাই, প্রতাপ নাই, প্রতাপাদিত্য নাই; বোনে বোনে রেষারিষিতে আমি সুবর্ণে সন্তুষ্ট করিনে বটে, কিন্তু সরস্বতীর ছেলে ব'লে প্রাণের টানটা তো ছিল; এখন কোথায় গেল সেই কালিদাস, ভবভূতি, খনা, মিহির, লীলাবতী, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দ, মধু!

পেচক। বুঝেছি বুঝেছি মা, মনটা তোমার এবার যাব যাব হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার বোনপোদের ভিতর এখনও অনেক

বেঁচে আছে, এঁদের ছেড়ে যাবে কেন? আর দেখ মা,—তোমার কৃপা পান না পান, এখন এই ভারতে আমার আশীর্ব্বাদ তো অনেকেই পেয়েছেন; মুখে বোকামির গাম্ভীর্য্য. ক্ষুদ্র চোখে ছোট নজর, পোকা-মাকড়টা পেটে পোর্‌বার লালসা, দিবসে অলসে অগাধ নিদ্রা, নিশায় গোপনে ভ্রমণ, আর কচিছেলের মতন "ট্যাঁ ট্যাঁ" কোরে রোদন; এ তো প্রায় আমি ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

লক্ষ্মী। বাছা, বলিস্‌নে, বলিস্‌নে, তুই দুঃখে অভিমানে ব্যঙ্গ কোরে বল্‌ছিস্‌, কিন্তু আমার প্রাণে যে শেল বিঁধ্‌ছে। দেখ বাছা, আমি আর একবার এদের বোঝাব, তার পর —ওহো বল্‌তে পারিনে!—বুঝি বা ছেড়ে যেতেই হবে।

পেচক। মা, তুমিই মচ্ছো দুঃখ কোরে, কিন্তু যাদের জন্যে কাঁদ্‌ছো, তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। দেখ না চেয়ে, কেমন ওই সব হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।

লক্ষ্মী। ওরে বাছা! তুই ওই পেচক-চক্ষে দেখ্‌ছিস্‌ যে, ওরা হাস্‌ছে, কিন্তু আমি দেব-দৃষ্টিতে ওই সব অধরে হাসি নয়– চিতার বিভীষিকাময় আলো দেখ্‌ছি।

(অন্তরালে অবস্থান)

(যদু, মধু প্রভৃতি কেরাণীগণের প্রবেশ)

যদু। একবার বস্‌তে হয়, তাই ভাতের কাছে বসি, পেটে থাকে না—যে অম্বল।

মধু। মেশো মশায়, তোমায় বল্‌বো কি? মাসকাবারের এখনও ১১।১২ দিন বাকী—আজ শালপাতা পেতে ভাতটা খেলুম, থালা আর ঘটীটে বাঁধা দিয়ে দেড়সের চাল কিনে আন্‌তে হলো।

শ্যাম। পেটের কথা খুল্‌ছেন তো আমিও বলি; বাবা যখন জাতব্যবসা চালাতেন, তখন এর চেয়ে ঢের সুখে সংসার চল্‌তো। ওই অত বড় বড়মানুষ সিমলের মিত্তিররা যখন লতুন কোটা তোয়ের করে, তখন ওঁদের মেজবাবু খড়খড়ির তাগাদা কর্‌বার জন্য বাবার কারখানায় নিজে এসে ব'সে থাক্‌তো। আর এক ঘোড়ারডিমের ইঞ্জিরি ইস্কুলে গিয়ে আমি কি বাবুই হয়েছি! মন্‌টিথ কোম্পানীর বাড়ীতে ২০৲টী টাকা মাহিনে; তা পেণ্টুলেন জুতো আর ট্রামওয়ের জন্য গড়ে মাসে প্রথম ১০৲ টাকা যায়, দুপুর বেলায় জলখাবার আর জোটে না।

মধু। আর দুঃখের কাহিনী ব্যাখ্যা কোরে কাজ কি? চল ছাওয়ায় ছাওয়ায় পাথুরে-ঘাটার ভিতর দিয়ে লুকিয়ে যাই; ট্রামওয়ে-টাকে একদিন ফাঁকি দেওয়া যাক্‌, সাম্‌নে দেখ্‌লেই চড়্‌বার লোভ হয়।

পেচক। (অন্তরাল হইতে) মা, দেখ্‌ছো,—ঐ বীর কজন তোমার ত্যজ্য পুত্র।

লক্ষ্মী। ওরে বাছা, আমি ত্যাগ করিনে, ওরাই আমায় ছাড়্‌ছে; হ্যাঁগা বাছা, শোন না—একটা কথা বলি।

যদু। ও ঢের কথা শোনা আছে, ভিখিরীর জালায় আর বাঁচা যায় না।

লক্ষ্মী। বাছা! পয়সা চাইনে, আমায় একটা অন্য ভিক্ষা দে।

যদু। হাঁ বাছা! তোমার সাজগোজ দেখ্‌ছি, বড়মানুষের মেয়ে ব'লে বোধ হয়, তোমার আবার ভিক্ষা করা কেন?

লক্ষ্মী। ও বাছা! পয়সা-কড়ি চাইনে, আমার এই ভিক্ষে—যে তোমরা একটু মানুষ হও।

মধু। এই রে খিষ্টাননী—না ব্রাহ্মী। অন্ধকার থেকে আলোয় আন্‌ছেন!

লক্ষ্মী। হ্যাঁরে বাছা, চিন্‌তে পাল্লিনে, কেবল বুঝি রেকের ভিতর ধান পুরে পুরু-তের উপর একটা পূজোর বরাত দিস্? আমার গোলোকের রূপ কখনও ধ্যানেও আনিস্‌নে ?

শ্যাম। ও মা, তুমিই লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বাবা ! একবার আলস্য ত্যাগ কোরে মায়ের দশা ভাব।

যদু। ওঃ, বুঝেছি, বুঝেছি,—ওই ভারত-মাতার কাহিনী গাইবে রে, ও মা লক্ষ্মি ! এই আজ পৌষমাসের পাওনা তোমায় যা হোক্ শশা কলা দেওয়া গেল, আবার সেই চৈত্র-মাসে দেখা-শুনা হবে। এখন মা আমাদের ছেড়ে দাও ; ভাত খাই কাঁসি বাজাই—অত ভারতের ধার ধারিনে।

পেচক। ও সোনার চাঁদেরা ! আর দিন কতক গেলে ভাতও খেতে হবে না, আর কাঁসিও ঝন্‌ঝন্ কর্‌বে।

যদু। মা, ভয় নেই, ভয় নেই, এই পেন্স-ন্‌টা নিই, তার পর ভারতের জন্য কত লাগ্‌বো—দেখো।

[কেরাণীগণের প্রস্থান।

পেচক। শুধু ভারত নয়, তখন বাতের জন্য, ডায়েবিটীশের জন্যও লাগ্‌তে হবে।

(মালা জপ করিতে করিতে ঘোষাল-বৌয়ের প্রবেশ)

ঘো-বৌ। ঠুক ঠাক ঠক ঠক ফুট ফাট ফটাং ফট্—এই তিন হাজার তিন হলো ; এ চুলোর পাঁচ হাজার কতক্ষণে পূর্‌বে গা ? পোড়া দিদি-শাশুড়ী মাগীর আবার শুনছি তো ব্যামো, মরে তো পূজো আহ্নিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব বন্ধ হবে। হরি—মধুসূদন—দর্প হারী !

লক্ষ্মী। ও মা ! তুমি তো দেখ্‌ছি ভাল মানুষের মেয়ে, ঠাকুরদেবতার উপর একটু মন আছে।

ঘো-বউ। হ্যাঁ বাছা,আপনার মুখে কেমন কোরে বলি ? কিন্তু বাছা, তোমার নিমন্ত্রণ যাওয়ার মতন কাপড়-চোপড় দেখ্‌চি—স'রে যাও, ছোঁব না ; এখন আমার ও সব কথা শোন্‌বার সময় নেই, মুখপোড়া মাঝি মিন্‌ষে আধ পয়সায় ক'গাছা শাক দেছে দেখ। ঠুং ঠাং ঠুক ঠাক, ফুট ফট্ ফটাস্ কট্—সাড়ে তিন হাজার হলো।

লক্ষ্মী। ও মা ! ভারতমাতার এ দুর্দ্দশা যদি তোমরা দেখ্‌বে না, আপনার স্বামী-পুত্রকে এ বিষয়ে উত্তেজিত কর্‌বে না—

ঘো-বউ। আ মর্ মাগী, গহনা দেখিয়ে অহঙ্কার কত্তে এসেছিস্, স্বামীপুত্রের কথা তুলিস্‌নে বল্‌ছি।

লক্ষ্মী। ও মা, আমি তা বল্‌ছিনে ; ভারতসন্তান নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে—একে-বারে মৃতপ্রায়।

ঘো-বউ। চুপ চুপ চুপ—বলিস্‌নে, বলিস্‌নে, ও কথা কানে শোনাস্‌নে। সে জানি, জানি—আমার গৈততো মর মর ?—শোনা-স্‌নে শোনাস্‌নে, এখনই ধর্ম্মকর্ম্ম পূজো আহ্নিক জপ বন্ধ হবে। ওই ও মাসে অমনি ও বাড়ীর খুড়শ্বশুরের একটা ছেলে জন্মেছে শোনালে, ছ ছদিন আহ্নিক হলো না ; সেটা গেল—তবে আবার মালা হাতে করি, শ্রীধরের ঘরে ঢুকতে পাই।

লক্ষ্মী। হ্যাগা বাছা, তুমি কি বল্‌ছো—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

ঘো-বউ। না—কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—অশৌচ হয়েছে—খবর দিয়ে আমার ধর্ম্ম নষ্টটা কত্তে এসেছো, পাঁচ ছ আনার হাঁড়ী নষ্ট কর্‌বার চেষ্টায় আছ—আর কিছু বুঝ্‌ছো

না? ওলে', আমি পাঁচ হাজার ফুট ফাট্ না কোরে জলটুকু মুখে দিইনে,তোদের ওই১০৮ বার জপ তো জপই নয়! ফুট ফাট ফটাং— পোড়া গেঁতগুলো অশৌচের খবর না দিয়ে থাক্‌তে পারে না। ঠুক্ ঠাক্ ঠক্—ও মা কলু-বৌয়ের শ্বাশুড়ী! তুমিই সত্য—তুমিই সত্য! ধোপা কমলী! তুমিই সাক্ষাৎ নারায়ণ! তুমি শত্রুর মরণ কত্তে পারফু—ট ফাট্ ফটং ফট্।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। হে প্রাণপতি গোলোকনাথ! তোমার নামের কি এই রকম দুরবস্থা দাঁড়িয়েছে; জ্ঞাতিদের পরিবারবৃদ্ধিতে আহ্লাদ, মৃত্যুতে শোক—এ সব হৃদয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ কোরে খালি গোটাকতক ঠুক্ ঠাক্ ফট্ ফাট্ বলে—

পেচক। ও মা, তুই রাগ করিস্‌নে, ওদের দোষ কি? ধর্ম্মশিক্ষা তো পায় না—ওদের নারায়ণও যা, ব্রহ্মদৈত্যও তা; পাছে ঘাড় ভাঙ্গে,তাই পূজো করে; ঠাকুরকে দেখে যেন চৌকীদার, দুটো চার্‌টে পয়সা কবলায়—যাতে আপনার ঘরে ধন ঢেলে আর পাশের বাড়ীতে আগুন লাগায়।

(উমাচরণ ঠাকুরের প্রবেশ)

উমা। হারামজাদা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া—এই রামসদয়টা—আর দিন পেলেন না—দেশে গিয়ে ব'সে রইলেন; একেলা কত বাড়ী সার্‌বো? ইস, গয়লারা আবার পণ্ডিত হয়েছেন, একখানি নৈবিদ্যি বেশী দিয়েছেন কি না? কাছে ব'সে আধঘণ্টা ধ'রে পূজো করালে।

লক্ষ্মী। এই যে একজন ব্রাহ্মণ; দেবতা! ভারতের প্রথম গৌরব তোমাদের ব্রাহ্মণের জন্য; আমার একটা কথা শোন, একবার লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দাও, দেশের মুখের দিকে চাও।

উমা। আরে, যা যা মাগী, আমার মুখের দিকে কে চায়, তার ঠিক নেই—দেশের মুখের দিকে চাও, কে রে মাগী তুই?

লক্ষ্মী। এই তো বাবা সবাইকে ব'লে বেড়াচ্ছি—আমি লক্ষ্মী।

উমা। ঢের ঢের লক্ষ্মী দেখেছি; সেই সকালবেলা দুখানা বাসী রুটী মুখে দিয়ে বেরিয়েছি,বারোটা প্রায় বেজে গেল—এখনো জল-বিন্দু পেটে পড়্‌লো না। তুই তো লক্ষ্মী—কিন্তু জানিস্ মাগী, আমায় আজ কত লক্ষ্মী পূজো কোরে ফির্‌তে হচ্ছে, আজ আমাদের পূজুরি বামুনদের মেইলডে। এখনও সেনেদের বাড়ী, বোসেদের বাড়ী, ঘুগীদের বাড়ী, পেমার মার বাড়ী সব ফুল ফেলা বাকী রয়েছে।

[প্রস্থান।

(জনৈক সভাপতির প্রবেশ)

সভা। resolution—resolution! I say ভারতমাতা, আমার কাছে তোমার বিশেষ Oblige হয়ে থাকা উচিত; আমিই বলেছি resolution ভিন্ন তোমার আর গতি নেই।

লক্ষ্মী (স্বগত) আহা, কে এ?—এ যে ভারতমাতার নাম কোরে দুঃখ কচ্ছে! (প্রকাশ্যে) বাছা! তুই কি ভারতের ভাবনা ভাবিস্ রে?

সভা। ভাবিনে? জাপানে লোক পাঠাতে হবে—দেশালাই তোয়েরি শিখ্‌তে। কাম্‌স্কাট্‌কায় পাঠাতে হবে—ষ্টকিং বুন্‌তে। নিউজিল্যাণ্ডে কমোড্ তোয়েরি কত্তে; তুমি তো দেখ্‌ছি, একজন বড় ঘরের মেয়ের

মতন, নেও—সই কর—কিছু চাঁদা দাও; দেশের লোকের কোন বিবেচনা নাই, আদবে patriotism নেই। ভাব দেখি, দেশের জন্য আমি এতটা কচ্ছি, কাগজ লিখে লিখে বন্ধু বাউরাকে একটা মেম্বর কোরে দিলুম, কিন্তু আমার—রাজা সদানন্দের পুরণো ধার পাঁচ হাজার টাকা সেটা শোধ্‌বার উপায় কোরে দিলে না? Ungrateful world in human Mankind! Unpatriotic India!

পেচক। এ কে?—পাগল না পাজী?

(উকীল ও ডাক্তারের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। হ্যাঁ গা বাছা, তোরা কে? তোরাও কি একবার স্নেহ-অঙ্কে স্থানদায়িনী ভারত-জননীর মুখের দিকে চাইবিনে?

উকীল। ও মা, সে ঢের চেয়েছি, এখন ও সব হয়ে গেছে। আপনি দেখ্‌ছি স্ত্রীলোক—আপনার কথাটায় উত্তর দেওয়া Common politeness; তাই বলি মা—

ডাক্তার। আরে, আরে থাম থাম ভাই, কনভেয়ান্স কিশোর, আগে ওঁর সঙ্গে Intorductionটা হোক্; মহাশয়া! আমার Eriend হচ্ছেন, Mr Gonveyance কিশোর মক্কেল মিত্র—একজন বড় উকীল, আমি হচ্ছি, Doctor Colosinth কুমার চক্রবর্ত্তী; আপনি কে? এইবার আমায় পরিচয় দিন।

লক্ষ্মী। আমি লক্ষ্মী।

ডাক্তার। লক্ষ্মী! আমার চক্ষে Remittant Feverই তো লক্ষ্মী। আপনার Temperature কত?

উকীল। আরে না না, চুপ কর, চুপ কর—আমি চিনিছি; উনি আমাদের বাস্তু-দেবী, আমাদের লাইব্রেরীতে ওঁর কথা সদা-সর্ব্বদা চলে; অনেক বড় বড় ঘর ইংরিজী বাজনা বাজিয়ে Green light জেলে ধুম-ধামে আপীল-কোর্টে ওঁকে বিসর্জ্জন দেয়। ভবানীপুরের এক বড়লোকের বাড়ীতে জাঁকিয়ে ওঁর নিরঞ্জনের উদ্যোগ হচ্ছে; সেথায় আমার ট্যাম্‌টেমি বাজাবার বায়না আছে; দেখি, বাগবাজারের কাজটা সকাল সকাল সারতে পাল্লে তবে সেথায় যাব।

লক্ষ্মী। বাছা! তবে আমায় চেন দেখ্‌ছি; আমার দুটো কথা শোন, তোমায় যেন চেন চেন কচ্ছি। বছর পাঁচ ছয় আগে যেন তোমায় ভারতের পূজায় বিশেষ উদ্যোগী দেখেছি।

উকীল। Revered mother! সে কথা ছেড়ে দিন, তখন হাতে কেশ-টেশ ছিল না, তাই চড়কতলায় চড় চড়াচড় ঢাক বাজি-য়েছি; এখন বেশ পশার জমেছে, তাই ধাঁ কিটি কিটি তাক্ তাক্ সিন বাজাচ্ছি। এখন তোমার নোট চেক সিল্‌ভারের সঙ্গে Introduction হয়েছে। রাখ্‌তে, নিতে, গুণ্‌তে বড় ব্যতিব্যস্ত মা; একটু হাস্‌তে অবসর পাইনে, তা তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইবো কি? দেশহিতৈষিতা—Of Course এটা বেশ ভাল জিনিস, কিন্তু মা, ছেলেপুলেরা মানুষ হচ্ছে, বড় হচ্ছে—তারাই করবে; আমাদের আর ওতে জড়াও কেন?

পেচক। ও মা, ওঁকে চিন্‌তে পাচ্ছো না? উনি একজন আঁদত ভারতসন্তান, কিন্তু হাতে কেশ এলে দেশকে আর দেখ্‌তেই পান না।

উকীল। Yes, yes মা, বুঝ্‌তে তো পাচ্ছো; আমার জীবনটা এক রকম কোরে কেটে যাবে। বড় ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছি, সে ফিরে এসে দেখ্‌বে তখন। You know মা - at present is man's Divinity।

ডাক্তার। Quite true তা বই কি, - এই Germ theoryটা আমাদের সময়ে চলেছে,

অবশ্য এর পর এটা nonsense ব'লে prove হবে, তা বলে 'Why shall I not take time by the fore-lock ? এই মা বোঝ, At present এর মহিমা !

উকীল। তবে মা লক্ষ্মী, বিদায় হই। চল কলোসিস্থ, হাবুল মল্লিকের সাবালকতা ১১টার ভিতর তোমাকে affidavit কত্তেই হবে, মর্টগেজটা আজ sign হওয়া চাই।

[উকীল ও ডাক্তারের প্রস্থান।

(অন্যদিক্ দিয়া কুসীদকৃষ্ণ বাবুর প্রবেশ)

কুসীদ। চিনে লড়াই থেমেছে থেমেছে, ২॥৹ টাকা প্রিমিয়মে আজ এই কখানা কাগজই ঝাড়্‌ছি।

লক্ষ্মী। ও কুসীদ, কোথায় যাচ্ছো ?—শোন—শোন।

কুসীদ। কে মা তুমি ?

লক্ষ্মী। আমি লক্ষ্মী যে গো।

কুসীদ। এ্যাঁ ! মা তুমিই সত্য ! হ্যাঁ মা, এই যে আমি ডবল চব্‌শ লাগিয়ে তোমায় বন্ধ কোরে রেখে এলুম, কেমন কোরে সিন্দুক থেকে বেরিয়ে এলে মা ? হ্যাঁ মা, তোমার লক্ষণালক্ষণ কত মানি, জান না ? গেল বৃহস্পতিবারে ভাগ্‌নেটা মরেছিল, তবু লক্ষ্মী—বারটা মানি ব'লে, তার খাট কেন্‌বার বারো গণ্ডা পয়সা বাক্স থেকে বা'র করিনে। মা লক্ষ্মি ! তোমায় আমি এত মানি, আর এই কখানা কাগজ প্রিমিয়মে বেচ্‌তে যাচ্ছি, আর পেছু ডাক্‌লে ?

লক্ষ্মী। বলি বাছা, তোমায় তো এত কৃপা করেছি, আমার কথা রাখ— একটু দেশের মুখের দিকে চাও না।

কুসী। ও মা, তায় আমার ত্রুটি নেই; আমি দেশের মুখের দিকে রাত্‌দিন চেয়ে আছি। কখন্ কার জমিদারী নীলাম হয়, কখন্ কার ছেলে নোট কাটে, কখন্ সুদের বাজার বাড়ে, আমি তাই অহর্নিশি লক্ষ্য কোরে আছি মা। Exchange Gazette না প'ড়ে দুর্গা নাম করিনে; আর এই তুমি আমায় কৃপা কোরে যা দিয়েছো—তা এঁটে সেঁটে পুঁটুলি বেঁধে রেখেছি, আপনিও খাইনে, পরকেও কিছু দিইনে।

লক্ষ্মী। আহা, তা নয়, একবার ভারত-মাতার মুখের দিকে চাও। দেখ, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

কুসী। ও মা, তায় আমার ত্রুটি নেই, আমি জননীকে খুব ভক্তি করি। এই সে দিন ঢেঁক্‌শেলেই মার গঙ্গালাভ হলো, ছ ছটা রূপোর ষোড়শ ভাড়া কোরে এনে তাঁর শ্রাদ্ধ কল্লুম। আর 'জন্মভূমির' কথা যে বলুছো—যার যার জন্মভূমি আমার কাছে বাঁধা ছিল, সব ফোরক্লোজ কোরে নিয়েছি। আর "স্বর্গাদপি গরীয়সী" যে রায় বাহাদুর—তাঁর জন্য হিজলি হাঁসপাতালে বারোখানা দড়ির খাটিয়া কিনে দিয়েছি; ও মা! বড়াল মশায় আমার অপেক্ষায় ব'সে আছেন—এখন যাই; আবার কখন্ কি টেলিগ্রাম আসে—সুদের বাজার যদি নেবে যায়।

[প্রস্থান।

পেচক। মা, দেখ্‌লে তো—তোমার ভারতের আর উপায় নেই মা; যে রকম গতিক দেখ্‌ছি, তোমায় পিঠে কোরে আমাকে উড়্‌তে হলো; আমার ত্রিরাত্রের জ্ঞাতি কালপেঁচা দাদাই দেখ্‌ছি এখানে এখন ডেকে ডেকে চ'রে বেড়াবেন।

লক্ষ্মী। আচ্ছা চল, একবার সেই সর্ব্ববিদ্যার জননী—সমগ্র রার উজ্জ্বল মণির খনি বিমলা শ্যামলা ভারতমাতাকে শেষ দে'খে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমালয় পর্ব্বত।

সিংহাসনে ভারতমাতা উপবিষ্টা—সম্মুখে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রিত।

ভার মা।— (গীত)

উঠ উঠ রে যাদুমণি আর কেন ঢালিয়ে কায়।
দেখিয়ে তোদের দশা এ হৃদি বিদরে হায়॥
মোহে ভাবিস্ আছিস্ সুখে,
শেল বিঁধে যে আমার বুকে,
দেখে শ্মশান হাসি তোদের মুখে,
আঁখি—জলে ভেসে যায়।
যে শিরে মুকুট প'রে, ছিলাম ধরার দণ্ড ধ'রে,
আমার ভালে কালে কালে
সে মাথা লোটে ধরায়।
ছিলাম ধনধান্যে ভরা, পূজা দিত বসুন্ধরা,
দুঃখ আর যায় না ধরা,
সে ভারত আজ ভিক্ষা চায়।
হাত পেতে যার খেতো সবাই,
জল খেয়ে সে ক্ষুধা মিটায়॥

এ কি দীর্ঘ পরমায়ু!—কেন এত কাল বাঁচ্‌লুম্? এই চোখের উপর কত অভ্যুদয় কত বিলয় দেখ্‌লুম, কত রাজ্য সাম্রাজ্য হলো—গেল, পুরাণে নাম আছে, কিন্তু ধামের চিহ্ন নাই। আর আমার কেন অন্ত হলো না? আরব গেল, মিশর গেল, রোম গেল, গ্রীস গেল, আমার কাছে ধন নিলে, জ্ঞান নিলে, বসন নিলে, ভূষণ নিলে, জগৎকে দুদিন উজ্জ্বলরূপের লাবণ্য দেখিয়ে মোহিত কল্লে, শক্তি গেল—সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হলো। আমার জীবন-প্রদীপে তৈল ফুরিয়ে গেছে, তবু আলো মিটমিট করে কেন? এ তো জীবন নয়—বিকার, আলো নয়—আলেয়া! আহা, বাছারা আমার বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। স্থবিরার সন্তান, তাই এত দুর্ব্বল! ভগিনী ব্রিটানিকা নিজের শক্তি অলক্ষ্যে কত সঞ্চার কচ্ছেন, তবু শীতল শোণিতে তাপ প্রবেশ কচ্ছে না।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

(গীত)

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি
রাত্রদিবা ঝরিছে লোচন অশ্রুবারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার—হায় রে সহিতে না পারি॥

ভার-মা। কে কাঁদে গো? আজ এই হিমালয়তলে এসে অভাগিনী ভারতের মুখ চেয়ে কে কাঁদে গো? স্বর যেন চিনি চিনি, কিন্তু চোখের জলে—উনি কে—ভাল কোরে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

লক্ষ্মী।— (গীত)

* "দেখ গো ভারতমাতা তোমারি সন্তান।
ঘুমায়ে রয়েছে সবে শবপ্রায় হীনপ্রাণ॥
কালে বলবীর্য্যহীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ,
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ।
মরি এ দশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,
অপার জলধিপার চলিলাম ছাড়ি এ স্থান॥"

[প্রস্থান।

ভার-মা। এ কি! এ কি!—লক্ষ্মী এসেছিলেন! কেঁদে ফিরে গেলেন—কোথায় গেলেন? ব'লে গেলেন—জলধিপার! তা যাও, বাছা যাও—আমি তো প্রাচীনা, নবীন অভ্যুদয়ে ব্রিটানিকা ভগিনী আমার জগৎ

* এই গীতটী ৺দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত

জন্য কোরে রেখেছেন; যাও তাঁর কাছে যাও, আমার সন্তানদের ভার এখন তাঁরই উপর। বিধাতা এই স্থবিরা ভারতের ভার এখন ইংলণ্ডের করেই দিয়েছেন; ভগিনী আমার সন্তানগণকে নিজ সন্তান মনে কোরে অবশ্যই পালন কর্‌বেন। আহা! বাছারা আমার আর কত দিন ঘুমুবে? উঠ—জাগো, একবার তোম'দের দুঃখিনী মার পানে চাও —উঠ বাছা!

(গীত)

জাগো রে জাগো রে ওরে প্রিয়তম পুত্রগণ!
কোথা তোদের বলবীর্য্য কোথা সে উন্নত মন॥
তোদেরি পুরাণ-গাথা, সিংহপৃষ্ঠে দুর্গা মাতা,
দশভুজে দশদিকে করেন শাসন।
তোমাদের ব্যাস কবি, এঁকেছিল বীর-ছবি,
মুক্তবেণী যাজ্ঞসেনী শুধু ভারতে গঠন।
তোদেরি প্রতাপ রাণা, ভীম রণে দিয়ে হানা,
গিরি বনে ক্ষুণ্নমনে করেছিল দিনযাপন।
প্রচণ্ড ইংলণ্ড তোরে দিতেছে নবজীবন॥

হ্যাঁ রে! পূর্ব্বকথা যেন ভুলে গিয়েছিস্, অবিদ্যার মোহে যেন জীবন্তে শব হয়েছিস্, কিন্তু যে ইংলণ্ডের সংস্পর্শে চিরদাসের দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন হয়, সেই ইংলণ্ড আজ শতাধিক বৎসর তোদের কোলে কোরে রেখেছেন, তাঁর নবীন বিদ্যার জ্বলন্ত উত্তাপে তোদের মনে বলসঞ্চারের চেষ্টা কচ্ছেন, তবু কি তোদের চৈতন্য হবে না? ধিক্ ধিক্—কি বল্‌বো!—তোদেরও ধিক্, আমার কপালেও ধিক্! আর বই খুলিস্‌নে, কাগজে কলমে এক করিস্‌নে, বক্তৃতায় শক্তির ব্যাখ্যা করিস্‌নে।

১ম ভা-স। (জাগরিত হইয়া) কে গা? —কানের কাছে কে কাঁদে? একটু ঘুমুচ্ছিলুম—তাতে কে ব্যাঘাত করে?

ভার-মা। ও বাছা, আমি তোদের মা—চিন্‌তে পাচ্ছিস্‌নে?

১ম ভা-স। চিনিছি চিনিছি, মা—তুমি? কিন্তু এখন একটু ঘুমুতে দাও।

২য় ভা-স। (জাগিয়া) হ্যাঁ মা, এখন ডেকো না, তোমার দুঃখ ঘোচাব বই কি; যখন মা বলেছি—তখন ভয় কি? একটু অপেক্ষা কর, সময়ে সব হবে।

৩য় ভা-স। তা বই কি—অমনি বল্লেই কি হলো! এখন উপার্জ্জন-বৃদ্ধির চেষ্টায় ঘুর্‌তে হচ্ছে, এখন তোমার দিকে মন দিতে গেলে চল্‌বে কেন? বেশ তো—মা আছ, তোমায় কি মান্য করিনে? এই যে আমার নিজের গর্ভধারিণী মা ছিলেন, কাজের ভিড়ে তাঁর জীবদ্দশায় খাওয়া পরার প্রতি তেমন দৃষ্টি কত্তে পারিনে, কিন্তু শ্রাদ্ধে যে দানসাগর কল্লুম—নামটা যে দেশময় ঢি ঢি হয়ে গেল। তেমনি তোমারও গঙ্গালাভ হোক্ না, দেখো, আমি হাতী-ঘোড়া দান কোরে তোমার শ্রাদ্ধ কর্‌বো।

৪র্থ ভা-স। কি কানের কাছে বকাবকি কচ্ছো? একটু শোও না হে, কুড়ের মত ব'সে থাকার চেয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া ভাল নয়?

ভার-মা। তা ঘুমো—ঘুমো বাবা, তোরা যদি তাতেই সন্তুষ্ট থাকিস্, তাই কর্; আমি আর কিছু বল্‌বো না—তোদের কাছে আর কাঁদ্‌বো না।

৫ম ভা-স। কি মা, তুমি কাঁদ্‌বে না?—অবশ্য কাঁদ্‌বে—অশ্রুজলে জলস্থল টলমল কোরে দেবে, এই বিপুল বিশ্ব রোদনানলে ভস্ম কোরে ফেল্‌বে! আমরা তোমার ধীর বীর স্থির অশ্রু-নীরে অধীর সন্তান থাক্‌তে তোমার কান্নার ভাবনা? কে পারে?—জীবন থাক্‌তে, হৃদয় থাক্‌তে, প্রাণ থাক্‌তে, আত্মা থাক্‌তে

জননীস্বরূপিণী জন্মভূমির যাতনা কে সহ্য কত্তে পারে? I promise and announce it to this wide-world, that when I get a lit le leisure after my day's work, evening's entertainments,night's sleep,and wife's admonition—that sweet sacred and certain curtain lecture, I will spend the last drop of my blood left by the musical mosquitto for my Mother Country; but permit me now for a while to be wrapped in the embrace of Mother Morphius.

৬ষ্ঠ ভা-স। ধিক্ ভীরু! বল্‌তে বল্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লি—সোডাওয়াটার কুলাধম? জাগো—জাগো ভ্রাতৃগণ! "ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ?" "একতান মন প্রাণ" —গ্যারিবল্ডি—ওয়ালেস—ক্রুস—অসভ্য জাপান—ভাল কথা সেজবৌ কোথা গেল? একটা পান দাও না; সং এলে আমায় ডেকো, আমি এখন একটু শুই।

১ম ভা-স। কে হে ইংরিজী বাঙ্গালা ঝাড়্‌ছিলে? পোড়া দেশের মুখে আগুন লাগুক, একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতেও পাব না। ভারত—ভারত শোনাচ্চেন, আমরা সেকালে কত করেছি জান? তোমরা কাজটা করেছো কি? মিছে এক হুজুগ কোরে গোলমাল কচ্ছো। বাঙ্গালীকে লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর কত্তে পেরেছো? আমার ভাগনেটা যে এলে ফেল হয়ে ব'সে আছে, তার একটা চাকরী কোরে দিতে পেরেছো? দেশীয় কৃষিবিদ্যার উন্নতির জন্য সাহেবদের টেবিলে গাঁদাল পাতাটা চালিয়ে দিতে পেরেছো? আয়ারলাণ্ডে ম্যালেরিয়া ঢুকিয়ে দিতে পেরেছো? হাতীবাগানের ভট্টাচার্য্যদের পেণ্টুলেন পরাতে পেরেছো? পারনি—পারনি—দেশের বাণিজ্যের কিছু উন্নতি কত্তে পারনি,—পেণ্টুলেন ইম্পোর্ট কি ম্যালেরিয়া এক্সপোর্ট কিছু কর্‌তে পারনি! ঘুম পাচ্ছে—আর বক্‌তে পারিনে—শুই। ও ম্যাকিণ্টস স্কট সাহেব, আমার লেক্‌চারটা যেন verbatim report হয়!

ভার মা। ওরে, তোদের এই প্যাগ্‌লামী দে'খে লোক হাসে, কিন্তু আমার যে বুক ফেটে যায়।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। আহা, মা গো জননী—ধরার রাণী—বেদ বিদ্যাপ্রসবিনী! কা'দের কাছে কাঁদ্‌ছো? এ দুঃখ-বাণী কে বুঝ্‌বে? সে প্রাণ গিয়েছে, দারিদ্র্যের দায়ে এখন নিজের উদরই সবার ইষ্টদেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বিশ্বজনীন উদারতা আর কি ভারতে আছে? আর কি নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃভাব—আর কি "রত্নদ্বীপময়দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে প্রফুল্লকমলারূঢ়া" জগদ্‌বন্দিনী জগদ্ধাত্রী ভারতজননীর প্রতি ভারতসন্তানের সে মাতৃভক্তি আছে? মা গো! তোমার ভুবনমোহিনী শ্যামলকান্তি—তোমার শান্তিময়ী অঙ্কের সুখাসন আর কি আমরা স্মরণ করি? মা গো! মুখে বলি মা মা,—কিন্তু তুমি যে জননীর জননী—আর্য্যজাতির প্রসবিনী—অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা—জগতে ধন্যা-কোটি কোহিনুরের খনি, তা কি আমরা মনে করি? আর কি মা মনে আছে যে, তোমার নামে পুণ্য-ক্ষেত্রে ধান্য—খনিতে স্বর্ণ! তোমার স্থলে তীর্থ—জলে অমৃত! আর কি মা স্মরণ আছে, তোমার সেই বাক্যে বেদ—সেই সখ্যে বীর্য্য, সেই শিক্ষায় ধৈর্য্য। তোমার আকাশে প্রথম সূর্য্যোদয়—তোমার প্রকাশে-প্রথম জ্ঞানোদয়?

(গীত)

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বলধরণী॥
জনক জননী—জননী॥
নীল-সিন্ধুজল-ধৌত চরণ-তল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্য পীযূষ-স্তন্যবাহিনী॥"

ভার-মা। কে রে—কে রে?—চুপ কর্—আর বলিস্‌নে, নির্ব্বাণ আগুন জেলে আমার প্রাণ আর দগ্ধ করিস্‌নে; তারা গেছে—যারা আমার সুসন্তান ছিল, সব গেছে! কে আর আমার দুঃখ মোচন কর্‌বে? কে আর আমার মুখপানে চাইবে?

(আরও কতিপয় ভারত-সন্তানের প্রবেশ)

সকলে। মা, আমরা আছি,—আমরা আছি, তুমি পুত্রহীনা নও মা।

৭ম ভা-স। মা গো ভারত-জননি! শোন মা! ইংলণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁর বিদ্যাদানে তাঁর উদারচেতা উন্নতমনা বীর-সন্তানগণের সংস্রবে এনে আমাদের এই নির্ব্বাণোন্মুখ মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন দান করেছেন, জীবনদীপে আবার জাতীয় তেজ সঞ্চার কচ্ছেন; তাঁরই স্বাধীন শিক্ষায় তাঁর সমক্ষেই আমরা জাতীয় অধিকার ভিক্ষা কত্তে শিখেছি; এখনও আমাদের অনেক ত্রুটি আছে—অনেক শিক্ষা ক'র্ত্তে বাকী আছে। কিন্তু মা! ঘুমন্ত প্রাণ জেগে উঠেছে; এই যে জাতীয় সমিতি সংস্থাপিত হয়েছে—বড় ক্ষুদ্র অঙ্কুর মা! কিন্তু তোমার উর্ব্বর মৃত্তিকা আর ইংলণ্ডের বারিসিঞ্চন বিফলে যাবে না। পুণ্য-শ্লোকা ভিক্টোরিয়ার সুপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড আজ সিংহাসনে, সাধুহৃদয় লর্ড কর্জন আজ আমাদের জাতীয় জীবন-তরীর কর্ণধার, মহামতি উড্‌বরণের হাতে বঙ্গের পরিচালনভার; বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পশ্চিম, পঞ্জাব দাক্ষিণাত্য, মধ্যদেশ আজ অনেক সুসন্তানকে অঙ্কে ধারণ ক'রেছেন; বঙ্গে বিদ্যাসাগর, হরিশ, গিরিশ, কৃষ্ণদাস, রামমোহন, মনোমোহন, রামগোপাল, নবগোপাল, রাজেন্দ্রলাল আদি গেছেন বটে, কিন্তু এখনও শিশির আছে, উমেশচন্দ্র আছে, রমেশচন্দ্র আছে, আনন্দমোহন আছে, সুরেন্দ্রনাথ আছে; গুপ্তভাবে আরও অনেক স্থলে অনেক সুধীজন আছেন; তোমার পূজার জন্য জীবন বলিদানও তাঁরা তুচ্ছ করেন! আশীর্ব্বাদ কর মা—তাঁরা যেন দীর্ঘজীবী হন, তাদের প্রাণের এই উৎসাহ, এই উত্তেজনা, এই মাতৃভক্তি যেন প্রদীপ্ত থাকে; তা হ'লে এই ইংরাজরাজ্যে আবার তোমার মুখ উজ্জ্বল দেখ্‌বো, আবার সকলে একমনে একতানে বঙ্কিমের সেই মধুর গাথা "বন্দে মাতরম্" গাইবো।

সকলে। মা গো, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ভ্রাতৃগণ, জাগো জাগো, আর আমরা ঘুমুবো না।

(কতিপয় ভারত-রমণীর প্রবেশ)

১ম ভা-র। দাদা, তোমরা আগে বটে, কিন্তু কন্যার মত পিতা-মাতার সেবা কে করে? তোমরাই তো ইতিহাস-কথা

শুনিয়ে বলেছো যে, রাজপুত-রমণীরাই ক্ষত্রিয় ক্ষেত্রে বীর্য্য-বীজ বপন ক'রেছিল, স্পার্টায় যখন পুরুষে ধনুক ধরেছিল—স্ত্রীলোকেরা তখন বেণী ছিন্ন কোরে গুণ রচনা কোরে দিয়েছিল, মহাশক্তির অংশে আমাদের জন্ম, তবে মার নামগানে কেন আমরা যোগ দেব না?

সকলে। জয় ভারতজননী! জয় ভারত-জননী! জয় বঙ্গমাতা!

(গীত)

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্॥
শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনীম্,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
ত্রিংশ-কোটি-কণ্ঠোচ্চারিত-জয় জয়-নাদে,
ত্রিংশ-কোটি শির-বন্দিত-সরসিজ পাদে,
পদ্মচন্দ্র-শোভা শ্রীমুখচাঁদে।
বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং মাতরম্॥
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমলদল বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণী ভরণীং মাতরম্॥

যবনিকা পতন।

গ্রাম্য-বিভ্রাট

(সামাজিক নক্সা)

পাত্র-পাত্রীগণ ।

রমানাথ স্মৃতিরত্ন	... ...	অধ্যাপক।
বিজয়	... ...	উকীল।
সত্যচরণ	... ...	চিকিৎসা-ব্যবসায়ী।
গোপাল	... ...	লাইব্রেরীর অবৈতনিক সেক্রেটা।
উপেন্দ্র, মাণিক, নেপাল	... ...	ভদ্রলোকগণ।
যদু		
ই, এফ ম্যাক্‌পোল	... ...	পোলিটিক্যাল মাষ্টার।
পীতাম্বর	... ...	ঐ গুরুমহাশয়।
নন্দরাম অধিকারী	... ...	প্রবীণ ভদ্রলোক।
ঘোলাকামার		
শ্যাম	... ...	বিজয়ের ভাগিনেয়।
পরাণ	... ...	চৌকীদার।

গ্রাম্য-স্ত্রী-পুরুষগণ, টেলিগ্রাফ পিয়ন, ছাত্রগণ, খেংরাওয়ালীগণ, কুলমহিলাগণ, কৃষকগণ, বাদ্যকর, জেলে, পাইক, মোদক ও তাহার স্ত্রী, বালকগণ, লবধন মাঝি ও গোফুর সর্দ্দার।

গ্রাম্য-নারীগণ।

তারাসুন্দরী, চাঁদমণি, বিদ্যাবতী, মল্লিকা, বিরাজ, বিজলী, তটিনী, দীপনা, মেখলা, সন্তোষ, ছায়া, ধারা।

সূচনা
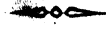
পল্লীগ্রামের দৃশ্য।

গ্রাম্য-স্ত্রী-পুরুষগণ।

(গীত)

পু।—

(এই) আজ থেকে দেশের কাজে

করবো প্রাণপণ।

স্ত্রী।—

বলি, সেইটুকু মন সংসারেতে

দাও না প্রাণধন ॥

পু।—

দেশে দেশে কমিশনার হবে ইলেকসন।

স্ত্রী।—

টাকার জোরে লাঠির তোড়ে

মোড়ল সিলেকসন্ ॥

পু।—

ভারত-মাতার তরে হবে খুলতে চাঁদার খাতা।

(লম্বা,—লম্বা,—লম্বা) খুলতে চাঁদার খাতা।

স্ত্রী।—আদত মায়ের বিছানা ত

দেখ্‌ছি ছেঁড়া কাঁথা ॥

(ইল্লি,—ঝিল্লি,—বিল্লি) দেখ্‌ছি ছেঁড়া কাঁথা ॥

পু।—

বিধবাদের বিবাহের উপায় করি কি!—

(ওহো,—ওহো,—ওহো) উপায় করি কি!

স্ত্রী।—

ঘরে খুব্‌ড়ো মেয়ে চুব্‌ড়ী চাপা

পাড়ায় ঢি ঢি!

(ওগো,—ওগো,—ওগো) পাড়ায় ঢি ঢি ॥

পু।—

যত আছে প্রেজুডিস, করবো সব অস্ত;—

(পূজো,—পার্ব্বণ,—বামুন-ভোজন)

করবো সব অস্ত।

স্ত্রী।—কাল থেকে যে চাল বাড়ন্ত,

বুঝ্‌ছো হনূমন্ত?

(হাঁড়ি ঢন্ ঢন্,—কেঁড়ে ঠন্ ঠন্)

বুঝ্‌ছো হনূমন্ত ॥

পু।—যা'ক, সব ছেলেদেরই

পাঠিয়ে দেব বিলেতে;—

(জাহাজ,—জাহাজ,—জাহাজ)

পাঠিয়ে দেব বিলেতে।

স্ত্রী।—এনো বিনোদ সেনের বাড়ী,

তা'রা ভুগ্‌ছে পিলেতে;

(নগদ,—নগদ,—নগদ)

তারা ভুগ্‌ছে পিলেতে ॥

পু।—

(তোমাদের) পড়িয়ে আইন প্রিয়তমে

করবো রিফাইন্।

স্ত্রী।—

(তবে) ভাতে ভাত কে দেবে বেড়ে?—

(ও প্রাণনাথ) বেজে গেলে নাইন্ ॥

পু।—

তা'ও ত বটে লেট্ হ'লে ভাই,—

কাটবে তলব, আফিসেতে ফাইন্।

স্ত্রী।—

এই বোঝ ডিয়ার মাইন্,—

ঐ রান্না-বান্না মান-কান্না আমাদেরই লা ন্ ॥

পু।—নিদেন ছেড়ে জেনানা,

প্রিয়ে বাইরে পাবে যেতে;—

(ঘোমটা, সিঁদুর, শাড়ী ছেড়ে)

বাইরে পাবে যেতে।

স্ত্রী।—সেটা কখন্ হবে প্রাণনাথ,

দিনে না রেতে?

(সেজে গুজে লাজে জল) দিনে না রেতে

গ্রাম্য-বিভ্রাট

(সামাজিক নক্সা)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

ম্যাড়াপাড়া লাইব্রেরী।

বিজয়, উপেন, সত্য ও গোপাল।

বিজয়। ওহে, অমন ঢিমে চাল চাল্লে হবে না, উঠে প'ড়ে লাগ, উঠে প'ড়ে লাগ।

উপেন। তা বৈ কি, দুটো অ্যানিভারসারি (Anniversary) পনের দিনের আড়াআড়ি পড়েছে; হরিসভার ১৩ই, আর ব্রাহ্মসমাজের ২৮এ না ২৯এ বুঝি।

সত্য। ব্রাহ্মসমাজের অ্যানিভার্সারির দিন আচার্য্য বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ত প্রিসাইড্ করতে আস্‌ছেন?

গোপাল। না; কাল মেজদা'র চিঠি পেয়েছি, তিনি আস্‌তে পার্‌বেন না; তাঁর ছোট খুকীটীর হাম বেরিয়েছে, তাঁকে রাতদিন তার কাছে ব'সে থাক্‌তে হচ্ছে।

বিজয়। তবে,—

গোপাল। তবে, আর কি? ভালই হয়েছে, চমৎকার; প্রেসিডেণ্টের যোগাড় হয়েছে। বামনদাস বাবু কথা দিয়ে পাল্লেন না ব'লে তাঁর স্ত্রী প্রমদাসুন্দরী মুখার্জ্জি নিজেই প্রিসাইড্ করতে রাজী হয়েছেন; তিনিই আমাদের আচার্য্যের কার্য্য কর্‌বেন।

সকলে। অল্ রাইট, অল্ রাইট! লং লিভ্ মিসেস্ মুখার্জ্জি! থ্রি চিয়ার্স ফর প্রমদাসুন্দরী! (All right! All right! Long live Mrs Mukarjee! Three cheers for Pramada Sun.da ee!]

(ঈষৎ মত্তভাবে মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। কৈ বাবা—কৈ বাবা! এসেছে, এসেছে?

বিজয়। আবার এখানে মদ খেয়ে এসেছ?

মাণিক। নীতিকথা পরে হবে; এখন বল না বাবা,—কৈ, কৈ?

বিজয়। কি কৈ?

মাণিক। বলি এসেছে না কি—এসেছে না কি?

উপেন। কি আবার আস্‌বে?

মাণিক। চেপে যাচ্ছ কেন্ বাবা আমার কাছে? কোথায় লুকুলে বল?

গোপাল। যাও যাও, মাত্‌লামো করো না।

মাণিক। বলি প্রমদাসুন্দরী, প্রমদাসুন্দরী ব'লে গাঁ গাঁ কোরে থি চিয়াস পাড়ছিলে, আর আমি এসেছি, অম্‌নি মেয়েমানুষটী সরালে বাবা!

সত্য। ছি ছি মাণিক, ও কথা বল্‌তে নাই, তিনি একজন লেডী, আমাদের কৃপা-কর্‌তে আস্‌ছেন।

মাণিক। তা এ অধম কি একটু কৃপা কণা পেতে পারে না?

গোপাল। প্রমদাসুন্দরী মুখার্জ্জির নাম শোননি, বামনদাস বাবুর ওয়াইফ্; তিনি এবারকার অ্যানিভার্‌সারিতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য হবেন।

মাণিক। ও বাবা! সুন্দরী—ছিল—আচার্য্য সৌন্দর্য্যাচার্য্য! তবে তো দেখ্‌ছি আমার ঠাকুরদাদা শুদ্ধ এবার ব্রহ্মজ্ঞানী হবেন! সত্যখুড়ো, সমাজ-টমাজ হ'য়ে গেলে তোমাদের আচার্য্যি-খুড়ীকে দিয়ে আমার ছোট ভাইটীর কুষ্টীখানা ঠিক কোরে দিও।

সত্য। মাণিক, এ দিকে তো বেশ থাক, একটু পেটে পড়্‌লেই তোমার কি হয় বল দেখি?

মাণিক। খুড়ো, মদ ত আর মানুষ না যে নেমক্‌হারামি কর্‌বে; রাহা-খরচ দিয়ে আনা যায়, সুতরাং পেটের ভিতর প্রবেশ করেই আপনার কার্য্য কর্‌তে থাকেন।

গোপাল। সে যা হোক, তুটো অ্যানি-ভার্‌সারি সাম্‌নে, ঐ তুটী দিন বাপু মদ টদ খেও না, তোমাকেই গাইতে হবে জান ত?

মাণিক। হরি-সভার দিন একটু খাব বাবা, তা নইলে আমার চোখ দিয়ে জল বেরুবে না। দেখ্‌ছ তো একটু মাল টানুলে আমি কত করুণা কর্‌তে পারি! একদিন বাবা ছিদেম কোলের দেড়ে-ছাগলটার গলা জড়িয়ে ধরেই কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেম! আর বেম্মসমাজের দিন সকালবেলা খোঁয়ারি ভেঙ্গে রাখ্‌বো, বৈকালে বরং মটর ভোর আফিং দিও, তা হ'লে আপনা আপনি চক্ষু বুজে আস্‌বে, বেশ ভাবের জমাট হবে!

বিজয়। না না, মিছে পাগ্‌লামী করি-সনে; অ্যানিভার্‌সারি তুটো হয়ে যাক্, তার পর শেষ দিন ব্রাহ্মসমাজের হাঙ্গাম-টাঙ্গাম চুকে গেলে, রাত্রে আমি নিজে থেকে তোকে একটা হুইস্কি খাওয়াব; বলিস্ ত সেইখানে—যাওয়া যাবে।

মাণিক। কোথায়?—আচার্য্যি-খুড়ী? প্রমদা?

বিজয়। দূর, বি-আই—ডি—

মাণিক। এচ্—ইউ—এম্—ডব্‌লু—থি! কেমন? হুর্‌রে—হুর্‌রে! লেগে যা রে গুরো! এইবার তবে একবার গানের মজাটা দে'খে নিও। গান বাঁধ্‌ছে কে? বলো, যেন খান তুই ভাল রকম আড়খেম্‌টার লয়ে রাখে।

উপেন। তা হবে হবে। হরিসভার প্রেসিডেন্ট্ ঠিক হ'ল কে, জান সত্য?

সত্য। বাপ্পাস্বামী পিলে।

মাণিক। ও না বাবা! একে ম্যালেরিয়ায় গ্রাম জরজর, আর পিলে ফিলে আনিও না! খোল করতালের ভিতর আর বাপ্পাস্বামী পিলে, যকৃৎজী জুজুভয়, এ সব কাজ কি?

বিজয়। না, তোমার ভয় নাই, পিলে ফিলে আর আস্‌ছে না। হরিসভার জন্য হাবুল এবার বড় যোগাড় করেছে।

সকলে। কাকে? কাকে? কাকে ঠিক করেছে?

বিজয়। একজন হাইদ্রাবাদের ব্যারি-ষ্টার, সম্প্রতি কাল্‌ক্যাটায় বেড়াতে এসে-ছেন, মিষ্টার গোলাম্ কাদের বড় অমা-য়িক জেণ্টেল্‌ম্যান্।

উপেন। এইবারে যথার্থ অ্যানিভার্সারির মতন অ্যানিভার্সারি হবে বটে। গেলবারে সেই গোঁসাইটাকে এনে খালি টিপ্ টিপ্ কোরে আছাড় খায়,—একটা কেলেঙ্কারি কল্লে! ইনি স্পিকার্ কেমন?

গোপাল। চমৎকার! ভারী লিবারেল্ ভিউজ্! (Liberal Views) আবার হাবুল লিখেছে যে, প্রিপারেসনের (Preparation) জন্য তাঁকে একখানা শিশিরবাবুর লর্ড-গৌরাঙ্গ কিনে দেওয়া হয়েছে।

মাণিক। ও বাবা! মহাপ্রভুও মাই লার্ট খেতাব পেয়েছেন বুঝি! যে টাইটেলের বাজার ফাঁক পড়্বার যো কি! তবে এবার শুধু হরি হরি বোল নয় (amen! amen!) এমেন্ এমেন্ বোল! যা হোক্, ঘোষজার কল্যাণে যদি সাহেবেরা বৈষ্ণব হয়, তা হ'লে মালপোর সঙ্গে মটনচপটাও চল্তি হয়ে যায়। চেহারায়ও উভয়ের মধ্যে একটু বৈমাত্র ভ্রাতার সৌসাদৃশ্য আছে।

(গীত)

ওরে গোউর গোউর বোল।
মহাপ্রভু মাই লর্ড এবার ঘুচে গেল গোল॥
কাছা খুলে সেন্ট-নিতাই,
হাত তুলে ভাই দিচ্ছে তাই,
ব্রাদার জগাই মাধাই,
তাক্ তাক্ সাঁই বাজায় খোল॥
রেভারেণ্ড অদ্বৈত মত্ত প্রেম-রসে,
রীচ্ সার্মন্ করছে প্রীচ্,
তুলসীতলায় ব'সে,
ক'য়ে মাল্পো লুসে নদেবাসী দিচ্ছে হরিবোল।
নদীয়ার গোউরাঙ্গের কিবা নব রঙ্গ,
সেভিয়র ব'লে এবার ডাক্ছে তাঁরে বঙ্গ,
বাগবাজারে বাণ ডেকেছে
বদ্যিনাথে বিষম গোল॥

গোপাল। ও তামাসা ফামাসা কর আর যাই কর, শিশিরবাবুর প্রাণে যথার্থ একটু প্রেম হয়েছে!

সত্য। আর দেখুক না সাহেবেরা, আমাদের অবতারের কি ইউনিভারসাল্ লভ্! (Universal Love) ওঁর "অমিয় নিমাই-চরিত" প'ড়ে আমাদের অনেক 'বঙ্গ-ভায়ারও ত চৈতন্য হয়েছে!

উপেন। হাঁ, ও দেব্তা ফেব্তা ব'লে মানি আর না মানি, লেখাটা মিষ্ট বটে।

(টেলিগ্রাফ-পিয়নের প্রবেশ)

টে-পি। বাবু, একখানা টেলিগ্রাম আছে।

উপেন। কার নামে?

টে-পি। সেক্রেটারী মেড়াপাড়া লাইব্রেরী।

গোপাল। দাও দাও, আমায় দাও।

(টেলিগ্রাম গ্রহণ)

টে-পি। বাবু, আমরা কিছু বক্সিস্ পেয়ে থাকি, অনেকটা আস্তে হয়, বিবেচনা কোরে দেবেন।

মাণিক। দেখি, দেখি, ওতে আমারই খবর আছে, আমার টেলিগ্রাম আস্বার কথা ছিল। (টেলিগ্রাম কাড়িয়া লইয়া পাঠান্তে) ওঃ! ই—ই—ই—ই—ই,—(কম্প) ই—ই—ই—মাসী গো!

(পতন ও মূর্চ্ছা)

সকলে। এ কি! কি! কি হ'ল! কি হ'ল! মাণিক! মাণিক!

টে-পি। অ্যাঁ—মৌত খবর! এমন জান্লে রাস্তায় ছিঁড়ে ফ্যাল্তাম, কে এত দূর আস্তো। হাঃ তোর নসিব!

[প্রস্থান।

সকলে। মাণিক! মাণিক! ওহে, জল

আন, জল আন! মাণিক, মাণিক! অমন করতে নাই, ঠাণ্ডা হও!

সত্য। একে নেশা কোরে রয়েছে, তাতে হঠাৎ মৃত্যু-সংবাদ!

বিজয়। মদ থাক, আর যাই করুক, মাণিকের প্রাণটা ভারী টেণ্ডার! (Tender) ভয়ঙ্কর কোমল!

গোপাল। যে টেলিগ্রাম করেছে, বোধ হয়, সে ঐ জন্যই সাবধান হয়ে আমার নামে করেছে; টেলিগ্রামখানা কোথায়?

সত্য। ঐ যে ওর মুঠোর ভিতরেই রয়েছে, আঙ্গুলগুলো একেবারে সিঁটকে গেছে, খোলা যাচ্ছে না; মাণিক, মাণিক!

মাণিক। ওগো মাসী আমার কাশী থেকে আসছিল গো!

বিজয়। তার পর—তার পর?

মাণিক। ওরে ভাই, বিধবা মানুষকে সন্দ কোরে জংসনে আট্‌কে ফেলে,—

গোপাল। বটে, বটে!

মাণিক। সেখানে লঙ্কা দিয়ে ছাতু খেয়ে তাঁর ন্যাচারেল ফংসন্ (Natural Function) বাড়ে!

সত। কি সর্ব্বনাশ!

মাণিক। বেলেস্তারা দিতে না দিতেই মাসীর আমার ভূতপূর্ব্ব মেসো মশায়ের সঙ্গে কনজংসন্ (Conjunction) হয়ে যায় গো! এখন আমার যে ভারী ইণ্টারজেক্‌সন্! (Interjecton) আঃ! ওঃ!—এলাস্!—হায়! হায়! হা শকুন্তলে! হা মহাশ্বেতে! (সুরে) হা রে রে রে রে ওঠ রে কানাই!

বিজয়। অ্যাঁ! মাতালামো!

মাণিক। তাও কিঞ্চিৎ, বজ্জাতীও কিঞ্চিৎ।

গোপাল। দাও—টেলিগ্রাম দাও।

মাণিক। বলি, পেয়াদা বেটা গেছে?

উপেন। সে তুমি পড়তেই ছুট মেরেছে।

মাণিক। উঃ! কি ধন্বন্তরি ঔষধ! একেবারে অশ্বগন্ধা-রসায়ন! হাতে হাতে ফল!

গোপাল। ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

মাণিক। আঠারটা পয়সা দাও দেখি বাবা!

বিজয়। পয়সা কিসের?

মাণিক। বলি, একটা টাকা না হয় আটগণ্ডা পয়সাও ত বাঁচিয়ে দিয়েছি। নাও—দাও দাও খোঁয়ারিটে ভেঙ্গে আসি। আমি অমনি কোরে ডুক্‌রে না আছাড় খেলে ও বেটা কি সহজে যেতো, ছিনেজোঁক, টেলিগ্রামখানি হাতে দিয়েই বেটারা মনে করে, বাবু বুঝি ডার্‌বিতে (Derby) লাখ টাকা মেরেছেন, অমনি ডান হাতখানি বাড়িয়ে বক্‌সিসটা চাওয়া আছে। যা হোক্, আজ বেটা খুব অপ্রস্তুত হয়ে দৌড় দেছে। নাও, তোমার টেলিগ্রাম নাও, ও কয়লার আঁচড় আমি কিছুই বুঝতে পারিনে, আমার পয়সা ক'টা দাও।

গোপাল। তা পেতে পার, পেতে পার। (টেলিগ্রাম পাঠ) হাল্লো!—বাইজোভ্! (Hallo! by jove!)

সকলে। কি—কি—কি?

গোপাল। হাবুলের টেলিগ্রাম; গ্র্যাণ্ড নিউস্! (Grand news)

সত্য। ভাল খবর? কি কি—দেখি?

গোপাল। আর দেখবে কি? ম্যাড়াপাড়া ডিক্লেয়ার্ড য়্যান্ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটী? (Marapara declared an independent Municipality)

উপেন। অ্যাঁ! ম্যাড়াপাড়ায় আলাদা মিউসিপ্যালিটী হ'ল! কত দিনে ইলেক্‌সন হবে?

গোপাল। অতি শীঘ্রই; ম্যাজিষ্ট্রেট

সাহেব নিজেই আসছেন। হাবুল শনিবারে আসবে, তার মুখে সব ডিটেল (Detail) শোনা যাবে। স্কুল, লাইব্রেরী, গারল্ স্কুল, হরিসভা, ব্রাহ্মসমাজ, দাতব্যভাণ্ডার, আমাদের সকলই ছিল, এইবার মিউনিসিপ্যাল টাউন্-হল্! আর ম্যাড়াপাড়াকে পায় কে! হিপ্, হিপ্ হুররে! (Hip, Hip, Hurrah!) কম্ লেট্ অস্ কন্‌গ্রাচুলেট্ আউয়ারসেল্‌ভস্ (Come let ns Congratulate ourselve) (পরস্পর সেকহ্যাণ্ড ও আলিঙ্গন।)

গোপাল। হিপ্, হিপ্, হুররে! থ্রি চিয়ার্স ফর্ লোক্যাল্ সেল্‌ফ-গবর্ণমেণ্ট! (Hip, Hip, Hurrah! Three Cheers for Local Self-government

সকলে। হিপ্ হিপ্ হুররে! থ্রি চিয়ার্স ফর্ লোকাল্ সেল্‌ফ্-গবর্ণমেণ্ট (Hip, Hip, Hhrrah!) Three Cheers for Local Self-government)

গোপাল। হিপ্, হিপ্, হুররে। থ্রি চিয়ার্স ফর আউয়ার লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর! (Hip, Hip, Hurrah! Three Cheers for our Lieutenant Governor)

সকলে। হিপ্ হিপ্ হুররে! থ্রি চিয়ার্স ফর আউয়ার লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর! (Hip, Hip, Hurrah! Three Cheers for our Lietenant Governor!)

গোপাল। হিপ্, হিপ্, হুররে! লং লিভ আউয়ার নোবল্ ভাইশরয়্! (Hip, Hip, Hurrah! Long live our Noble Viceroy)

সকলে। হিপ্ হিপ্ হুররে! লং লিভ আউয়ার নোবল ভাইশরয়্! (Hip, Hip Hurrah! Long live our Noble Viceroy)

গোপাল। হিপ্ হিপ্, হুররে! গড সেভ্ দি কুইন এম্প্রেস্ অফ্ ইণ্ডিয়া। (Hip Hip, Hurrah! God save the Queen Empress of India)

সকলে। হিপ্ হিপ্ হুররে! গড্ সেভ্ দি কুইন এম্প্রেস্ অফ্ ইণ্ডিয়া! (Hip, Hip Hurrah! God save the Queen Empress of India)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

রমানাথ স্মৃতিরত্ন।

স্মৃতি। একেবারে হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছে! ছোঁড়াগুলো যেন গাঁখানা মাথায় কোরে তুলেছে দেখ্‌ছি! গ্রামে মুন্সিপাল হবে, একেবারে সব আহ্লাদে আটখানা। এখনও ধান দেখেননি কি না! এর পর যে আহ্লাদ বেরিয়ে যাবে, তা বুঝ্‌ছেন না! মুন্সিপাল নিয়ে আমোদ? মুন্সিপাল মুন্সিপাল?—টেক্সর জ্বালায় যখন হাড়ের ছাল ছাড়াবে, তখন বুঝ্‌তে পারবেন! কল্‌কেতায় হাতীবাগানে দাদার টোলে দিনকত থেকে মুন্সিপালের তাড়ায় লোকের হাড়ির হাল আমি বিলক্ষণ দেখে এসেছি।

(পরাণ চৌকীদারের প্রবেশ)

পরাণচন্দ্র যে?

পরাণ। এজ্ঞে কে ও? সুঁটকিরতন মশাই, অবধান হই গে।

স্মৃতি। দূর বেটা বাগ্‌দীর ঘরের ভোগোল, স্মৃতিরত্ন কি তোর মুখ দিয়ে বার হয় না?

পরাণ। এজ্ঞে, তাই যদিস্মাৎ বেরুবেন, তা হ'লে আপনিই বা লোকে ম'লে বড় বড়

ঘড়া আর শালের জোড়া মার কেনে? আর আমিই বা সারারাত জেগে চিকুড়ী পেড়ে চোরের বাপান্ত খাই কেন?

স্মৃতি। বলেছিস্ ভাল, বলেছিস্ ভাল বাগের পো; তা. এমন সময় পাগ বেঁধে ছুটোছুটী চলেছিস্ কোথায়?

পরাণ। আর চল্‌তিছি কোথায়,—পরাণে চৌকীদারের কি মরণ আছে! বাবুরা কি এক হ্যাংনামা বেধিয়েছে, গাঁয়ে মন্‌সোপল্‌তে হবে, তাই না কি মেজেষ্টোর সাহেব আস্‌বেক; থানায় রুবকো এয়েছে, তার অসদের যোগাড় কর্‌তে হবেক; এখন মর্ গে পরাণে মর্, ঘর ঘর ঘোর্ আর লোকের গোরু বাছুর টেনে বা'র কর্।

স্মৃতি। মহাভারত! মহাভারত! চুপ কর্, ওগুলো আর কানে শোনাস্‌নে।

পরাণ। ওগো তুদির জন্যি গো, তুদির জন্যি স্মৃ'ট্‌কিরতন মশাই,—সে কাজের জন্যি আমার নিজেরই তিনটে বখ্‌রা যাবেক্ দেখ্‌তিছি, আরও দশ পনেরটা যোগাড় কর্‌তি হবেক। মেজেষ্টোর সাহেব একটা খাবেক্, আর শালার পেয়াদা-হাকিমগুলোন্ খাবেক্ দশটা; আরগে আমাদের থানার সাবেনেস্‌পিচকিরিরও কোন্ না দু'তিন গোটা চাই। তা ধুম-ধড়াক্কি খুব! এবার আমার চোদ্দ-পুরুষের মুয়ে গাঁয়ের হিঁদু মোছলমান যা পাঁচ রকম দিচ্ছে, তা পাঁচ সাত বছর আর ছেরাদ্দ কোরে তিল-কলা চট্‌কাতি হবেক্ না।

স্মৃতি। দেখিস্ বেটা, কারুর উপর যেন দৌরাত্ম্য করিস্‌নে।

পরাণ। আপনকার মতন ত আর আমায় গলায় দড়ী মাথায় ব্যাজ নেই য়ে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে মানুষের মাথায় কাদা-গোবর-মাখা পা তুলে দেবো, আর সব ছাগল গোরু আণ্ডা বা'র কোরে দিবেক্। ভাল কথা ভস্‌চায্যি মশাই, মুরগীর আণ্ডা তালাস কোরে কোরে ত গোড়ার পায়ের নলী ছিঁড়ে গেল, আপনকার সন্ধানে কোথাও আছে বল্‌তি পার?

স্মৃতি। ও গুয়োটা হারামজাদা, আমি মুরগীর আণ্ডার সন্ধান রাখি!

পরাণ। বলি হাঁ দেখ,—ভস্‌চায্যি মশাই রেগেই খুন! খেলে ও শূয়োরের আঁতড়ী খেলে খেলে না খেলে না খেলে, তা বলি তালাস রাখ্‌তি দোষ কি? আমি ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে হাল্লাক্ হলাম। কলমদ্দির চাচীর অনেক-গুলো পাখী ছ্যাল, তা তার মদ্দাটা মরেছে, সে আর ডিম পাড়ে না।

স্মৃতি। যা যা গুয়োটা দূর হ, এখান থেকে; সক্কাল বেলা! দুর্গা! দুর্গা!

পরাণ। মন্‌সোপোল্‌তে হ'লে গাঁয়ে জুদো টাটি কর্‌তি হবেক্ না, পরাণের বাপ দাদা আছে! অবধান।

[প্রস্থান।

(বিজয়, উপেন, সত্য, নেপাল, গোপাল ও যদুর প্রবেশ)

বিজয়। ম্যারাপ বাঁধ্‌তে হবে বৈ কি!

গোপাল। আর দু'দিকে দুটো গেট।

সত্য। আর গাঁদা-ফুলের মালা।

যদু। আর এক জোড়া নহবৎ।

নেপাল। তা বৈ কি, ভাল কোরে লয়েল্‌টী (Loyalty) দেখাতে হবে, রাইট্ রয়াল্ রিশেপ্সন্! (Right Royal Reception) এই যে স্মৃতিরত্ন ম'শাই, আমরা আপনকার ওখানে গিয়েছিলেম; দেখুন, আপনাকে শীগ্‌গির একটা সংস্কৃত কবিতা বেঁধে ফেল্‌তে হবে।

স্মৃতি। কিসের কবিতা হে?

বিজয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে থ্যাঙ্ক্ (Thank) দিয়ে।

স্মৃতি। ম্যাজিষ্টর সাহেবের ঠ্যাং দিয়ে কবিতা লিখ্‌বো কি রকম?

বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ঠ্যাং নয়· ঠ্যাং নয়; থ্যাঙ্ক্,—ধন্যবাদ।

উপেন। আর তার ভিতর লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর, ভাইশ্‌রয় আর কুইনেরও মেন্‌সন্ থাক্‌বে, বুঝেছেন স্মৃতিরত্ন ম'শাই; কবিতাটা খুব যেন লয়াল্ (Loyal) হয়।

স্মৃতি। লয়দার কবিতা কি লিখিতে পারি না,পারি; স্মৃতিতে উপাধি লয়েছি বটে, কিন্তু কাব্যও পড়া আছে। তা ভায়া, ম্যাজিষ্টর সাহেবের দাড়ী মনে পড়্‌লে আদিরস আস্‌বে কেন যে, লয়দার কবিতা লিখ্‌বো?

উপেন। আজ্ঞে, সে লয় নয়, লয়াল,—রাজভক্তি, লয়াল্‌টী।

স্মৃতি। ওঃ! তোমাদের ইংরেজী রাজভক্তিতে বুঝি লয় টয় দিতে হয়। যাক্ সে যেন লিখ্‌বো; এদিকে ব্যাপারখানা বল দেখি কি? তোমরা এতটা মাতামাতি কচ্ছো কেন?

গোপাল। আজ্ঞে, এইবার আমাদের গ্রামের সকল অভাব দূর হ'ল; এক রকম সবই আছে, এইবার মিউনিসিপ্যালিটী হচ্ছে,—কল্‌কেতার সঙ্গে সমানে টক্কর দিতে পার্‌বো।

স্মৃতি। হ্যাঁ, তারা নিজের ভিটেয় বাস কোরে মাসে মাসে টেক্স আপিসকে সমানে ভাড়া গুণে দেয়, সেটা আর বাকী থাকে কেন!

গোপাল। কিন্তু বাসের সুবিধা কত?

স্মৃতি। হ্যাঁ, তা হাতীবাগানে, ক'মাস থেকে বিলক্ষণ দে'খ্যে এসেছি; নিজের জমী, নিজের ইট, নিজের চুণ-সুরকী, নিজের কাঠ, নিজের টাকা, কিন্তু ছ'টী মাস টেক্স আপিস আর ঘর,—সাধ্য কি যে একখানি ইটের উপর আর একখানি ইট বসায়, যতক্ষণ পেয়াদা-সাহেব না হুকুম দেন। রায়েরা ম'শাই গেল বছর প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ কোরে একখানি বাড়ী তৈয়ারী কল্লেন, তা ছ'বার, ছ'জায়গায় পাইখানা করালে আর ভাঙ্গালে! পূজার সময় দাদা এসেছিলেন, শুন্‌লেম, এখনও তাঁরা নূতন বাড়ীতে বাস কর্‌তে পাচ্ছেন না। দশ কাঠা জমীর ভিতর রাস্তাবন্দী বড়বাবুর রুচির মত পাইখানা আ'র হ'ল না। কেন ভায়ারা, খাল কেটে গাঙ্গের কুমীর ঘরে আন্‌ছো?

বিজয়। ম'শাই, গ্রামের স্যানিটেসন্ (Sanitation) ভাল হবে কত? এই যে বছর বছর শীতকালে জ্বর হয়,—

স্মৃতি। না, কল্‌কেতায় ও কথাটী বল্‌বার যো নাই, ব্যামোর নামটী নাই! কাশী মিত্রের ঘাট নিমতলা বুঝি এবার বন্ধ হবে! ডাক্তারেরা সব ভেক নিচ্ছে! ভায়া, আমাদের পাড়াগাঁয়ে ত জ্বরজাড়ী, পেটের ব্যামোটা আশ্‌টা; কল্‌কেতায় দিন দিন যে অদ্ভুত অদ্ভুত বিদ্‌খুটে ব্যাধির আবির্ভাব হচ্ছে, তা নিদানে পুরাণেও শুনি নাই। সাহেবরাই ব'লে থাকেন যে, ময়লার গন্ধে বাতশ্লেষ্মা বিকার, ওলাউঠা, বসন্তাদি পীড়া হয়; কিন্তু রাজধানীটীর অঙ্গে প্রত্যঙ্গে সুড়ঙ্গ কেটে ফোঁপ্‌রা কোরে কদর্য্য ময়লায় ভরাট কোরে রেখেছেন; আবার গৃহস্থদের উপর হুকুম যে, ঘরের পয়সা ব্যয় কোরে নল বসিয়ে বাহিরের দুর্গন্ধের গ্যাস বাড়ীর ভিতর আন্‌তে হবে।

বিজয়। আজ্ঞে, সে সব ফ্লসিংয়ের (Flushing) বন্দোবস্ত আছে।

স্মৃতি। কৈ, ফ্লাসিং পলাসিং ত দেখিনে

বাপু—তবে চৌবেসিং দৌবেসিং এসে দু-বেলা শমনজারীও করে. আবার বকসিসও চায়, তা খুব দেখেছি।

গোপাল। না না, আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না, জলের কল আছে, কেমন সব ধুয়ে যায়। ওহে, আমি একবার ষ্টেসনের খবরটা নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

স্মৃতি। ত্রিশ সালের বন্যা আবার এলে কল্‌কেতার পয়নালা পরিষ্কৃত হয় কি না, তা সন্দেহ, কলের জল ত দূরে থাক,—এখানেও ত বাড়ীতে একটু আধটু নর্দ্দামা আছে; কত জল ঢালাঢালি কল্লে তার একটু পঙ্ক সরে দেখেছ ত। ভায়া, ও সব গুড়ঙ্গ বিলাতে সাজে, মাংসাহারী লোক, শীতের দেশ, একটু আটটু যা জমে, তা বরফপাতে ঝামা হয়ে যায়। আমাদের ভেতো নাড়ী, তায় গরম দেশ,—স্তূপাকার পঙ্ক,—দুর্গন্ধ শত-গুণে বৃদ্ধি পায়। আবর্জ্জনা, উপযুক্ত লোক দ্বারা সুদূরপ্রান্তরে প্রেরণই বিধেয়; আর খোলা পয়ঃপ্রণালী হ'লে অবশিষ্ট বিষ সর্ব্ব-শুদ্ধকারী মার্ত্তণ্ডদেবই হরণ কর্‌তে পারেন।

নেপাল। হাঃ হাঃ হাঃ! আপনাদের ও সব সেকেলে মত, এগুলো ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বেন না।

স্মৃতি। আচ্ছা, সে কালটা তোমাদের কাছে এত অপরাধগ্রস্ত হয়েছে কিসে বল দেখি? ভাল, তোমাদের ইংরেজী মুন্সি-পালের সব ব্যবস্থা দেখ্‌ছ, আর আমাদের গ্রাম্য-মুন্সিপালের শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাটা দেখ —টেক্স নাই, মুটিশ নাই, অথচ সকল কার্য্য যেন আপনা আপনি নির্ব্বাহ হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের উপর বিধি যে, অতি প্রত্যূষে সমস্ত গৃহ মার্জ্জনা কোরে আবর্জ্জনা দূরে কোন গর্ত্তে বা মাঠে ফেল্‌বে; ক্ষেত্রের আবর্জ্জনা সময়ে সারে পরিণত হয়; তার পরে প্রাঙ্গণে গৃহ-দ্বারে গোময়-জল সিঞ্চন কর্‌বে,. কলিকাতায় যে সব দুর্গন্ধহারী বিলাতী আরক চূর্ণাদি বাহির হয়েছে, তার দুর্গন্ধ অপেক্ষা গোময়ের গন্ধ কিছু অধিকতর তীব্র নয়। তার পর গৃহে ধুনার ধূম দিবে, সায়ংকালেও আবার ঐ ধুনার ব্যবস্থা। প্রাতঃকালে বা সায়াহ্নে কোন গ্রামে প্রবেশ কল্লে ধূপ-ধুনার গন্ধে প্রাণ আমোদিত হয়ে যায়। প্রত্যেক হিন্দুর গৃহেই দেব-সেবার জন্য পুষ্পবাটিকা ও তুলসী-বৃক্ষ-রক্ষার ব্যবস্থা; শুনেছি, আজকাল তোমাদের ডাক্তারেরাও ব'লে থাকেন, তুল-সীর গন্ধে ম্যালেরিয়া দূর হয়। বাড়ীতে বস-ন্তাদি রোগ হ'লে ক্ষৌরকার্য্য ও রজকের দ্বারা বস্ত্র ধৌত-করণ নিষেধ; এ আর পুলিস ডাকিয়ে সংক্রামকতা নিবারণ কর্‌তে হয় না; হিন্দু ধর্ম্মকে পুলিস অপেক্ষাও ভয় করে। আবক্ষ-নিমগ্ন হয়ে পানীয় বা স্নানজল কলুষিত কল্লে, তোমার মুন্সিপালের পেয়া-দার পিতামহও ধর্‌তে পারেন না, কিন্তু শাস্ত্রে এমন কঠোর পাপের বিভীষিকা প্রদর্শিত আছে যে, পিতৃপুরুষভক্ত ধর্ম্মভীরু হিন্দু স্নান-জলে নিষ্ঠীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর্‌বে না। হিন্দুরাজ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান ছিল না? সীতাশোকবিহ্বল রামচন্দ্রকেও দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধা-নের জন্য বনে বনে পর্য্যটন কর্‌তে হয়েছিল! ভাই, হিন্দু হও, হিন্দু হও! আপনাদের শাস্ত্রে কি কি আছে, একবার আলোচনা কোরে দেখ, ভাল বিবেচনা হয়, বিধিগুলি পালন কর। আর কিছু করুন আর না করুন, দেখ্‌তে পাবে যে, অন্তর্দ্দর্শী আর্য্য ব্রাহ্মণগণ দেহ ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান অতিসুন্দররূপ কোরে গেছেন. সেই নিয়মে আহার-ব্যবহারাদি কোরে নীরোগ শরীর

প্রফুল্লচিত্ত ও দীর্ঘায়ু হও। হিন্দুর হিন্দু হও-য়াই উচিত; হিন্দু হ'লে আর কোন গোল থাকে না। স্বাস্থ্যরক্ষা, গ্রামরক্ষার জন্য কোন বিজাতীয়ের দ্বারস্থ হ'তে হয় না। তাই বলি ভাই, হিন্দু হও, আমার মত ঘণ্টা নাড়া, তর্ক করা, শ্লোক ঝাড়া হিন্দু নয়, যথার্থ শাস্ত্রোক্ত হিন্দু হও; ইহকালে পরকালে সুখী হবে।

উপেন। ম'শাই, আমাদের যে মিউনি-সিপ্যাল্ রাইট্ হয়েছে, তাতে সুধু স্যানি-টেসন্ স্বাস্থ্যরক্ষা নয়, লোক্যাল্ সেল্ফ গবর্ণ-মেণ্ট হবে।

স্মৃতি। ইংরাজীটা ভেঙ্গে বল ভায়া।

উপেন। লোক্যাল্ সেল্ফ গবর্ণমেণ্ট,—কি না স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

স্মৃতি। ও বাবা! এও ত বুঝ্লেম না! ইংরাজীতে গবর্ণমেণ্ট কথাটা বরং কতক বুঝেছিলাম, বাঙ্গলাটা যে তোমার ইংরাজীর চেয়েও শক্ত দাঁড়াল উপেন!

উপেন। কি জানেন, আমরা আপনা আপনি আপনাদের শাসন করবো।

স্মৃতি। কি রকম? বিজয় তোমার কাণ-মুটী দেবে? তুমি সত্যকে ধাঁ ধাঁ কোরে গোটা কতক চড়িয়ে দেবে? যদু গোপালকে আড়-কাটায় ঝুলিয়ে জলবিছুটী লাগাবে? আর নেপাল তোমাদের সকলকে এক-ঘরে করবে? কেমন, এই ত?

বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ! স্মৃতিরত্ন দাদা, তা নয়, তা নয়; এর ভিতর সব ভয়ঙ্কর কথা!—গাঢ় পলিটিক্স!—ইলেক্সন, পোলি, ভোটিং! এ আপনাদের বিশেষ মঙ্গলের জন্য হয়েছে, এ সব আপনারা বুঝ্তে পারবেন না।

স্মৃতি। এ খুব চমৎকার বটে! যাদের মঙ্গল হবে, তারা তার কিছুই বুঝ্বে না; এমন অবোধগম্য মঙ্গল নিয়ে আমরা করবো কি?

বিজয়। এতে যদি আমরা ইচ্ছা করি, আপনাকেই মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনার, এমন কি, চেয়ারম্যান্ পর্যন্ত কোরে দিতে পারি।

স্মৃতি। ওহো-হো হো, সেই ভোটের পালা! সেবারে মেদনীপুরে একটা বিদায় আন্তে গিয়ে ও হাঙ্গামা দে'খে এসেছি বটে; সে যে লাঠালাঠি কাণ্ড ভায়া! আমা-দের এ গ্রামটার ভিতর ঈশ্বরেচ্ছায় আজ পর্য্যন্ত পরস্পর বেশ মিল-জুল আছে, সক কোরে ঝগড়াবিসংবাদের বীজ এনে কেন গ্রামখানিকে ছারেখারে দেবে? নবাবপুরে সিঙ্গীদের এই ভোট নিয়ে ঝগড়া কোরে বিষয় ভাগাভাগী মকদ্দমায় অত বড় ঘরটা একেবারে উচ্ছন্ন গেল! দক্ষিণপাড়ার মুখু-য্যেদের এই ভোটের ঘোঁটে জ্ঞাতবাড়ীর ভিতর পরস্পরের অশৌচ লওয়া বন্ধ হয়েছে।

উপেন। আজ্ঞে, আমাদের এখানে আর সে ভয় নাই; আমাদের গ্রামের মিল কি কখন নষ্ট হ'তে পারে? দেখ্তে পান না? আমরা পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতে পারি; এক জনের বাড়ীর কারুর একটু মাথা ধল্লে গ্রাম শুদ্ধ গিয়ে সেখানে পড়ি।

সত্য। ঝগ্ড়া-ঝাটীর সম্ভাবনা থাক্লে আমি কিছু এ বিষয়ে হাত দিতাম না, আর আমি না উঠে প'ড়ে লাগ্লে ম্যাড়াপাড়ায় বিশ বছরেও স্বায়ত্তশাসন প্রবেশ করতো না।

উপেন। সত্যদাদার এই কেমন একটা পাগ্লামী; তুমি উঠে প'ড়ে লাগাতে আমা-দের মিউনিসিপ্যাল্ রাইট হয়েছে কি রকম? আমরা কি কিছু করি নি?

বিজয়। লাইব্রেরীর গেল অ্যানিভার্-সারির সময় আমি এ বিষয়ে যে লেক্চারটা দিয়েছিলমে,—

উপেন। ভাল লেক্‌চার, লেক্‌চার, লেক্‌চার—একটা কথা পড়্‌লেই ঐ পুরণো ধুয়া!

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। সাবাস্‌! সাবাস্‌! সাবাস্‌! ব্রাভো! এই যে ফিন্‌কি লেগেছে, বোধন বসেছে! ও বাবা! কল্পারম্ভেই এই, নবমী পূজো নাগাদ দেখ্‌ছি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হবে!

সত্য। মাণ্‌কে, থাম্‌।

মাণিক। মাণিককে গোবর চাপা দিলে কি হবে বাপ? সাপ যে তোমাদের ঘরের ভিতরেই চক্র ধ'রে বেড়াচ্ছে, যেমন আসরে নাম্‌বে ভোট, অমনি সে মার্‌বে চোট। বিষের গন্ধেই সব গলাবাজী কচ্ছো, যখন চক্র ঘুরিয়ে বিষ ঢাল্‌বে, তখন দেখ্‌ছি পটাপট্‌ লাঠি চল্‌বে। আমি এই বেলা কিছু বাঁশ কেটে আর ইটের কাঁড়ি কোরে রাখ্‌ছি, প্রিমিয়মে (Premium) বিক্রী কর্‌বো।

উপেন। স্মৃতিরত্ন ম'শাই যাচ্ছেন যে?

স্মৃতি। দাঁড়িয়ে গল্প শুন্‌লে ত ভায়া আর দক্ষিণহস্তের ব্যাপার চল্‌বে না; পূর্ব্বেকার ব্রাহ্মণদিগের মুখ থেকে আগুন বেরুত, এখন যে তা আমাদের পেটের ভিতর অহর্নিশি জ্বল্‌তে থাকে ভায়া।

বিজয়। তবে কবিতার কথা শুন্‌বেন না। গুড্‌ বাই।

স্মৃতি। কি ভায়া, গালাগালি টালাগালি দিচ্ছ নাকি?

বিজয়। আজ্ঞে না না, ওটা অভ্যাস বশতঃ;—প্রণাম হই।

স্মৃতি। কল্যাণ হোক; কি জান, তোমাদের ঐ ম্লেচ্ছ ভাষাটা শুন্‌লেই গালাগাল মনে হয়, কি ক্যাড্‌ ম্যাড্‌ ড্যাম্‌ ডোম্‌, ইষ্টুপিড্‌ মিষ্টুপিড্‌—

[স্মৃতিরত্নের প্রস্থান।

যদু। দেখ বিজয়, লেক্‌চারটার কথা তোমার নিজের মুখে একশ বার বলো না, ভাল দেখায় না।

বিজয়। সেটা জেলাসী (Zealusy), যার হিংসা হয়, নিজে অমন লেকচার দিতে পারে না, তারি ভাল লাগে না।

(গোপালের পুনঃ প্রবেশ)

গোপাল। ওহে অ্যারাইভ্‌ড্‌, অ্যারাইভ্‌ড্‌ মিষ্টার বার্‌ওয়েল অ্যারাইভ্‌ড্‌, (Arrvied,) arrived. Mrs. Barwell arirved.)

মাণিক। এদিকে ডিরাইভ্‌ড্‌,ডিরাইভ্‌ড্‌, মিসেস্‌ কোয়ারেল্‌ ডিরাইভ্‌ড্‌, (Derived derived Mrs.Quarel derived.)

গোপাল। চুপ কর, ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন, তাঁবু গেড়েছেন, এইবার ইলেক্‌সনের যোগাড় হোচ্ছে।

মাণিক। এ দিকে এঁরাও বন্ধুত্ব ছেড়েছেন, এইবার লাঠির কলেক্‌সনের (Collection) যোগাড় হচ্ছে।

গোপাল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আজই এখানে মিটিং কর্‌বেন; কোয়াইট নিউ আইডিয়া, (Quite new idea) পোলিটিক্যাল্‌ পাঠশালা, সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যাল্‌ ডিবেট্‌, ভোটিং! এই সব শেখ্‌বার জন্যএকটী পাঠশালার মতন কর্‌বেন, সঙ্গে একজন ইংরেজ পোলিটিক্যাল মাষ্টার এসেছেন, তিনি থাক্‌বেন, আর ক্যাল্‌কেটা থেকে একজন বাঙ্গালী পোলিটিক্যাল গুরুম'শাই আনিয়াছেন, তিনি পাঠশালার মতন সকলকে বসিয়ে পোলিটিক্যাল্‌ এডুকেশন দেবেন।

মাণিক। আর সাহেব মাষ্টার বুঝি মাঝে মাঝে পোলিটিক্যাল্‌ বেত লাগাবেন?

গোপাল। নাও, দাঁড়িয়ে মাতলামো দেখ্‌বে,না পাঠশালে অ্যাটেণ্ড কর্‌তে যাবে?

বিজয়। তাই ত, আর দেরি কোরে কাজ নাই, চল যাওয়া যাক; তোমরা যাও না যাও, আমি ইলেক্ট হব, আমায় যেতেই হবে আগে।

উপেন। ডাণ্ডা চ'লে যাবে বাবা ডাণ্ডা চ'লে যাবে! দেখি কে কমিশনর ইলেক্ট হয়।

[মাণিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাণিক। আপাততঃ বাবা গুরু ম'শায়ের কাছে পোলিটিক্যাল্ বেতের হাত এড়াও—

(গীত)

কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ পোলিটিক্যাল্ বেত,
হবে দেখো পেটা।
পটাপট্ লাগিয়ে দেবে পিঠে,
মনে রেখো এটা॥
তোমলোক তুলো নাকো মাথা,
বহুৎ বলো নাকো কথা,
সাম্‌নে স্বয়ং হুজুর হাজির,
নয়কো কেও কেটা॥
রাখ্‌বে মন ঠাণ্ডা, দিও গণ্ডাতে এণ্ডা,
নেলে ডাণ্ডা নেবে ষণ্ডামার্ক ভেবো বাপু সেটা॥
কোয়েশ্চন করো নাকো পপ্,
বেত পড়্‌বে সপাসপ্,
গালাগাল গিল্‌বে টপাটপ্ যবে দেবে যেটা॥
কুইক্, কুইক্, কুইক্, বুটের সুইট কিক্,
ভেবে খানিক, দিলে টনিক,
মাতাল মাণিক, ঠোঁট্ কাটা ঠ্যাটা॥
ধাঁ ধাঁ ধিনিক্—ধিনিক্—ধিনিক্,
তেরেকেটে, তোরকেটে, তেরেকেটা॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

খিড়্‌কীর ঘাট।

(তারাসুন্দরী, চাঁদমণি ও বিদ্যাবতী।

তারা। পোড়াকপাল! পোড়াকপাল আমার চাঁদদিদি! না হ'লে অমন ঘরে বেটার বে দিতে যাব কেন

চাঁদ। কি জান বোন্, এখনকার বৌ, একটু মানিয়ে জুনিয়ে চল্‌তে হয়।

তারা। তোমাদের এক কথা! অই জন্য কোন আবাগীকে আমি ঘরের কথা বলি না। সে দিন উনুনের পাশ—মাছের ঝোলে ভুলে দু'বার নুণ দিয়ে ফেলিছি, তা বাপান্তও করি নি, পিঠে হাতা পুড়িয়ে ছেঁকাও দিইনি, কথার কথা বোন্ বেলে ফেলেছি যে, এমন হত-চ্ছাড়া ঘরের মেয়েও চুলোর সংসারে এনেছি-লেম, মাথা খেতে সব ভুলে যাই, এটা করতে ওটা মনে থাকে না। ও মা! গ্যাদারীবৌয়ের তা আর গায়ে সইল না! অমনি চোখ দিয়ে নোনাপানি বেরুতে লাগ্‌লো, বাখড়ে কিছু দেওয়া হ'ল না, ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন! বেটা আমার ঘরে এলে সাত-খানি ক'রে লাগাবেন! লাগাস্ ছুঁচো বেটী লাগাস্,যত পারিস্ তোর বাবার কাছে লাগাস্।

বিদ্যা। হ্যাঁ মামি, তুমিও কি মামাকে অই ব'লে ডাক্‌তে না কি?

তারা। কি ব'লে আবার ডাক্‌ব লো? —তোদের একেলে ছুঁড়ীদের মত অত রং সোহাগ কোরে ডাক্‌তে জান্‌তেম না; মুখ-পোড়া-মিন্‌ষে খতরখেকো,—হ'ল ড্যাকরা, এই রকম যখন যা সাদা কথা মুখে আস্‌তো, তাই ব'লে ফেল্‌তেম।

বিদ্যা। ও ত পতিভক্তির কথা, প্রকা-

শুের ডাক,—বলি, আড়ালে আব্‌ডালে কি অই ব'লে আবদার টাবদার কর্‌তে ?

তারা। আ—গেল যা, মদ্দানী ছুঁড়ী! তুই বুঝি জামাইকে তাই বলিস্ ?

বিদ্যা। না, সে আমায় মেয়ে বলে। তুমি না কি তোমার বৌকে অই ব'লে ডেকে তোমার ছেলের কাছে লাগাবার কথা বল্‌ছো, তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেম।

তারা। বল্‌বো না ? খুব বল্‌বো; বেটী আমার ছেলে কেড়ে নিলে! সোয়ামী, —সোয়ামী,—সোয়ামী! সোয়ামী যেন বিইয়ে এনেছেন!

বিদ্যা। তা বৈ কি, বিয়নো ফিয়নো কেন ? তোমরা যেমন ও রত্ন পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিলে, সেই রকম যা হ'ক একটা কল্লে—

তারা। যা, যা, যা,—মিছে মিছে ডেঁপমো করিস্‌নে! বল্‌বো না ? গাল দেবো না ? সর্ব্বনাশীর নাক চুল কেটে দিইনে, এই ঢের! কান্না,—কথায় কথায় কান্না,— রাতদিন অলুক্ষণ!

চাঁদ। ও বোন্, কান্নার কথা আর বলো না; এই পরশু দিন দিদি বিকেলবেলা ছাদে ব'সে আছি, এমন সময় আমাদের আবাগের বেটী সোহাগ কোরে আমার কাছে চুল বাঁধ্‌তে এলেন, মনে কল্লেম, মরুক্ গে ছাই দিই বেঁধে। চুল ত নয় শোণের রাশ,— সাত হাত লম্বা,—সেগুলো আঁচড়ে মাচড়ে হাতে সবে জড়িয়েছি, ওদিকে বড়ীগুলো শুকুচ্ছিল, তা হাড়-হাবাতে কাক না এসে —পোড়া কাক মরে না, চুলোয় যায় না, যম নেয় না, কাকের বাড়ী জোড়া মড়া মরে না, ছাতিম-তলার ঘাটে যায় না!—কোন্ বিধাতা কাক ছিষ্টি করেছে, দেখ্‌তে পাই ত ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দি।

বিদ্যা। ও চাঁদমাসী, দেখা পাবে না, দেখা পাবে না, দেখা পাবে না। তোমাকে, মামীকে আর মাঝের পাড়ার ইচ্ছে-মাসীকে স্বষ্টি কোরেই বিধাতা পুরুষ মারা পড়েছেন! এই আমাদের যা দেখ্‌ছো, এ তাঁর কারিকরের হাতের গড়া, তিনি আর নাই!

তারা। বলি বিদ্যে, তুই থাম্‌বি কি ? তার পর তার পর দিদি, বৌটার কি হ'ল ?

চাঁদ। হ্যাঁ, অই বৌ আবাগীর কথাই ত বল্‌ছি; তা সেই কাক মুখপোড়াকে তাড়িয়ে দিতে উঠেছি,—তা বোন্ বল ভাই, তাড়া তাড়ি কি অত মনে থাকে, চুলোর চুল গোছাটা হাতে জড়ানই ছিল, ছুটে যেতে, টানের চোটে হতভাগীর মুখটো বুঝি ছাদের উপর থুব্‌ড়ে গেছে, অই ত মু'খের ছিরি, পোড়া লোকে যে কি দে'খে ও মুখের সুখ্যাত করে, তা ত বুঝ্‌তে পারি নি! হ্যাঁ তা দিদি, একটু রক্ত পড়েছে কি না পড়েছে, হতভাগার মেয়ের অমনি বাপের সন্নিপাত হ'ল, ভেয়ের ওলউঠো হ'ল ? দু'চোখের ঝারাণী দেখে কে!

বিদ্যা। এ্যাঁ! এমন বজ্জাত বৌ! হ্যাঁ চাঁদমাসি, তুমি দয়া কোরে মুখটো থুব্‌ড়ে দিলে, অমনি খানিকটে রক্ত পড়্‌লো, ফাঁকি দিয়ে ঠোঁট দু'খানা রাঙ্গা হ'ল, তবু তোমার একটু পায়ের ধুলো চেটে খেলে না গা ? কাঁদ্‌তে বস্‌লো ? শুনেছিলেম, তোমার শাশুড়ী তোমাকে একবার একখানা পোড়া কাঠের চেলার বাড়ি মেরেছিল, তা হ্যাঁ মাসি, তুমি সে সময় কি করেছিলে ? হাঃ হাঃ কোরে হেসেছিলে ? না ঘুরে ঘুরে খ্যাম্‌টা নেচেছিলে ?

চাদ। কি করেছিলেম! থাক্‌তিস্ যদি দেখ্‌তে পেতিস্—খ্যাম্‌টা নাচ্‌বো ? তোরা খ্যাম্‌টাওলীর বৌ হয়েছিস্, তোরা খ্যাম্‌টা নাচিস্, আমি সেই পোড়া কাঠ কেড়ে

নিয়ে মাগীর মুখের ভিতর দিয়েছিলেম,—যেমনকে তেমনি; হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়েছে, তারাদিদি, হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়েছে,—যত দিন বেঁচেছিল, একটী দিনের তরেও আমায় সোয়াস্তী পেতে দেয় নি! এমন বৌ-কাট্‌কী শাশুড়ী বোন্ কখন দেখিনি! আমি মিন্‌ষের ঘরে ঢুক্‌লে মাগীর যেন বুকে ঢেঁকি পড়্‌তো। আমাদের এই সব ঠাক্‌রুণরা তেমনি শাশুড়ীর হাতে পড়্‌তেন, তবে একবার মজাটা টের পেতেন! আমরা না কি নিতান্ত ভালমানুষ, পোড়া মুখে সাত চড়ে কথা বেরোয় না, আমরা না কি মার্‌তে জানি নি, তাই ভালখাকীর বেটীরা ত'রে যাচ্ছেন। মুখে আগুন, মুখে আগুন, মরে না, ভাতার-খাকীদের যম নেয় না! আমি আবার ছেলের বে দিয়ে আনি।

বিদ্যা। না, ও কথাটী কারুর বল্‌বার যো নাই! গালাগালিটী যে কাকে বলে, তা আমার চাঁদমাসী জানে না! আশীর্ব্বাদ বই কথা ক'ন না!

চাঁদ। ইচ্ছে ত আশীর্ব্বাদ করি, তা সর্ব্বনাশীরা ভাল কথা বল্‌তে দেয় কৈ? আর একদিন করেছে কি বোন্, পূজোর সময় ওর বাপ মিন্‌ষে একখানা ঢাকাই দিয়েছিলে, তা মনে করেছিলেম, আমার মেজ মেয়ে নন্দী এই চইত্তির মাসে সাধ খাবে, সেই সময় তাকে সেইখানা পাঠিয়ে দেব। তা বলা নাই, কওয়া নাই, সে দিন বিকালে কি না সেইখানা বার ক'রে প'ড়েছে! ঢাকাই প'রে আহার দেওয়া হয়েছে! ভাতার ভালবাস্‌বে,—ভেড়া হবে!

তারা। তা বল চাঁদদিদি বল,—এ সব দে'খে শুনে কি পোড়া সংসারে এক দণ্ড তিষ্টুতে ইচ্ছা করে? সর্ব্বনাশীর বাপ এবার যে পোষড়ার তত্ত্ব ক'রেছে, দেখ্‌তিস্ যদি তো অবাক্ হতিস্।

চাঁদ। পোষড়ার তত্ত্ব এসেচে না কি? কৈ তারাদিদি, আমি ত কিছু জানি নি।

তারা। কোত্থেকে জান্‌বি? সে কি জান্‌বার? সবে নাচখানি নাগরী গুড় দিয়েছে তা কার মুখে দেব? অই ভাঁড়ার ঘরের কোণে বুঝি অমনি প'ড়ে আছে, আমি চক্ষেও দেখি নি।

বিদ্যা। ও মা, ছি ছি ছি! এই পুরোণ তত্ত্বে সবে পাঁচখানি নাগরী গুড়! আমি শুনেছি, কল্‌কেতার কোন্ মেয়ের বাপ একবার জামাইবাড়ী পোষড়ার তত্ত্ব করেছিল, তা ও নাগরী ফাগ্‌রী নয়, একেবারে দশবারটা খেজুরগাছ তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল, সবগুলোর গলা ধ'রে এক একটা জ্যান্ত শিউলী ঝুল্‌ছিল।

তারা। বিদ্যে বুঝি শ্বশুরবাড়ী থেকে এবার এত বাচালপনা শিখে এসেছিস্?

বিদ্যে। মাইরি মাসী মাইরি! এরা চোখে দে'খে এসেছে, কল্‌কেতার কোন্ বড় মানুষের বাড়ীর গিন্নী গায়ে হলুদের তত্ত্বে জলের জালা উনুনের কাঠ পর্য্যন্ত দিয়েছিল; আর তাঁর বৌ প্রসব হ'লে ষেটেরা পূজোর তত্ত্বের সঙ্গে হোটেলের বিস্কুট, এক বোতল পোর্ট মদ, আর বিধাতা পুরুষের তামাক খাবার জন্য একটী রূপো-বাঁধান হুঁকো দিয়েছিল!

তারা। ত আশ্চর্য্য কি হবে! এখন কত কি নূতন হয়েছে, আমাদের এ মুখপোড়া কুটুমরা কি সে সব জানে? দেখ না, ঝী-জামাইকে কি উপ্‌রো উপ্‌রি তিন বছর শালই দিতে হয়? কোথাকার পুরোণ হুরোণ ছিল বুঝি, হলুদ দিয়ে ঘরে ছুবিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁরে মুখপোড়ারা, চুলোর শাল নিয়ে কি

আমি ধুঁয়ো দেব? কেন? ভাল ভাল কত বিলিতী গায়ের জিনিস উঠেছে, তাও এক-খানা যোটেনি?—দিলে সর্ব্বনাশ হয়ে যেত—বাড়ীতে আগুন লাগ্‌তো?

বিদ্যা। হ্যাঁ, অমন ভাল ভাল রেকার 'ফরাসী ছিট এ সব থাক্‌তে শালের জোড়া—ছ্যা!'

চাঁদ। ও দিদি! তোমার ত তত্ত্ব করেছে, আমি এমন ডোমের চুবড়ী ধুয়ে ঘরে এনে-ছিলেম যে, একেবারে মূলে হাবাত। মিন্‌ষে বুঝি কোথায় পোড়া চাকরী কর্‌তো, তা চুলোয় গিয়েছে, আর তার ছোট ভাইটে, এই-ছুঁড়ীর কাকা,—গেল কার্ত্তিক মাসে জ্বরবিকারে মরেছে, তা এরার আর হাবাতে মিন্‌ষের তত্ত্ব কর্‌তে কড়ি জুট্‌লো না। মাগী নাকে কেঁদে ব'লে পাঠিয়েছেন যে, 'এবার ব্যান্‌কে আমায় মাপ কর্ত্তে বল্লো। মাপ কর্‌বো এখন ভাল কোরে, আসুক না মেয়ে নিতে! ছাতিম-তলার ঘাটে চিতে কেটে সর্ব্বনাশী বেটীর মাপ কর্‌বো।

বিদ্যা। এঁ্যা—কি আক্কেল! কি আক্কেল! মাগীর দেওর ম'ল ব'লে তত্ত্ব কল্লে না গা? দেওর গেলে অমন কত দেওর হবে, তত্ত্ব ত আর হবে না!

তারা। তা মরুক! তত্ত্ব মত্ত চুলোয় যাক; আবাগীর বেটী, ভাই, আমার অমন বেটা পর কোরে দিলে! ছেলে আমার রাত্তিরে প'ড়ে আস্‌তো, আর অই চাল্‌তাতলা থেকে মা মা ব'লে চেঁচাতে আরম্ভ কর্‌তো, এক ঘণ্টা ধ'রে রূপকথা বল্লে তবে ঘুমুতো, এখন্ কি না, সেই বেটা আমার শনিবারে শনিবারে কল্‌কেতা থেকে বাড়ী আসে, আর আমার সঙ্গে দু'দশটা কথা কইতে না কইতেই বেটীর ঘরে গে সেঁধোয়!

(গীত)

হাড়ে নাড়ে জ্বলে মলুম,
বৌ এনে বোন্ ঘরে।
অমন বেটা পর করালে
বেটী এমনি গুণ ধরে॥
ছিল ছেলে কত ভাল, জান্‌তো না, সে মা বই,
তারে কাণ ধ'রে ওঠায় বসায়,
এমনি বেটী দিগ্‌বিজই,
লুকিয়ে লুকিয়ে কত কি লো
কিনে আনে বেটীর তরে।

তারা ও চাঁদ। ও বোন্ দুজনেরই কপাল সমান
দিয়ে বেটার বিয়ে গেল মান,
প্যান্‌পেনিয়ে কেঁদে মরে,
আবাগীরে বসতে বল্লে সরে॥

চাঁদ। এ সোমবারে যে ছেলে তোমার কল্‌কেতায় গেল ন?

তারা। পোড়া কোম্পানীর কি তোঁট হবে শুনছি, তাই নিয়ে ঘোঁট কোরে মেতে আছেন।

চাঁদ। তা নয় দিদি তা নয়, অই বৌ বেটীরাই মন্তন্না দিয়ে আট্‌কে রেখেছে। আমার বেটাকেও আফিস কামাই করি-য়েছে; ডাইনীরা কি কম! ওদের মা আবাগীরা কামিক্ষ্যের ডাকিনী! তাদের কাছে থেকে সব মন্তর শিখে এসেছে! আমার বৌটার চুলের ভেতর একটা মাদুলী লুকোন আছে দেখেছি, তার ভেতরে কামিক্ষ্যের হিজ্‌ড়ে-শ্যালের রক্ত আছে!

তারা। চ' বোন্ চ', আবার হয় ত গিন্নীপনা কোরে আমি না যেতে যেতেই ঘরে সন্ধ্যা দিয়ে ব'সে থাকবে। মরে না—মরে না—মরে না!

চাঁদ। চুলোয় যায় না—যায় না,—যায় না, বাসীমড়া হয় না—হয় না—হয় না!

[উভয়ের প্রস্থান।

বিন্ধ্য। সর্ব্বনাশ! দুর্গা রক্ষা করেছেন, যে মামীর মতন শাশুড়ীর হাতে পড়িনি! চাঁদমাসীও ফেলা যান না;—আচ্ছা, এরাও ত এককালে বৌ ছিল,—আপনার মন দিয়ে পরের মন বোঝে না? না চুল পাক্‌লে বয়েসকালের কথা সব ভুলে যায়? অন্নপূর্ণা শাশুড়ী আমার—সাধে কি তাঁর পাদক-জল খাই!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

তাঁবুর সম্মুখ।

ইংরাজ পোলিটিক্যাল্ মাষ্টার, গুরুমহাশয় ও ছাত্রগণ।

গুরু। ডেকে ডেকে নাম্‌তা ল্যাখ্,
ডেকে ডেকে নাম্‌তা ল্যাখ্;—
একেকে এক, আগে ভোটের যোগাড় দেখ্॥
* দু'য়েকে দুই, যারে পাই তারে ছুঁই।
(এই ল্যাখ্) তিনেকে তিন,
ভোটার দেখ্‌বে টিকি ঐ ক'দিন। *
(তার পর) চেরেকে চার,
ইলেক্ট হ'লেই পগার পার।
* (এইবার) পাঁচেকে পাঁচ,
বছর তিন নাক ডাকিয়ে বাঁচ।*
(ল্যাখ্ ল্যাখ্) ছয়েকে ছয়,
কথা কইলে বেশী ধনঞ্জয়।
(তোমার গে) সাতেকে সাত,
কাহুর তুলে চলে হাত।
* (হেঁকে ল্যাখ্) আটেকে আট,
বোকা হ'লে দিনরাত্তির খাট!
(ভুলিস্‌নে) নয়েকে নয়,
তাতে খিচুনী খাবার ভয়। *
একে শূন্যি দশ, দশেকে দশ,
সেয়ানা ছেলে আপন গণ্ডা কস্।
সেলামে সরকারের পো বশ।

সত্য। আয় আপনারা লিখি; এগারকে এগার,
পায়ে ধর আর ভোট কাড়।

গুরু।—
আচ্ছা আচ্ছা থাক; এখন পাত্তাড়ী দে রেখে,
দুটো জ্ঞানের কথা নে শিখে।
এ পোলিটিক্যাল বিদ্যে নয়কো বড় সোজা;
কড়ায় গণ্ডায় চলে নাকো দিতে হয় গোঁজা।

উপেন। গুরুম'শায়, চাণক্য-শ্লোক ব'লে দিন না।

গুরু। চাণক্য-শ্লোক শিখ্‌বি? তা সে বিদ্যা আমি চূড়ান্ত দিতে পার্‌বো; তোরা জানিস্ ত আমি পশ্চিমে টোলের পণ্ডিতি কর্‌তেম। আচ্ছা নে নে, গোটা দুই তিন শ্লোক শিখে রাখ্, তা হ'লেই হবে, ওরির ভিতর সব আছে।

বিজয়। বলে দিন্ না গুরুম'শাই।

গুরু।—
সাহেবঞ্চ বাঙ্গালীঞ্চ নৈব তুল্য কদাচন।
সাহেব দদাতি থাপ্পড়, বাঙ্গালী হর্ষে খাদতি॥
শ্বেত-চর্ম্ম-বর্ম্ম-সাহেবঞ্চ রক্ষতে সর্ব্ববিপদে।
কৃষ্ণচর্ম্মাবৃত প্লীহা ফাটন্তি চ পদে পদে॥
পর্ব্বতে রাজতে গোরা,পীড়িতং পুষ্প-সৌরভে।
ড্রেনাঘ্রাণে বর্দ্ধিতং বঙ্গ, শ্রীমুন্সিপাল গৌরবে॥

নেপাল। বাঙ্‌লা কোরে মানে ব'লে দিন গুরু ম'শায়।

গুরু।—
সাহেবের আমাদের তুল্য নহে হক্।
সাহেব থাপ্পড়-দাতা বাঙ্গালী খাদক॥
শ্বেত চর্ম্মে সাহেবের সর্ব্বদোষ কাটে।
কাল-চাম-ঢাকা পীলা পদে পদে ফাটে॥

---

* এই নাম্‌তার প্রত্যেক চরণ প্রথমে গুরুমহাশয় পরে ছাত্রেরা সমস্বরে বলিবে।

গিরি-বাসে পুষ্প-বাসে সাহেবের যক্ষ্মা।
মুন্সিপাল ড্রেনাঘ্রাণে বঙ্গ-স্বাস্থ্য-রক্ষা॥

শুনলি—ভাবার্থটা প্রণিধান কল্লি?

সকলে। করেছি গুরুম'শাই।

সত্য। আমার ঠাকুরদাদাও ওই কথা বলতেন গুরুম'শাই, আর বলতেন,—
গোরারে পূজিলে কালা ধন- মান পায়।

গুরু। বটে, বটে, বলতো? তা বেশ। যত কিছু পড়্‌বি, রাজনীতি শিখ্‌বি, শাসন শিখ্‌বি, স্বাধীন হবি, ঠাকুরদাদার ঐ রাজনীতিটুকু কখন ভুল্‌বিনি বাবা! এ বিদ্যাটী ঠেকে শেখা বাবা! বরাবর মনে রেখো যে, কলিযুগে গৌরাঙ্গই দেবতা, কৃষ্ণকান্ত যতই বড় হউন, তিনি উপাসক মাত্র। ও ছোট বড় নাই, সাহেবের মহেশ্বর থেকে মাকাল পর্য্যন্ত আর দুর্গা থেকে বনবিবি পর্য্যন্ত সব বড় ঠাকুর; বরও দিতে পারেন, শাপ দিয়ে ভস্মও করতে পারেন; আবার নীচু ঠাকুরের শাপটাই কিছু বেশী জাগ্রত। পণ্ডিত হও, স্বাধীন হও, হাকিম হও, যা কর, ছোট বড় কোন ঠাকুরটীকে অমান্য ক'র না; বেশ কোরে পূজা ক'র।

উপেন। কেমন কোরে পূজো করবো গুরুম'শাই, শিখিয়ে দিন না।

পোলি-মাষ্টার। Tell them to learn this of the State-Scholars, to be nominated hereafter; most of them are exparts in this chapter of Political- Theology.

গুরু। সাহেব মাষ্টার ম'শাই বলছেন যে দেখ,—

উপেন। ও বুঝ্‌তে পেরেছি গুরুম'শাই, আমরা ত ইংরাজী জানি।

গুরু। কে রে ও?

নেপাল। গুরুম'শাই, উপনে।

গুরু। বটে রে উপনে? ধ'রে নিয়ে আয় এই দিকে, যদো, ব'সে কি কচ্ছিস্? ধ'রে নে আয় উপনেকে; (যদু কর্ত্তৃক উপেনকে ধৃত করিয়া আনয়ন) বড় যে বল্‌ছিস্ বুঝ্‌তে পেরেছি? বেতগাছটা কোথা রে?

উপেন। আর করবো না গুরুম'শাই, এইবারটা মাপ কর, এবার থেকে আমি খুব বোকা-ন্যাকা হব, যা শিখেছি, সব ভুলে যাব।

গুরু। যা করেছিস্, তার কি? হাত পাত বল্‌ছি,—(বেত্রাঘাত)

উপেন। (ক্রন্দন) অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ! মা সরস্বতী দূর হয়ে যা! তোর জন্যেই ত আমি মার খেয়ে মলেম!

* গুরু। নেপ্‌লা—বল্‌ দেখি উপনে কেন মার খেলে?

নেপাল। তা বুঝি জানিনে গুরুম'শায়? ও যে বিদ্যে ছব্‌কুটেছিল—এটা যে পাঠশাল, আমরা যে পলিটিকের কচিখোকা, হাতছড়ি খেয়ে শিখ্‌তে এসেছি, এখানে কি বিদ্যে ছড়াতে আছে? *

গুরু। বেশ; নে চাণক্য-শ্লোক শুনছিলি শোন্‌,—

ব্যাঘ্রবৎ গোরা লোকেষু, আত্মজাতিষু তৃণবৎ।
পত্নীবৎ আত্মকার্য্যেষু, যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

এর মানে হচ্ছে—

ব্যাঘ্র প্রায় দেখে গোরা দূর হতে নমে।
তৃণ যেন নিজ জাতি পদতলে দমে।
পত্নীপ্রায় নিজকার্য্যে যত্নে কোলে টানে।
পণ্ডিত বলিয়ে তারে সকলে বাখানে॥

বিজয়। এটা আমি খুব শিখেছি গুরুম'শাই, উপনে আমার সঙ্গে পারে না।

উপেন। বিজয় মিছে কথা কচ্ছে গুরুম'শাই, আমি ওর পরে জন্মেছি, তবু কত এগিয়ে গিয়েছি।

গুরু। আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ; তোরা সকলেই ভাল, আর একটা শ্লোক শিখে রাখ, আজকে এই পর্য্যন্ত।

স্বভাবো যাদৃশী যস্ত ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥

এটা বেশ সাদা কথায় বুঝিয়ে দি; যার যেমন স্বভাব, তার তা কখন শোধ্‌রাবে না; যেমন কয়লাকে একশবার ধুলেও তার রং বদলায় না। তাই বল্‌ছি বাপু, এটা বেশ কোরে মনে রেখ, তোমাদের যার যা স্বভাব, মলেও যাবে না; সুতরাং বেলকুল শোধ্‌রাতে চেষ্টা কর না—কর না—কর না।

নেপাল। হ্যাঁ গুরুমশাই, ঠিক বলেছ মশাই? আমার বাড়ীতে আমায় ঢের রগ্‌ড়েছিল, তা ত্ব্‌কের একদিকও পক্কের হল না। এই দেখুন, উপরের রং যেমন আছে, ভেতরের রংও তেমনি।

গুরু। আচ্ছা, খবরদার, বাড়ীতে বলিস্, চাণক্য পণ্ডিতের মানা, বারদিগর না তোরে আর রগ্‌ড়ায়; তুই শোধরাবিনি, শোধরাবিনি, মলেও শোধ্‌রাবিনি, তা হ'লে শাস্ত্র মিথ্যা হবে।

পঃ মাঃ। Now Gur Ma hay, I am going to drill them in the most sublime of all deplomatic arts, I meen the Grand Art of Salaming.

গুরু। Oh My Lord Master! I am L L D in that department traind at Court, আপ্ খাড়া হোকে দেখিয়ে, ম্যায় থোড়া লেসেন্স (Lessons) লিখলাওয়ে; আগর মেরা ভুল-ভ্রান্তি, গল্‌তি ফল্‌তি হোয়ে, আপ দস্তর মাফিক্ করেক্‌ট (Correct) কর্ দিজিয়ে।

পোঃ মাঃ। All Right, all Right! When I am Chairman, perhaps I may make yon my vice.

গুরু। Thank you my Lrod! Vice My Lord? I am Vice from head to foot; vice is my tr de, occupation; examine me, I am vice by natnre my life is vice, I am born for president of vice.

পোঃ মাঃ। Well Well, go on with the D il.

গুরু। ওহে ছোকরা বাবুরা, সব শুন্‌লে ত, বুঝ্‌লে ত?

উপেন। গুরুমশাই, আজ্ঞে করেন ত বুঝেছি, আর বুঝ্‌লে যদি বিতিয়ে দেন্ ত বুঝিনি।

গুরু। হাঁ হাঁ, ঠিক বলেছ। কি জান, এই পোলিটীক্যাল বিদ্যার মধ্যে সেরা বিদ্যা হচ্ছে সেলাম; তেল মাখান এক রকম বিদ্যা আছে বটে, তা সে যখন কালেজে যাবে, পাঠশালের পক্ষে সেটা একটু শক্ত। তা যাক, সেলামটা ভাল কোরে শিখ্‌তে হবে; সব সারবন্দি হয়ে দাঁড়াও দেখি।

বিজয়। আজ্ঞে গুরুম'শাই, হুজুরকে বলুন যে, ও বিদ্যাটা আমার বাড়ীতে কতক কতক শেখা আছে, মুনসেফ্ কোর্টে উকিলী কর্‌বার জন্য আমি প্রাইভেট্ ষ্টডি করেছিলেম।

সকলে। আমরা বুঝি জানি না?

* গুরু। আচ্ছা অচ্ছা, বোঝা যাবে। অ্যাটেন্‌সন্; (Attenrion) সেলাম চাপরাসী।

সকলে। (বিবিধ প্রকার সেলাম করিয়া) গুরুম'শাই; হ'ল না!

নেপাল। গুরুম'শাই, সেলাম-চাপরাসী কি, বুঝিয়ে দিন।

গুরু। কি জান, যেমন আগে ঢুণ্ডিগণেশের পূজা দিয়ে তার পর বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার পূজা কর্‌তে যেতে হয়, তেমনি আগে দরজায় চাপরাসী-সাহেবকে সেলাম কোরে তবে হুজুরকে সেলাম কর্‌তে যেতে পায়।

সত্য। উঃ! কি শাস্ত্রের মহিমা!

গুরু। সেলাম-চাপরাসীর আবার নম্বর এক দুই তিন এই রকম আছে;—কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্টের সবার চাপরাসীর আলাদা আলাদা সেলাম। তোমাদের এই ইংরেজী স্কুলে গিয়ে কোন কোন ছোকরা বাবু, একটা হাত একটু ঘুষি পাকিয়ে তুলে, ঘাড়টা গিরগিটীর মতন নেড়ে সেলাম কর্‌তে শিখেছেন; সে সেলামটা নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাতে যে করে, তার কুম্ভীপাক হয়।

নেপা। গুরুম'শাই, নরকের কুম্ভীপাক কি হতকটা আলিপুরের ঘানিপাকের মতন?

গুরু। হ্যাঁ, দেখেছ ত? কিন্তু তা সহ্য কর্‌তে পেরে থাক ত এ আর সহ্য হবে না। তার পর সেলাম ইরাণী, সেলাম মোগলাই, সেলাম কাশ্মীরী, সেলাম গোলামী এই রকম নানান সেলাম আছে। মাথা উঁচু রেখেও সেলাম আছে, সে মিলিটারী, আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে নয়। যেমন শূদ্রকে বেদ পড়্‌তে নাই, তেমন বাঙ্গালীকেও ঘাড় খাড়া সেলাম কর্‌তে নাই। আমি বাবা, সব রকম সেলাম শিখে তবে গুরুম'শায় হয়েছি। তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এক দিনে হবে না, ক্রমে শিখ্‌বে।

বিজয়। আজ্ঞে, আমার খুব মুখস্থ হয়, আপনি ব'লে দিন না, দেখ্‌বেন আমি ফুল নম্বর পাব।

গুরু। মোটামুটী একটা হিসাব বুঝে রাখ; এদিক্‌কার সব সেলামই একেবারে কপাল থেকে কোমর অবধি নাম্‌বে, তার পর কোনটায় বা একহাত, কোনটাতে দু-হাত নামান আছে, হাত বরাবর ঠেক্‌তে কপালে, অই কপালে ঠেকানর উপরই কপাল ফেরার মার-প্যাঁচ, কিন্তু দেখে বাবা! কপাল ফেরাতে গিয়ে যেন ভেঙ্গে ফেল না! এই জয়েণ্ট সাহেবের চাপরাসীর কাছে মাথা নোয়াবে নয় ইঞ্চি, আর হাত কপাল থেকে থাক্‌বে এগার ইঞ্চি নীচে; তার পর খোদের চাপরাসীর বেলা, তার চেয়ে তিন ইঞ্চি, কমিশনরের বেলা নয় ইঞ্চি, এই রকম বাড়্‌তে বাড়্‌তে চল্‌বে। আবার আক্কেল থাক্‌লে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এর সেলাম ওকে দিতে হয়, সেটা নিজের গরজ বুঝে। শেষ এদিক্‌কার শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে সেলাম গোলামী শেখা, তখন একবারে অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের মতন নুয়ে পড়বে, আর দু-হাতের দশ নখে মেদিনী বিদারণ কোরে মাটী তুলে কপালে সাতবার দেবে। এইবার এস দেখি সব, আমি যেমন যেমন ব'লে যাই, তেমনি তেমনি কর্‌তে থাক। * সেলাম চাপরাসী;—চাপরাসী জয়েণ্ট;—চাপরাসী খোদ;—চাপরাসী-কমিশনর;—সেলাম ইরাণী;—সেলাম-মোগলাই;—সেলাম কাশ্মীরী;—এইবার সেলাম গোলামী।

ছাত্রগণ। কেমন গুরুম'শাই, হচ্ছে ত—পাচ্ছি নে?

গুরু। বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে; তোমরা খুব বাহাদুর ছেলে, এক একজন সরস্বতীর বরপুত্র দেখ্‌ছি।

পোঃ মাঃ। They are doing very well!

গুরু। Ves my Lord! (স্বগত) এরা প্রথম দিনই যে রকম দেখালে, ভাব্‌ছি আমার অন্ন না যায়! দেখ্‌ছি ত এরা দু'দিন

বাদে নিজেরাই এক একজন গুরুম'শাই হয়ে দাঁড়াবে।

পোঃ মাঃ। Tell them I am much pleasd with their first days progress. Really they have manners!

গুরু। সাহেব বড় সন্তুষ্ট হয়েছেন, শুনছো ত?

বিজয়। অদৃষ্ট।

উপেন। Luck।

সত্য। কপাল।

নেপাল। Yes, forehead!

পোঃ মাঃ। Well Gurmashaya come away.

গুরু। Yes My Lord, your humble servant. ওহে, সাহেব যাচ্ছেন, সেলাম কর, সেলাম কর।

[ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রস্থান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুরুমহাশয়ের প্রস্থান ও ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সেলাম।

বিজয়। দেখ্‌লে সত্যদা, মাষ্টার হুজুর আমার দিকেই চেয়ে চেয়ে হাসলেন!

সত্য। বিজয়, তুমি অমন আত্ম-সারাগে কেন বল দেখি? তোমার দিকে চাইলেন, না আমার দিকে চেয়ে হাস্‌লেন?

উপেন। বলি হাঁগা, আপনার গুমরেই মত্ত আছ, একটু আঙ্গুল নেড়ে যে আমার সেলামটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তা দেখেছ কি?

নেপাল। যেই যা ভাব, হুজুর আজ আমার যে মান্যটী দিয়েছেন, তা তোমাদের কারুর বরাতে হয় নি। যখন সেলামের সময় পাইচারী কোরে দেখ্‌ছিলেন, তখন কি কেউ একটু নজর করেছিলে? আমি যখন সেলাম-গোলামী করি, তখন হুজুর অমনি একটু ইসেরায় ডানপায়ের বুটের আগাটী আমার দাড়ীতে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। দেখো, বেঞ্চ যদি হেথা হয়, আগেই আমি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হব।

বিজয়। তা, বেশ ক'র, হয়ো, কিন্তু হাজার টাকা দিলেও তোমার কোর্টে আমি প্লিড্ কর্‌তে দাঁড়াব না; পাঁঠার সাম্‌নে আবার পাঁঠা হাড়কাঠে ফেল্‌বো কি বাবা!

সত্য। তোমরা পাঁঠা ফেলা-ফেলি কর, আমি যাই, একবার যতগুলো পারি হাবুলের জন্য ভোট যোগাড় কোরে দেখি।

বিজয়। বটে, আমরা যাব না? বাড়ী বাড়ী আমায় ঘুর্‌তে হবে।

সকলে। আমরাও ত ভোট আদায়ে যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

ছায়ার পিত্রালয়ের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

ছায়া, সন্তোষ, ধারা ও সখীগণ।

সন্তোষ। ঠাকুরঝি, ভাবিস্‌নিকো ভাই,
বল কোরে কাজ কামাই,
কেমন কোরে আস্‌বে ঠাকুরজামাই?
একটীবার পেলে ছুটি,
আস্‌বে দেখি ছুটোছুটি,
ধ'রে তোমার চরণ দুটী ভাস্‌বে নয়ন-জলে।
ছুট্‌বে বন্যা ঠাকুর-কন্যা তোমার জলতরঙ্গ মলে॥

ছায়া। আমার ভায়ের বধূ ধনী,
মুখখানি নয় মধুর খনি,
নামে সন্তোষ, কাজে সন্তোষ, তুষ্‌তে জান মন,
নইলে ভাই আমার কি পাগল হয়ে প্রাণ দিয়েছে পণ!

দিদি আমায় মিছে দিও না আশা,
এবার আমার হারকাতেরই পাশা।
ছায়ার প্রাণের ছায়া সর্‌বে কি সই উঠ্‌বে কি লো রবি!
থাক্‌তে জীবন আমার নয়ন দেখ্‌বে কি সে ছবি!
তিনি চাকরী করুন সুখে থাকুন, আসুন টাকা-কড়ি,
আমার শেষের দশায় কিছু না হয় আছে কলসী দড়ী!

ধারা।—
ঠাকুরঝি! বিরহ এমনি বটে
এমনি বটে এমনি বটে লো!
প্রেমের ফুলবাগানে, রাতজাগানে কাঁটা নটে লো!
(মনে আছে?) সটে পটে আমায় সেঁটে ধ'রে লো সেবার,
দিয়ে ধাঁধাঁ তোমার দাদা কাশী যায় যবার?
কোরে হাঁস ফাঁস হা হুতাশ,
আমি কাটাই তিনটী মাস;
(দিদি) তুমি তখন শ্বশুরবাড়ী,
তা'ই, আমায় ধর্‌তে হ'লো হাঁড়ী,
পোড়া মন এমন সখি থাক্‌ত সদা ভুলে,
ভাজা মাছ দিতে ঝোলে, দিতেম মুখে তুলে,
এমনি ফুলে উঠেছিলেম ভেবে ভেবে ভেবে,
যেখান দিয়ে যেতেম চ'লে মাটী যেত নেবে,
মনে পড়ে কি? সেও সখি এমনি শীতের দিনে,
রুচ্‌তো নাকো মুখে কিছু ফুলকপিটী বিনে?
বড় জোর চল্‌তো দিদি চারটী কলাইসুঁটী।
তাও যদি থাক্‌তো সঙ্গে পার্শে কি সরলপুঁটী।
গাছ থেকে ঘড়া ভরা নাম্‌তো খেজুর রস,
ঘটী কোরে চুমুক দিতে পড়্‌তো বেয়ে কস,
মনের দুঃখে একটী দিন গড়ি পিঠে পুলি,
ঝর্ ঝর্ কোরে কেঁদেছি বোন্ (যখন) শেষটা মুখে তুলি!
দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথা থেকে খোরা হ'ল খালি,
এক পোণ ছাড়া আর একটী খেয়েছে কোন্ শালী!
বাঁধ্‌তেম না চুলের গোছা দিনে দু'বার বই,
(তাও) আল্‌গা খোঁপা কর্‌তে গিয়ে হ'ত ভিক্টোরিয়া সই।
চোখ বুজেছে, নাক কেঁদেছে, কেটেছে সারা রাত,
মাইরি বলি মাথা খাই ফির্‌নিনাকো কাৎ।
ঘুমের সঙ্গে এমনি আড়ি গিয়েছিল বেড়ে,
একবার এসে ধল্লে পরে দিত নাকো ছেড়ে।

ছায়া।—
তুমি যা বল তা বল বৌ,
আমি রাখ্‌বো নাকো প্রাণ,
পুড়ে দেহ হ'ল ছাই পাই পরিত্রাণ!
আমি কর্‌বো কি! কর্‌বো কি! কর্‌বো কি!
যা থাকে কপালে, পাশ আফিং কিনেছি!

সন্তোষ। ছি ছি ছি ছি ছি!
ও কথা মুখে আন্‌তে আছে কি?
বলি এতই এতই যদি লো!
কেন রাখ্‌লিনিকো প্রেমের বাঁধে নিরবধি লো?
তুমি আদর কোরে রাখ্‌লে ধ'রে সাধ্যি কি সে যায়,
প্রাণ তো ফেলে গেছে তোমার কাছে—,
আবার আট্‌কা থাক্‌তো কায়।
অই তোমার দুটী পায়,
অই চুটকী-শোভা আলতা-আভা মনোলোভা পায়!
প্রেমের লতা, কও না কথা, কেন ঠেল্লে সোনা পায়?

ছায়া।—
বৌ, কথা এসেছিল বুকে;
কিন্তু ফুট্‌লো নাকো মুখে।

যখন সেই শেষ নিশির শেষে,
সরম কল্লে লো মানা
নয়ন-জলে ভেসে,
বিদায় নিয়ে সে, যায়—যায়—যায়!
মরম-কথা বল্‌তে দিলে না!
বলি, বলি, বলি, বলি,—বলা হ'ল না!
চোখের জল উথ্‌লে উঠে ফুট্‌তে দিলে না!

ধারা। তোমাদের কি মিন্‌মিনে প্রেম
বুঝ্‌তে পারি না,
আমি অত ন্যাকাপনার ধার ত ধারি না;
যখন যেতে দিব না. তখন দেব স্পষ্ট কয়ে,
আহা! মজা মারুন্‌ তিনি, আমি থাকি কষ্ট
সয়ে!
পূজোর পরে ব'লে যাব দার্জ্জিলিং,
যাদু আমার খানিক নেড়েছিলেন সিং;
শুনেই সখি আমার শিরে পড়্‌লো যেন
বাজ!
বল্লেম মাইরি নাকি! কোথায় তুমি যাবে
রসরাজ?
বল্লে,—না না না, যেতে হবে ছেড়ে দেও যাই,
আমি প্রেমের বেগে বিষম রেগে দিনু চড়িয়ে
ঠাঁই ঠাঁই;
যখন সোহাগে সই দিলেম আমি গাঢ় আলি-
ঙ্গন,
হাড় মড়্‌ মড়্‌ কেলে জীরে বুঝি্‌লেন প্রাণ-
ধন!
বিদেশ যাবার নামটী আর আন্‌লেনাকো মুখে,
প্রাণেশে হতাশ ক'রে ভাস্‌ছি এখন সুখে!

সন্তোষ। কেমন চতুর বোন্‌টী আমার
কত জানে খেলা,
তাইতে আছে প্রাণপতি পায়ের কাছে ফেলা,
শুভলগ্নে ভগ্নী আমার দিলে দৃষ্টি-ফাঁসী;
হাতে-কলমে গোলাম তিনি নামে ইনি দাসী;
মগ্ন আছেন ভগ্নীপতি হয়ে যেন জুজু,
খেতে শুতে দরখাস্ত হুজুরেতে রুজু।

ঝগড়া-ঝাঁটী নাইকো কিছু মিঠে মিঠে বুলি,
নয়ন-বাণে যুগল প্রাণে কাটা নয়ানজুলী।
মেজদিদির কাছে শেখ কিছু পতি-ধরা
মন্তর,
আঁচলে সে রবে বাঁধা পূরাইতে মন তোর!

ছায়া। বৌ আমি ভালবাসি যারে,
ভাসিয়ে দিছি তারে!
আমার গলার হেম-হার,
আস্‌বে কি লো আর!
সখি বল্‌—বল্‌—বল্‌,—
আমার কবে ঘুচ্‌বে চোখের জল?
হয়ে শেষ বিরহের বরষা বাদল,
ফুটিবে শারদ চাঁদ কুমুদ কমল!

সন্তোষ। বিরহ না হ'ল কি ভাই
প্রেমের বাড়ে কদর,
অমানিশা আছে তাই শশীর এত আদর।
বিরহ প্রেমের গুরু প্রাণে পড়ায় পাঠ,
মনে মনে অভিনয় প্রণয়ের নাট।
ভেবে তোর রূপের ছটা,
মনে মনে কতই ঘটা,
কচ্ছে ঠাকুর-জামাই।
এলে সুধিয়ে দেখিস্‌ ভাই!
মনে মনে পরিয়ে মালা দিচ্ছে মুখে পান,
মনে মনে চরণ ধ'রে ভাঙ্‌ছে কত মান
মনে মনে মিশিয়ে গিয়ে কায়,
সে অধর-সুধা চায়,—
পায় খায় আবার চায় মেটে নাকো ক্ষুধা;
তুমিও কি মনে মনে দেও না অধর সুধা?

ধারা।—
ঠিক বলেছিস্‌, ঠিক বলেছিস্‌ বোন্‌
এই পায়ের ধুলো নে।
ভাতার বটে রাণাঘাটের বটকৃষ্ণ দে;
বড়দিনে জড়োয়া কিনে বাড়ী আসে যখন,
(ময়রাদের) মাতঙ্গিনী বিরহিণী
মেতে উঠে তখন।

আমাদের আটপৌরে-সোয়ামী নিয়ে মচ্ছি
মোট বয়ে,
তোমার ভাতার গেছে ধোপার বাড়ী আস্‌বে
বাসি হয়ে।
নিত্যুই হুর পল্লে গলায় হয় না বাহার বুকে,
নিত্যুই যা খাই তার তার লাগে না মুখে!
রোজ রোজ মাথা ঘষে এলিয়ে দিলে কেশ,
থাকে না ত চটক তার নাটক হয় শেষ।
বিরহেতে ধীর হয়ে ভাই থাক দিন দুই,
বরষার জল শোষে ভাল যদি শুকিয়ে থাকে
ভূঁই।
আমার কথা মনে রাখিস্ দেখিস্ দেখি তুই।
এই বড়দিনে সোনা কিনে আস্‌বে বিনোদ
গুঁই!

ছায়া।—
আহা! আহা! উহু! উহু!
কেন শোনালি লো নাম!
বুক কচ্ছে গুর্ গুর্, দেখ্ কপালেতে ঘাম!
গুঁই আমার যূঁইফুল পুঁইশাক মাছে,
বল্ কবে আস্‌বে সে, শুনে প্রাণ বাঁচে?
গাঁয়ে হবে ভোট-পূজো ঘেঁটু-পূজোর
আগে,
রামী শ্যামী সবার স্বামী ফিচ্ছে অনুরাগে।
এল না ভোট কুড়ুতে আমার নটবর,
কবে দেব হরিরলুট আস্‌বে প্রাণেশ্বর?

ধারা।—
ঠাকুরঝি, আসবে আসবে আস্‌বে,
তোমায় ভালবাস্‌বে—বাস্‌বে—বাস্‌বে!
ফেলে গেছে যুবতী,
আন্‌বে কত হীরে মতি।
ঠাকুরজামাই সেয়না,—
জানে, না দিলে গয়না,
পতির আদর হয় না—হয় না—হয় না;
নইলে সে এত দিন রয় না—রয় না—রয় না!
আসুক ঘরে ক'র যত পার বায়না।

(গীত)

ধারা, সন্তোষ ও সখীগণ।—
ঠাকুরঝি পাবি কত গয়না—গয়না—গয়না।
পেলে গয়না বিরহ ত রয় না—রয় না—রয় না।
আলো ক'রে দশদিক্,
গলায় খেলাবি চিক,
ঠিক যেন হবি সখি সোনা-কাঁঠি
ময়না—ময়না—ময়না।
কাণে দেবে ইয়ারিং,
ফ্যাসানে নতুন থিং,
যেন বাজু না পরায়ে সে আলিঙ্গন
চায় না—চায় না—চায় না
বুকে দিলে সাতনলী,
ভালবাসা গলাগলি,
না দিয়ে লবঙ্গ-কলি কথা যেন
কয় না—কয় না—কয় না।
প্রণয়ের উপহার,
পরাবে লো সীতাহার,
না দিয়ে পাঁজর যেন শ্রীচরণ
পায় না—পায় না—পায় না।
ভূমণ্ডল ক'রে আলো,
চন্দ্রহার দেবে ভাল,
তবে তারে বেসো ভাল ঠারে মেরো
নয়না—নয়না—নয়না।
দেবে সে মতির নথ,
সাত হাত নাকে খত,
তার আগে গায়ে হাত নাথ যেন
দেয় না—দেয় না—দেয় না।
গা-ভরা না হ'লে সখি প্রেম কভু
হয় না—হয় না—হয় না।

সন্তোষ। চল ঘরে, লিখে দেও দু ছত্র,
একটু প্রেম-মাখান মিঠে পত্র।
মাথায় ঘ'ষে মাখিও একটু মসলা-মাখা তেল,
সৌরভের গৌরবেতে পাগল হবে দেল!
তাড়াতাড়ি চড়্‌তে পারেন হাবড়ামুখো রেল।

তোমার পতির গোষ্ঠে বেয়ারিং পোষ্টে দিই
চিঠিখানা ডাকে,
তোমার কপাল, আমার হাতযশ,
দেখি ক'দিন কামাই থাকে।
(গীত)

ছায়া। সখি সব সাজে সাজে—সাজে।
যদি এসে সে হৃদে রাজে—রাজে—রাজে॥
যবে যৌবনের ধুম-ধাম,
তখন এল না শ্যাম,
যামিনীতে জলে শিখা হৃদি-মাঝে, হৃদিমাঝে॥
রূপেতে তুলে তুফান,
ফুল-শর আগুয়ান,
(সখি আন তারে আন তারে আন!)
ওলো বলি লো জলাঞ্জলি দিয়ে
লাজে—লাজে—লাজে॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পঞ্চাননতলা।

(বিজয়, উপেন ও সত্যের প্রবেশ)

বিজয়। কেন বল দেখি, কিসের জন্য এতটা বাড়াবাড়ি কচ্ছ? তুমি করেছ কি?

উপেন। তুমি করেছ কি হে, বিজয় যে, খামকা এত মুখনাড়া দিচ্ছ? সারদাতে আমাতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে যখন মেমোরিয়েল্ সই করেছি, তখন তুমি ছিলে কোথা?

বিজয়। ওঃ! মেমোরিয়েল সই করিয়েছিলেন ত একেবারে মাথা কিনেছেন! ইলেক্সন্ স্যাংসন্ (Sancti n) হ'ল কিসে? আমার সেই এক লেক্চার;—অন্‌গ্রেটফুল্ রেচ্! (Ungrateful wretch) এখন একবারে সব ভুলে গেলে?

উপেন। দেখ, ইউ ইউ,—

সত্য; আরে,ছি ছি ছি! আপনা আপনি ও কি? এই কি আমাদের একতা? যে যা করেছি, গ্রামের হিতের জন্য করেছি, তার আবার গর্ব্ব করা কেন? সেল্ফ ডিনায়েল (Self-denial) না শিখ্‌লে স্বার্থত্যাগ না কল্লে কি একটা বড় জাতি হওয়া যায়? ন্যাসন্যালিটী ফরম্ (Nationalityf orm) হয়? উপেন, তুমিও মেমোরিয়েল্ সই করিয়েছ, আর বিজয়ও মন্দ লেক্চার দেও নি বটে; কিন্তু ভাই, এই সত্যচন্দ্র যদি যোগাড় কোরে ইংলিসম্যানের রিপোর্টার ম্যাকিণ্টস্ সাহেবকে না আন্‌তেন, তা হ'লে তোমার এই পড়াগেঁয়ে লেক্চার কি কাগজে বেরুত? না এল, জির (L,G) চোখে পড়্‌তো? মনে পড়ে, তার খরচটা পর্য্যন্ত তোমরা দেও নি সব কটী টাকা এই শর্ম্মারাম পকেট থেকে সফার (Suffer) করেছে। আমি আপনার বড়াই আপনি করতে ভালবাসি না, তবে কথা পড়্‌লেই সত্যকথাটা বল্‌তে হয়, তাই বল্লেম। ছি, ছি, দেশের জন্য যা করেছ, তা বেশ করেছ,মনে মনে রাখ,—জাঁক কোরে সেগুলো অপনার মুখে প্রকাশ করো না।

বিজয়। সত্যদা, জাঁক করি আর যা'ই করি, আমরা দুটো একটা কথাই কইছিলেম, তুমি যে দাদা একেবারে চ্যাপ্টারকে চাপ্টার (Chapter) ঝেড়ে দিলে! অতগুলো কথা বল্লে আমি যে তিনটে বাকী খাজনার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করাতে পাত্তেম।

উপেন। না,—সত্যবাবু বড়াই কাকে বলে,জানে না! যাক্ রিপোর্টারের জন্য গোটা দশ বার টাকা খরচ করেছিলে, তার আবার জাঁক দেখাচ্ছ কি? চাকরী ছিল না, ছটী মাস ঘরে ব'সে ছিলে যে, আমরা চাঁদা কোরে বরাবর তোমার সংসারখরচ চালিয়ে এসেছি। ঘরে ডাক্তারী শিখে ত রোজগার করতে

আরম্ভ ক'রেছ, সে টাকাগুলো কি ফিরিয়ে দিয়েছিলে

সত্য। অ্যাণ্ড, হউ নাউ কম্ টু থ্রো দ্যাট্ টু মাই টিথ্? (And you now come to throw to my teeth) বেশ, এখন এসে সেই কথাটা আমার দাঁতের উপর ফেল্‌ছ, অর্থাৎ মুখের সাম্‌নে বল্‌ছ? ধিক্! ধিক্! সেম্! (Shame) পরের উপকার ক'রে বুঝি ঢাক বাজাতে হয়? অনাথ ম'রে যাবার পর থেকে এই তিন মাসে যে তার পরিবারকে দু-টাকা কোরে দিয়ে আস্‌ছি, তা কার সাম্‌নে বল্‌তে গেছি?

বিজয়। না, আর কারুর সাম্‌নে বলনি, এক লাইব্রেরীতে দিন আষ্টেক গল্প ক'রেছিলে। স্মৃতিরত্নের টোলে শুনিয়ে এসেছ, হারাণ নাপিতের কাছে ব'লেছ, "জনৈক গ্রামবাসী" সই কোরে "বসুমতীতে" লিখে পাঠিয়েছিলে, আর এখন ত একেবারেই বল্‌ছ না।

উপেন। তা সাহায্যই কর, আর খবরের কাগজে জাহিরই কর, মোদ্দাৎ সত্যবাবু, তুমি অত সন্ধ্যার পরে ঘন ঘন অনাথদের বাড়ীর তত্ত্বাবধারণ কর্‌তে যেও না; তোমার নিজের চরিত্রের ভয় থাক্ বা না, থাক্ খাম্‌কা খাম্‌কা গরিব বিধবার একটা কলঙ্ক লয়।

সত্য। কি উপেন! তুমি আমার ক্যারেক্‌টারে ব্লেম (Character, blame) দাও! আমার চরিত্রের কথা এ গ্রামের কে না জানে?

উপেন। তা জানে না! সদু ময়রাণী, মাধা গো-দাগার মেয়ে ভামি, সেবার বরদা বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধে কল্‌কেতা থেকে কীর্ত্তনী এসেছিল, সে,—

সত্য। হোল্‌ড্ ইওর্ ডার্টি টং! সট্ অপ্ ইউ কাউয়ার্ড (Hold your dirty tongue, shut up you coward.)

উপেন। বীরবর! বাঙ্গালা ঝাড়, বাঙ্গালা ঝাড়! ইংরেজী আমরাও ঢের জানি।

সত্য। জানিস্, ঘুষিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দিতে পারি! আমি পাঁচ বছর ধ'রে জিম্‌ন্যাস্‌টিক্ করেছি।

উপেন। আবার এখনও ইলিসিয়ম সালসা খাচ্ছ!

সত্য। আয় দেখি তোকে কে রাখে!

(গোপাল ও নেপাল প্রভৃতির প্রবেশ)

গোপা। এ কি! এ কি! মারামারি কেন?

সত্য। না, আমি আজ উপেনেকে খুন কর্‌বো; ওর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে—আয় র‍্যাস্‌কেল্ ষ্টুপিড্ শূয়ার, পেছিয়ে পড়্‌ছিস্ কেন?

নেপাল। আহা! যেতে দাও ভাই আপনা আপনি; কি হয়েছে কি?

উপেন। দেখ না,—গ্রামের যা কিছু হয়েছে, আমরা তাতেই সাহায্য করেছি, আর উনি কি না জন্মের মধ্যে কর্ম্ম, সেই ফিরিঙ্গি রিপোর্টারকে ক'টা টাকা দিয়েছিলেন, তারই মুখ নাড়া দিতে এসেছেন!

সত্য। তার জন্য তুই আমার কারেক্‌টারের বদনাম দিলি কেন? জানিস্ অনাথের পরিবারকে আমি আপনার সিষ্টারের মতন দেখি?

বিজয়। মার মতন বল্‌তে সাহস হ'ল না বুঝি সত্যদা?

সত্য। বিজয়, শেষ কেঁচো খুড়্‌তে খুড়্‌তে সাপ বেরুবে কিন্তু! সবজার স্কুলে কমাস মাষ্টারী করেছিলে, সেখান থেকে দূর কোরে তাড়িয়ে দিয়েছিল কেন? সে কথা আমার জানা আছে;—বেশী বাড়াবাড়ি কর তো এখনই সব প্রকাশ কোরে দেব; বিষ্ট! (Beast.)

নেপাল। সত্যদাদা, তুমি পট কোরে

লোককে গালাগালি দিয়ে ফেল, অইটে বড় তোমার ইতক্রমী! আর তোমাদের সকলকেই একটা কথা বলি, এই যে মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যাপার নিয়ে তোমরা আপনা আপনি ক'দিন ঝগড় কোরে মচ্ছো কেন বল দেখি? বাস্তবিক তোমাদের কারুর দ্বারায় কিছু হয়নি, যদি এর কেউ কিছু কোরে থাকে তো সে সেজদা; তিনি কল্‌কেতায় থেকে সুরেন্দ্রবাবু নরেন্দ্রবাবুর কাছে দু-বেলা হাঁটাহাঁটা কোরে তাঁদের দ্বারা এ বিষয় মুভ না করালে রীতিমত তাঁদের কাগজে অ্যাজিটেট (Agitate) না হলে কি কিছু হতো? সেজদা লিখেছেন যে, নরেন্দ্রবাবুর নিতান্ত ইচ্ছা, গ্রামের লোক আমাকেই কমিশনর রিটরণ (Return) করে। আমি কায়স্থ কুলীনদের পর্য্যা উঠিয়ে দেবার জন্য মিরারে অনেকগুলো করেস্‌পন্‌ডেন্স (Correspondence) লিখেছিলেম কি না,—

সত্য। অ্যাঁ! কি বেয়াদবী! কৈবর্ত্ত-ঠাকুর আবার কায়স্থ-সমাজের ভিতর নাক গুঁজ্‌ড়ে ছিলেন কেন?

নেপাল। আঃ! চুপ কর। যদিও সে-গুলো ছেপে বেরোয়নি, তবুও অ্যাজ্‌ অ্যান্‌ এডিটর (As an Editor) তাঁকে তো সব পড়্‌তে হয়েছে, তাইতেই বোধ হয় আমার মেরিট্‌ (merit) বুঝ্‌তে পেরেছেন। করেস্‌পন্‌ডেন্স্‌গুলোতে আমি নাম দিতেম না, সই করুতেম "ম্যাড়া"; কিন্তু এদানি সেজদার কাছে টের পেয়েছেন যে, আমিই সেই "ম্যাড়া"—নেপালচন্দ্র পাঁঠা।

বিজয়। নরেন্দ্রবাবুর উদার মন, বিশেষ কাল্‌কাটা লোকদের ভিউজই (Views) একটু লিবারেল, (Liberal) তাই তিনি তোমায় রেকমেণ্ড (Recommend) কোরে থাক্‌বেন। কিন্তু নেপালবাবু, রাগ্‌ক'র না, এই পল্লীগ্রামে প্রথম ইলেক্‌সনে যদি আমরা একজন কৈবর্ত্তকে কমিশনর ক'রে দিই, তা হ'লে একটা সোর-গোল পড়্‌বে না? একে ত তোমার পাঁঠা পদবী গেজেটে দেখ্‌লেই বঙ্গবাসীর পঞ্চানন্দ "ম্যাড়াপাড়ার পাঁঠা কমিশনর" নিয়ে মাস তিনেকের খোরাক কোরে বসবেন।

নেপাল। কৈবর্ত্ত তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল জাত, তা জান। আমরা বৈশ্য। বেদে আমাদের অধিকার আছে। ইচ্ছা কল্লে আমরা পৈত নিতে পারি। আর বোধ হয়, আমাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল মান্দ্রাজের অই দিকে, আসল পদবীটা ছিল পন্ত, বাঙ্গালা দেশে এসে পাঁঠা হয়ে গেছি।

সত্য। কমিশনর হয় কে? কে কাকে করে? সব ভোট আমার হাতে; ইচ্ছা কল্লে অমি নিজেই হ'তে পারি; তা আমি অত স্বার্থপর নই; দেশের জন্য কি ক'রে সেলফ স্যাক্রিফাইস (Self Sacrifice) করুতে হয়, তা একবার সকলকে দেখাব, দেখিয়ে হাবুলকেই কমিশনর কোরে দেব।

বিজয়। আমি থাক্‌তে হাবুল আমার হবেন কমিশনর। কর দেখি একটা মিটিং দেখি এর ভিতর কে আমার মত লেকচার্‌ দিতে পারে?

নেপাল। উঃ! লেক্‌চার্‌ দিলেই ত কেল্লা একেবারে ফতে হবে। তুমিই বল আর হাবুলই বল, সব তো বাইরে কর্ম্ম কর, গ্রামে থাক ক-দিন? গাঁয়ের কোথায় কি অভাব হচ্ছে, তা আমার মত কারো জান্‌বার সুবিধা আছে? চট কোরে বল দেখি, গাঁয়ে কটা পুকুর আছে? আর আমাদের পাঁঠাপাড়ার গলী ছাড়া কোন্‌ কোন্‌ রাস্তা পাকা হওয়া ও তাতে আলো দেওয়া আবশ্যক? আর লেক্‌চার্‌ লেক্‌চার লেক্‌চার্‌,—তাই কি আমি

দিতে জানি না? তবে চাঁচা-ছোলা দরকারী কথাগুলোই বল্‌তে পারি, তোমার মত বোম্‌ব্যাষ্টীক (Bombastic) বাজে কথা ক'য়ে—The Hoverfluous infatituation of jehangir was most dorbandically gondralized by the lacitudiration of wine কোরে শ্যাল ডাক্‌তে জানি না।

* বিজয়। আলবৎ আমি কমিশনর হব।

সত্য। আমি হারুলকে কমিশনর ক'রে দেব, তবে ছাড়্‌বো।

নেপাল। সেজদা ত স্কুলের সেক্রেটারী, তাঁকে দিয়ে ছুটী করিয়ে সমস্ত ফার্ষ্ট সেকেণ্ড কেলাসের ছেলেদের দ্বারা ভোট ক্যান্‌ভ্যাস (Canvass) করাব; দেখি, নেপাল পাঁঠা থাক্‌তে কে কমিশনর হ'তে পারে! *

গোপাল। তোমরা ভাই একটা কথা বিবেচনা কচ্চো না কেন? ধর্‌তে গেলে নেপালবাবু গ্রামের একটা বড় জাতের প্রতিনিধি; আমাদের গ্রামে জেলের সংখ্যা অনেক অধিক, তাদের ঘরে টাকাও কম নয়, সেই জেলেদের হর্ত্তাকর্ত্তা বল্‌তে গেলে ওঁরাই।

নেপাল। সেই না হই, আমার মতন গ্রামের উপর টান কার আছে? বারোয়ারীর বার আনা টাকা প্রায় আমরাই তুলে দিই; গ্রামের জন্য আমি কি না কর্‌তে পারি!

বিজয়। কি! তুমি আমার চেয়ে দেশহিতৈষী? তুমি এনট্রান্স ফেল বৈ ত নয়, আমি কলেজ থেকে এলে পাশ করেছি, তার পর ল (Low) দিয়েছি তোমার প্যাট্রিয়টিক ফিলিং (Patriotic feeling) কখনও আমার মত হ'তে পারে? আবশ্যক হ'লে আমি গ্রামের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

সত্য। কে না পারে? আমিই কি গ্রামের জন্য প্রাণ দিতে পারি না?

উপেন। আমার যদি একশটা প্রাণ থাক্‌তো, তাও গ্রামের জন্য অনায়াসে বলিদান দিতে পার্‌তেম!

নেপাল। প্রাণ তো তুচ্ছ কথা, এমন যে ভ্যালুয়েবল্‌ লাইফ্‌ (Valuable life), তাও আমি গ্রামের জন্য দিতে পারি।

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। ছাই পার, ছাই পার,! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি সব বুঝে নিয়েছি, কেউ কোন কর্ম্মের নও!

সত্য। কি, আবার মাণিক কি বলে?

মাণিক। আর বোল্‌বে কি,—এখনও কল্‌কেতা থেকে বিস্তর পেছিয়ে প'ড়ে আছ।

বিজয়। কেন? এই ত মিউনিসিপ্যালিটী হ'য়ে গেল,—এখানে যে রকম ভোটের জন্য হাঙ্গাম চলেছে, কল্‌কেতায় এর চেয়ে বেশী কি হয়।

সত্য। হ্যাঁ, ছাই হয়, ও কল্‌কেতা কল্‌কেতা একটা নামই বড়, আমার আর দেখ্‌তে বাকী নাই। সেখানে মিটিং কোরে গালাগাল, নয় খবরের কাগজে খানিক টক্করা টক্করী। আমাদের এখানে এরই মধ্যে যে রকম উৎসাহ দেখা যাচ্ছে, তাতে বোধ হয়, পোলিংএর দিন লাঠি সড়কী চ'লে যাবে!

উপেন। বোধ হয় কি? আমি কোন জায়গার ভিতরের খবর জানি, গাঁয়ের লেঠেল টেঠেল তো আছেই, তার উপর কল্‌কেতার মেছোবাজার থেকে হাব্‌সী আনাবারও যোগাড় ঠিক হয়েছে; খুন যে দু-দশটা হবে, এ আমি নিশ্চয়ই বল্‌তে পারি।

গোপাল। আরে ভাই, কল্‌কেতায় আমিও অনেক দিন কাটিয়ে এসেছি; তুমিও যেমন,—কল্‌কেতার লোক সোডাওয়াটার,

ছিপি খুল্লেই টগবগিয়ে ফুটে উঠে, তার পর সে পুকুর জল, সেই পুকুর জল! ও কি হয় জান? অই ক'টা দিন যা একটু আকচা আকৃচি চলে, তা হাতাহাতির সাহস নাই, অই যা মুখে মুখে, তার পর যেই ইলেক্‌সন্‌ও চুকে যায়, অমনি যে কে সেই; আসা যাওয়া, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ সব চল্‌ছে। আমাদের এখানে এই দেখে নিও, এই যা বেগড়া বিগড়ী হলো—বস্‌, এ জন্মে আর মুখ দেখা-দেখি থাক্‌বে না। হয় ত এই সূত্র ধ'রেই দু-তিন পুরুষ পর্য্যন্ত মোকদ্দমাই চল্‌বে।

সত্য। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ; সেবার যে অন্নদা-কাকা মেজ জ্যাঠার ছোট ছেলেটাকে পুকুরে ফেলে দেয়, তার গোড়া কি? অই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেক্‌সন্ নিয়েই বই ত নয়।

মাণিক। আরে সত্যখুড়ো, হাতাহাতি লাঠালাঠিতে কি কল্‌কেতা আমাদের কাছে লাগে! বিশেষ আমাদের এ অঞ্চল,—আমরা বুড়ো খুড়োকে লাঠিতে সাবাড় কোরে জ্ঞাতির উঠনে লাস ফেলে দি। আমি বল্‌ছিলেম যে বাস্তা,জলের কল নে ড্রেণফ্রেণের তো যোগাড় কচ্ছো, কিন্তু আপাততঃ সিভিলাইজ্‌ড ওয়ারল্ডে (Civilised World) যা নিয়ে হ্যাঙ্গামাটা চলেছে, তার এখানে কি হচ্ছে?

নেপাল। কিসের হাঙ্গাম?

মাণিক। বোম্বেয়ে প্লেগ! একেবারে হুলস্থুল ব্যাপার! সব থরহরি কম্প লাগিয়ে দিয়েছে! ঘরবাড়ী ছেড়ে সব লোক পালাচ্ছে, ম'রে উড়কুড় উঠে যাচ্ছে! তার উপর ইন্‌স্‌পেক-সন্, সস্‌পিসন্, ডিটেকসন্ ডিটেন্‌সন্, প্রোহি-বিসন্, সিডিসন, প্রোসিকিউসন্, কন্‌ভিক্‌সন্ (inspection, suspicion, detection, detention, prohibition, sedition, prosecution, conviction) একেবারে সন্ সন্ সন্ সন্ চলেছে, আর এখানে তার কিছুই হচ্ছে না! না আছে কোয়ারেণ্টাইন, না আছে গিলোটাইন্ (quarntine guilotine) এক সাতবাষ্টে ম্যালেরিয়া আর আষ্টে পৃষ্ঠে কুইনাইন্।

নেপাল। কি! কি! গাঁয়ে প্লেগ দেখা দিয়েছে না কি?

মাণিক। অমনি বুঝি আপনি দেখা দেবে? এ কি ছোট লোক জর না ওলা-উঠো?—যোগাড় কর্‌তে হবে, তদ্বির কর্‌তে হবে। কল্‌কেতায় কি প্লেগ হ'য়েছে? কিন্তু আনাবার যোগাড় হচ্ছে কত! অমনি বৃহদ্দারে বৃহদ্দারে সব রিসেপ্সন কমিটী (Reception committee) ব'সে গেছে;—দামুকদিয়া, খানাজংসন, চৌসা; একেবারে ইলেকট্রিক লাইটের কুরখুট্টি, গোরা পাহারা-ওয়ালা, সাহেব ডাক্তার, বিবি ডাক্তারণী, আর আমাদের এখানে চুঁ শব্দটীও নাই! ছি ছি ছি! বাবা,অমন যে হরিদ্বার,সেখানেও বানরগুলোর প্লেগ হ'ল, আর আমরা কি মানুষ!

বিজয়। মাণিক বল্‌ছে, এ কথা মন্দ নয়, যাক ইলেক্‌সন্‌টা চুকে গেলে তার পর এর একটা কিছু কর্‌তে হবে।

মাণিক। আমি ত বাবা আর মুখ দেখাতে পারি না; যা হ'ক একটা কর। গাঁয়ের কথা লোকের কাছে বল্‌তে লজ্জা হয়; এই সুখের সাতানব্বুই সালের এতগুলো কাণ্ড হয়ে গেল, তা এ গাঁয়ে তার চিহ্নটী পর্য্যন্ত নাই! এমন দুর্ভিক্ষটা গেল, তা একটা মানুষ মলো না গা! অত বড় ভূমিকম্পটা হয়ে গেল;—কুচবিহার,রংপুর, মৈমনসিং, আসাম, আর কত নাম কর্‌বো, সব একেবারে রসা-তলে গেল;—অমন যে কল্‌কেতা, তাও ফুটী-ফাটা! আর এ পোড়া গাঁয়ে সব খড়ো চাল, তা ভূমিকম্পে কর্‌বে কি? দু একটা

কোঠায় যে একটু আধটুকু চিড় খেয়েছে, তা আর খবরের কাগজে লেখা যায় না! তবে আজকের আগুনটা যদি জমকে উঠে, তবে কতকটা মান বজায় থাকে বটে।

সকলে। আগুন! আগুন! কোথায় আগুন?

বিজয়। বল বল, জান আমি গ্রামের জন্য প্রাণ দিতে পারি! কোথায় আগুন লেগেছে —আমাদের বাড়ীর কাছে

মাণিক। না।

বিজয়। ওঃ! তবে যাক,—

উপেন। না, না, এই ত দেশ-হিতৈষিতা দেখাবার সময়, আমাদের বাড়ীর দিকে নয় ত?

মাণিক। না।

উপেন। ওঃ! আঃ! বাঁচলেন! যে কথা হচ্ছিল, এই—

সত্য। তবে কি আমাদের বাড়ীর কাছে?

মাণিক। না গো।

সত্য। তবে বাজে কথা যেতে দেও। বলি, আমার মত—

নেপাল। রসো রসো;—আগুনটা কোথায়? আমাদের পাড়ায় কি? দেখ ভাই, এইবার একতা, গ্রামের বিপদে সকলেরই কোমর বাঁধা উচিত।

মাণিক। নট্ মিষ্টার পাঁঠা নট্, ইওর পাড়া ফায়ার্ নট টেক্। তোমাদের এর মধ্যে কারুর বাড়ীতে নয়।

নেপাল। তবে রেখে দেও ও কথা,— যে কথা হচ্ছিল; কেন, আমি কি কমিশনর হবার উপযুক্ত নই? আমিই কি দেশের জন্য ধন, মান, প্রাণ,—

মাণিক। জীবন, যৌবন, কুল, শীল, জটিলে, কুটিলে, আয়ান ঘোষ সবই যমুনার জলে ভাসিয়ে দিতে পার, জানি; কিন্তু বাবা, সকলেই ত চাটুর্য্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে আড্ডা মার, আর তাদের বাড়ীর পাশে আগুন লেগেছে, কেউ একবার দেখ্‌বে না? বাড়ীর পুরুষগুলো বেরিয়ে গেছে, মেয়েরা সব হাউচাউ কচ্ছে, লোক পাচ্ছে না যে হামরাই হয়ে রক্ষা করে; আমি যেতেম বাবা, কিন্তু মুখে গন্ধটুকু আছে কি না,—ভাল কাজই করি আর মন্দ কাজই করি, লোকে এখনই বল্‌বে, মাণকে মাতলামো কচ্ছে।

বিজয়। অ্যাঁ! অ্যাঁ! চাটুয্যেদের বাড়ী আগুন! আমার নিজের যে কখানা ল-বই লাইব্রেরীটায় আছে—

[প্রস্থান।

নেপাল। সে কি! সে কি! আমার নূতন ছাতিটে যে পরশু ভুলে সেখানে ফেলে এসেছি—

[প্রস্থান।

সত্য। অ্যাঁ,—সর্ব্বনাশ! গুরুদাসবাবুর ওখান থেকে আমার নামে যে R. G. করের ডাক্তারী প্যাকেটটা এসেছে, তা যে রাজন চাটুয্যে দেখ্‌বে ব'লে রেখে দিলে,—গেল বুঝি! অতগুলো টাকা মাটী—

[প্রস্থান।

উপেন। আমারও যে যায়! গেলবারের হিতবাদী ভারতী দু খানাই রাজনের কাছে! বাড়ী পুড়ে গেলে কি সেগুলো আর বাঁচ্‌বে? এই গেল গে—

[প্রস্থান।

যদু। চাচা আপনা বাঁচা! জল তুলে আমাদের নিজের চালাগুলো ভিজুই গে। কি গেরো;—অ্যাঁ—

[প্রস্থান।

গোপাল। চাটুর্য্যেদের গোয়ালে যে অনেকগুলো গরু! কিছু না কর্‌তে পারি,

এখনও দড়ী কেটে দিলে বোধ হয় সে অবলা জন্তুগুলো বাঁচ্‌তে পারে!

[প্রস্থান।

মাণিক। অ্যাঁ! ছ্যাঃ! এর মধ্যে দেখ্‌ছি গোপালেটাই স্বদেশ-হিতৈষী! অই মূর্খই কেবল দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে না! ওর কি ছাতা বই টই কিছুই ছিল না? গেল গরুগুলোর দড়ী কেটে দিতে! না, এ গোপালেটার চরিত্রে দেখ্‌ছি, আমারই মতন দোষ আছে; নিশ্চয়ই লুকিয়ে টুকিয়ে এক আধ গেলাস খায়; না হ'লে অমন আত্মহারা হতো না, দেশ হিতৈষী হতো। আমি বাবা পিসীকে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি, হয় পুড়ে মরুক, নয় ওদের বৌগুলোকে টেনে এনে আমাদের বাড়ীতে পুরুক। বরদাবাবুর চাকরেরাও এসে পাশাপাশি চালাগুলো নামিয়ে ফেল্‌তে আরম্ভ করেছে! দেখ্‌ছি আগুন ভাল জম্‌তে দিলে না! আগুন দেখেছিলেম,সেবার কল্‌কেতার নিমতলার কাঠের গোলায়, তার পর সহরে মফস্বলে যেথায় যেথায় ব্রহ্মাঠাকুর কৃপা কল্লেন, কোথাও আসর জমাতে পাল্লেন না। শুন্‌লেম, মধ্যে নাকি সে দিন বাগবাজারের ঘাটে খড়ের নৌকায় সাজ বাজিয়েছিলেন মন্দ নয়,—হাঁ, একটা নূতন দৃশ্য বটে, গঙ্গায় বাড়বানল হয়েছিল! মোদ্দাৎ আঠারশ সাতানব্বই সাল ঠাকুরটী যেমন ষোড়শোপচারে পূজা নিয়ে গেলেন, এমনটী আর কারুর ভাগ্যে ঘটেনি। নমস্কার, নমস্কার!

(গীত)

সাতানই তুই অই পায়ে নমস্কার।
শুভক্ষণে উদয় তোমার ধরাভরা হাহাকার॥
তোমার সৃষ্টিতে ভাই কি আনন্দ,
মরি একেবারে বৃষ্টি বন্ধ,
দুর্ভিক্ষের মহানন্দে প্রজাবৃন্দ নিরাহার॥
আজও হয় হৃদিকম্প, মনে হ'লে ভূমিকম্প,
ভঙ্গ হ'ল রঙ্গপুর, পূর্ব্ববঙ্গ ছারেখার।
কুচবিহারে নাইকো কিছু,
কইব কথা কোথাকার॥
বম্বেতে কি এল গো, তারে বলে পেলেগো,
দেশটাকে যে খেলেগো
ভ্যাবাচাকা যম আমার।
আমরা আঁচে আঁচে ম'রে আছি,
এমনি ব্যামোর অত্যাচার॥
চাঁটগাঁটা ছিল বেঁচে,ঝড়ে এবার তাও গেছে;
পাকা ধানে মই দিয়েছে,
হনুমানের বাপ এবার।
দিতে পেটের জ্বালায় গলায় দড়ী,
আড়কাটাটী নাইকো কার॥
আবার ব্রিটিশ-সিংহ বিষম ক্রুদ্ধ,
ফ্রন্‌টিয়ারে ভীষণ যুদ্ধ,
বুদ্ধিশূন্য বন্য সৈন্য মারে শুদ্ধ অফিসার।
(এখন) ধন্য বলি ভগবানে,
উড়্‌লে বিজয় নিশান ভিক্টোরিয়ার॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

গ্রাম্যপথ।

(মল্লিকা ও বিরাজ)

মল্লিকা। হ্যাঁ হালদার-বৌ, হাবুল ঠাকুর-পো যে দু-শনিবার বাড়ী আসেনি, কেন বল দেখি? কল্‌কেতায় এত কি কাজের ভিড় পড়েছে?

বিরাজ। আমার পিণ্ডি চট্‌কানর ভিড় পড়েছে! কেবল খবরের কাগজে মাথামুণ্ড লিখ্‌ছেন, সাহেবদের দোরে টো টো কোরে ঘুর্‌ছেন আর দরোয়ান পেয়াদার টিটকিরী

খাচ্ছেন। দেখ্ না ভাই মল্লিকে, গা জ্বলে যায়! পঁয়ত্রিশটা টাকায় কি আমার সংসার চলে? তা দু পয়সা কিসে আস্‌বে, তার চেষ্টা নাই, খালি বাজে কাজে ঘুরে নাম জাহির কচ্ছেন! নাম নিয়ে আমি ধুয়ে খাব, গলায় পদক কোরে গেঁথে পর্‌বো!

মল্লিকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে ওঁর কাছে শুনেছিলেম বটে; আমাদের গাঁয়ে নাকি পান্সিপাল না মন্সপাল হবে, তা হাবুল ঠাকুরপোই শুন্‌ছি তার বেশী রকম যোগাড় করেছে। নেপ্-ঠন্ ঠন্ গবানবের কাছ থেকে বুঝি অই ব'লে ক'য়ে হুকুম বা'র করেছে; গাঁ শুদ্ধ বাবুরা ভাই তাই নিয়ে ধেই ধেই কোরে নাচ্‌ছে! কি সে ভাই হাল-দার-বৌ জানিস্? মন্‌সাতলায় কাদের পান্সিতে পাল টাঙ্গাবে?

বিরাজ। তুই আবার অজ্ পাড়াগেঁয়ে! এটা আর জানিস্‌নি? আমার মামার বাড়ীর দেশে ও পাপ আছে, আমি খুব জানি। একটা ভোট না কি ঘোঁট হয়, বাবুদের মধ্যে কেউ কেউ হাকিম মোড়ল হন, তা নিয়ে ত আপনা আপনি মুখ দেখাদেখি থাকে না, লাঠি সড়কী পর্য্যন্ত চ'লে যায়; তার পর ঘর ঘর টেক্স—ধুলোর টেক্স, কাদার টেক্স, হাঁড়ির টেক্স, বাড়ীর টেক্স রাস্তা চল্‌বে দাও টেক্স, ঘরে শোবে দাও টেক্স!

মল্লিকা। ও মা, সে কি লো! একে জমি-দারেরই খাজনা যুগিয়ে উঠ্‌তে পারা যায় না, আবার ডেকে টেক্স আন্‌ছে কেন মড়ারা? এ দাঙ্গা কোরে টেক্স দেবার হাকিম না হলেই নয়! অই পোড়া লাইবেরালীতে ব'সে ব'সে বুঝি এই সব মন্তন্না হয়?

বিরাজ। হ্যাঁ, অই এক লাইবেরালী হয়েছে; যত রাজ্যের লোকের কাছ থেকে টোকলা সেধে সেধে বইয়ের কাঁড়ি এনে আর যায়গা পেলেন না,—ঢুকিয়েছেন কি না চাটুয্যেদের বাড়ী! ও রাজেন চাটুয্যে এমন নয়—দেখ্‌না, কোন্ দিন সব চাবি বন্ধ কোরে তাড়িয়ে দেয়।

মল্লিকা। তা মরুক গে, একটা কথা বল্‌ছিলেম ভাই, হাবুল ঠাকুরপোর যদি এত সাহেব-সুবোর সঙ্গে ভাব, নেপ্-ঠন্ ঠন্ গবানরের বাড়ী পর্য্যন্ত যায়, তা তুই বল্‌তে পারিস্‌নি, তাদের ধ'রে কোরে একটা বড় চাক্‌রী নেয়? দারোগা-গিরী হোক্ কি ডানপিটে মেজেষ্টরী হোক।

বিরাজ। তোর তো দেওর সম্পর্ক হয়, তুই একবার ব'লে দেখিস্ না; কেমন তাল-পাতার সেপায়ের মতন দাঁত ছিরকুটে হাত-পা খিঁচ্‌তে থাক্‌বে, দেখ্‌বি এখন?

মল্লিকা। আ মর্ ছুঁড়ী, দেওরের আমার চেহারার নিন্দে করিস্? আর জন্মে কত তপিস্যে ক'রেছিলি, তাই অমন সোয়ামী পেয়েছিস্?

বিরাজ। তপিস্যে করেছিলেম, তার আর কথা আছে! কচুবনে ব'সে। পুকুরের পাঁক ঘ'সে! লঙ্কা দিয়ে ওলের মুখী চুষে!

মল্লিকা। আহা হাহা! ঠাক্‌রুণ আমার কি রূপের ডালী গা! যেন ইন্দিরের সভা থেকে নাচ্‌তে নাচ্‌তে নেমে এসেছেন! তবু যদি না দু-গালে ডুঝিঁক বেরুতো!

বিরাজ। আমি ত বল্‌ছি না যে, আমি রূপসী, আমার যেমন হাঁড়ী, তেমনি সরা হয়েছে; তা ব'লে তোমার দেওরকে আমি কেমন কোরে বলি যে কার্ত্তিক! আবার যখন সেই কাল কাল ইল্লি-ঝিল্লিগুলো প'রে মাথায় পাগ্‌ড়ী চড়ান, তখন মনে হয়, যমুনার জলে যেন কালিয়দমন হচ্ছে।

মল্লিকা। নে, খুব হিঁয়ালিউলী হয়েছিস, হিঁয়ালী করিস্ তখন,—চাক্‌রীর কথা বল্লে কি বলে বল্‌ছিলি?

বিরাজ। ওঃ! সে বাবুর রোক কত! আমায় বলা হয়, তোমার বড় ছোট মন, নীচু নজর, আমার স্ত্রী হবার তুমি উপযুক্ত নও। আমায় বলেন, সাহেবেরা আমাকে কত মান্য করে, বস্‌তে কেদেরা দেয়, আমি দেশের ভালর জন্য চেষ্টা করি ব'লে আমায় কি—কি —অই যে ছাই পেঁট্‌রাওট না কি পোড়া বলে, কে জানে, সে রেফারমার কম্ফারটার ছাই-ভস্ম কত কি ব্যাজ্ ব্যাজ্ কোরে বক্‌তে থাকে। দেশ-উদ্ধার কচ্ছেন! এদিকে যে পাওনাদারেরা এসে দু'বেলা চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার কোরে যায়,তাতে বাবুর মান যায় না! বড় চাক্‌রী কর্‌বে? টাকা বাড়াবে? তা হ'লে যে আমি সুখে থাক্‌বো! এদিকে দেনায় খুলে খাচ্ছে, ওদিকে ওই পঁইত্রিশটী টাকার ভেতর আবার চাঁদা দেওয়া আছে; বলে লাটসাহেব আমায় খেতাব দেবে, রায় বাহাদুর কর্‌বে,—দুর্গার ইচ্ছায় একবার হ'লে হয়। রায়-বাহাদুর যখন চালের খড় পাল্‌টাতে মট্‌কায় উঠ্‌বেন, আমি একবার দেশের লোককে ডেকে দেখাই! আর রায়-বাহাদুরণী ত এখন উঠানে দাঁড়িয়ে ঘুঁটে দেন, তখন গাছ-কোমর বেঁধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেবেন;—আমি এমন বিরাজী নই!

মল্লিকা। এ ছুঁড়ী ত ভারী বজ্জাত! সোয়ামীর মান বাড়ে,তা দেখ্‌তে পারিস্ না?

বিরাজ। অমন পচা মান আমি দেখ্‌তে পারি না; মান যখন মুখে কুটকুটোবে, তখন তেল যোগাবে কে? যেমনি মানুষ, তেমনি থাকা ভাল। গেরস্থ লোক,—আগে সংসার বজায় কর, মানুষ-মান্‌যত্ব লোক-লৌকতা রাখ, দেবতা-বামুন দেখ, পুণ্যি-ধর্ম্ম কর, তার পর তো ও সব! ওঃ! অমন পুতলো-নাচের কেংলা রাজ্য! রায়-বাহাদুর আমি ঢের দেখেছি!

মল্লিকা। নে ভাই, তোর মুখের কাছে কে আঁট্‌বে বল? এখন গা ধুতে যাবি?

বিরাজ। যাব,
কলসী নিয়ে অই আস্‌ছে সবাই,
চল একসঙ্গেই যাই।

(কলসী কক্ষে কুলমহিলাগণের প্রবেশ)

(গীত)

সকলে। আয় লো আয় পাড়াপড়সী
আন্‌তে যাবি জল।
নোলক নাকে কলসী কাঁকে
ঝম্‌ঝমিয়ে মল।
ঝকিমিকি ঝিকিমিকি বেলা নাইকো বাকী,
ডাকে পিকু পিকু পিকি পিকি
ডালে ডালে পাখী,
একটু উঁকি ঝুঁকি মেরে আঁসি কোরে
কাপড় কাচা ছল।
করিস্ কি ও মালতী একটু ঘোমটা টেনে দে,
বিকেল বেলা লোকের মেলা
দেখ্‌বে কোথায় কে,
চঞ্চলা চোখটা নামা চলিস্ তখন,
সাম্‌লে আঁচল চল॥
ঘাটে ব'সে রসের ঠাটে হাস্‌বো সোহাগ কোরে,
ভাঙ্‌বো অলস ভাস্‌বে কলস সরস সরোবরে,
ও বোন্ মেতে যাব রেতের কথায়
মিলে সখীদল।
(আবার) শুন্‌ছি নাকি খাঁচার পাখী হব
হ'লে জলের কল॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

বড় রাস্তা,—পার্শ্বে ধান্যক্ষেত্র।

কৃষকগণ।

(গীত)

সকলে।—ওরে ভাই কে কত খায়
কে কত খায়।
মাঠের পানে চাইলে পরে বুকটা ভ'রে যায়॥
এবার চারপো হ'ল বোনা,
যেন ছিটিয়ে দেছে সোনা,
ধানের ক্ষেতে পদ্ম পেতে
লক্ষ্মী হাস্‌ছে বসে হায়।
আহা মা অন্নপূর্ণা পিরথিমীতে
পুণ্য-চখে চায়॥
এবার সাবাড় হ'লে কাটা,
হাবার কোমরে দেব পাটা,
(আর) তানার দানাছড়াটী খালাস কোরে
মল পরাব পায়।
সে সাজ্‌বে মিঠে ভাজ্‌বে পিঠে
গয়না দিয়ে গায়॥

[কৃষকগণের প্রস্থান।

(গোপাল ও যদুর প্রবেশ)

গোপাল। স্ফূর্ত্তি হবে না? কষ্টটী গেছে কি সোজা! এমন দুর্ভিক্ষ কি কেউ কখন দেখেছে! গরীব চাষী লোকের গয়না-গাঁটী ঘটী-বাটী সব বাঁধা পড়েছে, সারা বছরটা পেটের জ্বালায় প'ড়ে কেঁদেছে! সরল লোক,—এখন মনে একটু আশা হয়েছে, স্ফূর্ত্তি কোরে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে!

* যদু। বাস্তবিক ধানের ক্ষেতের পানে চাইলে আমাদেরও প্রাণটার ভিতর নেচে উঠে! কষ্ট তো আর চাষীদের এক-চেটে ছিল না,—আমাদের মাথার উপর দিয়েও ধাক্কাটা বড় কম যায় নি! বরং গরিব-দুঃখীলোক ফুক্‌রে বল্‌তে পেরেছে, মেগে পেতে এক আধ দিন আধপেটা চালিয়েছে;—আমাদের গৃহস্থ ভদ্রলোকেরা গুম্‌রে গুম্‌রে ঘরে খিল দিয়ে উপোস করেছে!

গোপাল। আমাদের কথা ছেড়ে দাও; উপোস তিরেসটা ঘুচ্‌বে বটে, স্ফূর্ত্তির দফা জন্মের মত গয়া! পৃথিবীর ভিতর যেথায় যাও, ছোট বড় যে জাত দেখ, সকলেই কিছু না কিছু আমোদ আহ্লাদ কচ্ছে দেখ্‌বে; খালি ও কাজটী নাই আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘরে। চালচলন বেড়ে গেছে লম্বা, কিছুতেই কুলোবার যো নাই, সদাই মুখটী যেন খিঁচিয়ে আছি! যদি দেড়টাকা চেলের মণ হয়, তবু যে মুখ ভার, সেই মুখ ভার থাকবে।

যদু। বাস্তবিক! আমাদের পাড়ায় অই হাড়ীরা আছে, এই আকালের সময়ও দেখেছি, তারা মেয়ে মর্দ্দে নাচ-গান কচ্ছেই,—আর আমাদের ভিতর কি যে একটা অসন্তোষের হাওয়া এসেছে,—বাড়ীতে দুর্গোৎসব হচ্ছে—তাও মুখ বেজার! ছেলের বে দিচ্ছি, তাতেও বল্‌ছি—এই লোকগুলো ভাই খাইয়ে দিলিই বাঁচি! যাত্রা শুন্‌তে বসেছি, তাতেও হয়—সেকালের মতন একালের গাওনা হয় না ব'লে নাক সিট্‌কাচ্ছি, আর নয় বল্‌ছি, আমার আর এ সব ভাল লাগে না, খালি পাঁচজনের উপরোধে বসা। প্রাণ খুলে হাসিটা আমোদ করাটা যেন মহাপাতকের কাজ হয়েছে! যথার্থ বল্‌ছি, এই চাষী-টাসীদের সংসার দেখ্‌লে আমার সময়ে সময়ে হিংসা হয়!

গোপাল। তা এ গরিব বেচারাদের সন্তোষের গোড়ায়ও আমরা পোকা ধরাতে বসেছি! এই গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি স্কুল বসান যাচ্ছে,--যে ছেলেটী স্কুলে যায়, সে আর জাত-ব্যবসা কর্‌তে চায় না। থানায়, কনেষ্টবল্ কি আদালতের পেয়েদা হবে, তবু চাষার ছেলে লাঙ্গল ধর্‌বে না।—কুমারের পো চাকে হাত দেবে না!

যদু। আর আমাদের গ্রামের চাষাদের পিঠে খাওয়া গান করা ঘোচে এই! মিউনিসিপ্যালিটী হ'লেই টেক্সের জালায় অস্থির-পঞ্চম কোরে দেবে। *

গোপাল। সে যা হোক, তুমি কার দিকে?

যদু। ভোট ফোটে আমার নিজের ততটা চাড় ছিল না, তবে বিজয় সে দিন তুটো হাতে ধ'রে পেড়াপিড়ি কল্লে, আমি ভাই কথা দিয়েছি; তোমার বাড়ীতেও না বিজয় গিয়েছিল?

গোপাল। ওঃ! সে কথায় কাজ কি! খালি কাঁদ্‌তে বাকী রেখেছে। তা কি কর্‌বো বল? জান ত নেপালের কাছে আমার মাথা বিক্রী! নারকেল বাগানখানা খালাস কর্‌তে পারা ওদিকে যাক, ক্রমে সুদ বাড়্‌তেই যাচ্ছে, আজ যদি ওর হয়ে না খাটি, এখনই বাগানখানা বিক্রী কোরে নেবে।

যদু। বেশ ছিল আমাদের গ্রামখানিতে, সকলে এক রকম বেশ মিলেজুলে থাকা গেছ্‌লো, দেখ্‌ছি এই ভোটের ব্যাপার নিয়ে একটা রীতিমত আত্ম-বিচ্ছেদ ঘট্‌বে।

গোপাল। এ কাজের অঙ্গই অই; যে যে গ্রামে ইলেক্‌টিভ্ সিস্‌টেম ঢুকেছে, সেই সেই গ্রামেই দলাদলি হয়েছে। দি বেষ্ট্ ফ্রেণ্ডস্ হ্যাভ পার্টেড্। (The be·t friends have parted)

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। কি গোপালবাবু, আমায় ছাড়্‌লে? যা হ'ক, এক মাঘে জাড় পালায় না। এই এক বছর ডাক্তারী শিখে প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করেছি, তোমার বাড়ী কখনও ভিজিট নিই নাই, সেটা যেন মনে থাকে।

গোপাল। কি কর্‌বো সত্যবাবু, জান ত—

(বিজয় ও উপেনের প্রবেশ)

বিজয়। দেখ, কেন মিছে কতকগুলো ভোট ডিভাইট কোরে নষ্ট কর্‌বে? উপেন, আমার পরামর্শ শোন, তুমি উইথড্র (Withdraw) কর। আমি হ'তে পারি না পারি, সে পরের কথা, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই হ'তে পার্‌বে না, গোটা দশ পোনের ভোট পাও ত ঢের।

সত্য। বেশ বলেছ, যখন মিষ্টার ধাড়াকে রিটরণ করা বিষয়ে আমাদের সকলের একমত হয়েছে,—গ্রামের লোকের ভিতর থেকে তা হ'লে ত একজন বই কমিশনর হবে না, সুতরাং তোমাদের তু'জনেরই উইথড্র করা সুপরামর্শ। যখন বলেছি, তখন হাবুলকে আমি কমিশনর কোরে দেবই। এই বেলা বিজয়ও উইথড্র কর, উপেনও উইথড্র কর।

উপেন। ওঃ! ওয়ারউইক্! ওয়ারউইক্ (Warwick Warwick) সত্য যে একবারে কিং-মেকার হয়ে (King-maker) হয়ে পড়েছে।

সত্য। দেখ্‌তে পাবে কি মেকার হয়েছি! আমি যদি বলি, হাবুলের দিকে যে হবে, তার বাড়ীতে অমনি চিকিৎসা কর্‌বো, তা হ'লে কে না ওকে ভোট দেবে? হাঁ হাঁ বাবা, এইবার এস ত!

উপেন। ও! কি আমার ওবরায়েন

সাহেব এসেছেন গো! তোমায় রোগী দেখ্‌তে লোকে ডাকে, এই ভাগ্য কোরে মেনো! চাকরী গেল তা বাবু অমনি এক-খানা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ বুকের দেড়পাত পড়েই একেবারে ডাক্তার। আমি যদি কমিশনর হই তো আগেই একটা রেজোলিউসন্‌ মুভ (Resolution move) কর্‌বো, যে কোন-রূপ রীতিমত ডিপ্লোমা দেখাতে না পার্‌বে, তাকে ডাক্তারী কর্‌বার লাইসেন্‌স্‌ দেওয়া হবে না। তোমার মত হাতুড়ের দ্বারা কত খুন হয়, তার খবর রাখ?

সত্য। যার বুদ্ধি আছে, সে সব পারে!

উপেন। বাবা, অই একটু বুদ্ধিই আমা-দের সর্ব্বনাশ কোরেছে, কোন বিদ্যাই আর শিষ্যগিরী ক'রে শিখ্‌তে হয় না; একেবারে সবেতেই স্বতঃসিদ্ধ পণ্ডিত! সেরা জাত বটে বাবা বাঙ্গালী,—বেকার আছি, কি করা যায়?—অমনই একেবারে ডাক্তার নয়, এডিটর নয়, অথর্‌ নয়, প্রিচার নয়, ভেটা-রেণ—

নেপাল। (নেপথ্যে) না না, রাত্রি দশটার আগে আমার সঙ্গে দেখা হবে না, তার পর বাড়ী যেও। (নেপালের প্রবেশ ও নেপথ্যাভিমুখে) আর দেখ, শুন্‌ছ? ও মুখুর্য্যে,—অই পদা ছুতোর বেটার কাছে টাকার তাগাদাটা এই বেলা একটু কড়া রকম লাগাও, বেটার হাতে অনেকগুলো ভোট আছে। (বিজয় প্রভৃতিকে দেখিয়া) কি গো বিজয়বাবু, বলি ধ্যাড়া সাহেবকে কি একজন কমিশনর কর্‌বে? তা হ'ক, একজন বড় লোক হ'লে আমি তাতে অনাপত্তি কর্‌তে চাই না, কিন্তু এ গ্রামে তাঁর একটা মালিকান সত্ত্ব টত্ত্ব থাকা চাই ত?

সত্য। সে ঠিক হয়ে গেছে; তিনি আমার ডিস্পেনসারীটে কিনে নিচ্ছেন, তাঁর একটী ভাগিনে ব'সে আছে, সেই এসে দেখ্‌বে শুন্‌বে।

(স্মৃতিরত্নের প্রবেশ)

স্মৃতি। এই যে বিজয় টিজয় আছে,—দেখ, বড় উত্তম হয়েছে, রাজী হয়েছেন। আমি আজ পঞ্চুবাবু রাজুবাবু টাবুকে নিয়ে গিয়ে পড়েছিলেম; অনেক বলা কওয়াতে অবশেষে এক রকম স্বীকার পেয়েছেন; আর ছোটবাবুও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে-ছিলেন।

বিজয়। কি স্মৃতিরত্ন ম'শাই—ভারী উৎসাহ যে? কে কিসে রাজী হয়েছেন?

স্মৃতি। আর কে? গ্রামের মস্তক যিনি,—স্বয়ং মেজবাবু; প্রথম কোন মতে স্বীকারই হ'তে চান না, বল্লেন ও সব ছেলে ছোকরার কাণ্ড, কেবল হট্টগোল,—আর হয় ত কত সময় বেইজ্জৎ হ'তে হবে। শেষ কিন্তু রাজী করান গিয়েছে। এখন লাগ দেখি সকলে ভাল কোরে,—তিনি ত আর কারুর দ্বারস্থ হ'তে পার্‌বেন্‌ না, ভোট ভাট কি দরকার, তোমরাই সব যোগাড় কোরে ফেল।

বিজয়। আপনি বল্‌ছেন কি? মেজবাবু কে? বরদাবাবু তো? তিনি কমিশনর হবেন! আপনি পাগল হয়েছেন নাকি?

সত্য। হাঃ হাঃ হাঃ! তা হ'লেই হয়েছে। বরদাবাবুকে কমিশনর কল্লেই গ্রামের নাম উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে আর কি। সব অর্‌থোডক্স আইডিয়া। (Orthod x idia) সেই ঢিলে পায়জামা কাবা প'রে আমামা মাথায় দিয়ে মিটিঙে যাবেন, দশটা ইংরেজী কথা তাড়াতাড়ি বল্‌বার ক্ষমতা নাই, কমিশনর হয়ে উনি কর্‌বেন কি?

বিজয়। একটা লেক্‌চার দিতে হ'লেই পড়্‌ পড়্‌ কোরে পালিয়ে আস্‌বেন।

স্মৃতি। ওহে, তোমরা ছেলেমানুষ, বুঝ্‌ছো না; প্রথমতঃ মুন্সিপালের পাপ গ্রামে না ঢুক্‌লেই ভাল হতো; তার পর যখন একটা কাজ কোরে ফেলেছ, তখন ত আর চারা নাই, সুতরাং গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোক যাঁরা সকলেই ঠিক করেছেন যে, বরদাবাবু আর পূরোণ-বাড়ীর তারিণীবাবু, এঁদের দু জনকে আমাদের গ্রাম থেকে নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। পঞ্চুবাবু প্রভৃতিই আমাকে ডেকে এ বিষয়ে উৎসাহিত কল্লেন, আর সঙ্গে কোরে মেজবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন, নইলে আমার এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় মূলেই ইচ্ছা ছিল না।

নেপাল। ঠাকুর,—এ সকল বিষয়ে আপনারা হাত-টাত দিও না, এ সব পোলিটিক্যাল্ ব্যাপারের মর্ম্ম আপনারা বুঝ্‌বে কি? বরদাবাবু তারিণীবাবু এঁরা বড়লোক আছেন, এই ঢের,—তাঁদের আব'র কমিশনর্ টমিশনর টমিশনর হ'তে যাওয়া কেন?

স্মৃতি। নেপাল, তুমি বল্‌ছ কি হে? উন্মাদ হ'লে নাকি! কারে কি বল? বরদাবাবু কি তারিণীবাবু যদি কমিশারী হ'তে রাজী হন, তা হ'লে আমাদের পরম সৌভাগ্য ব'লে জ্ঞান করতে হবে। গ্রামে শেয়াল কুকুর কাঁদ্‌তো না যে, যদি ওঁরা দু জন না থাক্‌তেন? এই যে গত বৎসর অনাবৃষ্টির সময় লোকে যখন একটু জলের জন্য হা হা করেছে, পাঁক ছেঁকে খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রেছে, তখন দশ পোনের হাজার টাকা খরচ কোরে অমন শান-বাঁধান ঘাট শুদ্ধ নূতন পুকুর কে কোরে দিলে?

বিজয়। সে তো বরদাবাবুই কোরে দিয়েছেন, তা আর কে অস্বীকার করতে যাচ্ছে? সুধু পুকুর কেন? বড়রাস্তার সঙ্গে যোগ কোরে যে পাকা রাস্তা, তাও ত তারিণীবাবু তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের সময় নিজ খরচে কোরে দিয়েছিলেন; তা ছাড়া স্কুল, ডিস্‌পেন্সারী, লাইব্রেরী সকলেতেই ওঁদের দু-জনেরই টাকা বেশী, অতিথিশালাও বাড়ীতে আছে, কিন্তু তা ব'লে কমিশনর কি ওঁরা হ'তে পারেন? দ্যাটস্ আউট অফ্ দি কোয়েশ্চেন (That's out of the question.)

সত্য। হ্যাঁ, গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটী হ'লে প্রথম প্রথম ঢের ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট (Improvement) আবশ্যক হবে, টাকাও বিস্তর চাই, তা বরং আমরা স্বীকার কচ্ছি যে, হাবুল কমিশনর হ'লেও সব চাঁদার জন্য, যেমন আগে ওদের কাছে যাওয়া যেতো, তেমনি যাওয়া যাবে।

উপেন। তা কেন? ওদের দু-জনের মধ্যে একজন জলের কলের, আর একজন ড্রেণের ভার নিন না; তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমি কমিশনর হ'লে খুব ভাল রকম কোরে মিটিঙে ওঁদের থ্যাঙ্ক্ দেব।

গোপাল। হ্যাঁ, না হয় চৌধুরী ওয়াটার ওয়ার্কস্ (Chowdhry Water works) আর ঘোষাল ড্রেণেজ (Ghoshal Drainage) নাম দেওয়া যাবে।

বিজয়। আরে বাপ্ রে! তা কি হয় গোপালবাবু? অই থ্যাঙ্ক্ দিলেই আর সেটা কাগজে বেরুলেই যথেষ্ট হবে। নাম ওঁদের কখনই দেওয়া যেতে পারে না। আমার মতে জলের কলটা রুষিয়ার জারের নামে, নিকল্যাস্ ওয়াটার ওয়ার্কস্ (Nicholas Water-works) হওয়া উচিত, আর ড্রেণেজটা কাবুলের আমীর আর জারমাণির এম্পারারের নামে মিলিয়ে আবদর রহমন-উইলিয়ম ড্রেণেজ করা যাবে।

স্মৃতি। টাকা-কড়ির যা আবশ্যক হবে, তা বুঝি রুপা কোরে ওঁদের কাছে নিতে

রাজী আছ? আর মোড়লী কর্‌বার বেলা আপনারা নিজে! এই দেড় লক্ষ টাকার উপর আয়ের জমিদারীগুলো ওঁরা সুচারুরূপে চালিয়ে আস্‌ছেন, আর তোমার এই মুন্সিপালের কাজটা এমন কি শক্ত হে বাপু, যে, ওঁদের মত লোক তা নির্ব্বাহ করতে পার্‌বেন না? আচ্ছা,সবজা,ফড়েডাঙ্গা,ঘুঁটেপাড়া প্রভৃতি ছয়খানা গ্রাম ত আমাদের এই মুন্সিপালভুক্ত হবে, ম্যাড়াপাড়ার তো দু-জন কমিশারী? ভাল,—যদি তোমাদের ছোক্‌রা গোছ ইংরেজী জানা নিতান্ত আবশ্যক হয়, একজন থাক আর ওঁদেরও একজনকে রাখ। গ্রামের মস্তক ওঁরা, এখানকার রাজা বল্লেই হয়,—তোমাদের বিস্তর উপকার আছে অথচ মানীর মানরক্ষা হবে।

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। আহা, বেশ! বেশ বলেছে, প্রোফেসর ভট্‌চায্যি! আহা বেশ,—

(গীত)

আহা মানীর মান রাখ্‌তে বল কে জানে।
মান রেখেছিল দশরথ
খাল কেটে যে গঙ্গা আনে॥
আর রাখ্‌তে মান জান্‌তো বটে
দিল্লীর খোদাবক্সো,
যে রামরাজ্যে কল্লে ধার্য্য;
হালের ইন্‌কম্‌-ট্যাক্সো,
যে ফক্সের মত নক্স খেলে দিলে,
পাণ্ডবেরে এণ্ডামানে॥
আর কপিবংশে মান রেখেছে কংস মহারাজা,
যে বিভীষণে সিডিসনে দিলে বিষম সাজা,
আপীলে রায় রইল বজায়;
(এখন) আলীপুরে ঘানি টানে।
কেঁদে আকুল বৃন্দে দূতী,
প্রাণপতির এই অপমানে॥

সত্য। মাত্‌লামো ক'র না বল্‌ছি মাণিক, থাব্‌ড়া খাবে?

মাণিক। আহা হা হা! (চুমকুড়ী)
বৃন্দাবনকি ঘাটপর বৈঠত রঘুবীর।
বাজত বন্‌শী, সাজত মুন্‌সী,
হাসত ধানুকী ধীর॥

"পড় বাবা আত্মারাম"—সত্য-খুড়ো, অত চট্‌ছো কেন বাবা? আচ্ছা স্মৃতিরত্ন-খুড়ো, তোমরা বাবা সত্যযুগের ব্লাক্‌ষ্টোন,—বাবা, তোমার শাঁক-ঘণ্টার দিব্যি, ঠিক একটা ব্যবস্থা দেও;—আমি একটী মোলায়েম স্বরে গান ক'রেছি, আর সত্য-খুড়ো খামকা খামকা একটী ভদ্রলোকের ছেলেকে তেড়ে মার্‌তে এলেন—এর ভিতর মাতালটা কে বা?

স্মৃতি। না না, মাণিকলাল ছোকরা ভাল, ছোকরা ভাল, একটু আমোদ আহ্লাদ কোরে বেড়ায় মাত্র। বাবাজী, একটুখানি স্থির হও, একটা আবশ্যকীয় কথা হচ্ছে, তুমিও শোন। আমি বল্‌ছি, তোমাদের একজন হও, আর একজন কমিশারী হয় বরদাবাবু নয় তারিণীবাবুকে কর।

বিজয়। না, আমাদের ভিতর একজন হব, আর অন্য কে.—আমিই হব; আর যে একজন,—সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই একমত হয়েছে;—মিষ্টার কে, ধ্যাড়া।

স্মৃতি। সে কি! সাহেব না কি!—সে কেন?

বিজয়। সাহেব না, সাহেব না, তাঁর নাম হচ্ছে খগেন্দ্রচন্দ্র ধাড়া, বিলেত থেকে চাষ-পাশ কোরে এসে তাঁর অই নাম হয়েছে।

স্মৃতি। বিলাতী চাযের পাশ কি?

মাণিক। আরে ঠাকুর, তা জান না বুঝি? সে ভারী বিদ্যে,—তাতে-বোনে ধান, গাছ হয় বেগুন, ফলে ধেঁড়স, তার পর

ঢেঁকিতে কোট,—রেক রেক মাষকলাই আর চিনের বাদাম বেরুবে।

স্মৃতি। আরে মাণিকটে জ্বালালে রে! বলি হ্যাঁ, বিজয় তাঁর নামও ত কখন শুনিনি! তিনি কোথায় চাষবাস কচ্ছেন?

বিজয়। ছি ছি ছি! তিনি পাশই করেছেন, তা ব'লে চাষ কর্‌বেন কেন?

মাণিক। ঠাকুর, আমার কাছে শোন,—যত দূর পারে, এখানকার পাশ ঠাসিয়ে, গবর্মেণ্ট টাকা দিয়ে এঁদের বিলেত পাঠায়; কিন্তু সেখানে বিদ্যাদানের এমন বন্দোবস্তটী আছে যে, সে বিদ্যাটী ফিরে এলে এখানে আর ফলাবার যো নাই। আমাদের এই ধাড়া সাহেবকে লাঙ্গলের বিদ্যায় খুব মজবুত কোরে এনে, গবর্মেণ্ট তাঁকে ছেলে ঠেঙ্গাবার মাষ্টার কোরে দিয়েছেন।

বিজয়। হ্যাঁ, তিনি এখন রাওলপিণ্ডি-স্কুলের মাষ্টার, কিন্তু বাঁকড়োয় তার মামার বাড়ী আছে।

স্মৃতি। তা রাওলপিণ্ডি থেকে ম্যাড়া-পাড়ার পিণ্ডি চট্‌কাতে তাঁকে আনা হচ্ছে কেন? এখানকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি?

বিজয়। ওঃ! আমাদের গ্রামের বিষয় তিনি বিশেষরূপ জানেন, তাঁর শালা বঙ্কুবাবু এখানে নেটিভ ডাক্তার ছিলেন।

মাণিক। সে হিসাবে কিন্তু ভাই আমার পিশেম'শায়ের বেয়ানের ক্লেম (Claim) বেশী।

উপেন। কিসে?

মাণিক। তিনি একবার কল্‌কেতায় বেণেটোলায় ভূষণদাসের আখ্‌ড়ার সাম্‌নে প্রায় ছ-মাস বাসা কোরে ছিলেন; সেই ভূষণ দাস যে আমাদের বারোয়ারীতে যাত্রা গায়, তার দলের ঘাটটে লোকের গা দিয়ে ম্যাড়া-পাড়ার হাওয়া তাঁর গায়ে ছ-মাস লেগেছে; এস, জিওমেট্রি ক'সে দেখ, সম্পর্ক প্রুভ হয়ে যাবে!

স্মৃতি। হাঃ হাঃ হাঃ! মাণিক মিছে বলেনি; ও মাতাল, না তোমরা মাতাল?

যদু। আর ম'শাই, আপনার বরদাবাবুই বলুন, আর তারিণীবাবুই বলুন, ওঁরা মিটিঙে গেলে কেবল হাত তুল্‌বেন বই ত নয়।

স্মৃতি। স্বীকার; কিন্তু বাপু, ওঁদের একটী হাত তোলার দাম কত? তোমার আমার মত লোক এক বৎসর গজ্‌ গজ্‌ কল্লে যা হবে না, ওঁদের এক চোখমটকানীতে যে তা হয়।

নেপাল। ঠাকুর, রাগ ক'র না,—আপনারা না কি বিদেয়টা আসটা পাও, তাই একটু ওঁদের খোসামোদ করা অভ্যাস হয়ে গেছে। তুমি ঠাকুর একটু আমার হয়ে চণ্ডী-পাঠ কর, না হয় একটা ঘড়াটা আসটা দেওয়া যাবে।

স্মৃতি। কি বল্লি পাষণ্ড পামর! রমানাথ স্মৃতিরত্ন খোসামুদে? তোর মাকাল ঠাকুরের বাপ নির্ব্বংশ হ'ক! তুমি ব্রাহ্মণ মান না? আর মান বিই যদি, আমরাই বা তা হ'লে তোদের পরিত্যাগ কর্‌বো কেন? তোর ঠাকুরদাদাও যে আমাদের বাড়ী মাছের ঝুড়ী মাথায় কোরে এসেছে—আমি তখন বালক। আজ জু-বন্দ জমী হয়ে আর ভায়ের চাপকান পরা দে'খে তোর এত দূর আস্পর্দ্ধা বেড়েছে? আমি বড়মানুষের মোসাহেব? তুই আমায় চণ্ডী পড়িয়ে ঘড়া দিবি? ছুঁচো কোথাকার!

বিজয়। স্মৃতিরত্ন মশাই, রাগ কর্‌বেন না, রাগ কর্‌বেন না। ছি ছি ছি! নেপাল, এ কি রকম আক্কেল তোমার?

নেপাল। বড়মানুষের দিকে অত টান, তা বোল্‌বো না তো কি? আমায় রাগালে অত জ্ঞান থাকে না।

মাণিক। তা বই কি, লোক কথায় বলে মেছোহাটা।

নেপাল। দেখ্ মাণকে,—পাজী, মাতাল—বদ্মায়েস!

মাণিক। রসো, রসো, একলা পার্‌বো না নেপালবাবু, আমি তোমাদের বাড়ীর ভিতর খরব দিই, একেবারে আমার উপর আমিষের শ্রাদ্ধ হ'য়ে যাবে এখন।

স্মৃতি। যত বড় মুখ তত বড় কথা! মেজবাবুকে তারিণীবাবুকে ছক্ড়া নক্ড়া! আমি খোষামুদে? আচ্ছা—আজ থেকে এই আগুন জ্বাল্‌লেম! দেখি, এ গ্রামে মানুষ আছে কি না? ম্যাড়াপাড়ায় বরদাবাবুর হুকুম্‌চলে কি না? আর এই খোষামুদে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যতেজ আছে কি না,—একবার দেখিয়ে দেব! তোর দর্প যদি না চূর্ণ কর্‌তে পারি নেপ্‌লা তো এ গ্রামে বাস কোর্‌ব না।

[প্রস্থান।

বিজয়। দেখ দেখি, খামকা বুড়ো বামুণকে রাগিয়ে দিলে।

উপেন। ভারী অন্যায়!

গোপাল। বোধ হয়, এখনই বাবুদের ওখানে যাবে।

নেপাল। তা হ'লে বাবুরা আমার চাল কেটে এখনই উঠিয়ে দেবেন আর কি!

মাণিক। (সুরে) বলি ওহে নারদ ঋষি,—তুমি কোথায় আছ হে, একবার মধুর বীণা-যন্ত্রে পাটপট-তালে কোন্দল-রাগিণী ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে এই আসরে অবতীর্ণ হও ঋষি গো!

সত্য। মাণিক, সব সময় ইয়ারকী ভাল লাগে না। নেপালবাবু, কথাটা যে উড়িয়ে দিচ্ছ? আচ্ছা, বাবুরা মনে কল্লে কর তোমার কিছু কর্‌তে পারেন না, মনে কি না কি?

নেপাল। তোমরা ভয় কর কর, আমি করি না।

মাণিক। তা বই কি! নেপালবাবু মাছ থেকে পাঠা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, উনি কাকে ভয় কর্‌বেন?

নেপাল। দেখ্ মাণ্‌কে—জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।

সকলে। কি কি নেপ্‌লা?

গোপাল। আঃ—থাক থাক, যেতে দেও ভাই।

সত্য। কি!—ও র‍্যাস্‌কেল্ আমাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বলে বামুনকে জুতো মার্‌বো? পাজী কোথ'কার! আয় দেখি, কে কাকে মারে?

নেপাল। আয় না খোষামুদেরা—

বিজয়। বটে—যা থাকে কপালে!—দাও লাগিয়ে।

গোপাল। যদু আয়, ফুড়ুৎ কোরে স'রে পড়ি।

[গোপাল ও যদুর প্রস্থান।

সকলে। লাগাও—লাগাও—মার-মার—

নেপাল। কি?—কি?—আয় না—আয় না—মার্‌বি? মার্‌বি?—আয় না পাড়ার দিকে—

সকলে। গলাটা টিপে ধর,—গলাটা টিপে ধর—

[মাণিক ব্যতীত সকলের মারামারি করিতে করিতে প্রস্থান।

মাণিক। (সুরে) ওগো ঋষিবর গো! তুমি আনাচে কানাচে ঘোঁজে ঘাঁজে ছাঁচে—কোথা ছিলে গো? যেমনিই ডেকেছি, তেমনই এসেছ,—তাথৈয়া—তাথৈ—তাতাথৈয়া করে গো! ওগো, তুমি জাগ্রত বটে গো ঠাকুর,কেউ থাকে বা না থাকে,তুমি

আছ গো,—আছ গো—আছ গো! জয়
নারদ!—নারদ—নারদ!—

(গীত)

বল বীণে হরি হরি বোল হরি হরি বোল।
ভারতে কোর্ট খুলেছে ভোট চ'লেছে,
হবে মজার গণ্ডগোল।
একতার ঘর কোথা আর,
সভ্যতারে শিকেয় তোল;
নারদ দরদ কোরে বাজায় বীণে,—
লাগ্—লাগ্—লাগ্—লাগ্ কোঁদল॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিজলীর শ্বশুরবাটীর অন্তঃপুর।
বিজলী ও তটিনী।

বিজলী। কুলবালা কত জ্বালা সই গো
সই বল?
সাঁজে সকালে কত কাল আর
ফেল্‌বো নয়নজল!
ধন দে'খে মা মনের মতন দিয়েছিলেন বিয়ে,
জান্‌তেন নাকো বাঘিনীকে
সঁপে দিলেন ঝিয়ে,
মাথা খাস্ মরামুখ দেখিস্ গোলাপ-জল,
শাশুড়ী হয়ে এত আড়ি দেখিস্ কোথা বল?

তটিনী। আবার কোথা দেখ্‌তে যাব
ঘরেই আছে ভাই,
জ্ব'লে জ্ব'লে সোনার শরীর পুড়ে হ'ল ছাই!
রাত জেগে ভাই এত বোঝাই
বোঝে নাকো বোকা,
এখনও সেই "মা—মা—মা"
যেন কচি খোকা!
দুঃখের কথা বল্‌বো কি আজও এত দরদ,
সে দিন কি না মাগীকে কিনে দিলে গরদ!
কোন মতে বোঝে না যে নেবার কুটুম মা,
দিনে রেতে দু-হাত পেতে কোরে আছেন হাঁ!

বিজলী। খুঁজে খুঁজে নাম রেখেছেন
বাবা বিজলী;
তাইতে বুঝি দুঃখে ম'জে এত জ্বালায় জ্বলি!
শুনেছি ভাই সাহেবদের বড় নাকি বেশ,
বে'টী হ'লেই মা-বাপের সম্পর্কটী শেষ।
যত বলি বড় হ'লে ছেলের শত্রু মা,
বলে "থাক্ থাক্ বুড়ো মানুষ
কিছু বলো না";—
বাবুর ভালর জন্যেই ভাই এত কোরে বলি,
(তা) স্ত্রীর কথা শুন্‌বেন কেন?—
এ যে ঘোর কলি।

তটিনী। সইতে পারি অনেক বটে
নামটী তটিনী,
ঘটিয়ে ন্যাঠা এত ঘাঁটায় তবু চটিনি,
মাগী এঁচে এঁচে গোইলের ছাঁচে,
বেছে নেছেন ঘর,
বৌ কি না পরের মেয়ে?—
খেয়ে দেয়ে উপর নীচে কর।
আমি কষ্ট কোরে সিঁড়ি চড়ে
যাই শুতে দোতালায়,
মাগী ব'সে ব'সে খালি কাসে
নীচেকার চালায়।
কেসে কেসে হাঁপ ধ'রেছে যা না কেন কাশী,
(না) তা হ'লে হেসে হেসে
ঠাস্‌বে কে যত এড়াবাসি!

(দীপনা ও মেখলার প্রবেশ)

দীপনা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত কথা
কিসের বকুলফুল,
যাওনিকো ধুতে গা,—বাঁধনিকো চুল?

বিজলী। এই ভাই মনের দুঃখ
বল্‌ছি দু-জনে,
দু-জনেরই সমান জ্বালা শাশুড়ীর সনে!

দীপনা। বলি আমিই বুঝি ফাঁক ?
শুনিস্ যদি সকল কথা লেগে যাবে তাক !
মাগী—বিট্‌লে—বিট্‌লে—বিট্‌লে !
রাগ মরে না ধ'রে
পিট্‌লে—পিট্‌লে—পিট্‌লে !

তটিনী। কি জান,
তোমার একটু আছে ঝাঁজ,
বুঝে নেছ কাজের ভাঁজ,
তাইতে পার সামলাতে,
মাগী হেরে যায় মামলাতে।
আমার মরূতে আছে একটু লাজ,
ঘোচেনি এখনও ঘোমটার সাজ ;
আবার আমার যিনি রসরাজ,
তাঁর মনটা কিছু দরাজ ;
চক্ষুলজ্জা ভারী,
একটু মাতৃভক্তির জারী ;
তাতেই মুখটী চেপে গুম্‌রে গুমরে মরি,
ভাবি কদ্দিনে পাপ সরিয়ে নেবেন হরি !

দীপনা।—
আমার অত নাইকো সরম,
ঢের দেখেছি ধরম করম ,
পেলে নরম সবাই ধরে চেপে,
দিলে একগুণ দশগুণ দেব মেপে।

মেখলা। তা বই কি,
কেন থাকৃতে যাব মুখ বুজে ?
লোকে আপনি চলুক বুঝে সুজে।
আমি থাক্‌তেম চুপ কোরে-
ফোটাতেম না মুখ,
ও মা ক্রমে দেখি মাগীর বেড়ে যাচ্ছে বুক !
একদিন ভাই সকালবেলা ব'সে বাঁধ্‌ছি চুল,
রাত্তিরে ও এনেছিল গোটাকতক ফুল,
ভাব্‌লেম, ভালবাসে বেণে-খোঁপা,
তাই একটী বেঁধে গুঁজি ফুলের থোবা,
তা চিরুণী দিলেই চুলগুলো যেতো খ'সে খ'সে,
একটু নাকি আছে ভাল কুন্তলবৃষ্য ঘ'ষে,
তাই তেলের শিশিটা পেড়ে—
নিচ্ছি একটু ঢেলে,
ও মা !
চোকখাকী অমনই এসেছেন দু-হাত মেলে !
ব্‌লে বৌমা—বৌমা—বৌমা—বৌমা—
আ-মর্ মাগী !—আমার যেন বাবা-কেলে মা !
বলে "দেখ মাথাটা হয়েছে গরম,
ভাঁরী নাকি গিরিমি—
দেবে একটু কবরে জদের
অই কুন্তলীনি বিরিমি ?"
আমার তো উঠ্‌লো হাড়ের ভেতর থেকে
জ্ব'লে,—
বল্লেম আহা হা হা !
সোহাগে যে পড়্‌ছো ঢ'লে !
আরও কিছু কি চাই ?—পাউডার
ম্যাকেসার ?
বাকী থাকে কেন ?
ভাল কোরে দেও না বাহার !
(অমনি) চোখ দু'ট না ডেব্‌রে উঠে
চল্লেন বেটার কাছে ;
আমিও গেলেম পাছে পাছে,
আড়াল থেকে তাকে দিলেম
এক চোখমট্‌কানি,
সে ভাই তার মাকে দিলে এক ঝট্‌কানি ;
মাগী তাই খেয়েই পালিয়ে গেল পড়্ পড়্,
আমি আদর কোরে বাবুর গালে
লাগালেম দুই চড়।

দীপনা। ওলো তোদের তো অনেক
ভাল অনেক ভাল দেখি,
হাড়ে নাড়ে জ্বালালে ভাই আমায় বুড়ী নেকী।
একদিন ভাই ওর হয়েছে একটু জ্বর,
আমি তাড়াতাড়ি শুতে ব'লে খুলে দিলেম ঘর,
সে শুলো গদীর উপর বস্‌লেম গে পাশে—
আমি মাথায় দিচ্ছি ল্যাভেণ্ডার,
"ও" ছবি দেখাচ্ছে তাসে—

বড় বেশ তাসগুলি আসল ফরাসী,
আলোয় ধ'রে দেখ্‌লে ছবি
লাজে আসে হাসি ;
ও মা! সাড়া নেই সুড়ী নেই দরজাটা
ঠেলে,—
আড়ি পেতে দেখ্‌ছে মাগী পোড়া চক্ষু
মেলে ;
কাজে কাজেই স'রে দাঁড়ালেম
আমি একটু উঠে,
ঢুক্‌লো মাগী ঘরের ভেতর একেবারে ছুটে ;
বাবা বাবা বাবা ব'লে হাতে নিয়ে পাখা,
শিয়রেতে বস্‌লো গিয়ে মুখটা কোরে বাঁকা !
কর্‌বো যে পতি-সেবা গায়ে বুলুবো হাত,
মাগীর তা সয় না বুকে আঁতে লাগে তাত !

বিজলী। আমার কত কষ্ট স্পষ্ট কোরে
বল্‌বো তোদের কি,—
খেটে খেটে এ সংসারে সারা হয়েছি !
কি ছিল আর কি হয়েছে দেখ্‌ছিস্ তো অঙ্গ,
বাঁচ্‌বো নাকো বেশী দিন দেহ হ'ল ভঙ্গ।
কাজ নাই আর আয় ভাই আসি গাটা ধুয়ে,
চা'ল ভেজেছে মাগী আবার খেতে হবে শুয়ে।

(গীত)

বিজলী। চল্ চল্ ভাই কাপড়
কেচে আসি।
(আবার) বাড়ী এসে পিঁড়েয় বসে
বাঁধ্‌বো চুলের রাশি ॥
ওলো উঠেছি সই কোন্ সে ভোরে,
সবে দই-আলারা ডাক্‌ছে জোরে,
কত কষ্টে স্নান ক'রেছি
গা মোছালে ছুটো দাসী।
শাশুড়ী মাগী এমনি পাষাণ,
কাজে আমায় দেয় না আসান,
তাড়াতাড়ি ধ'রে দিলে কোলের কাছে
ভাতের কাঁসি ॥

তার পরে কি হয় লো ঘুম,
পড়েছিলেম মেরে ঝুম,
তাস খেলাতে তুল্লে এসে মাসাস্ সর্ব্বনাশী,—
তিনি তেহ্নপক্ষের পিত্তি-রক্ষে
পোড়া মুখে সদাই হাসি ॥
আব্বার সাঁজে দিতে না দিতে বাতি,
আমার শ্বশুরের বাপের নাতি
শুইয়ে খাটে টিপ্‌বে পা বল্‌বে ভালবাসি ;—
আমি খেটে খেটে সারা হয়ে
নয়ন-জলে ভাসি ॥

তটিনী। চ' ভাই চ', যদ্দিন পারিস্
দুঃখের বোঝা ব,—
থাকৃতে পোড়ার শাশুড়ী-বালাই,
সোয়ামীর সুখ তো অদৃষ্টে নাই !
আপনাদের দোর আপনাদের ঘর,
তবু যেন হয়ে আছি পর !

(গীত)

সকলে। যেন আমাদের কেউ নয়।
মা হয়ে বসেছেন পেয়ে এত কি লো গায়ে
সয়।
বরেছি সই দিয়ে মালা,
জুড়াতে কৌমার-জ্বালা,
চোখোচোখি হয়ে রব সে যদি গো
কাছে রয়,—
আবাগী শাশুড়ী মাগী সে সুখে কণ্টক হয় ॥
আবার আছেন এক যে ননদিনী,
কিছু কম নন তিনি ধনী,
মায়ে ঝিয়ে মিলে জুলে কেটে কেটে
কথা কয় ;—
যৌবনে জীবন বুঝি ঘরের অরি করে ক্ষয় ॥

[সকলের প্রস্থান।

—*—

তৃতীয় দৃশ্য।

হাটের পথ।

(ঢুলী, পরাণ চৌকীদার ও গ্রামবাসিগণ)

পরাণ। রেয়ৎজন সব হুঁসিয়ার;—হুকুম মহারাণীর,—হুকুম মাজষ্টর সাহেবের,—সব চ'লে চল,—চল চল,—হাটতলায় হিলিকসন্ হচ্ছে—চ'লে চল; যে জমী রাখে, বাড়ী রাখে, সব চল; ঠিকেদার কোর্‌ফাদার নাখ্‌-রাজ, মৌরস, ইস্মত্তর, পিরিত্তর, চ'লে চল—চ'লে চল—হিলিক্‌সন্—হিলিকসন;—গাঁয়ের যে যে বাবুকে কামিনীর-ষাঁড় করবে, তাদিগ্‌গের বোঁট দেবে চল।

১ম গ্রা-বা। ও পরাণদা, এ হ্যাংনামাটা কিসির? মাজষ্টর সাহেব তাঁবু গাড়ে রায়ৎ-জনেরে ঢোল পিটিয়ে তলব দিচ্ছে কেনে?

২য় গ্রা-বা। ওরে বুঝি এই দুঃভক্ষি হইছে, সন দু-সনের খাজনা মাপ হবেক মা, মঙ্গলচণ্ডী মাজষ্টর সাহেবেরে বেঁচিয়ে রাখুক, মা কুইনী-কোম্পানীর বোলবোলা বাড়ুক। এই আকালের দিনে খাজনাটা রেয়াত হলে তবু জানটা কতক বাঁচে! বীচেনের ধানগুলো পর্য্যন্ত মাগ ছেলেরে খাইয়েছি, খাজনা আর দেব কন্‌থে?

পরাণ। তা গাঁয়ের ইঞ্জিরিপড়া বাবুরা তোদের খোরাকের যোট কোরেছে, ভাবিস্‌নে। মন্সোপল্‌তে হচ্ছে, বাবুরা সব কামিনীর-ষাঁড় হয়ে জলের কল আনবে,—গোপালে উড়ের সুড়ঙ্গ কেটে নর্দ্দামা বানাবে,—যত পারিস্ প্যাটে ভ'রে খা'স্। খাজনার রেয়াত হবে কি রে হেবলো? এই হিলিক্‌-সন্‌টা হয়ে গেলেই পথ হাঁট্‌বি, তার খাজনা দিতে হবেক,—নাম হবেক, তার ট্যাক্‌সো; মাঠে যাবি, তার দিবি ট্যাকসো,—যদি বছরে দু-বার প্যাট ভাঙ্গে, তা হ'লেই ফেরার হবি, হাল গরু বিকিয়ে যাবে।

১ম গ্রা-বা। ও; তোর হালার গাঁয়ের মুখে মারি ঝাড়ু! প্যাটের পীড়ের ট্যাক্‌সো দিয়ে গাঁয়ে থাক্‌বো? এ কামিনীর-ষাঁড় হবার আগেই দেখি আমাগোর বাবুগুলো বল্‌দে-ষাঁড়ের এক্কেল পেয়েছে! আমি ত হাটতলায় যাচ্ছিনে,—আয় গণেশ আয়, ক্ষ্যাতে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পরাণ। চ'লে চল,—চ'লে চল, রায়ৎ-জন সব চ'লে চল,—কাচিনীর-ষাঁড়কে বোঁট দিতে হবেক; মদ্দা বাড়ীওলাদের বোঁট আছে, মাদী-বাড়ীউলিদের বোঁট নেই,—চ'লে চল,—চ'লে চল;—বাজা রাজু, বাজা—বাজা; হিলিক্‌সন্—হিলিক্‌সন্।

(ঢুলী ও পরাণের প্রস্থান।

(বিজয় ও শ্যামার প্রবেশ)

বিজয়। শেমো, যা দেখি একবার কামা-দের বাড়ী। চট কোরে একবার ঘোলাকে ডেকে দিয়ে হাটতলায় আয়।

শ্যামা। আমার যে স্কুলের বেলা হবে।

বিজয়। না না না, আজ আর স্কুল যেতে হবে না;—লেখাপড়া শিখে তো বেটা মাথা কিনবে! ভোটের দিন আরার স্কুল যাবে! অই নেপলা পাঁঠাটা ওর দাদাকে ব'লে বাজ্জাতি কোরে নীচেকার ক্লাসগুলো খুলিয়ে রেখেছে। যা বল্‌ছি, শীগ্‌গির ঘোলাকে ডেকে নিয়ে আয়।

শ্যামা। আর ঘোলা যদি না আসে?

বিজয়। আস্‌বে এখন; না আসে, জোর কোরে টেনে আন্‌বি,—বল্‌বি, মামাকে যদি সব ক'টা ভোট দিস্, তা হ'লে মামা এবার থেকে তোর যত বাকী খাজনার মামলা সব অমনি কোরে দেবেন। যেমন

কোরে পারিস্ তাকে আন্‌বি ;—হাতে পায়ে ধর্‌বি, রাপান্ত দিব্যি দিবি, খুনোখুনি হবি। তার ভোট ক'টা পেলে নব্‌নে, নটা, ছিরে, পর্‌মা,—ও অঞ্চলের সব গুয়োটার ভোট ক'টাই পাওয়া যাবে। যা, দৌড়ে যা,—ওরে দাঁড়া—দাঁড়া—

শ্যামা। আবার কি মামা ?

বিজয়। দেখ্, এক কাজ কর্‌তে পার্‌বি ? কারুকে বলিস্‌নে ; তোদের দলের কোন চালাক ছেলেকে দিয়ে সিধেতুলের বিচিলীর পালুয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়াতে পারিস্ ? ও বেটার হাতে অনেকগুলো ভোট, নেপ্‌লা পাঠা লোভ দেখিয়ে সবগুলো যোগাড় করেছে ;—পালুয়ে আগুন লাগ্‌লে বেটা আর হাটতলায় যেতে পার্‌বে না।

শ্যামা। ছুতোরদের বেচোকে বলি গে,সে মনে কল্লে সব পারে ; কিন্তু তুমি যে কি হচ্ছো, তা হ'লে আমায় একখানা ভাল ব্যাট দেবে বল ?

বিজয়। আচ্ছা, দেবো এখন যা, দৌড়ে যা, এক নিশ্বাসে যাবি ;—ওরে,—ওরে, আমার পাগ্‌ড়ীটা দিয়ে যা—

[পাগ্‌ড়ী দিয়া শ্যামার প্রস্থান।

বিজয়। (করযোড়ে) জয় মা কালী ! জয় মা কালী ! – আমি মিছি মিছি ব্রাহ্ম,—মিছি মিছি ব্রাহ্ম ; আমায় কমিশনর কর মা ! আমি জোড়া-পাঠা বলি দেব, মুড়ী দুটো নেব মা। মা কালী, যদি আমায় কমিশনর কোরে দিতে পার, আর সমাজে যাব না ;—না—না ! নিরাকার ! নিরাকার ! তুমি রাগ ক'র না,—আমি দু-জনকেই মানি। মা !—নাথ !—যে হয় বাবা আমায় কমিশনর কোরে দাও !

[প্রস্থান।

(নেপাল ও দুইজন জেলের প্রবেশ)

নেপাল। উঃ—অই বিজেটা যাচ্ছে না ? ওকে ঠিক কর্‌তে পার্‌তিস্, তা হ'লে এক পয়সা নিতেম না,—তোদের অমনি কুলীন কোরে দিতেম।

১ম জেলে। না ল-কর্ত্তা, তায় আর কাজ নেই, অই লগণ্ডা টাকা যোগাড় কোরে দেবু, তুমি তালুইকে জাতে তুলে দিও, তা হ'লেই ঢের হবেক। ও বিজেবাবু—উকীল মানুষ, ওনার সাথে লাগ্‌তি গেলে আবার একটা হাংনামা বেধে যাবেক।

নেপাল। আচ্ছা, চুলোয় যাক ; তুই নীলেকে নিয়ে তেঁতুলতলায় দাঁড়া গে ;—বিজের দলের যাকে যাকে ওখান দিয়ে আস্‌তে দেখ্‌বি, তারই মার্‌বি গোঁড়মুড়োতে লাঠি ! আমার ভোটারদের গল্লায় সব রাঙ্গা ঘুন্‌সী আছে, দেখিস্ যেন তাদের কিছু বলিস্‌নে।

[প্রথম জেলের প্রস্থান।

২য় জেলে। আর মোর পর্‌তি কি অবজ্ঞা হয় ?

নেপাল। গদাইপাঁজা খেয়া পার হয়ে আস্‌বে, তার প্রজাদের ভোটগুলো সব তারই হাতে ; তুই কোন মতে অই নৌকায় চ'ড়ে গদাইকে জলে ফেলে দিতে পারিস্ ?

২য় জেলে। আপনি ও কি কথা অবজ্ঞা কর্‌ছো ? গদাই পাঁজা যে আপনার বুনুই হ'ন, আপনার বুনেরই হাতের নোয়া যাবেম যে ?

নেপাল। আরে, রেখে দে বুন আর বুনই ! যে আমায় ছেড়ে পরকে ভোট দেয়, সে আবার কিসের কুটুম ? দে শালার বেটা বুনুইকে জলে ফে'লে।

২য় জেলে। না পাঁঠা ম'শাই, আমা হতকি তা হবেক না।

নেপাল। তবে যা, অই স্মৃতিরত্নটাকে মুখ বেঁধে পাঁজাকোলা কোরে কোথাও সরা।

২য় জেলে। ও যে বামুন!

নেপাল। না!—এ বামুন, ও বুমুই,—বেটার ভাবী নিষ্ঠে! যা বেটা যা–কালই তোরে একঘরে কর্‌বো, ছোটলোক! জেলে কি না! পোলিটিক্যাল আবশ্যক হ'লে যে ভাইকে ফাঁসী দেওয়া যায়,—বাপকে খুন কল্লে দোষ নাই, এ বেটা তা বোঝে না। তবে যা যা, মোড়ল ভোলাধামালকে কোন মতে আট্‌কা গে যা।

২য় জেলে। তা দেখ্‌ছি গে—অবধান।

[প্রস্থান।

নেপাল। যদি একান্ত হেরে যাই,—লাইব্রেরীতে আগুন ধরিয়ে দেব;—হরিসভা বেহ্মসভার সব চাঁদা বন্ধ কোরে দেব। দোহাই বাবা মাকালঠাকুর! ইংরেজী স্কুলে যাবার পর আর তোমায় গড় করিনে,—সে সেজ-দা'র দোষ, যা কর্‌বার তার কোরো, আমায় বাবা জিতিয়ে দিও।

[প্রস্থান।

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। ষ্টুপিড্‌—ষ্টুপিড্‌—ষ্টুপিড্‌! এত কোরে যোগাড় কল্লেম, সব মাটী কল্লে! স্ত্রীর কথায় বাড়ীর ভিতর বন্ধ হয়ে রইল! আমি নিজে না দাঁড়িয়ে র‍্যাস্‌কেল্‌কে কমিশনর কোরে দিতে গেলেম—আর শেষটা এমন কোরে আমাকে অপমান কল্লে! হাবুল ঐ মুখ নিয়ে সাহেবদের কাছে যায়! রায়-বাহাদুর হবে, আমার গুষ্টীর মাথা হবে! স্ত্রী ঘরে পুরে চাবী দিলে,আর চুপ কোরে রইল? ও পুরুষ মানুষ? কাউয়ার্ড—ফুল—বাঁদর! আর এই বা কি মেয়েমানুষ বাবা! সোয়া-মীকে বড় লোক হ'তে দেবে না? এ কি রকম আব্‌দার! আমার অমন স্ত্রী হ'লে—ও বাবা! কেউ কোথাও নাই ত? শুনে গিয়ে আবার লাগাবে,—এ আর চাবী বন্ধ টন্দ নয়, একেবারে আমার খোরাক বন্ধ! সেই রিপোর্টারকে ক'টা টাকা দিয়েছিলেম ব'লে ধ'রে মেরেছিল আর কি! এখনও তার ঝাঁজ মরেনি, মাঝে মাঝে খোঁটা খেতে হয়। তিনি আবার গণককার ঠাক্‌রুণ! কোথায় কি লুকিয়ে ক'রেছি, কেমন যে টের পায়, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না! প্রিয়-তমা আমার একেবারে রুষিয়ান গবর্ণমেণ্ট! চারিদিকে গুপ্তচর ঘুর্‌ছে;–কাবুল, কান্দা-হার, বোম্বাই, বোখারা, স্পেন, ইস্পাহান, ভায়েনা, ভিনিস, কাউন্সেল, ক্যাবিনেট কোন জায়গা ফাঁক যাবার যো নাই. সকল স্থানেই প্রাণেশ্বরীর স্পাই (Spy) অদৃশ্যভাবে আছে। যা হোক্‌, হাবুল হোক না হোক, বিজয় কি নেপালকে এখন হারাতে পাল্লে হয়; নেপাল পাঠা একেই তো এই, আবার এর উপর কমিশনর হ'লে একেবারে কাটামুণ্ড ডইস হয়ে দাঁড়াবে! আর বিজে তো মাটী পানে চা'বে না, লোককে ধ'রে ধ'রে চাবুক দেবে; আমার উপরেই আক্রোশ বেশী,—আমার ভিটের উপর পুকুর কাট্‌তে পাল্লে আর রাস্তা চালাবে না। জয় বাবা পঞ্চানন্দ! দেখো যেন, ও স্মৃতিরত্ন মশাই, ও স্মৃতি-রত্ন ম'শাই. এদিকে—এদিকে—একবার শুনে যান;——

(স্মৃতিরত্নের প্রবেশ)

স্মৃতি। কি বল্‌বে,চট কোরে ব'লে ফেল।

সত্য। বলি কত দূর? বরদাবাবু তারিণীবাবুর হচ্ছে কি রকম?

স্মৃতি। বরদাবাবুর, তারিণীবাবুর কি? ওঁরা তো নিজে কমিশারী হবেন না; ওঁদের সাম্‌নে এ অঞ্চলে কেদারা পাবার উপযুক্ত কে আছে যে,তাঁদের সঙ্গে গিয়ে ওঁরা পঞ্চা-

যেত কর্‌তে বসবেন ? আর মেজ-বাবুই বল, আর তারিণীবাবুই বল,—ছোট বড় সকলকে ওঁরা চিরকাল দিয়েই এসেছেন, দান করাই ওঁদের ধর্ম্ম,—তোমার ভোটই হোক আর যাই হোক, হাত পেতে ওঁরা কখনই কারুর কাছে কিছু গ্রহণ কর্‌তে পারেন না।

সত্য। তবে আপনারা কার জন্য ব্যস্ত হয়ে ঘুর্‌ছেন ? বাবুদের প্রজা লোকজন কারে ভোট দিতে যাচ্ছে ?

স্মৃতি। কেন, তুমি শোন নাই কি ?—লবধন মাঝি আর গফুর সর্দ্দার যে কমিশরী হবার দরখাস্ত দিয়েছে।

সত্য। অ্যাঁ ? অ্যাঁ! বলেন কি ? বলেন কি ? লবা আর গোফ্‌রো! তারা মূর্খ ইতর লোক, তারা কেমন কোরে কমিশনর হবার উপযুক্ত ?

স্মৃতি। কেন ? তোমার আইনে কি লেখা আছে যে, কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কি পণ্ডিত মহেশ ন্যায়রত্ন, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের মতন লোক না হ'লে কমিশনর হ'তে পার্‌বে না ? আইন বল্‌ছে, যে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দেবে, সেই কমিশনারী হবে; তা সে হিসাবে লবধন মাঝি আর গোফুর সর্দ্দার তোমাদের অনেকের অপেক্ষা বেশী মাতব্বর। এ খেয়াঘাটের জন্যই লবধন সালিয়ানা কত টাকা দেয়!—আর গোফুর সর্দ্দারের জোতজমা কত, তা ত জান ?

সত্য। কিন্তু এটা কি ভাল হ'ল ?—লোকে বল্‌বে কি ? এ যে গ্রামের নিন্দা হবে। বল্‌বে,—এদের গ্রামে কি আর ভাল লোক নাই ?

স্মৃতি। কেন ? মেজবাবু তারিণীবাবুকে উড়িয়ে যদি নেপলা পাঁঠা হাকিম হ'তে পারে,—তবে নেপলা পাঁঠাকে রেখে গোফুর সর্দ্দার পারে না ? গোফুরের চেয়ে নেপলা যত বড়, নেপলার চেয়ে তারিণী ঘোষাল ম'শাই তা অপেক্ষা সহস্র গুণে বড়! –

একবার আস্পর্দ্ধাটা দেখ! যাঁরা গ্রামের চিরদিন হিত কোরে আস্‌ছেন, জনে জনে যাঁদের কাছে ঋণী, যাঁরা যে আসনে বস্‌বেন, সেই আসন পবিত্র হবে, অকৃতজ্ঞ পাষণ্ডেরা তাঁদের উপহাস কোরে তুচ্ছ করে, আপনারা মুড়্‌লী কর্‌তে যাবে ? আর আন্‌বে কোন্ মুল্লুকের একজন ম্লেচ্ছ ধাড়া! গুণের মধ্যে কি না খানিকটা দাঁত খিঁচিয়ে কিচির মিচির কর্‌তে পারেন;—কতকগুলো ইংরাজী পাঠ মুখস্থ কোরে পণ্ডিত হয়েছেন! বাঙ্গালা এক খানা চিঠি লিখতে হ'লে গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। আমি যদি অই ম্লেচ্ছ ভাষাটা জান্‌তেম তো কথায় কথায় ওদের ব্যাকরণ ভুল ধর্‌তেম। এইবার একবার দেখিয়ে দেব যে, এ প্রদেশে জোর কার ?—এ গ্রামের অধ্যক্ষ কে ?—কর্ত্তা কে ?——

* ওঁরা তো প্রথমে রাজী হ'ন নাই, আমি ত এ কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়েছি। হাবুলকে শুন্‌লেম তার স্ত্রী ঘরের মধ্যে বন্ধ কোরে রেখেছে,—উত্তম ক'রেছে—সতীলক্ষ্মী!

সত্য। কি! ও রকম বাঘিনী মেয়েমানুষের আপনি সুখ্যাতি করেন ?

স্মৃতি। বাঘিনী কি ? ওরেই বলে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী;—পত্নীর কর্ত্তব্যই হচ্ছে পতিকে সাধু সৎপথে রাখা, তার মতিভ্রম হ'লে সুমতি দেওয়া। বিপথে যাওয়া অনেক রূপ আছে, আপনার সংসারধর্ম্ম অবহেলা কোরে অবস্থা-বহির্ভূত লোভ প্রকাশ বা চালচলন ধরাও একরূপ বিপথে যাওয়া,—ঘোরতর কুকার্য্য! হাবুলের কায়স্থিনী নিজে দাসীর ন্যায় গৃহধর্ম্ম পালন করেন, পতিকেও সেই পথে আন্‌তে চেষ্টা করেন।*

সত্য। কি জানেন, আমি হাবুলের জন্যই চেষ্টা করেছিলেম; আমার কথাটা হচ্ছে বিজে আর নেপলা না হয়, তবে—

স্মৃতি। বেশ তো, বেশ তো, তোমার হাবুল যখন হচ্ছে না, তখন তুমি আমাদের সঙ্গেই যোগ দাও না! আরে বুঝ্‌ছিস্‌নে খ্যাপা,—আয় না—মজা দেখ না,—লবা আর গোফরোকে কমিশারী কোরে দিয়ে একবার পাঁঠার পোর খোঁতা-মুখ ভোঁতা কোরে দিই, আর বিজের কিচিরমিচির ফেক্‌চ্ছার দেওয়াটা বা'র করি! সব স্যাকরা পেয়েছেন—আগাপাস্তলা হাড়ীর খ্যাংরার বন্দোবস্ত কোরে রেখেছি, একবার দেখ্‌বি আয়—আয় আয়, ভারী আমোদ হবে! একেবারে এ কাজটায় ঘৃণা ধরিয়ে দেব! আর তা না হ'লে হাবলাকে দাঁড় করাতে পাল্লিনে ব'লে ওরা এর পর তোর গায়ে থুথু দেবে। আয়—আয়—লোগ যা—

সত্য। বেশ ব'লেছ ভট্‌চাজ—সাবাস্‌! ও বাবা, তোমার আলচেলের ভিতর এত মৎলব! তোমার মাথায় ও চৈতনশিখা নয়, আক্কেলের কোঁড় গজিয়েছে!

স্মৃতি। কি জান ভায়া, আমরা চাণক্যের স্বজাতি। এস, এস—আর দাঁড়াবার সময় নাই।

সত্য। আচ্ছা আগে, চলুন,—থ্রি চিয়ার্স ফর্ লব্‌ধন অ্যাণ্ড গোফুর! থ্রি চিয়ার্স—থ্রি চিয়ার্স!

[উভয়ের প্রস্থান।

(খেংরাওয়ালীগণের প্রবেশ ও গীত)

খেংরা নিবি খেংরা নিবি খেংরা নিবি আয়।
খেংরা বিনে একটী দিনও চালানো দায়॥
(মেয়েদের ঘর চালানো দায়॥)

নোংরা উঠনে নোংরা পেতেন
নোংরা ঘরের কোণ,
তার চেয়ে নোংরা জেনো মন-রাখাদের মন;
ভ্যাক্‌রা যারা ন্যাক্‌রা কোরে
খেংরা খেতে চায়;—
প'ড়ে প'ড়ে খায় আর বলে হায় হায়॥
নে খেংরা নে কোস্তা নে বাড়ন মুড়ো ঝেঁটা,
দিলে সাপসাপ্‌ সাফ হয়ে যায়
বৌ যদি হয় ঢ্যাটা,
(আবার) ছুঁড়ীরে ধর্‌লে ঝেঁটা শাশুড়ীর
ধুলো উড়ে যায়।
ঘরে রাখ্‌লে পরে ঝেঁটার ডরে
পতি বিকিয়ে থাকে পায়॥
লেখা-পড়া শিখে আর ফুল তুলে উলে,
কুলবালা ঝাঁটার পালা যেওনাক ভুলে,
রাখ তুলে সুদে মূলে দর হবে লো আদায়;
—পর ঢুকে ঘর ভাঙ্‌লে পরে করো
খেংরা দে বিদায়॥

[প্রস্থান।

(উপেন ও গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। আচ্ছা, উপেন, তুমি আগে এন চটা থেকে শেষ যে আমাদের নেপালের দিকেই দাঁড়ালে? তুমি যে নিজেই ক্যাণ্ডিডেট্‌ হবে বলেছিলে?

উপেন। কি কর্‌বো ভাই? শক্ত অনুরোধ ছাড়াবার যো নাই। নেপালের স্ত্রী আমার পরিবারের সঙ্গে সই পাতিয়েছে কি না,—সে পরশু দুপুর বেলায় একেবারে আমাদের বাড়ীর ভিতর গিয়ে ওকে ধ'রে বসেছিল; আমার পরিবার বল্লে, যতক্ষণ না মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কল্লেম, ততক্ষণ সই ছাড়্‌লে না। এখন কি করি বল? হার-ম্যাজিষ্টির হুকুম তো আর অমান্য কর্‌বার যো নাই! সে বলে "এবার তুমি থাক, আমার সয়াকে হাকিম কোরে তা না দেও,

হ'লে আমি এখনই বাপের বাড়ী চ'লে যাব।" মহা মুস্কিল্ ব্যাপার! আমি ভাই সেই শ্যামলী বুড়ী মর্‌বার পর থেকে একলা ঘরে শুতে পারি না। আবার নীলে জেলেকে দিয়ে আজ সকালে নেপাল আমাদের বাড়ী একটা মস্ত রুইমাছ পাঠিয়ে দিয়েছে, সেটা প্রায় দশ বার সের—অই ঘোলাকে আন্‌ছে, ঘোলাকে আন্‌ছে! বিজয়ের ভাগ্‌নে শামাও সঙ্গে—এ কি, অধিকারী ম'শাই পর্য্যন্ত যে রয়েছেন! কুঠীর পোষাকে—ইনি আজ কল্‌কেতায় মাননি?

(ঘোলা কামার, নন্দরাম অধিকারী, শ্যামা ও গ্রাম্য লোকগণের প্রবেশ)

ঘোলা। এর অভিসন্ধানটা কি আমায় বুঝিয়ে দাও, নইলে ঘোলারাম আপনাদের কারুর কথা শুন্‌ছেন না। আমার ঠাকুর-পুত্তুর আমায় বল্‌ছিল, তা আমি বল্লেম যে, তুমি ঠাকুর ইষ্টি,—কচুর দেবতা বামুন আছ থাক, মাথায় থাক, কোন্ সমন্দী মান্না করে; কিন্তু এ কলার মিন্সিপালের হাঙ্গামা, সব নর্দ্দমা পাইখানা, এর মধ্যি ঠাকুর নোলা বাড়িও না,—কারুর জন্যে স্বপরোধ উপরোধ ক'র না ঠাকু তো ইষ্টি বটে—ঘোলা এক কথায় তারে রানর বানিয়ে দিলে! আমি কল্‌কেতা গেছি, সেখানে আমার সমন্দীর দোকান আছে, সে বিলেতী জাঁতার কাজ করে। পেরেকের কলসীর ভেতর তার প্রায় দশ বারখানা ট্যাক্‌সার লটাস্ আছে!

অ। আরে ঘোলা, আমার কথায় বিশ্বাস কর্, বুঝ্‌বি কি? যাতে তোর ভাল হয়, আমি তার জামিন রইলেম।

ঘোলা। পুখুরপাড়ের ও জমিটুকু আমায় দিইয়ে দেবে বল?

শ্যামা। মামা দেবে বলেছে, মামা দেবে বলেছে; আমায় কিন্তু ভাল কোরে লাঠিমের আল কোরে দিতে হবে।

অধি। আরে, জগার মা'র জমি তোর হয়েই আছে মনে কর্।

উপেন। (গোপালের প্রতি জনান্তিকে) বেটা আজ যে লম্বা চাল চাল্‌ছে, ওকে বাগানোই ভার! ছোট লোক কি না, একেবারে গোটাকতক ভোট হাতে পেয়ে মুরুব্বী দাঁড়িয়ে গেছে।

ঘোলা। দেখ অধিকারী ম'শাই, আর একটী কথা, রাস্তায় আলো ফালো হয় যদি, আমার দোকানটার তল্লাটে বড় বেশী রকম ল্যাটাংঠ্যাং টাঙ্গিও না, পাঁচ গাঁয়ের ভাল-মানুষের ছেলেরা বেশী রাত্রে কাঠিটে আসটা ফরমাস দিতে আসে, তারা বড়মানুষ-জনকে চেনা দিতে চায় না।

উপেন। ঘোলারাম, নেপালবাবু তোমার কত সময় কত উপকার করেছেন, সেটা যেন ভুলে যেও না। সেবার বাক্স ভাঙ্গার মামলায় কেউ দাঁড়ালে না, উনি নিজে গিয়ে থানায় তোমার জামিন হয়েছিল, মনে আছে ত?

ঘোলা। কি ম'শাই আপনি বক্‌ছো? ঘোলারাম কি চুরি করেছিলেন যে, নেপাল-বাবু জামিন হয়েছিল? সে কথা কোন্ দিন ঢাকা পড়ে যেতেন, টেকাওলা লোক জামিন হয়ে ওঠা একটা মাঝে মাঝে খোঁটা দেওয়া দাঁড়িয়ে গেছেন;—আমি সাধ, তাই হয়েছিল, চোরের আর জামিন হতে হয় না।

গোপাল। (জনান্তিকে) উপনে, সর্ব্বনাশ কল্লি, সর্ব্বনাশ কল্লি, ভোট ক'টা খোয়ালি! লোককে উপকারের কথা মনে কোরে দিতে আছে? বড় বড় ভদ্রলোকই ওতে চ'টে যায়, ও বেটা ত ছোট লোক! (প্রকাশ্যে) ওহে

না না ঘোলারাম, উপেনবাবু সে সব জানেন না, কি বল্‌তে কি বলেন—আমার কি সে কথা মনে নাই? তুমি আপনার কাজ কর, ঘরবাড়ী দেখ, তুমি আবার কার কাছে উপকার পাবার তোয়াক্কা রেখে থাক? নেপালবাবু নিজে একটা ফৌজদারী দায়ে পড়াতে সে তারিখে যে তিনি গ্রামে ছিলেন, তার একটা প্রমাণের আবশ্যক হয়েছিল, তাই তুমি একটা অছিলে কোরে থানার বইয়ে ওঁর একটা নাম সই করবার সুবিধা কোরে দিয়েছিলে—কেমন, না?

ঘোলা। গোপালবাবু সব জান—গোপালবাবু সব জান।

উপেন। ঠিক ঠিক, এখন মনে পড়েছে। তা ঘোলারাম,—আঃ দূর হ'ক গে—রায় ম'শাই! একবার নেপালবাবুকে জামিন করিয়ে উপকার করেছ, আর এইবার তোমাদের ভোটগুলি তাকে দিয়ে জন্মের মত কিনে রাখ।

অধি। তোমরা কি রকম লোক হে? আমি নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে কোরে আর পথের মাঝখানে প'ড়ে—

উপেন। ম'শাইকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে কে বলেছে? রায় মশাই কি পথ চেনেন না?

ঘোলা। আমি কারুর কথা শুনবো না, আপনি বুঝ্‌বো সুঝ্‌বো দেখ্‌বো, তার পর যে রকম অবিবেচনা হয়, কাই করবো। যা হতুকে গাঁয়ের ভাল অনহিত হবেন, তাকেই কম্‌সেরেট কোরে দেওয়া যাবেক।

উপেন। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ রায় মশাই—চল চল।

অধি। আরে, তোমরা কোথায় যাও, চল চল ঘোলারাম—

ঘোলা। আরে কি মশাই তুমি ঘোলারাম ঘোলারাম কর? ভদ্দর মানুষির সঙ্গে কথা কইতি না জান তো উপ্‌নি বাবুর কাছে শেখ।

গোপাল। রায় ম'শাইরা আমাদের গাঁয়ের পুরোণ ঘর!

উপেন। উঃ! কর্ত্তার কথা! রায় ম'শায়ের বাপের কথা বল্‌ছি,—আমরা তখন ছেলে মানুষ, দোকানের কাছ দিয়ে গেলেই ডেকে মুড়কী আর কদ্‌মা দিতেন! উঃ—এই দেখ, আমার চোখে জল আস্‌ছে! চল রায় ম'শাই, নেপালবাবুকেই ভোট ক'টা দেবেন।

অধি। উপনে কাঁদালি? কাঁদালি? বুড়ো মানুষকে কাঁদালি? আমার জ্যেঠা ম'শায়ের সেঙ্গাতের কথা মনে কোরে দিলি? আমাদের সঙ্গে কায়েত কামার ভেদ ছিল না। উঃ! বিজয়ার দিন যখন নমস্কার করতে যেতেম, উঃ! আর না, আর না—চল রায় দাদা চল, বিজয়কে ভোট ক'টা দিয়ে এস, ওদের ভারও নাই, ধারও নাই,—তার পর সে কালের কথা কবে। (হাত ধরিয়া) এস এস, এই দিক্ দিয়ে, এই দিক্ দিয়ে।

শ্যামা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মামার দিক্ দিয়ে, মামার দিক্ দিয়ে।

উপেন। না না, এ দিকে রায় ম'শাই, এ দিকে রায় ম'শাই;—ওহো—কেবল রায় রে! কেবল রায়—

অধি ও শ্যামা। (হস্ত ধরিয়া) এ দিকে এ দিকে—

উঃ ও গোঃ। (অপর হস্ত ধরিয়া) না না, এ দিকে এ দিকে—

ঘোলা। কি! গায়ে হাত দিয়ে টানাটানি! এই রইল তোর কলার ভোট;—ঘোলাকামার কাকেও দেবেক না।

[ঝটকা মারিয়া ঘোলা কামারের প্রস্থান। (উপেন, গোপাল, শ্যামা ও অধিকারীর পতন)

শ্যামা। (ক্রন্দন) অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—ঘোলা শালা ফেলে দিলে—শালা অ্যাঁ অ্যাঁ—

উপেন। গোপাল গোপাল—ছোট ছোট, ধর্তে হবে—

[উপেন ও গোপালের প্রস্থান।

অধি। শেমো, কাঁদিস্নি,ছুটে গে কোমর জাঁকড়ে ধর্,আমি বেতো মানুষ, ওদের সঙ্গে ছুট্তে পার্বো না।

শ্যামা। ও ঘোলা, ঘোলা রে—

[প্রস্থান।

অধি। হারামজাদা বেটা ঝট্কা মেরে ফেলে কোমরটায় আরও দরদ কোরে দিলে;——.

(আঁদি মুড়ীউলীর প্রবেশ)

আঁদি। দোহাই কোম্পানী! দোহাই কোম্পানী! দোহাই জমিদারের—এই যে অধিকারী ম'শাই আছ—তুমি গাঁয়ের মুরুব্বী লোক, রক্ষে কর, রক্ষে কর! বুড়ো মানুষকে রক্ষে কর!

অধি। বলি কি? কি হয়েছে আঁদি? কা'ল সকালে বাড়ী গিয়ে দেখা করিস্, এখন আমি বড় ব্যস্ত।

আঁদি। ওগো,আমার যে এখনই সর্ব্বনাশ হয়! বুড়ো মানুষ, কিছু জানে না, ঘরেরথে বেরোয় না, আমি আপনি মুড়ী ভেজে দু-জনের পেট চালাই, তাকে কর্ম্ম কত্তে দিই না যে গো—অই গো—অই ধ'রে আন্ছে গো! কারুর এক পলা তেল এক চিমটি নুণ কখনও নেয়নি, ওকে বলে, তোর ঘরে ভোঁস আছে, আমাদের দিতে হবে;—

অধি। কি কি? বুড়োর ভোঁট আছে নাকি? কে চাচ্ছে?

* আঁদি। বাবুদের পাকেরা এসেই আগে পাঁজাকোলা কোরে তুলেছিল,তার পর বজ্জে উকীলবাবু পড়েছে, পাঁঠাদের বাঁড়ীর সব আছে, আর কত কে পড়ে খালি হিঁচড়া হিঁচড়ী কোরে টান্ছে অই অই অই——*

(মোদক বুড়াকে টানাটানি করিতে করিতে বিজয়, যদু, গোপাল, উপেন ও পাইকাদির প্রবেশ)

মোদক। দোহাই ধর্ম্ম! আমি কখন কারুর কিছু চুরি করিনি? আমার ভোঁসও নেই, মোষও নেই। মাগী মুড়ী বেচে, কড়ি আনে, দু-জনে তাই খাই, ওগো, আমায় ছেড়ে দাও—ঘর তল্লাসী কোরে দেখ, এক-টাও ভোঁস নেই?

যদু। ময়রা ম'শাই, তোমার দু-দুটো ভোট,—বিজয়বাবুকে দিয়ে ফেল।

উপেন। কি! মোদক ম'শাই, আমাদের আপনার লোক; এই পড়্লেম কর্ত্তা তোমার দুটো পা জড়িয়ে, নেপালবাবুকে ভোট দু-টী দাও। (পদধারণ)

অধি। দেখ মুরুব্বী, চেয়ে দেখ, আমি নন্দরাম অধিকারী, যদি বিজয় উকীলকে ভোট না দাও, তা হ'লে আমি তোমার সাম্নে রক্তগঙ্গা হব, তোমায় বড় দিব্যি, গঙ্গার দিব্যি, না দেও তো আমার বাপের গালে—বুঝেছ তো? এই বুড়ো নন্দরাম অধিকারীর বাপের গালে—

উপেন। অধিকারী ম'শাই, অমন কোরে আমাদের ভোটার বিগ্ড়ে দিও না বল্ছি—এস মোদক ম'শাই এই দিকে;—

*যদু। এস মোদক, এ দিকে—এ দিকে।

মোদক। ওরে ছেড়ে দে—ওরে ছেড়ে দে!, মরেই আছি, আর মারিস্নি—মরেই আছি, আর মারিস্নি!

বিজয়। তোদের ভোটার কিসের রে উপেন?

*১ম-পাইক। আরে বাবু, তোমরা গোল করো না, মেজবাবুর হুকুম—ভোঁট দেবে গোফুর সর্দ্দারকে। চল চল্ বুড়ো—

গোপাল। মোদক ম'শাই, ভদ্রলোক হয়ে নেপালবাবু থাকৃতে ছোটলোককে ভোট দেবেন? *

বিজয়। দেখ গোপাল, মুখ সাম্‌লে কথা কও।

উপেন। যা যা শালা ফাতুষ! তোর মতন উকীল ঢের দেখেছি!

বিজয়। হ্যাঁরে শালা! তোকে আমি দাদা বলি, তুই আমায় শালা বল্লি?

অধি। (মোদকের নিকট গিয়া ধীরে ধীরে) এই বেলা মোদকের পো, এই বেলা স'রে পড়, নইলে আমার বাপের গালে—নইলে আমার বাপের গালে—

মোদক। রাধেকৃষ্ণ—রাধেকৃষ্ণ!

উপেন। একশ'বার বল্‌বো শালা—তোকে না বলি তোর আক্কেলকে বলি। স'রে পড়, নইলে চড় খাবি।

বিজয়। কি! জানিস্, আমি ভারত-সন্তান? আয় ফাইট।

উপেন। আয় ফাইট। (উভয়ে ঘুষি লড়িতে উদ্যত ও উভয়পক্ষীয় লোক—মার মার, মেরে ফেল, দু'ফাঁক করে দে—মুণ্ড উড়িয়ে দে ইত্যাদি কথন)

১ম-পা। বুঝুই এই বেলা।

২য়-পা। ঠিক বলেছিস্ সমুঙ্কি!

[পাইকগণ মোদককে পাতালিকোলা করিয়া প্রস্থান।

অধি। ওরে পালালো যে—পালালো যে—ওরে নিয়ে গেল যে, নিয়ে গেল যে।

বিজয় ইত্যাদি। আমরা ধ'র্‌বো—আমরা ধ'র্‌বো।

উপেন ইত্যাদি। কোন্ শালা ধরে? আমরা—আমরা।

[পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা দিতে দিতে প্রস্থান

* আঁদি। ও বাবা, তোরা আমার ধর্ম্ম বাপ! বুড়োরে ছেড়ে দে! ও বাবা, তোরা আমার ধম্ম-বাপ! বুড়োরে ছেড়ে দে! হেই বাবা! তোদের গড় করি, রাজা হ, বাবার রাজা হ; গরিব বুড়োরে ছেড়ে দে! বুড়ীর হাতের নো-গাছটা আর খসাস্ নে বাবা নে গেলি—নে গেলি? ও হাড়হাবাতীর ব্যাটারা, ও গায়ের মুখপো ড়ারা, ও ছাতিম-তলার কুত্তোরা, ও ভোঁটখেগোর ব্যাটারা, তোদের ভোঁটে আগুন লাগুক, বাড়ীতে জোড়া মড়া মরুক, কান্না উঠুক, ও ভোঁট খেগোরা,—ও ভোঁটখেগোরা—*

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

হাটতলা।

(বিজয়)

* বিজয়। রাস্‌কেল্‌স্! কাওয়ার্ডস্! লো-মাইণ্ডেড, ব্রুট্‌স্! এরা আবার মানুষ ব'লে পরিচয় দেয়! ভদ্রয়ানা কব্‌লায়! আমায় প্রমিস্ কোরে আশা দিয়ে শেষ মুখে স'রে পড়্‌লো! লজ্জা হলো না? সেন্সলেস ব্লাগার্ডস্! বড় লোকের মুখ দে'খে সব ভুলে গেল? বরদাবাবুর ছোট ভাই একবার ডেকে হেসে কথা কয়েছে, আর একবারে মনে কল্লে রাজত্বপদ পেলে! এরা আবার মানুষ! এরা আবার জেণ্টেল্‌ম্যান্ ব'লে পরিচয় দেয়! এই মুখে উপনে আবার নিজে কমিশনর

হবার ক্যাণ্ডিডেট্ হ'তে চেয়েছিল ? সত্যর না ভারী তেজ ? বড় মরাল্ করেজ ? দেখ্ছি গোপ্লা আর কেমন কোরে লাইব্রেরীর সেক্রেটারী থাকে! মাতাল হ'ক আর যাই হ'ক, মাণিক ওদের চেয়ে ঢের ভাল; আমাকে দিক না দিক, তবু তো বাবুদের বাড়ী পোলোয়া খাবার লোভে লবা মাঝী গোফরা সর্দ্দারকে ভোট দিলে না, নিউট্রাল রইলো। যাক, বেশ হয়েছে, ছোট লোককে ভোট দিয়ে ওদেরই অপমান, আমার কি ? আজ থেকে আমি একবার সোসাইটীকে দে'খে নেব! ম্যাড়াপাড়াকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাব! আচ্ছা, আজ থেকে দেশের শত্রু, ভারবর্ষের শত্রু হব! এই তোদের প্রগ্রেস্ ? যেখানে প্রগ্রেসেরই মুভ্মেণ্ট দেখ্বো, যেমন কোরে পারি, সেখানে বাধা দেব! ম্যাড়াপাড়া আমায় চিন্লে না ? আমিও ম্যাড়াপাড়াকে চিন্বো না। ওয়াইফ্কে ব'লে ক'য়ে রাজী কোরে এ দেশ ছেড়ে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে খুলেছে, অই দিক্‌বার কোন একটা ভাল বারে গিয়ে জয়েন্ করবো, তার পর একবার সেখানে থেকে টাকা কোরে একটু নাম কিনে, একটা টাইটেলটা আশটা পেয়ে যদি দেশে ফিরতে পারি, তখন একবার ম্যাড়াপাড়া রাখে, আমি দেখ্ছি! আর সব জেলেদের মানা কোরে দিচ্ছি যে, সত্যকে কেউ না চিকিৎসা করতে ডাকে,—বেটার পসার তো এক জেলে-পাড়াতেই।* উঃ উঃ উঃ! আমা-দের দ্বিজেনের মা আবার উপেনের বৌয়ের সঙ্গে সই পাতিয়েছেন! এবার টৌকো দই পাতাতে বল্‌বো! একবার মুখে বল্লে হয় "সয়া", এক লাঠিতে তার গয়া কোরে দেব!

(কয়েকজন বালকের প্রবেশ)

* বালকগণ।—

আয় কুড়ুসে হরির লুট ফুরুলো ভোটের কাজ।
হাটতলাতে নেপাল পাঁঠা জবাই হলো আজ॥

নেপাল। কে রে ছোঁড়ারা—কে রে ? আমার সঙ্গে মস্করা ?

১ ম বালক। না পাঁঠা মশাই, এগুলো আপনার জন্যে রসকরা।

বালকগণ। কে চটালে কে ঘাঁটালে ব্যা-ব্যা করে পাঁঠা!
চার ঠ্যাঙেতে তিড়িং মেরে গুঁতিয়ে বেড়ায় গাঁটা॥*

নেপাল। ও হারামজাদা বেটারা, ও হারামজাদা বেটারা! স্কুলে গিয়ে কি এই বিদ্যা হয়েছে ? আমি যে তোদের ঠাকুর-দাদার মগ্যি রে বেটারা। এক এক ব্যাটার

বালকগণ। একজোড়া সিং দু-জোড়া ঠ্যাং
তুমি আসল পাঁঠা।
কালীতলায় বলি হ'লে ঘোচে গাঁয়ের কাঁটা॥

নেপাল। কে শিখিয়ে দেছে বল্ তো? কে শিখিয়ে দেছে বল্? আয় তো বাবা রমণ, তোকে অনেকগুলো পেয়ারা দেব, আয় হাঁদা, তুইও আয়, তোকেও পেয়ারা দেব, পয়সা দেব, বল্ তো কে শিখিয়ে দেছে?*

বালকগণ। তুমি কালিয়া হবে কোর্ম্মা
হবে, হবে কোর্ম্মা কারি।
কমিশনর হ'তে গেলে এত কেন জারি॥

নেপাল। তবে রে নির্ব্বংশের বেটারা, ক্রমে মাথায় চ'ড়ে উঠেছ? চল্ ত তোদের ছাতিমতলার ঘাটে রেখে আসি।

(বালকগণের পশ্চাতে তাড়া দিতে দিতে শ্যামাকে ধরণ)

শ্যামা। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—ছেড়ে দে বল্‌ছি শালা,—

নেপাল। এই খা তো কানমলা,—পাঁঠার পোকে চেন না?

শ্যামা। ও মামা, পাঁঠা শালা আমায় ধরেছে—

নেপাল। তোর মামা এখন তোর মামীর কাছে ধামা বাজাচ্ছে।

বালকগণ। দে শালা পাঁঠা শেমোকে ছেড়ে, দে শালা পাঁঠা শেমোকে ছেড়ে। মার ছপ্‌টীর বাড়ী, মার ছপ্‌টীর বাড়ী;——

নেপাল। এই যে ছাড়্‌ছি,—যমালয়ে নিয়ে ছাড়্‌ছি।

বালকগণ। দুয়ো পাঁঠা—দুয়ো পাঁঠা, মার ছপ্‌টী, লাগা ছপ্‌টী!

[নেপালকে তাড়া করিতে করিতে বালকগণের প্রস্থান।

(অধিকারীর প্রবেশ)

অধি। দূর দূর আবাগের ব্যাটারা; অত বড় দিব্যিটে মান্‌লে না?—একশ'বার বল্লেম, আমার বাপের গালে—বাপের গালে, তা ব্যাটারা সে জায়গাটা বাঁচালে না? কামার ব্যাটার ময়রা ব্যাটার পায়ে ধর্‌লেম, আমলে আন্‌লে না? নন্দরাম অধিকারীর এত দিনকার মুড়ুলীতে কুড়ুল মার্‌লে? হা নির্ব্বংশের ব্যাটারা!—আচ্ছা, বোঝা পড়া হবে,—ব্যাটাদের ধার আছে না ভার আছে?—নইলে আমার বাপের গালে—বাপের গালে—
[প্রস্থান।

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। বেশ বাবা! সেল্‌ফ-গবর্ণমেণ্ট পাকা রকম এষ্ট্যাব্‌লিস হয়ে গেল; এখন যে যার ঘরে ব'সে আপনার রাজ্য আপনি শাসন কর. কেউ কারুর মুখ চাইবার দরকার নাই! ভোটের কি চোট বাপা! গাঁয়ে যা একটু একজোট ছিল, একেবারে টুটে ফেটে গেল! কারুর সঙ্গে কারুর আর মোটে পোট রইল না! ছেলাম বাবা—বিশ ছেলাম রাজনীতি তোমার খুরে! একটু ইংরেজী কিচিরমিচির কোরে সাবেক দলাদলিটে ঘুচ্ছিল, মিল-জুলটা হচ্ছিল, অমনই বিলেত থেকে টেলিগ্রাম চ'লে এল ভোট, এখন দেখে কে? বাপ ব্যাটাতেই চল্‌বে তলোয়ারের চোট! এত দিন একলা ছিলেন কোর্ট, এখন দোসর হলেন ভোট; নারদমুনি, তোমায় আর ঠোঁটটীও খুল্‌তে হবে না, ঋষিবর, এখন স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত হয়ে কৈলাসপুরে কি দারজিলিঙে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে হাওয়া খাও আর বীণ বাজাও। আর বাবা, চাঁদির চাকারও ভেল্কি দেখ্‌লেম খুব! স্বয়ং কল্কি অবতার হার মেনে যান; কেয়া বাত—কেয়া বাত! সব জেণ্টেল্‌ম্যান পলান্নের গন্ধে ভন্ ভন্ কোরে ঝোঁকে গিয়ে পড়্‌লেন। এঁরা সব মদ খান না, পাছে নেশার ঝোঁকে আপনার কাজ ভুলে

যান; এঁদের হাত ঠিক, পা ঠিক, চোখ নাক কান সব ঠিক, খালি কথাটী একটু বেঠিক। আর মাণিকলাল মাতাল,—পা টলে, গা টলে, মাথা টলে, খালি টলে না কথা। আমার কথাটী ফুরোলো, নটেগাছটী মুড়ুলো, তার পর কি বল্‌ছিলেম? অই যে ছাই ভুলে যাই,—না, আর কোয়াটা খানেক চাই—

(পরাণ চৌকীদারের প্রবেশ)

পরাণ। আরে মাণিকবাবু ম'শায় যে? একটু রঙে আছ দেখি,—আপনি যেযাওনি?

মাণিক। কোথায় বাপ পরাণ?

পরাণ। অই স্মৃট্‌কি রতন মোচ্ছবে। ওঃ! সে বড় ঢং হইছে; গোফ্‌রে আর লব্‌ধনারে যেন কেষ্ট ঠাকুর সাজিযেছে,—কপাল বটে ও দুটার! বাবুদের উপর চ'ড়ে বস্‌ছে, বাবুরা আপনি বলদ বনে হিচুড়ে সব টেনে আন্‌ছে।

মাণিক। পরাণচন্দ্র রামায়ণ গান কর্‌ছো বাবা? আয় বাবা বুকে আয়, একবার গলা ধ'রে করুণা কোরে কাঁদি! বাপ রে, পরাণ রে, এ কি ইলেক্‌সন্ রে বাপ? এ যে সহোদরে সহোদরে কনেক্‌সন্ সাফ্ কোরে দিলে!

নপথ্যে। দুয়ো পাঁঠা—দুয়ো পাঁঠা—দুয়ো পাঁঠা!

জয় গোফুর লবাই মাজি!

[পরাণের প্রস্থান।

(স্মৃতিরত্নের প্রবেশ)

স্মৃতি। এ কি—মাণিকচন্দ্র অমন কর্‌ছো কেন?

মাণিক। খুড়ো, জিহ্বা এখন আড়ষ্ট, স্মৃতিরত্ন উচ্চারণে বেজায় কষ্ট, নিজগুণে অপরাধ ভঞ্জন করো! কি কাণ্ড বাধালে বাবা, গ্রাম যে একেবারে লণ্ড-ভণ্ড হলো!

স্মৃতি। পাগলা, ভাবিস্‌নে, ভাবিস্‌নে, তোর প্রাণটা ভাল জানি; তোর চোখ দিয়ে মদ নয়, সত্যই জল বেরুচ্ছে বটে! তা ভয় নাই, সব ঠিক আছে;—লবাকে গোফ্‌রোকে দিয়ে পরশু তরশুই র‍্যাজান্ দেওয়াব, মেজবাবু আর বিজয়ই কমিশারী হবে। তা কি জান, একবার ব্রহ্মণ্য-তেজটা দেখিয়ে দিলেম, ছোকরাদের মেজাজ কিছু উদ্ধত,—আর অই নেপলা চামারটা ব্রাহ্মণকে বড় শক্ত শক্ত উত্তর কবেছিল,—তা যা হোক, কাজটা ভাল করিনি, না? কেমন মাণিক? ঠিক ঠিক, এতদূর করা ভাল হয়নি, আমিও কলির ব্রাহ্মণ তো বটে, কেমন—না? কাজটা ভাল হয়নি,—রাগটা বড় চণ্ডাল, বড় চণ্ডাল।

মাণিক। হ্যাঁ! খুড়ো, নারদ ঠাকুরের জারজ ব্যাটা।

স্মৃতি। হাঃ হাঃ হাঃ! বেশ বলেছিস্, বেশ বলেছিস্, যাক্, ভাবিস্‌নে, প্রায়শ্চিত্ত আছে—ওদেরও আমারও; এখন স'রে পড়ি, আর না,—কি বল মাণিক?

মাণিক। হ্যাঁ বাবা,—নারদ দারজিলিং গেছে, তুমিও একটু হাওয়া বদলাও গে, আমি আর একটু কারণ কোরে প্রাণটা ভ'রে করুণা করি গে বাপ!

স্মৃতি। আহা, বেঁচে থাক্, তোর প্রাণটা ভাল, প্রাণটা ভাল,—কাজটা কোরে ভাল করিনি—ভাল করিনি—

[উভয়ের প্রস্থান।

(ঢুলী, নিশানদার ও আঁদি সঙ্গে পরাণ চৌকীদারের প্রবেশ)

পরাণ। হিলিক্‌সন্, হিলিক্‌সন্, স্মৃট্‌কী-রতন মোচ্ছব! হিলিক্‌সন—গফুর লবাই হিলিক্‌সন! (গোফুর ও লবধন'ক ফুল্লপত্র দ্বারা ভূষিত করিয়া বিচিত্র-সজ্জিত গো-শকটারোহণে সত্য, উপেন বালকগণ প্রভৃতি দ্বারা টানিয়া আনয়ন)

সকলে। ট্রায়মফ্যাল এনট্রি! (Triumphal Entree) বলছ কি ? আমরা আপনারাই টানছি।

গোফুর। কোত্তারা কোত্তারা মোগারে ছাড়ান দেন, এ ফুল-পাতাগুলা খুলে লন, বিতিকিচ্ছিরি খোসবুতে মোর পরাণটা হেঁপিয়ে হেঁপিয়ে উঠ্‌ছে, মগ্‌জটা বন্‌ বন্‌ করি ঘুর্‌তি লাগিছে।

বালকগণ। জয় জয় গোফুর লবাই মাঝী।
হায় কি ভোটের কারসাজি ॥
হাকিম হলো লবাই ধন!
করবে গোফুর কমিশন ॥

লবধন। ওঁ বাঁবু মঁশায়া, আমার নাঁজ নাঁগছে, নাঁজ নাঁগছে, মোঁরে নেঁমিয়ে দেঁও, নেঁমিয়ে দেঁও ; তোঁমাগার বলদ্‌ কোঁরে গাঁড়ী টাঁনাচ্ছি, দেঁখ্‌লেই মোঁদের বৌ খেংরে দেঁবেক—খেঁংরে দেঁবেক। মোঁরে আঁর খেঁংরে না দিয়ে খাঁতি দিবেক না।

সকলে। হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে! থি চিয়ার্স ফর্‌ গোফুর্‌ অ্যাণ্ড লবাই! হিপ্‌ হিপ হুর্‌রে!

লবাই ও গোফুর। চিক্কুডোনা বাবুজীরে, পরাণ হেঁপিয়ে উঠে—

সকলে। হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে! থ্রি চিয়ার্স ফর্‌ ইলেক্‌কন! থ্রি চিয়ার্স ফর্‌ ইলেক্‌সন! হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে!

[গাড়ী টানিতে টানিতে সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

আলিপুর বেল্‌ভেডিয়ারের সিংহদ্বার-সম্মুখে মহিলাগণ।

(গীত)

বাবুদের আশার গাছে ফুল ধরেছে ফল্‌বে
এবার পাকাফল।
আসছে দেশে সর্ব্বনেশে টেক্‌স খাওয়া
মিনসেপল ॥
চোটা কোরে ভোটের ঘোঁটে ছুটছে
সবার পতি,
বরাট, বড়াল, লালবিহারী, প্রিয় পশুপতি,
কুমোরপাড়ার চণ্ডী চলে তার গম্ভীর
ভিতর সিংহবল ॥
কুমার দীনেন, রূপের ভূপেন,
কাল-কোল কালী,
মুখটী মলিন সোনার নলিন
কাজের ভাবনা খালি,
আপনি কামাই গণেশ, নিমাই,
দিলে হীরের ছেলে যুগল ॥
পূজে পিতৃচরণ রাধাচরণ চলে নরম চালে,
নাইকো জিরেন যাচ্ছে সুরেন
কথায় আগুন জ্বালে,
জ্বেলে ধর্ম্মের মশাল চল্‌লো ঘোষাল
ভেবে যুগল পদতল ॥
পরে হীরে পান্না যায় খান্না
সঙ্গে হরেরাম,
আদরে বদর চলে, ভুবন, বিষ্টু,
জহর গুণধাম ;
মান পেয়ে আজ যান মহারাজ
করতে আলো টাউনহল ॥
ওই যোগী নরেন চোগা পরেন বইতে
পরের বোঝা,
ভেবে ভেবে যাচ্ছে দেবী ফুলকোঁচাটি গোঁজা
(এখন) নয় সুধু' এন্‌' পুরো নগেন,
যান নিজের কাজে দিয়ে জল ॥
মুখে চিনি যায় মোহিনী, অখিল, দুর্গাগতি,
আয় দেখি আয় যায় রসরায়
কোন্‌ দিকে কার গতি,
মানীর মান কিন্‌তে কি ভাঙ্‌তে যায়
কোরে মিটিং ছল ;
দেখি সাধু কি পশুপতি—মতি
সরল কি খল ॥

চোরের উপর বাটপাড়ি

(প্রহসন)

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	বিষয়ী ব্যক্তি।
নারায়ণচন্দ্র বসু	...	...	বেকার ভদ্রসন্তান।
কাঙ্গালীচরণ	...	...	স্বর্ণকার।
গিন্নী	...	.	অঘোরবাবুর স্ত্রী।

ঝী, বাউলের দল ও ছোক্‌রা।

প্রথম দৃশ্য।

কাঙ্গালী স্বর্ণকারের দোকান।
কাঙ্গালী ও একটী ছোক্‌রা কর্ম্মে নিযুক্ত।

(নারায়ণের প্রবেশ)

কাঙ্গালী।—(হাতুড়ি ঠুকিতে ঠুকিতে গীত)

এসেছে নবীন আবার বাঙলা মুলুকে।
সে যে স্বাধীন হয়ে—কোরে বিয়ে,
কাল কাটাবে মনের সুখে॥
মানির বিত্তন্ত, জেনেছে মোহন্ত,
থাক্‌তে জীয়ন্ত, পরনারীর নামটী আন্‌বে না মুখে॥

হাঁগা নারাণবাবু, নবীন কি এখন লাট সাহেবের বাড়ীতেই আছে?

নারাণ। উঁহুঁ, সিমলে কোন্ বাবুদের বাড়ীতে আছে।

কাঙ্গালী। নিমাই বাবু বোল্‌ছিল কি ট্যাম্পল্ না টেম্পল সাহেবের বাড়ীতে বাসা লেছে।

নারাণ। আরে না; টেম্পেল সাহেব—এই ছোট লাট সাহেব আর কি—নবীনকে দয়া কোরে খালাস দিয়েছেন।

কাঙ্গালী। হাঁ গা, নবীন নবীন নবীন! নবীনটী কেমন?

নারায়ণ। কেমন আর, তুমি আমি যেমন। যা হোক একটা হুজুক কোরে অনেকে অনেক পয়সা রোজগার কল্লে, বিশেষ বটতলার বই-ওয়ালারা আর থিয়েটারওয়ালারা।

কাঙ্গালী। হাঁ ঠিক ঠিক, আমি একবার চা'র আনায় এক টিকিস্ কোরে ব্যাংগোলে মোহন্ত নাটক দে'খে এসেছি। আঃ! ভ্যালা যা হোক, এলোকেশীকে কেটে নবীন যে কল্লে, রক্তে রক্তপাত! চরকি ঘুরে পাগল

হ'ল, সেইখানটী বাবু আমায় বড় ভাল লেগেছিল।

নারাণ। আমি ও সব দেখেছি, আমার ক্রিটিকিট ছিল; মোহন্তের রামায়ণ পর্য্যন্ত দেখেছি।

ছোক্‌রা। মোহন্তের রামায়ণ?

নারাণ। আরে মোহন্তের "সাতকাণ্ড"! —ছোঁড়া নে তমাক সাজ—বুঝেছ হে কাঙ্গালীচরণ, যা বল বাবা সে দিন যে মোহন্তের ঘানি করেছিল, বহুৎ আচ্ছা! কোথা লাগে গ্রেট ন্যাশন্যালের "সতী কলঙ্কিনী"।

ছোক্‌রা। মিস্ত্রীমশাই, এক টাকা দিয়ে এক বোতল মোহন্তের তেল কিনে নে গেছ্‌লেম, তেলটার যে ঝাঁজ, দু-দিনে বুহুয়ের দাদ আরাম হয়ে গেল।

(অঘোরবাবুর প্রবেশ)

অঘোর। কি হে কাঙ্গালীচরণ, কত দূর?

কাঙ্গালী। কর্ত্তাবাবু, লমস্কার! বসুন; এট্টু পচ্চিম ঘেসে স'রে বোস তো লারাণবাবু।

অঘোর। তো বেটার কি "ন" বেরুবে না?

কাঙ্গালী। আজ্ঞে "লে" আমার কিছু কম এসে? আপনি জিনিসের কথা বল্‌ছিলে? এই রসানটা হলেই হয়?

অঘোর। সে কথা নয়—সেই সেই (ইঙ্গিত)।

কাঙ্গালী। (ক্ষণেক অঘোরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া পরস্পর ইঙ্গিতাভিনয়) ওঃ! মালের কথা? সে ঠিকই আছে।

(অঘোর ইঙ্গিতে নারায়ণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে নিষেধ।)

কাঙ্গালী। অঃ! তা থাক, ও খুব তয়ের লোক, এই সকের দলে থাকে, বরং ওঁকে লিন, খুব জোগাড়ে হবেক। কিছু (অঙ্গুলী দ্বারা টাকার ইসারা)।

অঘোর। বটে, ওহে বাপু, তুমি কি কাজ কর্ম্ম কর?

নারাণ। আজ্ঞে, এই মিউনিসিপ্যাল ট্রামওয়ে উঠে যাওয়া অবধি বেকার ব'সে ছিলেম, আবার ট্রামওয়ে হবে ব'লে ভাব্‌ছি মধ্যে দিন আষ্টেক সেন্‌সাসে ঠিকে খেটেছি —সেই অবধিই মিস্ত্রীর সঙ্গে আলাপ, এই-খানেই আপিস করেছিলেম।

অঘোর। তুমি এই পাড়ায় সেন্‌স করেছিলে? তবে এখানকার সব জানা-শুনো আছে; একটা কর্ম্ম আছে, পারবে? মিস্ত্রী যা বল্‌ছিল—ছিব্‌লেমো না কর তো বলি, তোমায় কিছু পাইয়ে দেব।

কাঙ্গালী। লা মশাই, খুব তয়ের আছে, এই সেদিন শান্তিপুরে একটা কাণ্ড গুচিয়ে এসেছে।

অঘোর। বাহবা! খুব তয়ের সার্টফি-কেটওয়ালা; বাহবা! আচ্ছা লাগে, সিকি তোমার—কেমন হে কাঙ্গালীচরণ?

কাঙ্গালী। আজ্ঞে, তা হ'লেই অযথেষ্ট হবেক্‌—ঢেক্‌!

নারাণ। কি বলুন না মহাশয়, তার পর দেখ্‌বেন, কাজের কাজী কি না।

অঘোর। কাজ আর কি হে বাপু, ভেঙ্গেচুরে বলি—হরতনের বিবিতে ইস্কাপ-নের টেক্কা তুরুপ কর্‌তে হবে।

নারাণ। যদি গোলাম বাইরে থাকে?

অঘোর। তবে খোলয়াড় কি?

নারাণ। দেখা যাক্‌ তো বেয়ে চেয়ে—ভেঙ্গেচুরে বলুন।

অঘোর। (ক্ষণেক নারায়ণের প্রতি চাহিয়া) হাঁ, পারবে, পারবে, না খেয়ে না দেয়ে চেহারাখানা করেছ ভাল। কিন্তু বাপু,

নেমকহারামি করো না। দেখ, স'রে এস, এই রাস্তা লম্বা ধ'রে গিয়ে, যে ডানহাতি গলীটে আছে জান, সেটায় যেও না, তার আগে আধরশিটাক গিয়ে ময়রার দোকান আছে জান, তারির তিন দরজা পশ্চিমে—মনে পড়েছে কি ?

নারাণ। আজ্ঞে বুঝেছি, ওপরে খড়খড়ে আছে তো ?

অঘোর। হাঁ, আচ্ছা দেখ, আজিই তুমি যেও, (কানে কানে কথা) তার পর যা যা হয়, পরে আমার সঙ্গে দেখা কোরে বল্‌বে।

নারাণ। আজ্ঞে, কখন্ তবে দেখা হবে ?

অঘোর। শোন বলি, (কানে কানে কথা) এই মোড়ের মাথায়। তবে দেখ, ভুলো না, আমি এখন চল্লেম।

নারাণ। আজ্ঞে, তবে আমিও যাই।

অঘোর। কাঙ্গালী, এখন চল্লেম হে, এঁকে ভাল কোরে বুঝিয়ে সুজিয়ে দিও।

[প্রস্থান।

নারাণ। কেমন ?

কাঙ্গালী। মন্দ নয়, আমাদের এই (টাকা বাজাইবার অভিনয়) হলেই হ'ল। তবে আপনি যাও, দেখো, মুখ থাকে যেন ?

নারাণ। হাঁ, যাই।

[প্রস্থান।

কাঙ্গালী। চল্ ছোকরা, আমরাও খাওয়া দাওয়া করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

—— ——

দ্বিতীয় দৃশ্য।

———

রাস্তা।

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারাণ। তাই তো, কোন্‌টা ঠাওরাতে পাচ্ছিনে, তিন দরজা—রাম, দুই, তিন দরজা। এই যে ওপরেও খড়খড়ে আছে, এইটেই বটে, যা হোক, একটু এদিক্ ওদিক কোরে দেখা যাক (শিশ দেওয়া)।

একদল বাউলের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

বাঃ ! বেশ সুবিধা হয়েছে ! বাউলের দল গান গাইতে গাইতে আস্‌ছে; পাড়ার সব লোক ছাদে উঠ্‌বে, আমারও দেখ্‌বার সুবিধা হবে (পাদচারণ)

(স্ত্রীপুরুষ বাউলগণের প্রবেশ)

(গীত)

"বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ববিদ্যালয়।
বাঙ্গালায় কন্যাদায়,
যত গৃহস্থ লোকেতে মারা যায়॥
না হ'তে এন্‌ট্রান্স পাস,
চায় গো রূপোর থালগেলাস,
বি এ সোনার ঘড়া গাড়ু, এমেতে সর্ব্বস্ব চায়॥
ক'নের বাপ বরকর্ত্তারে, কহিছে মিনতি কোরে,
তোমার এ গাঁট কসার চাপন,
আমার ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয়।
ছি ছি বঙ্গবাসিগণ, ঘৃণায় কি পোড়ে না মন,
পাঠা পাঠীর মতন কোরে কি
বেটাবেটী বেচ্‌তে হয়॥"

(জানালায় গিন্নী ও নীচের দরজায় ঝীর প্রবেশ)

ঝী। ওরে তোরা নূতন গান জানিস

বাউল। জানি বই কি ঠাকুরুণ।

ঝী। তবে গা দেখি, ওপরে গিন্নী আছেন, পয়সা দেবেন!

বাউলগণ।— (গীত)

"লেখা-পড়ায় রগড় কি।
ইংরাজীতে এলে বি এ পাশ করেছেন ঠাকুরঝী।
মুখুর্য্যেদের শশীশশী কুসুমকামিনী,
এরা জজের কেরাণী, মরি হায়;—
আবার লাট-কৌন্সলের মেম্বর হবে গো;—
মিত্তিরদের সেই বিরাজী।
রিশমী কোট আর কুসমী রঙ্গের ধুতি পরণে,
চীনের জুতা চরণে, মরি হায়;—
আবার কি শোভা পায় অ্যালবার্ট চেনে গো—
ষ্টকিনের উপরে মল ছ'গাছি॥
দাদার কষ্ট করতে নষ্ট, ত্যজে নারীর বেশ,
বউ পরেছেন মিলেটারি ড্রেস, মরি হায়—
আবার বিলাত যাবেন সভ্য হবেন গো;—
সিবিল সারবিস্ পাশ করিবেন শুনতেছি॥
মনে মনে হচ্ছে গো আবার আমার হোপ,
মেজদিদি ধরবেন এবার ষ্টেথিস্কোপ,
আবার বগলে দে থারমমিটের গো;—
নোট করিবেন ক' ডিগ্রী॥"

[পয়সা লইয়া প্রস্থান।

(গিন্নী ও নারায়ণের পরস্পর ইঙ্গিত)

গিন্নী। ঝী (ইঙ্গিত)।

ঝী। ওগো বাবুটী, আপনি একবার এই দিকে আসুন।

নারাণ। (সাগ্রহে) কাকে? অ্যাঁ! অ্যাঁ! আমাকে?

ঝী। একবার এইদিকে আসুন, একটু দরকার আছে।

নারাণ। কেন, কেন গা?

ঝী। আসুন না বলি।

নারাণ। (স্বগত) কপাল বুঝি ফিরলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

(গিন্নী ও নারায়ণের প্রবেশ)

গিন্নী। এস না, ভয় কি? এখন কেউ আসবে না, তুমি পুরুষ মানুষ—তোমার এত ভয়?

নারাণ। না না, আমি ভয় কচ্ছিনে; তবে কি, তোমার স্বামী যদি হঠাৎ এসে পড়ে, তাই—

গিন্নী। অমন ঢের হঠাৎ এসেছে। আসে তখন তার উপায় হবে; সে তো আর তোমায় ভাবতে হবে না; এখন তুমি বসো, আমোদ কর, আমি অমন গুজগুজে লোক ভালবাসিনে।

নারাণ। না না, আমোদ করবো না তো এলেম কেন? আমি তোমার কথা শুনে অবধি পাগল হয়ে বেড়াচ্ছিলেম; ক'দিন ধ'রে রোজ এই রাস্তায় কতবার পাল্‌টি মেরেছি, আর এই খড়খড়ি পানে তোমার আশায় হাঁ কোরে চেয়ে থেকেছি—বাড়ী খুঁজতে কম কষ্ট হয়েছে—রাম, দুই, তিন দরজা!

গিন্নী। সে কি?

নারাণ। আছে বাবা! তোমার বাড়ীর ঠিকানা।

গিন্নী। সত্যি বল না, আমার কথা তুমি কোথা শুনলে?

নারাণ। ভাই, পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'লে কি সরোবরের সন্ধান ব'লে দিতে হয়, তার সৌরভই ভ্রমরকে টেনে আনে।

গিন্নী। বেশ ভাই, এতহাত নিলে, কিন্তু এ যে নীলপদ্ম।

নারাণ। ক্ষতি কি, আমিও তোমার উপযুক্ত হনূমান্, যত্ন কোরে তুলে লয়ে প্রভু রামচন্দ্রকে উপহার দেব।

গিন্নী। না ভাই, আমার রামে শামে কাজ নেই—তুমি আমার বাম হয়ো না। (হস্ত ধরিয়া) বাস্তবিক ভাই, কে জানে, তোমার চখে কি আছে, এক চাউনিতেই আমায় পাগল করেছে! কিন্তু ভাই, তোমাদের বিশ্বাস কি, দু-দিন বাদে চিন্‌তে পার্‌বে না।

নারাণ। না ভাই, যথার্থ বল্‌ছি, তোমায় আমি ভুল্‌বো না, তবে কি—

গিন্নী। বল না কি বল্‌ছিলে?

নারাণ। আর কিছু না, তবে আমার মত লোকের এ কাজ পোষায়ও না, সাজেও না।

গিন্নী। কেন, তোমার কি দাঁত পড়েছে না চুল পেকেছে? (চিবুক ধরিয়া) এই তো দিব্বিটী!

নারাণ। তা না ভাই, ভদ্র লোকের ছেলে হাতে পয়সা না থাকলে কিছুই ভাল লাগে না; কাজকর্ম্মের চেষ্টায় ঘুর্‌বো, না আমোদ কর্‌বো?

গিন্নী। কোথায় তুমি কাজকর্ম্ম কর্‌তে যাবে? তা হ'লে তোমায় আমি দিনের বেলায় পাব না, তোমার যখন যা দরকার হয়, আমায় বলো—তাতে আর লজ্জা কি? আমার যা,তা তোমারই।

নারাণ। (স্বগত) মন্দ নয়, আহার ওষুধ দুই! তবে আর ভাবনা কি? (প্রকাশ্যে) ভাই, আমায় যা বল্‌বে, তাই কর্‌তে প্রস্তুত আছি, আজ অবধি আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে রইলেম।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

নেপথ্যে। গিন্নি—

নারাণ। (সভয়ে) অঁ্যা—অঁ্যা—কি—কে—কে—কি হবে?

গিন্নী। চুপ কর। নিদ্রা-বিকৃত স্বরে অঁ্যা—যাই।

নেপথ্যে। গিন্নি—গিন্নি—

নারাণ। ওই গো! ওই! কি হবে, কোথা দিয়ে বেরুব!

গিন্নী। ভয় কি? চুপ কর না, বেরুবে আবার কোথায়? ঘরেই তোমায় লুকুচ্ছি।

নারাণ। ও বাবা! এই ঘরে?

গিন্নী। চুপ কর না—এস—যাও।

(টেবিলের নিম্নে নারায়ণকে লুকাইয়া, গিন্নীর টেবিলের উপর টেবিল-ক্লথ বিস্তারণ ও পরে দ্বারোদ্ঘাটন)

(অঘোরের প্রবেশ)

অঘোর। সাত ঘণ্টায় দরজা খোলা হয় না? দোর দিয়ে ব'সে কার সঙ্গে গল্প হচ্ছিল?

গিন্নী। যমের সঙ্গে! আর কার সঙ্গে? তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

অঘোর। আমার নানান্ কাজ, নানান্ ঝঞ্ঝট্।

গিন্নী। আর আমার কাছে বসা তোমার একটা কাজ নয়? আমি একলাটী থাকি কি কোরে বল দেখি? ঘুমিয়েও সুস্থির নেই, এমনি একটা বদ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম—

অঘোর। (সহাস্যে) ওঃ! তাই বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বক্‌ছিলে? আমি বলি বুঝি কার সঙ্গে গল্প কচ্ছিলে!

গিন্নী। এমনি তোমার মনই বটে! এখন জলটল খাবে?

অঘোর। না, শরীরটে ভাল নেই, এখন খাব না; আস্‌তে একটু রাত্তির হবে, তাই বল্‌তে এলেম।

গিন্নী। না না, রাত করো না, মাথা খাও, আমি একলা থাক্‌তে পরবো না।

অঘোর। না, বড় বেশী হবে না।

[প্রস্থান।

গিন্নী। যেও না—যেও না, আমার মাথা খাও, যেও না, ওগো যেও না;—যাও অধঃ-পাতে যাও।! নিমতলার নতুন ঘাটে যাও! (সহাস্তে নারায়ণের প্রতি) এস—বেরিয়ে এস!

নারাণ। গেছে না কি?

গিন্নী। হাঁ, আর ভয় কি?

নারাণ। না, ভয় আর কি—খুব যা হোক্‌!

গিন্নী। ব'স, ভাল হয়ে ব'স।

নারাণ। না ভাই, আজ আমি আসি।

গিন্নী। সে কি, জলটল খাও—ঝি—জল-খাবারটা দিয়ে যা না।

নেপথ্যে ঝী। যাই।

[জলখাবার দিয়া ঝীর প্রস্থান।

গিন্নী। এস—জল খাও।

নারাণ। না, আজ আর থাক—

গিন্নী। এই তো ভাই, তুমি আমায় ভাল-বাস না—তা হ'লে খেতে।

নারাণ। না না, খাচ্ছি—

গিন্নী। তুমি ভাব্‌ছ কি? এই খাও—(মুখে তুলিয়া দেওন)।—

নারাণ। তুমি খাও (উভয়ে আহার) তবে আজ আমি আসি—

গিন্নী। নিনান্তই কি না গেলে নয়?

নারাণ। আমার একটু বিশেষ দরকার আছে।

গিন্নী। তবে কা'ল এমনি সময়—বরং একটু সকাল সকাল আস্‌বে? আমার মাথা খাও।

নারাণ। ছি! ও কথা বল্‌তে আছে, আমি আসবো।

গিন্নী আস্‌বে?

নারাণ। আসবো।

গিন্নী। আস্‌বে?

নারাণ। আস্‌বো।

গিন্নী। আস্‌বে?

নারাণ। আস্‌বো।

গিন্নী। ভাই, প্রাণ রইল তোমার কাছে। (নারায়ণের পকেটে একটী মনিব্যাগ প্রদান)

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

রাস্তা।

(অঘোরবাবুর প্রবেশ)

অঘোর। কৈ, এখনও তো আস্‌ছে না, দেরী হচ্ছে কেন? বোধ হয় সে যায়নি? আমার সঙ্গে ঠিক পাঁচটার সময় দেখা কর্‌বার কথা—পাঁচটা ছেড়ে সাড়ে সাতটা হতে গেল,—কেন এত দেরী হচ্ছে, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। পাছে আমার দেরী হয়, সেই জন্য যা আমি বাড়ীতে জল পর্য্যন্ত খেলেম না, গিন্নী কত অনুরোধ কল্লেন, তবুও এক দণ্ড দাঁড়ালেম না। বোধ করি, ছোক্‌রা সাহস কোরে যেতে পারেনি, ছেলে মানুষ! কাজালী যেমন সেক-রার ঘরের বোকা, তা ছেলেমানুষটাকে জোটালে। (চিন্তা) কিন্তু ছোক্‌রা চালাক আছে, চেহারাটাও মন্দ নয়; কাজ যদি গোছাতে পারে, তা হ'লে এবারি ফারচুন (fortune) ফিরে যাবে; যা হোক্‌ দেখা

থাক্। (চিন্তা) ঐ না কে আস্‌ছে ? ঐ তো বটে, হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছে, বোধ করি সফল হয়েছে. তা না হ'লে মুখে হাসি আস্‌তো না; দেখি ও এসে আমায় খোঁজে কি না।

(অন্তরালে অবস্থিতি)

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারাণ। বাহবা কি বাহবা! খাওয়ালে দাওয়ালে আবার টাকা দিলে! এ তো বেশ মজা! বুড়ো বেটা তো আচ্ছা চার আমায় দেখিয়েছে। কথায় বলে "খোদা যব্ দেগা তো ছাপ্পর ফোড়্‌কে দেগা" তাই হয়েছে আমার। ড্যাম্ ট্রাম্‌ওয়ে! আর চাকরীর জন্তে সেন্‌জাবু খোসামোদ করতে হবে না, বুড়োকে কিছু ভাগ দিতে হবে, একলা সব ভোগ করা হবে না, তা হ'লে ধর্ম্মে সবে না। যা হোক, আজ এ টাকায় আমার বড় উপকার দেবে, টাকা যে আজই পাব, তা তো আশা করিনে।

অঘোর। (নিকটে আসিয়া) কি হে, ভারী হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছ যে—খবর কি?

নারাণ। খবর মহাশয় খুব ভাল! মধ্যে আবার বড় রগোড় হয়ে গেছে—

অঘোর। কি কি! শুনি, বল দেখি?

নারাণ। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বলি শুনুন।

অঘোর। বল—বল—বল।

নারাণ। অনেক খুঁজে পেতে তো বাড়ী বের কল্লেম, রাম, দুই, তিন দরজা যেমন ব'লে দিয়েছিলেন;—কি করি ভেবে সেইখানে বেড়াচ্ছি আর শিশ দিচ্ছি—এমন সময় একদল বাউল গান গাইতে গাইতে উপস্থিত। আমারও সুযোগ হলো, যা ভেবেছিলেম তাই—ঝাঁ কোরে ওপরকার খড়খড়ে খুলে গেল—আর তার ভেতর মোহিনীমূর্ত্তি—দুজনেরই চোখ খেল্‌তে লাগ্‌লো—এমন সময় একটা ঝী এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল;—বাড়ীর ভেতর যাবামাত্র গিন্নী খাতির কোরে ঘরে নে গিয়ে বসালেন; ভারী ফূর্ত্তি, যেন কতকালের আলাপ-পরিচয়, এমন সময় –

অঘোর। কি কি, এমন সময় কি হলো?

নারাণ। বাড়ীর কর্ত্তাশালা এসে দরজায় ধাক্কা—"গিন্নি, গিন্নি"—বেটার যেন বাবাকেলে গিন্নী! আমি তো আড়ষ্ট—আকাট মেরে গেলেম!—গিন্নী আমার তুনিয়া দৃক্‌পাতে আনেন না, আমায় টেবিলের নীচে না লুকিয়ে রেখে, সাম্‌নের কাপড়টা টেনে দিলে। সে বেটা এসে দুই একটা কথা ক'য়ে বিদায় হলো; সেও গেল; গিন্নী আমায় টেনে বের বল্লে। তার পর জলটল খাওয়া গেল, ঢের মাথার দিব্যি দিলে কা'ল যাবার জন্যে। তার পর এই টাকার ব্যাগ লুকিয়ে আমার পকেটে ফে'লে দিয়েছে।

অঘোর। (স্বগত) কি হলো? এ যে আমারই মনিব্যাগের মত দেখ্‌ছি! বেটা আমারই সর্ব্বনাশ করেছে না কি? না, এমন ব্যাগও তো অনেকের থাকতে পারে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ঘরটা কেমন সাজান বল দেখি?

নারাণ। তা মহাশয় বেশ! কৌচ আছে; একখানা, একটা টেবিল আছে, ঐ যার নীচে আমি লুকিয়ে ছিলেম, খানকতক চেয়ার আছে, একটা সিন্দুক আছে, এক কোণে একটা কিসের পিপে আছে।

অঘোর। (স্বগত) বেটা বলে কি! আমায় আশ্চর্য্য করে তুল্লে যে! অ্যাঁ, ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে আমরাই সর্ব্বনাশ! ধর্ম্ম জানে! ভাল, একজামিন করতে হবে। (প্রকাশ্যে) ঠিক ঠিক, ঐ বটে, তা তুমি আবার কা'ল যাবে?

নারা। যাব বৈ কি মহাশয়, আমায় মাথার দিব্বি দিয়ে তিন সত্য কোরে নিয়ে তবে আস্‌তে দিয়েছে !

অঘোর। তবে কা'ল যেও, ভাল কোরে আমার কথাটা তুলো। মাছটা খেলিয়ে ডেঙ্গায় সাবধানে তুল্‌তে পাল্লেই তোমারও ফাৰ্চুন ফিরবে, আমারও ফাৰ্চুন ফিরবে।

নারাণ। মহাশয়, এতে দু'শ টাকা—টাকায় আর নোটে আছে, তা আমায় সিকি দিয়ে বাকি আপনি নিন।

অঘোর। না না, তোমার এখন নিতান্ত অভাব, বেকার অবস্থায় আছ, ও টাকা তুমিই নাও, যখন ভারী দাঁও হবে, তখন তুমি ভাগ দিও।

নারাণ। নমস্কার, নমস্কার, এখন তবে আসি মহাশয়।

অঘোর। হাঁ, আমিও যাই—দেখ, ভুলো না।

নারাণ। আজ্ঞে না, নমস্কার।

[প্রস্থান।

অঘোর। আমার মনে যে বড় সন্দেহ হচ্ছে, বেটা কি শেষকালে আমারই সর্ব্বনাশের যোগাড় কল্লে—অ্যাঁ! যাই হোক্, কাল তক্কে তক্কে থাক্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অঘোরবাবুর অন্দর।

গিন্নী ও নারায়ণ।

নারাণ। বলি, আজ আবার আস্‌বে না তো?

গিন্নী। আসে, তার উপায় করা যাবে দেখেছ তো সাহস।

নারাণ। তা তো খুবই দেখিয়েছ।

গিন্নী। এস ভাই, আমরা বৃন্দাবনে চ'লে যাই।

নারাণ। বৃন্দাবনে যেতে হবে কেন? তুমি যেখানে, সেইখানেই আমার বৃন্দাবন।

গিন্নী। এক জিনিস খাবে?

নারাণ। কি?

গিন্নী। খাও তো বলি।

নারাণ। তা তুমি যা দেবে, তাই খাব, এখন তুমি আমার—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা,
যস্য কন্যা বিবাহিতা।"

গিন্নী। ঐ দেখ দেখি ঐ বেশ, এই আমি ভালবাসি (মদ্যের শিশি আনিয়া) তুমি এমনি কোরে আমোদ কোরে কথা কও, তোমার কিসের ভয়? যখন আমার কাছে আছ, তখন মনে কর, গড়ের মাঠের কেল্লায় আছ। (মদ্য প্রদান)

নারাণ। অ্যাঁ! এ কোত্থেকে পেলে?

গিন্নী। মিন্‌ষে খায়, আমাকেও শিখিয়েছে, বলে,—"তোর অম্বলের ব্যায়রামের উপকার হবে!" আমি—"সেধো ভাত খাবি না হাত ধোব কোথা?"

নারাণ। যদি আসে?

গিন্নী। আসে আমার মুখের কাছে দাঁড়াতে পারবে না। তার ভয় কি, তুমি খাও, আমোদ কর।

নারাণ। আমোদ কর্‌বো বৈ কি, তুমি প্রসাদী কোরে দাও।

গিন্নী। (মদ্য অর্দ্ধপান করিয়া নারায়ণকে প্রদান।)

নারাণ। (পানান্তে) বাঃ! এ যে ব্রাণ্ডি! চাকরী গিয়ে অবধি যা কাঙ্গালীর কাছে

একটু আধটু খাঁটি খেতেম, ব্রাণ্ডির টেষ্ট্ তো ভুলেই গিয়েছিলেম।

গিন্নী। তবে আর এক গেলাস খাও।

নারাণ। দাও, তোমারি হাতে প্রাণ সমর্পণ করেছি, কি দেবে দাও।

গিন্নী। (মদ্য পাত্রে ঢালিয়া গীত)

"কি দিব কি দিব তোমায় মনে ভাবি আমি।
সকলকারি সকল আছে,
আমার কেবল তুমি!

নেপথ্যে। গিন্নি—গিন্নি! দরজা খোল—জল্‌দি খোল।

নারাণ। (সভয়ে) আবার আজ যে, কি হবে? ও গিন্নি, আমি গেছি, রক্ষা কর। নেশা হয়েছে, কি হবে? তুমি না রাখ্‌লে কে রাখ্‌বে? তুমি আমার সব, তুমি আমার সব, তুমি আমার প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।

গিন্নী। চুপ কর—চুপ কর, হচ্ছে!

নারাণ। আর চুপ কর! আমি টেবিলের তলায় যাই, তুমি সাম্‌নের কাপড়টা টেনে দাও! (টেবলের নিম্নে লুকাইতে উদ্যত)

গিন্নী। না না, আজ ওখানে নয়, এস—এস, এই পিপের ভেতর যাও।

নারাণ। পিপের ভেতর কি কোরে যাব?

নেপথ্যে। দরজা খোল না গিন্নি! দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রয়েছি, উত্তর নেই।

নারাণ। ঐ—ঐ, শীগ্‌গির, শিগ্‌গির—

গিন্নী। (কাতরস্বরে) ওঃ—ওঃ—আঃ—আঃ (নিম্নস্বরে) যাও, পিপের ভেতর যাও, ওতে বিলিতী মাটী ছিল—অ্যাঃ! ওঃ!

(নারায়ণের পিপের মধ্যে লুক্কায়িত হওন)

গিন্নী (কাতরস্বরে) ওঃ—আঃ—

(দ্বারোদ্ঘাটন)

(অঘোর প্রবেশ করিয়া টেবিল উল্টান)

গিন্নী। (পেট টিপিয়া) ওরে বাবা রে! দেখ দেখি, আমি মরছি একে, আবার কোথা থেকে ছাই-ভস্ম গিলে মাতাল হয়ে এসেছে।

অঘোর। মাতাল হয়ে এসেছে বৈ কি! বের কর, বের কর—জল্‌দি বের কর—।

গিন্নী। অ্যাঁ, কি বল্‌ছো গো; বোস, মাথায় জল দি, অ্যাঁ—ওঃ—আপনার এক্‌তার বুঝে খেতে পার না? অ্যাঁ—ওঃ—ঘরে এসে খেলে হ'ত না?

অঘোর। ঘরে এসে তোমার মাথা খেতে হবে!

গিন্নী। আহা হা!—তাই খাও গো, তাই খাও! আমার হাড়্‌টা জুড়ুক! উঃ—উঃ, বড় বেদনা! একটু ঐ তোমার ঔষধ খেতে গেলুম, তাও প'ড়ে গেল, ওঃ—ওঃ—ওঃ—পেট্‌টা সেঁটে ধল্লে যে গা!

(কাতর হইয়া উপবিষ্ট)

অঘোর। আচ্ছা, আমি বসন্তবাবুকে পাঠিয়ে দিই গে, দু-মিনিটে ভাল কোরে দেবে এখন।

গিন্নী। না গো না, সাগুর বীচিতে আমার কিছু হবে না, আমার পেটে বেলের-চারা বসাতে হবে।

অঘোর। তবে আমি কানাইবাবুকে পাঠাই গে, বেলের চারা হোক্, তালের চারা হোক, যা হয় সেই দেবে; আমি আর দেরী করতে পারিনে, দেখ্‌ছি, আমার একুল ওকুল দু-কুল গেল—মোড়ের মাথায় দেখি, সে যদি আসে, ছোঁড়া কি যে কচ্ছে, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

[প্রস্থান।

গিন্নী। (কাতরস্বরে) ওঃ—ওঃ—ওঃ—(হাস্য) হা। হা। হা। আপদ্ গেছে; উনি

মনে করেন, ওঁর বড় বুদ্ধি! উঁকি মাচ্ছো কি? এস, আমার প্রাণের ধন পিপের রতন!

(নারায়ণকে পিপের মধ্য
হইতে বহিষ্করণ)

বিলিতী মাটী গায়ে লেগেছে, বিলিতী জল খাও, ধুয়ে যাবে এখন।

নারাণ। না, আজ আর নয়, আমার নেশা হয়েছে; এখন আমি রোজ আস্‌বো—তোমার খুব বুদ্ধি!

গিন্নী। এ কাজে বুদ্ধি আপনিই এসে পড়ে।

নেপথ্যে। মা ঠাকরুণ, একবার এ ঘরে আস্‌বে গা, তা হ'লে ঘরটা পরিস্কার করি।

গিন্নী। এস ভাই এস, আমরা ও ঘরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

রাস্তার মোড়।

(অঘোরের প্রবেশ)

অঘোর। তাই তো, আমায় যে বিষম সমস্যায় ফেল্লে! কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, টেবিল ফেবিল তো সব খুঁজ্‌লুম, কিছুই তো নয়! আমার মিছে সন্দেহ; গিন্নী আমার তেমন নয়! কত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, ব্যায়রামটা রয়েছে বটে, উচ্ছন্ন—না না, মূর্চ্ছা যাবার মত হয়েছিল। ডাক্তারদেরও দেখা পেলেম না ছাই! এটা গেছে কালেজে, ওটার হয়েছে পেটে ফোড়া, দেখি রাত্তিরে পাই যদি। আজ একলা ফেলে আসা ভাল হয়নি; কি করি, তা ব'লে আমি তো আর এ কাজ ছাড়্‌তে পারিনে। এই যে আমার কাঙ্গালার "নারাণ" আস্‌ছে! কি হে, ভারী স্ফূর্ত্তি যে, খবর কি? আজ আমার কথা কিছু ঘা ঘো দিয়েছিলে?

নারাণ। আজ্ঞে না, আজও পারিনি।

অঘোর। হুঁ—

নারাণ। আপনি দুঃখিত হবেন না, অচিরাৎ ফল প্রসব করবে, আমি আপনার কাজ খুব কচ্ছি, আমি নেমকহারাম নই আজ হলো কি—

অঘোর। হাঁ হাঁ, কি হলো—কি হলো?

নারাণ। সে দুঃখের কথা কবেন না। শুনুন, আজ তো গিয়ে জলযোগ কল্লেম, গিন্নী আবার খানিক ব্র্যাণ্ডি বের কোরে দিলে, বল্লে, আমার ভাতার অম্বলের ব্যায়রাম ভাল হবে ব'লে আমায় খেতে শিখিয়েছে। ব্রাণ্ডি এক গেলাস খেয়ে আর এক গেলাস খাচ্ছি, এমন সময় তার ভাতার শালা এসে পড়্‌লো। মাগীর ভারী বুদ্ধি, আমায় টেবিলের নীচে না লুকিয়ে আজ পিপের ভেতর লুকুলে, তার পর যেন ব্যাম হয়েছে দেখিয়ে আঁ উঁ কোরে কপাট খুলে দিলে। মিন্‌ষে এসে টেবিলটা উল্টেপাল্টে একেকার—আমায় কোথায় পাবে? তার পর মাগী তাকে মাতাল ব'লে ধম্‌কালে—মিন্‌ষে ডাক্তার ডাক্‌তে গেল—আমি আবার বের হয়ে অন্য ঘরে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ কল্লেম।

অঘোর। (স্বগত) কি বাবা! কি এ? আমি ভানুমতীর খেল দেখ্‌ছি না কি! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তার স্বামীকে তুমি দেখেছ?

নারাণ। না মহাশয়, গুওটা যতক্ষণ হুঙ্কার ঝাড়্‌ছিল, আমি ততক্ষণ কেবল পিপের পতর গুণ্‌ছিলেম।

অঘোর। (স্বগত) আচ্ছা! আর একদিন

দেখ্‌বো।—(প্রকাশ্যে) দেখ, কা'ল তুমি আমার কথা পাড়্‌তেই চাও। কা'ল ঠিক তিনটার সময় যেও, আমার সঙ্গে এখানে ঠিক চারটার সময় দেখা হবে। হাঁ, আজ আর কিছু দেছে?

নারাণ। আজ্ঞে না, পয়সা-কড়ি কিছু দেয়নি। আর রোজ রোজ?

অঘোর। হাঁ হাঁ, তুমি যাও।

[নারায়ণের প্রস্থান।

বার বার তিনবার! কা'ল এস্পার কি ওস্পার! কিন্তু ঐ ঘরে কোথায় লুকুবে? যাই, কা'ল আমি সাড়ে তিনটার সময় হাজির হচ্ছি।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অঘোরবাবুর অন্দর।

নারায়ণ।

নারাণ।—

"ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।
আনাড়ীর ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে॥"

দীনবন্ধু মিত্র ঠিক ব'লে গেছে; পরের তালুকে কি মৌরস বন্দোবস্তই আমার হয়েছে, তবে বুড়ো বেটাকে কিছু কিছু দালালী দিতে হবে; তা দিলেমই বা, গিন্নীর আমার উপর যে রকম নেক্‌-নজর দেখ্‌ছি; এখন এ বাড়ী ঘরদোর সব আমারই। বুড়োটা বোধ হয় আমায় কিছু সন্দেহ কচ্ছে, তাকে টাকা-কড়িরই ভাগ দেব, গিন্নী আমার।

(জলখাবার লইয়া গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নী। এস, জল খাও, খেয়ে দেয়ে—

নেপথ্যে। গিন্নি! ও গিন্নি!

নারাণ। আজই আমার কবর! টেবিল গেছে, পিপে গেছে, এবার কোথায় যাব?

নেপথ্যে। গিন্নি, গিন্নি!

গিন্নী। যাই, সবুর সয় না? (মৃদুস্বরে) এস, এস। (ব্যস্তভাব)

নারাণ। কোথা যাব? গেছি যে! আজ যে মিন্‌ষের ভারী চড়া মেজাজ? আজ পেলেই আমায় কীচকবধ কর্‌বে।

নেপথ্যে। কচ্ছো কি? দরজা খোল না, ঘরে কে আছে বুঝি? এখনও পার কর্‌তে পারনি?

গিন্নী। হাঁ, আছে তোমার যম, যে তোমার ঘাড় ভাঙ্‌বে; কাপড়টা পর্‌তে তর সয় না?

নারাণ। ওগো, কোথা যাব গো? পিপেয় যাব, না ঘাঁটী বদ্‌লাবে? আর ত জায়গা দেখিনে।

গিন্নী। এস, এই সিন্দুকের ভেতর যাও।

অঘোর। ভাঙ্‌লেম দরজা, চালাকি! আমি ঐ কর্ম্ম কোরে বেড়াই, আমার সঙ্গে চালাকি! আমার কাজ হলো ঐ—

নারাণ। গেল গো, গেল গো! গিন্নি, রক্ষা কর আমার টাকা-কড়ি দরকার নেই—কিছু চাইনি, তুমি আমায় প্রাণে বাঁচাও, তুমি আমার ধর্ম্মবাপ।

গিন্নী। ভাল অজবুক! এস, এবার না বাড়ী ছাড়্‌লে চল্‌বে না, বড় বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি, সন্দেহ করেছে;—যাও এই সিন্দুকের ভেতর যাও।

(নারায়ণকে সিন্দুকের মধ্যে লুক্কায়িত করণানন্তর দ্বারোদ্‌ঘাটন)

(অঘোরের বেগে প্রবেশ)

(অঘোরের পিপা গড়াইয়া টেবিল উল্টাইয়া অনুসন্ধান)

গিন্নী। কি হয়েছে কি? খুঁজ্‌ছো কি? দেখ্‌ছ কি?

অঘোর। কোথায় লুকুলি বল্? দরজা খুল্‌তে দেরী হলো কেন?

গিন্নী। হলো তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন কচ্ছিলেম ব'লে।

অঘোর। এ সব জলখাবার সাজান হয়েছে, তোমার কোন্ বাবার—

গিন্নী। এই তোমার—তোমার!

অঘোর। জলখাবার সাজাতে সাজাতে কি দরজাটা খোলা যায় না?

গিন্নী। কর্‌তে পার না এসে গিন্নীপনা? আমার এমন স্বভাব নয় যে, আমি হাতের কাজ না সেরে অন্য কাজে হাত দিই; এর আধখানা ওর আধখানা আমার ভাল লাগে না।

অঘোর। রেখে দাও তোমার ছেনালি, আমি ও সব শুন্‌তে নেই চাতা হ্যায়! বের কর্!

গিন্নী। বের করা স্বভাব তোমার, তুমিই বের কর; পরের বউ-ঝী বা'র কর্‌তে তুমিই খুব তয়ের।

অঘোর। ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে, কোথা আছে বল্, নইলে—

গিন্নী। (ক্রন্দন) নইলে কি মার্‌বে না কি? মারো, মেয়ে মানুষ না হ'লে তোমার আর জোর খাটবে কোথায়? আমার স্বামী হয়ে আমার উপর সন্দেহ কত্তে? যদি সন্দেহ করেছ, আর তোমার ঘরে আমার থাকা উচিত নয়; আমায় রেখে এস বাপের বাড়ী, তারা পেটে জায়গা দিয়েছে, হাঁড়ীতেও জায়গা দেবে, আমার শাশুড়ী তো আমায় নিতান্ত ডোমের চুবড়ি ধুয়ে আনেনি।

অঘোর। যাও বাপ্‌কা বাড়ী, আমি নেই চাতা হ্যায়! তোমার মত মাগ আমার ঢের ঢের মিলেগা! আমার মেজাজ গরম হয়ে গেছে।

গিন্নী। আমি এখনই বাপের বাড়ী যাব, এত অপমান?" আপনার স্বামীর হাতে এত অপমান? আমি যেমন ভাল আছি, আজকের বাজারে এমন কে থাক্‌তে পারে? রেখে এস আমায় বাপের বাড়ী, নইলে এখ-নই আমি গলায় দড়ি দেব।

অঘোর। আচ্ছা, আমি ডোন্‌কেয়ার করিনে! এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি

গিন্নী। পাঠিয়ে দিচ্ছি নয়, আমি এক-বারে ফারখৎ চাই, আমি মনে কর্‌বো, বিধবা হয়েছি; তুমি নিজে আমায় রেখে এস।

(ক্রন্দন)

অঘোর। কি! আমায় নিজে রেখে আস্‌তে হবে? আমার খুব সন্দেহ হয়েছে, আমি আর তোমায় চাইনে! ভাল, নিজেই রেখে আস্‌ছি।

গিন্নী। এই নাও তোমার জিনিসপত্র, আমি চাইনে। (অলঙ্কার মোচন) আমার বাপের বাড়ীর জিনিস আমায় বুঝিয়ে দাও।

অঘোর। নে যাও তোমার বাপের বাড়ীর জিনিস, তোমার কি কি আছে, আমি চাইনে। তোমায় আমায় এই পর্য্যন্ত, মুটে ডাক্ তো কে আছিস্।

গিন্নী। হাঁ, হাট-বাজারে গোল কর, মুটে ডাক; তবে আমিও রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকি। যখন আমার ভাতার আমায় ত্যাগ করেছে, তখন আর আমার লজ্জা কি?

(প্রস্থানোদ্যত)

অঘোর। আরে না না, কি কর্‌বো বল এখন?

গিন্নী। তুমি নিজে চল, "ফারখৎ" হ'তে হয়, চুপি চুপি হোক্।

অঘোর। চল তাই চল, তোমায় বিদেয় কল্লেই আমার হলো।

গিন্নী। নাও, ঐ আমার বাপের বাড়ীর সিন্ধুক মাথায় কর, ওতে আমার সব আছে।

অঘোর। (তথাকরণ) চল; ইস্! যে ভারী, ও বাবা—

গিন্নী। আমার মা গরিব নয়, কত জিনিস দিয়েছিলেন, জান তো—

অঘোর। এঃ হে হে হে! এ জল পড়্‌ছে কোথা থেকে?

গিন্নী। ঠেকার করো না, ও বড় জিনিস! মা তারকেশ্বরে গেছ্‌লেন, চন্নামেত্র দেছ্‌লেন, দুষ্প্রাপ্যি জিনিস—আহা, বুঝি প'ড়ে গেছে—

অঘোর। অ্যাঁ! বাবার চন্নামেত্র! আহা—হা—

(জিহ্বাদ্বারা লেহন)

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

—*—

রাস্তার মোড়।

(অঘোরের প্রবেশ)

অঘোর। বাপের বাড়ীতে তো রেখে এলেম। গিন্নী ভারী চটেছে। আচ্ছা, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। নারাণে ছোঁড়া রোজ রোজ এসে যা বলে, তা তো আমার নিজের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু আর কারুর কি ঘর নেই? চেয়ার নেই? আমিই সন্দেহ কেন করি? নারাণ তো আমায় কিছু ছাপে না। এক ডিমের কাজের জন্য কি আমি গৃহ-শূন্য হলেম; কা'ল গিয়ে গিন্নীর পায়ে ধ'রে আন্‌বো। রাগ বড় বদ জিনিস। নচ রাগাৎ পরং রিপুঃ—সবই আমার দোষ! নারাণ ভাল, গিন্নী ভাল, আমার কাজও ভাল। আমি আমার দোষে সব নষ্ট কচ্ছি! এদিক্ ওদিক্ যা করি, গিন্নীকে কা'ল ঘরে আন্‌তেই হবে—

(নারায়ণের প্রবেশ)

বল তো বাবা, আজ্‌কের খবর কি!

নারাণ। আজ্‌কের খবর পেচ্ছাপ! হা হা হা!

অঘোর। পেচ্ছাপ কি? আমার তামাসা ভাল লাগে না, আমার মন বড় খারাপ হয়েছে, বড় ভাবনা হয়েছে।

নারাণ। আর কা'ল থেকে ভাব্‌তে হবে না। মাগীর ভাতার শালার বেটা শালা ক'দিন বড় উৎপাত করেছিল, কিন্তু আজ মেয়ে-মানুষ কাজ গুছিয়ে এসেছে। কা'ল থেকে আমার রাম-রাজ্য।

অঘোর। কি ব্যাপারখানা বল দেখি?

নারাণ। আজ তো মহাশয় সবেমাত্র তামাক খাচ্ছি, গিন্নী জলখাবার তৈয়ের কোরে এনেছে—ভাতার বেটা এমন সময় খুব রেগে উপস্থিত। আমার তো ভয়ে পিলে চম্‌কে গেল! টেবিল গেছে, পিপে গেছে, আজ কোথা লুকুই? ছুঁড়ীর বুদ্ধিকে বলি-হারি যাই! আমায় ফস্ কোরে তার সিন্ধুকের ভেতর লুকুলে। ভাতার বেটা এসে পিপে টেবিল উল্টে পাল্টে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো, তার পর দু-জনে বকাবকি কোরে ঝগড়া কল্লে, ছুঁড়ী বল্লে, তুমি যদি আমায় সন্দেহ কর তো আমায় ফারখৎ লিখে দাও। মিন্‌ষে তাতেই রাজী হলো. তার পর ছুঁড়ী বল্লে, গোলযোগ কর্বো না, লোকে কি বল্‌বে? তুমি আমার বাপের বাড়ীর সিন্ধুক মাথায় কোরে আমার বাপের বাড়ী রেখে এস; মিন্‌ষে তাতেই রাজী। সিন্ধুক মাথায় কোরে সে চল্লো, আমি

ভয়ে আড়ষ্ট। শেষ মহাশয়, ভয়ে পেচ্ছাপ কোরে ফেল্লেম! তা ছুঁড়ীর কথায় মিন্‌ষে তাই তারকেশ্বরের চন্নামেত্ত ব'লে চাট্‌লে। (হাস্য) এখন আমার নিস্পরাও সংসার!

অঘোর। পেচ্ছাপ কোরে দিয়েছিলি। অ্যাঁ!

নারাণ। ভয়েই দিয়েছিলেম, সাধে দিয়েছিলেম?

অঘোর। অ্যাঁ পেচ্ছাপ! বলিস্ কি রে শালা! ওয়াক্ থুঃ!

নারাণ। মহাশয়, আপনারই তো সুবিধা, পাজি বেটা পেচ্ছাপ খেয়ে মরেছে।

অঘোর। অ্যাঁ, পেচ্ছাপ, পেচ্ছাপ! গুখে-গোর বেটা, পেচ্ছাপ! ওয়াঃ! ওয়াঃ—ওয়াক্ থুঃ থুঃ! (প্রহার)

নারাণ। এ কি মহাশয়, খেপ্‌লেন না কি? সে আপনার কে? তার মুখে পেচ্ছাপ করেছি, বেশ করেছি, তাতে আপনার কি?

অঘোর। সে আমার বাবা রে শালা! পেচ্ছাপ করেছ, থুঃ! ওয়াক্ থুঃ! আমার গুষ্টীর মাথা করেছ; আমার সর্ব্বনাশ করেছ, শালা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! আমারই ঘরে এই রে বেটা রেজ্‌লা হারাম-জাদা! (প্রহার)

[নারায়ণের প্রস্থান।

ওঃ! এতকাল এই কাজ কোরে এলেম, শেষ এই হলো! অঘের মুখুয্যের নাম ডুব্‌লো, আমি যেমন দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে ভদ্রলোকের মেয়ে-দের ওপর নজর দিতেম, গিন্নী আমার তেমনি মুখের মতন জুতো দেছেন; তিনিও ভদ্রলোকের ছেলের ওপর নজর দেছেন। এখন—

সকলেতে আসি দিন চূণ কালি গালে।
চোরের উপর বাটপাড়ি হলো মোর ভালে॥

যবনিকা-পতন।

ডিস্‌মিশ্‌

(প্রহসন)

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

স্বামী — কৃষ্ণনাথ বাবু।

স্ত্রী — প্রমদা।

শ্বশুর, তর্কালঙ্কার, ঝী, মাতাল, বরফওয়ালা, ছোকরা, পাহারাওয়ালা, তিনকড়ি ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য।

—*—

কক্ষ।

প্রমদা শয্যাপরি অর্দ্ধশায়িতা, কৃষ্ণবাবু চেয়ারে উপবিষ্ট।

কৃষ্ণ। তুমি যে দেখ্‌ছি ক্রমে ক্রমে মাথায় চ'ড়ে বস্‌লে, মত্‌লবটা কি বল দেখি?

প্রমদা। (ঈষৎ হাস্যে গীত) "প্রাণ কি চায় রে কে জানে।"

কৃষ্ণ। গান ধল্লে যে!

প্রমদা। "পোড়া মন টেঁকে না এখানে।
প্রাণ কি চায় রে কে জানে॥"

কৃষ্ণ। সর্ব্বনাশ! তুই নাংগেরস্তর বৌ, তোর জ্বালায় যাব কোথা?

প্রমদা। "হায় রে, যদি চকোর হতেম
উধাও হয়ে উড়ে যেতেম,
সাধ মিটায়ে সুধা খেতেম,
চেয়ে র'তেম চাঁদের পানে॥
প্রাণ কি চায় রে কে জানে।"

কৃষ্ণ। ওরে থাম্‌, আমি গলায় দড়ি দেব না কি?

প্রমদা। ছিঃ! তুমি বেয়াড়া বেতালা!

কৃষ্ণ। বে'র সময় বাপকে বল্‌তে পারনি, একটা তেলে ভাতার এনে দিত।

প্রমদা। ঝকমারি করা হয়েছিল।

কৃষ্ণ। ওরে, আমি যে তোর স্বামী—গুরু-লোক।

প্রমদা। (বসিয়া) তাও তো বটে! গুরু-ঠাকুর, প্রণাম হই!

কৃষ্ণ। কি আমাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া? ঢের হয়েছে, আর সহ্য করা যায় না, আমি আজ থেকে নিজমূর্ত্তি ধর্‌বো।

প্রমদা। সেটা কি রকম?

কৃষ্ণ। দেখ্‌তে পাবে।

প্রমদা। মাইরি, দেখাও না। ছিঃ ভাই, যা হ'ক তোমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে, তুমি স্বামী—গুরুলোক, আর আমায় এদ্দিন জালমূর্ত্তি দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছ?

কৃষ্ণ। বার বার ঠাট্টা ভাল লাগে না বল্‌ছি।

প্রমদা। তবে নিজমূর্ত্তি দেখাও।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি গোটাকতক কথা বলি, ঠাণ্ডা হয়ে শোন দেখি।

প্রমদা। বাপ্‌ রে! আমায় ডাক্তারে বলেছে গরমে থাক্‌তে, ঠাণ্ডা হ'তে আমি পার্‌বো না।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা, গরম হয়েই শোন।

প্রমদা। ফ্লানেলের জামাটা ও ঘরে আছে, তবে এনে দাও।

কৃষ্ণ। দেখ, তোমার হাতে ধ'রে বল্‌ছি, আমার গোটাকতক কথা রাখ। রাখ্‌বে?

প্রমদা। কি?

কৃষ্ণ ঐ রীতগুলো ছেড়ে দাও, নইলে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না!

প্রমদা। কি রীতগুলো?

কৃষ্ণ। এই সেজেগুজে পাড়া-বেড়ান, টপ্পা গাওয়া, যার তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা—

প্রমদা। আচ্ছা, আজ থেকে আটপৌরে কাপড় প'রে বেড়াতে যাব, বাছা বাছা লোক দেখে হাসি-ঠাট্টা কর্‌বো, আর টপ্পা ভাল না লাগে, খেয়াল গাইব।

কৃষ্ণ। তোমায় দেখ্‌ছি পাল্লেম না।

প্রমদা। আজ বুঝ্‌লে?

কৃষ্ণ। বুঝেছি অনেক দিন!

প্রমদা। তবে যেতে দাও না আপনা আপনি।

কৃষ্ণ। হা ভগবান্‌!

প্রমদা। ভাল, পাড়াপড়সীর বাড়ী এক আধবার বেড়াতে গেলে দোষ কি? তুমি যাও না?

কৃষ্ণ। আমি আর তুমি?

প্রমদা। হাঁ,আ-আ-আ—তফাৎ আশ্‌মান্‌ জমী!

কৃষ্ণ। (স্বগত) এমন যে আর কারুর অদৃষ্টে হয়নি! কোন দেশে চ'লে যাই; তাই বা বাপ-পিতামহের ভিটে ছেড়ে কোথায় যাই? (প্রকাশ্যে) দেখ, আমি মাসে মাসে তোমায় পঁচিশ টাকা খরচ দব, তোমার বাপের বাড়ী গিয়ে থাক, সেথা যা ইচ্ছে তাই কর, আমি জ্বালাতন হয়েছি।

প্রমদা। কিন্তু আমি বেশ আছি, সুতরাং আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।

কৃষ্ণ। আমি জোর কোরে পাঠিয়ে দেব।

প্রমদা। আমি জোর কোরে থাক্‌বো।

কৃষ্ণ। গলা-টিপি দে দূর কোরে দেব।

প্রমদা। গলা জড়িয়ে থাক্‌বো।

কৃষ্ণ। এ কি পাগল না কি! তোরে নে কর্‌বো কি?

প্রমদা। আর কোন বিশেষ কাজে না লাগে, ঘর সাজিয়ে রেখে দিও।—ছবিখানি কি মন্দ?

কৃষ্ণ। ঐ তো কুয়ের গোড়া।

প্রমদা। এখন আর কোন কি কাজ আছে, না ব'সে ব'সে আমায় বাক্যযন্ত্রণা দেবে?

কৃষ্ণ। এখন বুঝি আমার কথা যন্ত্রণা দাঁড়িয়েছে? একদিন না কত মিষ্ট লাগ্‌তো?

প্রমদা। (বালকের ন্যায় পাঠ) "অধিক মিষ্ট খাইলে পীড়া হয়।"

কৃষ্ণ। আচ্ছা, যাচ্ছি, দেখি তোমার বাপের কাছে পীড়ার ওষুধ হয় কি না?

প্রমদা। বাবা আমার বদ্দি ন'ন।

কৃষ্ণ। বদ্দিগিরী শিখিয়ে নেব।

[প্রস্থান।

প্রমদা। পাগল! আর নেহাৎ দোষই বা দেব কি, আমারও অন্যায় আছে, তা আমি কি কর্‌বো? কথার জবাব না দিয়ে আমি থাক্‌তে পারি না; তা বেশ, স্বামীর সঙ্গেও একটু রসিকতা কর্‌বো না? ওঁর মুখপানে চেয়ে চুপ কোরে বসে থাকো, তা হ'লেই উনি বেশ থাকেন; তা আমি পার্‌বো না, মজার কথা মুখে এলেই আমার বেরিয়ে পড়্‌বে, অন্যায় অসঙ্গত না বল্লেই হলো; আর ঐ রকম ঠাট্টায় ঠাট্টায় চ'ড়ে ওঠে, আবার একটু তরল চাইলেই গ'লে যায়, আমার বেশ লাগে। গান গাইলে চটে যায়, যায় যাক; আমি বেশ জানি, ঐ গানে, সরস কথায়, আর সাজগোজের জোরেই আমার ধন আমার একলার আছে; নইলে গামছা-পরা গোবর-নেদি দেওয়া তামাকপোড়াখাগী ঠুঁটোর বাঁদরটী হয়ে থাক্‌লে হয়েছিল আর কি! এদ্দিন কোন্ আবাগী আমার বরগা-গণার বন্দোবস্ত কোরে দিত। শুনেছি, সতীন আমার লজ্জায় ঘরে শুতে যেতেন না, তেম্নি নিজে জলে পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছেন, আর স্বামীকেও একটী জানোয়ার বানিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা রে! সে কথা মনে হ'লে, আমার আজও গা কেঁপে উঠে! ফুলশয্যা হ'ল ঝীয়ের সঙ্গে! প্রথম ঘরবসত করতে এসে দেড় মাস রইলুম,—বাবু ঘরে শুলেন তিন দিন—খাটের তলায় বসিতে মুখ গুঁজ্‌ড়ে। এখন গাইলে ওঁর নিন্দা হয়, একদিন নেশার চট্‌কা ভেঙ্গে না উঠে, "যাদু গাও, পিয়া পিয়া গাও"—আমি বুঝ্‌লেম, এই বিয়ের এই মন্তর। রসো, বাপের বাড়ী থেকে ফিরে আসি, চারমাস বাদে যাদু ফিরে এলেন, যাদু গাই-লেন, যাদুও ক্রমে জাদু হলেন—

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। বৌমা।

প্রমদা। তুই এলি বাছা, বাঁচ্‌লুম, আমি আবার তোকে চিঠি পাঠাব মনে কচ্ছিলেম।

ঝী। (সহাস্যে) ও মা, সে কি গো! চিঠি কিসের? আমি দেশেরকুড় রাজ্যিরকুড়, গেছ্‌লুম না কি?

প্রমদা। না, ভুলে পাড়া,—তবু তো কিছু না হোক আধ পোয়া পথ হবে, গেছিস্ এক ঘন্টার উপর, উদ্দেশটী নেই; মর্ ছাই, একটা লোকও কি পাঠাতে নেই?

ঝী। ও একটু দেরী হয়েছে, তাই ঠাট্টা কচ্ছো? তুমি আমায় বকোটকো বাপু সে ভাল, অমন হেসে হেসে ঠাট্টা বড় বাজে।

প্রমদা। ছি! তুমি আমার "ফুলশয্যার" সেজের সাথী, তোমায় কি আমি বক্‌তে পারি?

ঝী। মেয়েকে ও কি কথা গা?

প্রমদা। ঝি, পাল্কী ডাক।

ঝী। কেন গা?

প্রমদা। বাপের বাড়ী যাব।

ঝী। ই-ই-ইস্!

প্রমদা। যে বাড়ীর ঝী থেকে বাবু পর্য্যন্ত সব ব্রহ্মজ্ঞানী, সে বাড়ীতে থাক্‌লে আমার জাত যাবে।

ঝী। বাবু কি করেছেন?—কখন্ এয়েছিলেন?

প্রমদা। এই তো গেলেন।

ঝী। তা কি হচ্ছিল?

প্রমদা। দাঙ্গা!

ঝী। সে কি? মার-ধোর?—মেরেছেন না কি?

প্রমদা। বড্ড!

ঝী। বাবু তো এমন ছিলেন না!

প্রমদা। আমার আমলে হ'য়েছেন—তুই জানিস্‌নে? অনেক দিন থেকেই তো মারেন।

ঝী। তাই তো গা, আহা-হা! কোথায় আজ মেরেছেন?

প্রমদা। বরাবর যেখানে—হৃদয়ে!

(বক্ষ প্রদর্শন)

ঝী। আহা! তাই তো, তাই তো, ফুলে উঠেছে গা! তা তুমি চুপটী কোরে রইলে?

প্রমদা। তেম্নি মেয়ে কি না আমি! খুব দশকথা শুনিয়ে দিলেম।

ঝী। বেশ্ করেছ।

প্রমদা। বল্লুম "প্রিয়তম! দাসী তোমার আমি! যদ্দিন না তোমার কোলে গঙ্গাজলে যাই, তদ্দিন আমায় মার, মার যে দিন বন্ধ করবে, আমি হাসিকে ফাঁসী দেব, গান বানের জলে ভাসিয়ে দেব, পাড়া বেড়ান পুড়িয়ে দেব, মার বন্ধ করলে আমি দোর বন্ধ কোরে কাঁদ্‌বো, নয় গলায় দড়ি দেব—লাক-লাইনই হোক আর নারকোল-কাতাই হোক।"

ঝী। ও, ঠাট্টা।

প্রমদা। তোর বাবু যে কাটখোট্টা, ঠাট্টার কি ধার ধারে!

ঝী। তা বাবু আমার বরাবরই মেয়ে-মুখো।

প্রমদা। হাঁ, দিব্বি মেয়েমুখো! গোঁপ-যোড়াটী তো হুবহু মেজঠাকুরঝীর মত!

ঝী। নেও মেনে, এখন তোমার ঠাট্টা রাখ, যে কাজে পাঠিয়েছিলে, তার খবর শোন।

প্রমদা। হাঁ হাঁ, কি বল বল, দুলে-বৌয়ের ছেলেটী আজ কেমন আছে?

ঝী। আজ আর জ্বর আসেনি; বেদানা পেয়ে ছেলেটার যে আহ্লাদ! বউ ছুঁড়ী তো টাকা পাঁচটা হাতে পেয়েই কেঁদে ফেল্লে! আমায় বলে, "মাসী, তোমাদের বৌমা মানুষ নয়, দেবতা—"

প্রমদা। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা—

ঝী। ও মা! কেন গা?

প্রমদা। রাস্তা বেড়ান কাপড়ে ঠাকুর-ঘরে এইছিস্!

ঝী। তাই ভাল! দেবতা বলেছি, তাই তামাসা হলো, তা দেবতাই তো, শুধু দেবতা, সাক্ষাৎ অন্নপুন্নো! আমি আজ সব শুনেছি, তাই তো দেরী হলো, তুমি না কি গয়লাগিন্নীর ব্যামো হ'তে আট দিন উপ্‌রো উপরি তাদের রেঁধে দিয়ে এসেছ? শুনলেম, তার আগে দু-দিন বুড়োমিন্‌ষে আর ছেলেগুলো চাল্ ভাজা খেয়েছিল—

প্রমদা। তুই দেখ্‌তে গেছ্‌লি? আমি কি আগুনতাতে যেতে পারি?

ঝী। আর আমার কাছে ছাপাবার যো নেই, আমি সব টের পেয়েছি; এর নাম তোমার তাস খেল্‌তে যাওয়া? গান শিখ্‌তে যাওয়া? তুমি কি না এর ভাত রেঁধে, ওর কাঁথা সেলাই কোরে, ওর মেয়ের চুল বেঁধে, ছোট লোকের ছেলে পড়িয়ে বেড়াও? তোমার দৌরাত্তিতে দুলেপাড়ায় কান পাতা যায় না; ছবড়ি ছগণ্ডা ছেলে জুটে "তিন কড়ায় চার গণ্ডা" কোরে দিবেরাত্তির ডাক পাড়্‌ছে। ও মা! আমি বলি, বৌমা অষ্টপের-হর সেজেগুজে আতর গোলাপ লেবেণ্ডার মেখে বেড়ায়, এ কি কাজ কত্তে পারে? না—তা নয়, তোমার পেটে এত! তুমি উলুর চালের ছেঁচ ঝাঁট দাও—তুমি

প্রমদা। ঝি, আমার মাথা খাস্, এ সব কথা কাকেও বলিস্‌নি, বাবুকেও বলিস্‌নি, আমার দিব্যি।

ঝী। না, দিব্যি দিওনা, বাবুকে আমি বল্‌বো। তুমি এম্নি কোরে বেড়াও ব'লে তিনি কত দুঃখ করেন, হয় তো কি মনে করেন— এ সব কথা শুন্‌লে খুব খুসী হবেন।

প্রমদা। না রে না, তুই বুঝিসনি, আমি লুকিয়ে গরিব-দুঃখীকে টাকা দিই শুন্‌লে তিনি চ'টে যাবেন, জানিস্‌নে কেমন দৃষ্টি-কৃপণ—আর ভাল কাজ কোরে কি বল্‌তে আছে, তা হ'লে যে সব বৃথায় যায়—.

ঝী। তা সোয়ামীর কাছে—

প্রমদা। কারুর কাছে না;—আমি যা করি, কাজ হয় কার? তাঁরই;—টাকা কি আমার? তিনি তো হাত তুলে এক পয়সা দেবেন না,—

ঝী। আর গতোর? গতোরের কন্নাটা কচ্ছে কে?

প্রমদা। আমার গতোরও এখন যে তাঁর, বে'র দিন থেকে স্ত্রীর গতোর স্বামীর হয়।

ঝী। কে জানে মা! আমাদের দুঃখী লোকের কিন্তু মেয়ে মদ্দে যে যার নিজের গতোরে খাটে!

প্রমদা। তা বেশ করিস্, এখন রান্না-ঘরে যা, আমি একবার মনের কথার সঙ্গে দুটো রসিকতা কোরে আসি।

ঝী। (হাসিয়া) বাগ্‌দীদের কাঁথা সেলাই কোরে দিয়ে এস।

প্রমদা। দুর পোড়াকপালী!

[উভয়ের প্রস্থান।

——

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

রাস্তা।

(কৃষ্ণবাবুর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মুখের সাম্‌নে না যেতে হয়, এম্নি তফাৎ তফাৎ থাকি, তা হ'লে খুব রাগ্‌তে পারি, রীতিমত ধমকাতে—শাসন কর্‌তে পারি, কিন্তু মুখ দেখ্‌লেই আর কথা সরে না; কি যে ঐ মুখখানিতে আছে, কেমন ভাবে যে একটু চায়, আমার মুণ্ড ঘুরে যায়! ঐ চাউনিতেই গয়া গঙ্গা বারাণসী দেখ্‌তে থাকি! কিন্তু তা ব'লে আর চল্‌ছে না, শেষ কি আমি সত্যি সত্য ভেড়া হয়ে যাব! আর যে আমার ক্রমে সন্দেহ হচ্ছে, এই বয়েস, অমন রসিক, ও বাইরে যায় কি কর্‌তে? জিজ্ঞাসা কল্লে হেসে উড়িয়ে দেয়; কি করি, কাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি? বন্ধুবান্ধবকে বল্‌তে গেলে তারা আমাকেই দোষে, বলে, কেন,আমরা গোড়ায় বলেছিলুম যে, অত স্ত্রীর বশ হয়ো না, আখেরে পস্তাবে। এই যে তর্কালঙ্কার মহাশয় আস্‌ছেন, উনি তো একজন বিজ্ঞ বহুদর্শী লোক, ওঁকে একটা এর ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি—

(তর্কালঙ্কারের প্রবেশ)

প্রণাম তর্কালঙ্কার মহাশয়!

তর্কা। কল্যাণমস্তু।

কৃষ্ণ। একটা কথা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর্‌বো?

তর্কা। ভারী ব্যস্ত—সময় নাই।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, একটা ব্যবস্থা।

তর্কা। ব্যবস্থা! অধ্যাপকের নিকট ব্যবস্থা নিতে হ'লে জান তো—

কৃষ্ণ। টাকা দিতে হয়—এই নিন।

(টাকা প্রদান)

তর্কা। (টাকা লইয়া) কি! আমায় টাকা দেওয়া? নবদ্বীপের নিধিরাম স্মৃতিরত্নের ছাত্র আমি, বিক্রমপুরের সর্ব্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র,আমায় টাকা দেওয়া? আমায় অর্থপিশাচ মনে করা?—আমায়——

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, ক্ষুব্ধ হবেন না, আপনি হচ্ছেন পূজনীয় ব্যক্তি—

তর্কা। তা হলেমই বা; এখন্ শীঘ্র বল, তোমার কি প্রয়োজন?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, আমার পরিবার-সম্পর্কে একটা কথা।

তর্কা। তুমি বাপু বড় বেশী কথা কও; আমার অত সময় নাই, শীঘ্র শীঘ্র বল।

কৃষ্ণ। তাই ত নিবেদন কচ্ছিলেম যে, আমার—

তর্কা। আবার যে কথার শ্রাদ্ধ আরম্ভ কল্লে! একটা সামান্য বিষয় দু-কথায় বুঝিয়ে দিতে পার না? কথা অনেক কওয়া একটা বিষম দোষ; শাস্ত্রে বলেছে—যে—যে—যে—এই—এই—এই "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ" একটা সত্যকথা, একটা প্রিয় কথা, বস্, দুটার বেশী কথা কহিবে না।

কৃষ্ণ। একটু স্থির হয়ে শুনুন—

তর্কা। তুমি তো বড় অর্ব্বাচীন! ক্রমাগত অসঙ্গত প্রলাপ বক্‌ছো, আর আমাকে স্থির হ'তে বল! তবে আমি অস্থির? আমি চঞ্চল? আমি বালক? তবে বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন হিতাহিতজ্ঞানবিহীন! যাও, তোমার মুখ দেখ্‌তে নাই; দু-কথায় বল্‌তে পার বল, অধিক বাক্যাড়ম্বর কল্লে আমি এখন স্বস্থানে প্রস্থান করবো।

কৃষ্ণ। আমার স্ত্রী—

তর্কা। আবার বাক্যের স্রোত আরম্ভ কল্লে? "আমার স্ত্রী" কি? এ সংসারে আমার কে? "আমার"! এত বড় আত্মম্ভরী শব্দ তুমি ব্যবহার কর! এইরূপ প্রলাপ-বাক্যালাপ কোরে মদীয় কলাপ-পাঠের ব্যাঘাত কচ্ছো?

কৃষ্ণ। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কল্লেই সমস্ত শুনতে পাবেন; আমি যে দ্বিতীয়-পক্ষে সংসার করেছি—

তর্ক। তুমি যে আমাকে ঘনীভূত কোরে তুল্লে। বড় বাচাল ত তুমি, এত বেশী কথা কওয়া তোমার স্বভাব হলো কেমন কোরে? দিন কয়েক আমার উপদেশ অবলম্বন কর, তোমার এই বিষম পৈশাচিক ব্যাধি হ'তে মুক্ত হবে। আমার জ্যেষ্ঠমপুত্রের মধ্যমপুত্র—অর্থাৎ আমার মধ্যমছেলে, ব্যাকরণে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি—ঐরূপ বাক্যব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, একটা মুষ্টিযোগ দেওয়া মাত্রেণ বাক্‌রোধং ভবেৎ, একেবারে বোবা।

কৃষ্ণ। এ বামুন ত বড় জ্বালাতন কল্লে—আপনার কথা সাত কাহন কবে, আর আমার মুখ থাবা দিয়ে রাখ্‌বে; খামকা খামকা দুটো টাকা গেল, আসল কথা হলো না।

তর্কা। কি হে বাবু, দাঁড়িয়ে রইলে যে? তুমি কি কথা কইতে পার না?—কি হয়েছে বল না, তোমার স্ত্রীর কি হয়েছে?

কৃষ্ণ। দ্বিতীয়-পক্ষের সংসারে যা হয়ে থাকে, একেবারে বাবু! আর আমার সম্পূর্ণ রূপে অ——

তর্কা। এই বুঝি তোমার অল্প কথা কওয়া? তোমার স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তোমার? সে ত ভালই কথা, স্ত্রী আবার কার অসম্পূর্ণ থাকে? তবে যত দিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, সে অন্য কথা; কত বয়েস হবে তোমার সহধর্ম্মিণীর?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, ঠিক কথা বল্‌তে পারি না, বোধ হয়—আন্দাজ—

তর্কা। বোধ হয়—আন্দাজ—তুই সহস্র কথা কয়ে ফেল্লে ? এর সরল উত্তর আর তোমার কাছে পাওয়া গেল না ? এখন বল শীঘ্র শীঘ্র কি জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেম ? মনে কোরে দাও না, তোমার কি কিছুমাত্র স্মরণ শক্তি নাই ? আমরা বাল্যাবস্থায় একটীবার যা শুনেছি, আজও তা স্মৃতিপথে কণ্ঠস্থ রয়েছে, আর এইমাত্র আমি তোমায় কি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, এ আর তোমার স্মরণ নাই ? ছি ছি ছি—

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, আমার পরিবারের বয়েসের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বোধ হয়, আঠার উনিশ বৎসর হবে।

তর্কা। আ—ঠা র, উ—নি—শ—বিস্তার বয়েস ! এ বয়েসে আর কিছু হয় না— "প্রাপ্তেষু ষোড়শবর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ," এখন তার সঙ্গে মিত্রের ব্যবহার আর বদ আচার কর, কদাচিৎ শত্রু ভেব না ; "পিতা শত্রু মাতা বৈরী" স্ত্রী নয়, শাস্ত্রকারেরা ব'লে গেছেন, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌বে, আর একটী কথা, শয়ন এক সঙ্গে করো, স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে শয়ন না কর্‌লে মিত্রতা বর্দ্ধিত হয় না ;—এখন আমি চল্লেম—তুমি বিস্তর বাক্যব্যয় কোরে আমার অনেক সময় পণ্ড করেছ—পাষণ্ড, বেল্লিক !

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। গালে চড় মেরে ছুটো টাকা নে গেল—আর যা-ইচ্ছে-তাই কতকগুলো গালাগালি দিয়ে গেল ; পরামর্শ তো খুব পেলেম ! এমন আপদেও পড়েছি !—কি করি এখন ? প্রমদার মনটা কিন্তু সরল, আমাকেও যত্ন করে খুব, ঐ যেথায় সেথায় যাওয়া ছেড়ে দেয় তো আমি আর ওর সব আব্দার সইতে পারি, এই না আমার শ্বশুর এদিকে আসছেন, ভালই হয়েছে, ওঁকেই সব কথা খুলে বলি—

(শ্বশুরের প্রবেশ)

প্রণাম—আপনার সঙ্গে দেখা হলো, ভালই হলো—আমি আরও আপনার কাছে যাচ্ছিলেম।

শ্বশুর। কেন, কেন কোন প্রয়োজন আছে না কি

কৃষ্ণ। আজ্ঞে না, অনেক দিন দেখা হয়নি, তাই—

শ্বশুর। বেশ তো, বেশ তো বাবা ! তোমার বাড়ী-ঘর, যাবে বৈ কি ; আমার এখন তেমন সময় নয়, তাই, তা না হ'লে হামেসা তোমাদের নিয়ে আদর অপেক্ষা কর্‌তে হয়।

কৃষ্ণ আজ্ঞে, একটু প্রয়োজনও ছিল—তা থাক্ এখন, অন্য সময়—

শ্বশুর। কেন, কেন ? বল না—আমার এখন কোন তাড়াতাড়ি নাই—বল।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, এমন কিছু নয়, একটু পরামর্শ।

শ্বশুর। কি ? বল, জিজ্ঞাসা কর—আমি তো কেষ্টবাবু, তোমার পর নাই বাবা !

কৃষ্ণ। না, তা নয়, আপনার—কন্যার এই আমার পরিবারের—তাই বল্‌ছিলেম প্রমদা-সম্বন্ধে একটা কথা—

শ্বশুর। কেন, কেন ? কি হয়েছে ? প্রমদার কি হয়েছে ? কোন অসুখ তো নয় ?

কৃষ্ণ। না, তা কিছু নয়, এদানী তার আচরণটা কেমন—

শ্বশুর। সে কি ! সে কি ! প্রমদা তো তেমন মেয়ে নয়, একটু চঞ্চল বটে, তা আর একটু বয়েস হলেই সেরে যাবে—আর তো সব ভাল ; সংসারে কি কোন কাজ-কর্ম্ম করে না ?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সংসারে তারে কিছুই খাটতে হয় না,

বামুনে রাঁধে, চাকর-দাসী যথেষ্ট আছে, তবে—

শ্বশুর। সে কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করে না কি?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, ঝগড়া—ঝগড়া—তাই বা কেমন কোরে বলি--তা আমায় যথেষ্ট যত্ন করে—

(একজন মাতালের প্রবেশ)

মাতাল। এই-মহিন্-মনে! দাঁড়িয়ে যাও না বাবা! খুব লোক যা হোক্, আচ্ছা, নেড়ার মাইগু—মহিন্ কোন্ দিকে গেল, দেখেছ বাবা?

কৃষ্ণ। আমাদের একটু কথা হচ্ছে, ওদিকে যাও।

মাতাল। কোম্পানীর রাস্তা।

কৃষ্ণ। তুমি যাবে না?

মাতাল। আপাতত নয়।

শ্বশুর। থাক্ থাক্, চল বাবা, আমরাই এগিয়ে দাঁড়াই—হাঁ, তার পর কি বল্‌ছিলে?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, কি বল্‌বো—দোষও বটে, আবার ঠিক দোষও—এই চঞ্চলতাটা—

শ্বশুর। একটু বেড়েছে—তা –

(বরফওয়ালার প্রবেশ)

বরফ। পানি-পিনেকা বরফ! (শ্বশুর-জামায়ের কথা শুনিতে দণ্ডায়মান)

কৃষ্ণ। ক্যা দেখ্‌তা হ্যায়?

বরফ। কুচ নেই।

কৃষ্ণ। তব্ খাড়া কাহে?

বরফ। এইসাই—কুচ মানা হ্যায়?

শ্বশুর। ছোট লোকের সঙ্গে কথায় কাজ নেই, যেতে দাও, চল এগিয়ে দাঁড়াই।

বরফ। মু' সামালকে বাৎ কহো বুড্ঢা।

শ্বশুর। কি গেরো!

(একজন ছোকরার প্রবেশ)

ছোকরা। "গুপ্তকন্যার গুপ্তকথা" এক পয়সা—এক পয়সা, বড় মজার বই, "গুপ্ত-কথা"; এখানে কি হয়েছে বাবু?

কৃষ্ণ। আমার মাথা! আমি সং সেজেছি, তাই এরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে—তুমিও না হয় যোগ দাও।

ছোকরা। পাগ্‌লা রে!

কৃষ্ণ। চুপ্।

ছোকরা। ও বাবা! এ দুষ্ট পাগল, একেও রাস্তায় ছেড়ে দেয়।

শ্বশুর। চল বাবা, এগিয়ে যাই, যেতে যেতে শুন্‌বো এখন।

কৃষ্ণ। তাই চলুন (অগ্রসর হওন) চঞ্চলতাটা কি রকম জানেন!

ছোকরা। ছেঁচ্‌লা-তালাটা কি রকম জানেন!

কৃষ্ণ। চুপ্।

ছোকরা। হুপ।

বরফ। বরফ্।

মাতাল। এই বরফওলা, কা'ল সন্ধ্যাবেলা আমার ওখানে যাস্, জানিস্ তো হরির বাড়ী?

(একজন ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। (কৃষ্ণের প্রতি) বাবু কিছু যাচ্ঞা করি।

কৃষ্ণ। এখন কিছু হবে না।

ভিক্ষুক। দেখুন, আমি Gentleman, চাকরী বাকরী না থাকায় circumstnaceটা অতি bad হয়ে প'ড়েছে, তাই something—

কৃষ্ণ। নেসা-টেসা কর বুঝি?

ছোকরা। ওহে, ও পাগল—বড় কাছে যেও না, কামড়াবে।

কৃষ্ণ। দেখ্ ছোঁড়া—

ছোকরা। (ব্যঙ্গ) দেখ্ ছোঁড়া।

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

পাহারা। ক্যা হুয়া, এত্তা ভিড় কাহে? চলা যাও সব।

(ক্রমে নানারূপ লোকের জনতা)

ছোক্রা। পাহারাওলা সাহেব, ঐ এক-জন পাগল বেরিয়েছে, সবাইকে কাম্ড়াতে য়াচ্ছে।

কৃষ্ণ। ছোঁড়া তো ভারী ডেঁপো—নেই পাহারাওয়ালা, কুচ্ নেহি হুয়া, তোম্ আপনা কাম্মে যাও।

পাহারা। হামারা কাম্ তো হিঁই পর্ হ্যায়, তোম্ হিঁয়া ক্যায়া কর্তা? আইন জান্তা?

কৃষ্ণ। দেখো, আদব্সে বাৎ কহো, রাস্তামে আদ্মী চল্না মানা করনেকো তোমারা কুচ্ এক্তার হ্যায়?

পাহারা। দেখোগে এক্তার হ্যায় কি নেই?—চলো আবি, হট্ যাও সব্।

মাতাল। কি বাবা চটারাম?

কৃষ্ণ। দেখো, মাতোয়ালা হোকে গালি দেতা হ্যায়।

পাহারা। কাঁহা গালি দিয়া? যাও সব।

(জনতার হ্রাস)

কৃষ্ণ। হামারা জেরা ইন্সে বাৎ হয়।

পাহারা। (রুল ঘুরাইয়া) ক্যা হটোগে নেই? চলো আবি—বুড্ঢা হটো, চলো।

[কৃষ্ণ, শ্বশুর ও পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

(ঝীয়ের প্রবেশ)

ঝী। ও মা, ও কি? বাবু না? কি হয়েছে —পাহারাওলার সঙ্গে অমন কচ্ছেন কেন? ও মা, কি হ'লো! শীগ্গির যাই, বৌঠাক্রুণকে খবর দিই গে, পুলিসের সঙ্গে হাঙ্গাম কেন বাবু!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

(প্রমদার গৃহ)

প্রমদা আসীনা।

প্রমদা। না বাপু! আর পারা যায় না—ঝী-মাগী যেখানে যায়, বাঘের মাসী হয়—দুটো পয়সার পান আন্তে গেছে সেই পথ; —একে রেগে গেছে, এসে পান খেতে না পেলে একেবারে জ্ব'লে যাবে—সখের মধ্যে ঐটুকু—

নেপথ্যে। (গীত)

নিতুই নিতুই ঘুরি ফিরি তোমার কানাচে।
প্রাণ বোঝ না আঁচে॥

প্রমদা। (শ্লেষ) আ মরি মরি! কি মধুর গলা! সেই হতভাগা ছোঁড়া বুঝি? রোসো, দেখ্ছি—

নেপথ্যে।—

তোমার সোনার পায়ে রূপোর পাঁজর,
করে মধুর ঝমর ঝমর,
ঐ পাঁজরে ঘুমুর হ'লে প্রাণটা কতক বাঁচে॥
তোমার ভাসা চোখের খাসা চাউনি,
আশায় আশায় দেখি ধনি,
চিন্লে না তো চাঁদবদনি,
শ্যাম তোমার ঢালা কি ছাঁচে॥

প্রমদা। ছোঁড়া ত ভারী পাজী, আমার উপর বাবুর চোক পড়েছে? জব্দ কচ্ছি দাঁড়াও। (নেপথ্যাভিমুখে) বেশ গলা তো! আমাদের বাড়ী এসে গান শোনাবে?

নেপথ্যে। বাড়ী গিয়ে? এখনি! যদি না কেউ মারে।

প্রমদা। মারবে কেন? খিড়্কি খোলা আছে, এস তুমি এস।

নেপথ্যে। তা যাচ্ছি।

প্রমদা। এস, তোমার রসিকতা ঘোচাচ্ছি—নচ্ছার ছোঁড়া! ভদ্রলোকের বউ-ঝীকে মা'র মতন দেখ্‌বি, না কু-নজর—

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। এয়েছি!

প্রমদা। বেশ করেছ বাছা!

তিন। (জিব কাটিয়া) ও কি কথা! ও কি কথা! ও কথা কেন?

প্রমদা। কেন, কি কথা?

তিন। ঐ যে "বাছা।"

প্রমদা। তা হো'ক্, ও আদর কোরে বলা যায়।

তিন। আজকাল হয়েছে বুঝি? বিদ্যা-সুন্দরে পড়িনি, তাই বল্‌ছিলেম।

প্রমদা। তুমি কি কর?

তিন। স্কুল যেতুম, সম্প্রতি ছেড়ে দিয়েছি, আর পড়া-শুনো পোষায় না, এই সময় স্কুলে নষ্ট কর্‌বো, তবে আর ইয়ারকি দেব কবে?

প্রমদা। তা বই কি! আচ্ছা, আমার জান্‌লার নীচে রোজ ঘোরো কেন?

তিন। (স্বগত) মন, চাঙ্গা হও, লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে খুলে ব'লে ফেল, তা হ'লেই কাজ সিদ্ধি।

প্রমদা। বিড় বিড় কচ্চো কি?

তিন। প্রাণের ভিতর ঘুঁটের পাঁজা জ্বলছে, মুখ দে তার উকো উড়্‌ছে, আর কি!

প্রমদা। বা! বা! বেশ! তুমি তো বেশ রসিক, কথায় তোমার তো বেশ বাঁধন-ছাঁদন আছে।

তিন। আমি যে নাটক পড়েছি।

প্রমদা। সত্যি না কি? বেশ বেশ, তবে আমার সঙ্গে মিল্‌বে ভাল, আমি নাটক শুন্‌তে বড় ভালবাসি।

তিন। তা আমি খুব শোনাব, এই দাও—"সুন্দরি,তোমার বদন-পঙ্কজ দে'খে আমার হৃদয়-সরোজ মুদিত হয়ে গেছে, আঁখির ঠার গাত্রবস্ত্রের অন্তর ভেদ কোরে হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হয়েছে, মদনের অনীকিনী দারুণ প্রহারে এ দনুজকে সদাই দহন কচ্ছে, আশা-বারিদানে অধীনের ধন মান রাখ, নচেৎ—"

প্রমদা। (হাসিয়া) বেশ বেশ—তা দেখ, অশাবারিদানে একটা বড় ব্যাঘাত আছে—যদি তার কোন উপায় কর্‌তে পার,তবেই হয়।

তিন। তা আমায় যা বল্‌বে, তা পার্‌বো।

প্রমদা। দেখ, এই বাড়ীর বাবুটী সন্ধ্যা না হতেই কোণে ঢোকেন, আর দিনের বেলায়ও প্রায় কাছ-ছাড়া হন না, তার উপায় কি বল দেখি?

তিন। তাই তো!

প্রমদা। দেখ, এক কাজ আছে।

তিন। কি?

প্রমদা। যদি চালাকী কোরে কর্‌তে পার—

তিন। চালাকী কোরে আমি সব কর্‌তে পারি।

প্রমদা। সাহস হবে তো?

তিন। সাহস কি?—মারামারি না কি!—সেটা—সেটা—

প্রমদা। (সহাস্তে) না না, তা নয়! কি জান, বাবু বড় ভূতের ভয় করেন, যদি এই বাড়ীর ভিতর কোনমতে ভয় দেখাতে পা, তবেই বাড়ী ছেড়ে পালাবে, তা হ'লেই আর কোন গোল থাক্‌বে না;—পার্‌বে?

তিন। তা আমি ঢিল ছুড়্‌বো, হাড় ফেল্‌বো—আর—

প্রমদা। ঢিল ছোড়া, হাড় ফেলায় হবে না—ভূত সেজে ভয় দেখাতে হবে, তা ভূত সাজ্‌তে পার্‌বে?

তিন। কালিজুলি মেখে? সে যে বিশ্রী হবে! তা হ'লে কি আর তুমি আমায় খুঁজে পারবে? আমার এমন কার্ত্তিক চেহারা!

প্রমদা। ধুয়ে ফেল্লেই তো আবার যেমন কার্ত্তিক তেম্নি হবে, সে তোমায় কোন ভয় নাই।

তিন। তবে কবে?

প্রমদা। আজ থেকেই সুরু কর।

তিন। আমার একটা বেশ মুখোস আছে, সইটে পর্‌বো?

প্রমদা। যাতে খুব বিট্‌কেল দেখায়, ভয় পায়, এমন করো, সিঁড়ির পাশে লুকুবে, দ্বারের পাশ দে দৌড়ে যাবে; তোমায় আর কি শেখাব, তুমি তো আর গাড়ল নয়।

তিন। রাম! রাম! সেজন্তে কিছু ভেব না, আমি এখনই চল্লুম; তা তোমায় আবার দেখ্‌তে পাব?

প্রমদা। পাবে।

তিন। কবে?

প্রমদা। আজই।

তিন। আজই!—কখন্?

প্রমদা। রাত্রে।

তিন। আজিই রাত্রে?—কোথায়?

প্রমদা। স্বপ্নে।

তিন। ঐ যাঃ!—সে কি?

প্রমদা। সে সব হবে, এখন যাও।

তিন। আচ্ছা, তবে চল্লেম, কিন্তু আমায় শেষ ভুলো না?

প্রমদা। বাপ্ রে!

তিন। তবে চল্লেম।

প্রমদা। স্বচ্ছন্দে—বালাই নিয়ে।

[তিনকড়ির প্রস্থান।

প্রমদা। বোকা ছোঁড়া। এত সহজে ভুল্‌বে, তা আমি ভাবিনি। যা হোক, ভুত সাজ্‌বে—বড় মজা হবে, খুব মজা হবে! (তালি দিয়া) বেশ বেশ! হা হা হা!

(ঝীয়ের প্রবেশ)

ঝী। বৌমা! বৌমা!

প্রমদা। (উদ্বেগের বিদ্রূপ) কি—কি—কি!

ঝী। সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌমা!

প্রমদা। পানের বরজে আগুন লেগেছে বুঝি?

ঝী। না বৌমা, তামাসা নয়, বাবু—

প্রমদা। ধরা পড়েছে?

ঝী। হেঁগো হেঁ, এর মধ্যে তুমি কেমন কোরে শুন্‌লে? আমি যার আগে বল্‌বো বোলে তাড়াতাড়ি আস্‌ছি।

প্রমদা। আমি গুণ্‌তে জানি—তা কার সঙ্গে ধরা পড়েছে?

ঝী। অনেক ভিড়, ঠিক বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

প্রমদা। তবে কি ষোলশ গোপিনী না কি? বৃন্দাবন কোরে তুলেছে বল।

ঝী। ও মা, তুমি ও কি বল্‌ছো? সে সব না, এখন আর বাবুকে সে কথাটী বল্‌বার যো নাই; ও মা, ও কি জানি, বাবু পাহারাওলার সঙ্গে হাঙ্গাম করেছেন, বুঝি থানায় গেলেন।

প্রমদা। সে কি রে—কেন?

ঝী। তা জানিনি বাপু, আমি পান নিয়ে আস্‌ছি আর দেখি, ভারী গোল, বাবুও যাবে না, আর পাহারাওলা হাঁকাচ্ছে।

প্রমদা। সে কি ঝি? এ কি হলো! কি হবে? আমি এখন কি করি! ঝি, এক কাজ কর্, বেশী গোল কোরে কাজ নাই; আমি একবার ও বাড়ী যাই, দিদিকে ব'লে বড় ঠাকুরকে থানায় পাঠিয়ে দিই, তুই শীগ্‌গির

গিয়ে চুপি চুপি বাবাকে খবর দে, যা, আর দেরী কারস্‌নে, আমি চল্লুম।

ঝী। তা—তা—তুমি যাবে কেন? এক-জন বেহারাকে পাঠিয়ে দাও না কেন।

প্রমদা। ঝি, এ সব কথা চাকর-বাক-রের কাছে গোল কোরে কাজ নাই, তুই যা, আমি আর দেরী কর্‌বো না।

[উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান।

(ভূতবেশে তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। এই যে, কেউ কোথাও নেই, বেশ হয়েছে! যা সাজ হ'য়েছে,ভাতার তো ভাতার, ভাতারের বাবা ভয় পাবে; আমার আপনা আপনিই ভয় পাচ্ছে, যাই সিঁড়ির পা.শ লুকিয়ে থাকি গে, খোনা খোনা কথা কইতে হবে, আঁ ইঁ উঁ উঁ।

[প্রস্থান।

(কৃষ্ণবাবুর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। যেমন খিচি খিচি কোরে বেরিয়ে-ছিলেম, তেম্নি রাজ্যের আপদ জুটেছিল আজ। দু-দুটো টাকা নষ্ট হলো, জ্বালাতন, অপমানের একশেষ—কৈ, সব গেল কোথায়? ঝি, ঝি, কারুর যে উত্তর পাইনে; ও বামন-ঠাকুরুণ!

নেপথ্যে। কি বল্‌ছেন গো?

কৃষ্ণ। এরা সব গেল কোথা?

নেপথ্যে। বৌমা যে এই ছিলেন, এই-খানেই কোথা গেছেন।

কৃষ্ণ। "এইখানে কোথায় গেছেন!" কোথায় গেছে বাড়ী ছেড়ে?

নেপথ্যে। তা বল্‌তে পারিনি,এইখানে—

কৃষ্ণ। বটে! আজ এত কোরে বল্লুম,তা একদিনও সবুর সইলো না? আধঘণ্টা ম'ন রইলো না? আমিও বেরিয়েছি আর অম্নি বাড়ী থেকে বেরিয়েছে? আর না! আর মুখ দেখে ভুল্লে চল্‌ছে না, আজ যা হয় একটা কর্‌বো! খুব কড়া হব, হয় হবে ঢলাঢলি, আজ দিচ্ছি দরজা বন্ধ কোরে, কোনমতে বাড়ী ঢুক্‌তে দেব না, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাক, এখুনি দিচ্ছি (দরজা বন্ধ করত) কে খুলে দেয় দেখি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বাটীর সম্মুখ।

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা (দ্বারে আঘাত) দরজা দিলে, কে? কোন খবরটী এখনও পেলুম না—বাবা কি এয়েছেন? আঃ! এ দরজা দিলে কে? —যত বিপদ্ কি একসঙ্গে ঘটে গা! কে রে দরজা দিলি? ও ঝি—ঝি—ও ঝি! কারুর যে সাড়া নেই—ও বেন্দা—বেন্দা, জানকী—গোপাল, কেউ নেই, কি গেরো—

(উপরে কৃষ্ণবাবুর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন?—তুমি আর এখানে ঢুক্‌তে পার্‌বে না, যেখানে গেছ্‌লে, সেইখানে যাও।

প্রমদা। ও মা ও কি? তুমি বাড়ী! আঃ! বাঁচলুম! কোথায় হেঙ্গাম করতে গিয়েছিলে?

কৃষ্ণ। নেকাপনা রেখে দাও, চ'লে যাও।

প্রমদা। ও কি ও? কি কথা বল?

কৃষ্ণ। বলি ভাল।

প্রমদা। দোর খোল, দোর খোল, তোমার পায়ে পড়ি।

কৃষ্ণ। আর ভবী ভোলে না, সব বুঝেছি।

প্রমদা। দোর খোল না, যা যা বল্‌বার, বাড়ীর ভেতর যাই, তবে বলো এখন।

কৃষ্ণ। কোন কথা বল্‌বার দরকার নেই, চ'লে যাও।

নে-তিন। হুঁ উঁ উঁ ঘাঁড় ভাঙ্‌বো।

কৃষ্ণ। কে ও?

নে-তিন। ভুঁত।

কৃষ্ণ। বাড়ীর ভেতর কাকে পুরেছ?

প্রমদা। ওগো, সব বল্‌বো এখন, দোর খোল।

কৃষ্ণ। কখন না?

প্রমদা। খুল্‌বে না?

কৃষ্ণ। না।

প্রমদা। তবে আমি এইখানে খুনোখুনি হব।

কৃষ্ণ। হও।

প্রমদা। দেখ, গলায় আঁচলের পাক দে মর্‌বো।

কৃষ্ণ। ঢের দেখেছি।

প্রমদা। তবে এই দেখ।

কৃষ্ণ। মরা মুখের কথা!

প্রমদা। দেখ (গলায় আঁচল বন্ধন)।

কৃষ্ণ। ও সব চালাকী ঢের দেখা আছে, চ'লে যাও;—তাই তো সত্যি সত্যি মুখ যে লাল হয়ে উঠ্‌লো! ও কি! (প্রমদার পতন) ও কি, সর্ব্বনাশ! সত্যি সত্যি! কি কল্লুম! (নীচে আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন, প্রমদার পার্শ্বে বসিয়া) ওঠো ওঠো, আর আমি এমন কাজ কর্‌বো না—হায় হায়! আমার এত আদরের প্রমদা আমায় ছেড়ে গেল! আমার দোষে, আমার বদ্‌রাগে প্রমদা আমার পৃথিবী ছেড়ে গেল! হায় হায়, আমিও আর এ প্রাণ রাখ্‌বো না, যেখানে প্রমদা গেছে—

(প্রমদা সত্বর উঠিয়া ভিতরে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপরে উত্থান)

প্রমদা। সোনারচাঁদ, এইবার!

কৃষ্ণ। ও কি, আমায় ফাঁকি? উঃ! তোমার পেটে এত বুদ্ধি! দরজা খোল, দরজা খোল।

প্রমদা। যেখানে গেছ্‌লে, সেইখানে যাও, কখন দোর খুল্‌বো না।

কৃষ্ণ। দোর খোল বল্‌ছি।

প্রমদা। মাত্‌লামো কর কেন?

কৃষ্ণ। খুল্‌বে না দোর?

(শ্বশুরের প্রবেশ)

শ্বশুর। এ কি, কি হয়েছে? আবার কিছু হাঙ্গাম হয়েছিল না কি? ঝী আমায় ডাক্‌তে গেছ্‌ল কেন? পুলিসের সঙ্গে আবার কি হয়েছে বাবা?

কৃষ্ণ। দেখুন, আপনার মেয়ের আক্কেল দেখুন একবার!

শ্বশুর। কি প্রমদা, কি হয়েছে?

প্রমদা। দেখ না বাবা, মদ খেয়ে এসে আমায় বক্‌ছে।

কৃষ্ণ। আমি মদ খেয়েছি? এই দেখ, গন্ধ শোঁকো, (শ্বশুরের মুখে হা দেওন)

(তর্কালঙ্কারের প্রবেশ)

তর্কা। আহা হা! তোমাদের গোলযোগে পৃথিবী হ'তে কি বাস উঠ্‌তে হবে না কি? কি হে কৃষ্ণনাথ, কচ্ছো কি মাথামুণ্ডু, মামলাটা কি?

কৃষ্ণ। আপনাকে কেউ মধ্যস্থ হ'তে ডাকেনি।

তর্কা। মধস্থ? কার মধ্যস্থ আমি? আমি কার মধ্যে থাকি? আমি সর্ব্বলোকের উপরস্থ—পাষণ্ড!

কৃষ্ণ। কেন বক্‌ছেন?

তর্কা। আপনি বাক্যের স্রোত প্রবাহিত কচ্ছো, আর আমায় বল বক্‌ছেন কেন? আমার মত অল্পভাষী পৃথিবীতে আর কে আছে? লক্ষ্মি, তুমি এই অর্ব্বাচীনকে বা'র

কোরে দে দোর দেছ,উত্তম করেছ,এত বাক্যব্যয়ী স্বামী হ'তে কোন কাজ হয় না।

(ঝীয়ের প্রবেশ)

ঝী। ও মা! এই যে বাবু! বাঁচ্‌লেম বাবা! আমি মা কালীকে ভাবচিনি মেনেছি, দাঁড়া-গোপাল মেনেছি, ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে, বাঁচ্‌লুম।

কৃষ্ণ। কেন, আমার কি হয়েছিল?

ঝী। তা কি জানি বাবু, তোমার উপর চৌকীদারের সেই হেঙ্গাম দে'খে, তাড়াতাড়ি এসে বৌমাকে খবর দিলেম, বৌমা কেঁদে কেটে ছুটে বড়বাবুদের বাড়ী খবর দিতে গেলেন, আমি এই ঠাকুরদাকে খবর দিতে গেছ্‌লুম; উনি দৌড়ে আস্‌ছেন, আমি পেছু পেছু আস্‌ছি, তা তোমায় দে'খে বাঁচ্‌লুম বাবু, সব ভাল-তো?

কৃষ্ণ। বটে? তুই বেটীই সব গোল বাধিয়েছিস্? প্রমদা! আমি পুলিসে গিয়েছি শুনে তুমি আমার উদ্ধারের জন্য দাদার কাছে গেছ্‌লে? সত্যি, তোমায় আমি সন্দেহ করেছি? দোর খোল, আমি তোমার কাছে মাপ চাই।

শ্বশুর। জানি, প্রমদা আমার তেমন মেয়ে নয়।

তর্ক। প্র—ম—দা—এ শব্দের অর্থ কি? প্রটা তো উপসর্গ, মদধাতু, অর্থাৎ প্রমদা হচ্ছে মদের উপসর্গ।

কৃষ্ণ। এস প্রমদা!

প্রমদা। আর আমায় কিছু বল্‌বে না?

কৃষ্ণ। আবার?

প্রমদা। বেড়াতে যাব?

কৃষ্ণ। যেও।

প্রমদা। গান গাব?

কৃষ্ণ। গেও।

প্রমদা। ঘোড়ায় চড়্‌বো?

কৃষ্ণ। যাঃ পাগ্‌লি, আয়!

তর্ক। কোনমতে না; এস না, এস না, তোমায় পাগল বলে! পাগল কি? ধর্ম্মপত্নীকে পাগল বলা—মদের উপসর্গকে—

(নিয়ে প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। আমায় কি দেবে বল?

(উপরে ভূতবেশে তিনকড়ি)

তিন। আঁমি মাঁচ খাঁব, ওঁরে আঁমায় মাঁচ দেঁ।

কৃষ্ণ। ও কে ও?

শ্বশুর। ও কি ও?

তর্ক। কি ভীষণ!—রাম! রাম! রাম!

কৃষ্ণ। কে ও—

শ্বশুর। কি প্রমদা?

প্রমদা। (স্বামীর কানে কানে আমার নাগর!

কৃষ্ণ। সে কি?

প্রমদা। আমার সতীত্ব নষ্ট কর্‌তে চান, বড় রসিক ছোক্‌রা; আমি বলেছিলেম, তুমি রাতদিন আমার কাছে থাক, তাই ভূত সেজে তোমায় ভয় দেখাচ্ছে।

কৃষ্ণ। বটে! কে বেটা দেখি রসো তো—

(ভিতরে প্রবেশ)

তর্ক। ধর তো, খুব মার তো, এই রকম মানুষকে ভীতি-প্রদর্শন! সতীর প্রতি আসক্তি!

(তিনকড়িকে ধরিয়া কৃষ্ণবাবুর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (মুখস খুলিয়া) কে রে তুই?

তিন। তিনকড়ি!

তর্ক। তিনকড়ি! মদীয় জ্যেষ্ঠম পুত্রের মধ্যমপুত্র? আহা! ছেলেমানুষ! এখানে খেলা কর্‌তে এসেছিলে বাবা? কেষ্টবাবু, দেখ কেমন ছেলে।

কৃষ্ণ। ছেলের বাঁপের ঝিয়ে দেখাচ্ছি।

প্রমদা। আমার মাথা খাও, কিছু বলো না, ছেলেমানুষ, বোকা, তা নইলে এ মূর্ত্তি ধরে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা প্রমদা, তোমার অনুরোধে আমি ওকে ছেড়ে দিলেম; আজ আমি বুঝ্‌লেম, ঘোমটা দিলেই সতী হয় না, তোমার মত স্ত্রী যার, তার আর অন্য সুখ চাই না। আমি যে তোমার উপর সন্দেহ করেছিলেম, তার খেসারতের স্বরূপ তোমায় এক ছড়া হীরের নেকলেশ দেব,—কেমন?

প্রমদা। তুমি যা দেবে, তাতেই খুসী।

শ্বশুর। নেকলেশ কি বাবা?

তর্কা। বুঝ্‌লে না? বধূর নেকলেশ—অর্থাৎ—আমার পুত্রের আমলা ডিস্‌মিশ্‌।

যবনিকা-পতন।

রাজা বাহাদুর

(সং-রং)

সঙের তালিকা।

গাণিক্যধন (মণ্ডল) রায়	...	সামান্য সম্পত্তিবিশিষ্ট মূর্খ বেয়াক্কেল জমিদার
মাণিক্যধন মণ্ডল	...	গাণিক্যের সাবেক পিতা।
ব্লকম্যান ফিশ্	...	দুর্দ্দশাপন্ন সাহেব।
কালচাঁদ	...	সহুরে তুখোড় লোক।
বাঁশীমোহন কীর্ত্তিবাস প্রভৃতি	...	মোসাহেবগণ।
ভট্টাচার্য্য	...	সভাপণ্ডিত।
মিঞাজান	...	খানসামা।
পোকারাম	...	ভৃত্য।

সহেরের ভণ্ডগণ, জেলে-জেলেনী, শুঁড়ী, ফুলওয়ালা-ফুলওয়ালী, ধোপানী, বেদানাওয়ালা, ভিস্তি, মেথরাণী, ফোড়ে, মেছুনীগণ, গাণিক্যের দেশীয় স্ত্রীলোকগণ, দরওয়ান, বরকন্দাজ।

স্ত্রী।

কালিন্দী	...	কালাচাঁদের স্ত্রী।
মনসাঠাকরুণ	...	গাণিক্যের স্ত্রী।
পাঁচকড়ি	...	বাইজী।

রাজা বাহাদুর

প্রথম দৃশ্য।

—*—

আড্ডাবাড়ীর বারান্দা।

ভণ্ডবেশধারী নরনারীগণ।

(গীত)

চল চল যুগলে যুগলে যাই।
শীকার ঢুঁড়িয়ে ফিরি হে সবাই॥
পালে পালে পালে, রকমারি চালে,
পশুর কসুর সহরেতে নাই।
দুর্ভিক্ষের দান, ধর্ম্মদীক্ষা ভাণ,
চোকা চোকা বাণ তূণেতে ম্যালাই॥
টাইটেল ভোলে, দেখি কিবা ভোলে,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
ভাই ভগ্নী মিলে খুঁজিয়ে বেড়াই॥
দেশ-দুঃখে কেঁদে, চাঁদা-ফাঁদ ফেঁদে,
হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ!
দে দে দে দে কোরে ঘরে ঘরে ধাই॥
বীরদাপে রুকে, চল বুক ঠুকে,
উদরের দুঃখে বড় থাই ভাই।
চল শীকার চাই হে শীকার চাই॥

[সকলের প্রস্থান।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। চুনোপুঁটী, চুনোপুঁটী! ভারী সেজেগুজে সব বাবা শীকারে যাচ্ছ, পাবে চুনোপুঁটী চুনোপুঁটী; সেজেছ গুজেছ মন্দ নয়, কিন্তু ওতে আর কিছু হয় না বাবা, সব পুরোণ হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের চাঁদা—পথে পথে কাঁদা, বিজ্ঞাপনের খরচ কুলোয় না; ধর্ম্মপ্রচার—এক সন্ধ্যা আহার জোটা ভার; জয় রাধেকৃষ্ণই বল, আর শান্তিঃ শান্তিঃই বল, বাড়ীতে ঢুকলে বাবা সব ঘটী-বাটী সামলায়, ওলাউঠা, মারীভয়, জলপ্লাবন—আমরা এককালে ঢের করেছি, এখন আর ও সবে কুলোয় না; চোগা ঝুলিয়ে তুড়িলাফ মেরেও দেখা গেছে, দাড়ী রেখে চসমাও পরা গেছে, গেরুয়া রুদ্রাক্ষের ভিটকিলিমিও করা গেছে, কোন দিন এক সন্ধ্যা, কোনদিন একাদশী; কালাচাঁদ মাষ্টার আর ধানে যাচ্ছে না, মারি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার, চুনোপুঁটীতে আর নেই। জমীদার খুড়োকে রাজা হবার জন্যে যে রকম নাচন নাচিয়েছি, আর এ দিকে ফিশ্ সাহেব হাতে আছে, এবার কিছু গুছিয়ে বস্‌ছিই বস্‌ছি।

(কালিন্দীর প্রবেশ)

কালিন্দী। ঐ গেল—ঐ গেল, সব শীকারে বেরিয়ে গেল।

কালা। গেল গেলই।

কালিন্দী। আর তুমি ব'সে ব'সে দেখ্‌ছো।

কালা। এইবার প্রিয়ে মিছে কথা কোয়েছ, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি।

কালিন্দী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে তো পেট চল্‌বে কেমন কোরে?

কালা। পেট চল্‌বার জন্যে ভাবনা কি? যে রকম বাজার-ভাও পড়েছে, আপনা আপ্‌নিই চল্‌তে পারে, নেহাৎ না হয় ছটাক খানেক ক্যাষ্টর অয়েল খেলেই রীতিমত চল্‌বে।

কালিন্দী। নাও, ঠাট্টা রেখে দাও, তুমি কোন কাজের নও।

কালা। ছি প্রিয়ে, স্ত্রীর মুখে ও কথা স্বামীর পক্ষে বড় বদনাম, তুমি একেবারে আমার পসার মাটী করবে না কি ?

কালিন্দী। ওরা সব যোড়ে যোড়ে গেল, কত শীকার ধরবে, কত টাকা পাবে, আর তুমি কিছু কচ্ছো না ; চল, আমরাও দুজনে শীকার খুঁজ্তে যাই।

কালা। চাঁদবদনি ভগিনি!—ঐটে মাফ কর্তে হবে, তোমায় নিয়ে আমার শীকারে যাবার ভরসা হয় না।

কালিন্দী। কেন, আমি কি তোমার ঘাড়ে পড়্বো ?

কালা। বলি আমার ঘাড়ে তো পড়েই আছ, সে ভয় করিনি, যদি আর কারুর ঘাড়ে পড়ো—

কালিন্দী। ছি ভ্রাতঃ প্রাণনাথ, তোমার এখনও কুসংস্কার !

কালা। কি জান ভগ্নি, সংসার-সংস্কার বিশেষ অবগত আছি, তাই প্রিয়ে, স্ত্রীকে বাজারে বা'র করা সম্বন্ধে একটু কুসংস্কার এখনও আছে।

কালিন্দী। প্রাণনাথ! আমি তেমন নই।

কালা। এখন তো তেমন নয়,কিন্তু তেমন তেমন হ'লে কেমন হয়, তা কি বলা যায় ? দেখ, এই যে সব ঠাকুর-ঠাকুরুণরা যোড়ে যোড়ে শীকারে বেরুলেন, ও ছিপে মাছ ধরা, ওতে আমি বড় রাজী নই ; মাগ টোপ্ ফেলে যে মাছ ধর্তে যায়, তার অনেক সময়েই মাছে টোপটী ঠুক্রে পালিয়ে যায়, আর গাঁথ্তে পার্লেও টোপটুকু নিশ্চয়ই মারা যায়। আমি জালের শীকার বুঝি ভাল, যা পেলুম,সাফ টেনে নিলুম। তুমি কিছু ভেব না, আমি যে জাল ফেলে এসেছি, চুনোপুঁটী নয়, একেবারে দেড়মণি কাৎলা গ্রেপ্তার হবে।

কালিন্দী। কি রকম, কি রকম ?

কালা। মফস্বল থেকে এক জমীদার আমদানী হয়েছে, তাঁর সঙ্গে জুটে তাঁকে রাজা খেতাব দেওয়াব বলেছি,এ দিকে আমার কাছে সেই যে মাতাল সাহেবটা আস্তো, তাকে একটা বড় সাহেব সাজাব ঠিক করেছি, একেবারে কিছু মাল কোরে বস্ছি !

কালিন্দী। বল কি ভ্রাতঃ ! কোন হাঙ্গাম হবে না তো ?

কালা। রামচন্দ্র! আমি কি তেমন কাজে হাত দিই প্রিয়ে, এ কি আর একটা জমীদারের মত জমীদার, মফস্বলে দেড় কাঠা ভূঁই থাক্লেই কল্কেতায় এসে অনেকে জমীদার হয়, এ সেই গোছ ; দেখেছে বড় বড় জমীদারদের গবর্ণমেণ্ট মান্য করে, খেতাব টেতাব দেয়, এও তাই খেপেছে, "এ্যাং যায় ব্যাং যায়, খোল্সে বুড়ী বলে আমিও যাই।" একে কেউ চিনেও না, শোনেও না, একটা হাবাতে।

কালিন্দী। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর! আত্মা-বল্লভ !

কালা। ভগিনি, সহধর্ম্মিণি, হৃদয়-রঞ্জিনি, কালিন্দী কল্লোলিনি !

কালিন্দী। ভ্রাতঃ, প্রেম দাও,প্রেম দাও!

কালা। ভগিনি, আঁচল পাত, আঁচল পাত।

কালিন্দী। প্রিয় ভ্রাতঃ, প্রাণপতি! কি দিবে আমায় ?

কালা। চল প্রিয়ে, প্রেম দিব ধামায় ধামায়।

নেপথ্যে। মাষ্টার বাবু বাসায় ?

কালা। যাও যাও কালিন্দী, তুমি স'রে যাও, জমীদার খুড়ো বুঝি এসেছে।

কালিন্দী। কেন ভ্রাত, স'রে যাব, আমি তো স্ত্রীস্বাধীনতা পেয়েছি, পরপুরুষের কাছে আর আমার লজ্জা কি ?

কালা। ওরে বাপু প্রিয়ে, তোকে বোঝাব কত, স্বাধীনতা টতা এখন থো কর, মেয়েমানুষ সম্বন্ধে জমীদার খুড়ো আমার রাঘব-বোয়াল, মফস্বলে বিস্তর গেরস্তর মেয়েকে স্বাধীন কোরে ফেলেছে। ভগিনি! তুমি আমার সবে ধন নীলমণি, তোমায় কিছু বেশীরকম স্বাধীন করলে দীন-হীন অধীনের গলায় কাচা উঠ্‌বে।

কালিন্দী। ধিক্ প্রাণনাথ! আজও তোমার কুসংস্কার গেল না।

কালা। ও বাপু প্রাণেশ্বরি, ক্ষমা দাও, আমার কুসংস্কার সুসংস্কার সব গরজ বুঝে, এখন একটু গা-ঢাকা হও।

(গাণিক্য ও বাঁশীমোহনের প্রবেশ)

বাঁশী। মাষ্টার বাবু, শ্রীযুত আস্‌ছেন, স্বয়ং সশরীরে আস্‌ছেন।

গাণিক্য। বাশীমোহন ব্যাকুব, দরজা হত্তি ডাক পারাপারি কর্‌ছিল, মাষ্টরের গর আমরই গর, এ আর ডাক পারাপারি খবরা-খবরী কি ? একেবারে আলাম।

কালা। আজ্ঞা, আজ্ঞা, আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হয়। (কালিন্দীর প্রতি) স'রে যাও, স'রে যাও।

গাণিক্য। ওঃ! মাষ্টর বাবু তো রগরে ছিলেন দেহি, তা মায়েমানুষরে সরাইছেন নাহি ? আমরাও না অয় দুটা আমোদ কর্‌লাম, বিবিডী কেডা ?

কালা। আজ্ঞা, ও তা নয়, তা নয়, উনি আমার ভগ্নী।

গাণিক্য। বগ্নী, সহোদোরা ? আপনার বাপের বেটী ?

কালা। না না, আমার স্ত্রী।

গাণিক্য। স্ত্রী! কেমন কইলেন, আপন বুহিনিরে বিয়া কর্‌ছেন ?

কালা। (স্বগত) কি গেরো। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা এই—ন' না—ঐ ভগ্নী বলি—আমাদের ঐ দস্তুর আছে; স্ত্রী, জানানা স্ত্রী নয়, স্বাধীন মেয়েমানুষ।

গাণিক্য। ওঃ, তাই কন, স্বাধীন বর্ত্তৃকা। বারতচন্দ্র লিখ্‌ছে—

"কোলে বস্তা যায় পতি আজ্ঞার অদীন।
স্বাদীন বর্ত্তৃকা তায় কয় সুপ্রবীণ।"

কালিন্দী। আপনি বুঝি ভ্রাতা নন, তাই আমায় চিন্‌তে পারেননি, আমি সুসংস্কারাপন্না স্বাধীনা বিদ্যাবতী।

গাণিক্য। ওঃ, তাই কন—

বিদ্যাবতী রোসোবতী স্বাধীন বর্ত্তৃকা।
কলা গাছে দোলে ব্যাল সে নবপত্রিকা॥

কালা। যাক যাক, ওকে বাড়ীর ভেতর যেতে দিন।

গাণিক্য। বয় কি মাষ্টর বাবু, আপনার মায়েলোক তো আর খাজুরে গুরের পাটলি নয়, যে আমি টপ্ কোরে গালে ফেলায়ে দিমু। বলেন স্বদীন বর্ত্তৃকা, আপনকার নাগরেবে দুটা সোহাগের কথা কন, রোসসুন্দরী তো আবৃত্তি কর্‌ছেন, বোলেন—

"শুন শুন প্রাণনাথ, নিবেদি হে জোর হাত,
পূরিল সকল সাধ শ্যাষ কিছু রয় হে।
বান্ধি দেহ মুক্তা ক্যাশ, বানাইয়ে দেহ ব্যাশ,
তুমি মোরে বালোবাসো লোকে যেন কয় হে॥
দেখিয়ে তোমার মুখ, অতুল অইল সুখ,
পাসরিনু যত দুখ আছিল যে বয় হে॥
যতকাল জীয়ে রই, তোমা ছারা যেন নই,
নিতান্ত করিয়ে কই মনে যেন রয় হে॥"

কালিন্দী। (জনান্তিকে কালাচাঁদের প্রতি) এ মুখপোড়া বড় অসভ্য, অমার

স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝ্‌লে না, আমি চ'লে যাই।

[প্রস্থান।

কালা। হাঁ, যাও যাও।

গাণিক্য। অঃ! মায়েমানুষ তো বর লাজুগ দেহি, মাষ্টর বাবু বুঝি হালে বা'র কোরে আন্‌ছেন, এ্যাহোন পোষ মানে নাই?

কালা। আজ্ঞা না—ওর বিষয় আমি এর পর বল্‌বো, এখন মহারাজ বাহাদুর কেমন আছেন, বলুন?

গাণিক্য। অঃ! মাষ্টর মশা, আপনি যে অ্যাহনি আমারে মহারাজ বাহাদুর ব'লে সম্ভাষণ কর্‌ছেন, গাছে না চরাইতেই কাদি হাতে ত্যান দেহি।

কালা। গাছে না চড়াতেই কি মহারাজ, আমি যখন রয়েছি, তখন তো আপনি রাজা হয়েছেন মনে করুন।

গাণিক্য। সোনোন্দ তো এ্যাহনও পাই নাই।

কালা। সে পাওয়াই, আমি সব ঠিক করেছি, আপনার ওদিকের ঠিক তো? মফস্বল থেকে টাকাটা এসে পৌছেছে তো?

গাণিক্য। কা'ল সন্ধ্যার পর লোক আস্‌ছে, সমস্ত মজুত।

কালা। তবে আপনি রাজা হয়েছেন।

গাণিক্য। রাজা অইমু?

কালা। হবেন।

গাণিক্য। বাশীমোহনের মনে কি লয়?

বাঁশী। রাজা তো রাজা, আপনি নবাব খাঞ্জাখাঁ অইবেন।

কালা। মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; হাঁ ভাল কথা, আর একটা কাজ কর্‌তে হচ্ছে, হাপসিগঞ্জের মেমেরা বড় দিনে পেত্নীর নাচ নাচ্‌বে, তাতে শ-দুই টাকা চাঁদা দিতে হবে।

গাণিক্য। চাদা তো বিস্তর দিলাম; বোজের চাদা, থানার চাদা, নাচের চাদা, হাডুডুডু খেল্‌বার চাদা, সাতার গরের চাদা।

কালা। এ চাদাটাও দিতে হবে, এই সময়ে ওক্তমাফিক সব কাগজে আপনার নামটা কবার বেরুন চাই।

বাঁশী। এবা উজুর মহারাজ কোন চাদা দিলে আমাগোর আমলাগোর দস্তুরি কিঞ্চিৎ কাটিয়ে দিতে অইবে।

গাণিক্য। আবার এক ব্যক্তি আজ আস্‌ছিল বাসায়, বলে, শ্রীক্ষ্যাত্রে জগন্নাথের শ্রীমন্দির বগ্ন অইছে, আপনাকে কিছু সাহায্য কর্ত্তি অইবে।

কালা। আরে রাম রাম, এক পয়সা দেবেন না, এক পয়সা দেবেন না, ও জুচ্চুরি, আর ওতে লাভ কি? নাম বেরুবে? ইংরাজী কাগজে লিখ্‌বে? সাহেবেরা খুসী হবে? খালি বাজে, খালি বাজে।

গাণিক্য। আচ্ছা, আপনি কইছেন, ও পেত্নী-নাচের চাদাও দিমু, কিন্তু তৎপর হয়ে মহারাজ বাহাদুর লিখিত সোনোন্দটা আনাইয়ে দ্যান।

কালা। এবারকার সনন্দে শুধু রাজা লেখা থাক্‌বে।

গাণিক্য। কিসের লেগে? মহারাজ বাহাদুর থাক্‌বা না?

বাঁশী। আমরা মহারাজ বাহাদুর কইমু না?

কালা। ক্রমে—ক্রমে—এখন একেবারে সব খেতাব দেওয়া হয় না, সাল সাল কিস্তিবন্দী হয়। তা ভয় নেই, সনন্দে রাজা থাকুন, পাঁচজনে আপনাকে মহারাজ বাহাদুর বলেই ডাকবে। এখন বাসার দিকে যাবেন কি? আমিও একবার জেলেদের দে'খে যাই, সাহেবদের সওগাদের মাছের কি কর্‌লে।

গাণিকা। অয় চলেন। রাজা অইমু, রাজা অইমু। বালীমোহন রে, এতদিনে গাণিক্যদনের জন্ম সফল অইল, রাজা অইল, রাজা অইল!

বাঁশী। রাজা অইলেন, রাজা অইলেন!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুষ্করিণী।

জেলে ও জেলেনীগণ।

(গীত)

সকলে। গেল গেল গেল গেল বেলে মাছটা পালিয়ে।

জেলেনী। জলে উলে খুব ঢলানটা গেলি জেলে ঢলিয়ে॥

জেলে। মিছে বকাস্‌নেকো ভাই, ঐ রুই মাচ্ছে ঘাই,

জেলেনী। তোর হাল্কা কাঁটি ছোঁয় না মাটী তাই মাছ পালাচ্ছে তলিয়ে॥

জেলে। শোন্ লো মাইতির মেয়ে, ভাখ্‌লো বেঁউতি বেয়ে,

চিঙ্গড়ী ফিঙ্গড়ী পড়ে যদি জালের ফাঁকে গলিয়ে॥

জেলেনী। তোর খ্যাপ্‌লা খেলে না, তাই কাৎলা মেলে না,

সকলে। আজ যা করেন মা মোচা—ছেঁচ্‌কি বাবুর কপালে নেই কালিয়ে॥

জেলে। ও বৌ, খালি পানামাথা সার হলো, দীঘি যে খালি, একটা চুনোপুঁটীও নেই, এত মাছ সব গেল কোথায়?

১ম জেলেনী। তুই মিন্‌ষে যেমন বোকা, এ সব যে ইংরেজটোলার মাছ, গরমির সময় পাহাড়ে হাওয়া খেতে গেছে, এখনও ফেরেনি।

জেলে। দূর পাগ্‌লী, মাছ জলে থাকে, তার আবার গরম কি?

১ম জেলেনী। তুই কিছুই জানিসনে, মাছ তো জলে থাকে, ইংরেজটোলার গেঁড়ি-গুগ্‌লি পাঁকে থাকে, তাদেরও গরম হয়, ঠাকুরও দোলে ওঠেন, তারাও পাহাড়ে ওঠে।

২য় জেলে। তা নয় তা নয়, এর ভেতর বোধ হয় কারচুপি আছে; আমি হক্‌সাহেবের বাজারে মাছ বেচি, আইন কানুন সব জানি, আমার কাছে সব শোন্, এ সব হাপিস পাড়ার মাছ, এদের সব ইন্‌কিম্ ট্যাক্‌স হয়েছে, তাই ধোরে নিয়ে গেছে।

৩য় জেলে। ভাল বলেছিস্‌ মেজ তালুই, কথাটা লাগ্‌লো বটেক্, ট্যাক্‌সর জন্যে ধ'রে লে গেছেই বটেক্, দেখ্‌ছি খানকতক আঁস ছাড়িয়ে তবে ছেড়ে দেবে, কিছু হাল্কা হয়ে পড়্‌বে দেখ্‌ছি।

১ম জেলেনী। দাদাশ্বশুর, তার জন্যে ভেব না, হাল্কা হয়, আমি জল বালি ভ'রে দাঁড়িতে চড়াব।

১ম জেলে। সে তো দাঁড়িতে চড়াবি যখন মাছ পাবি, এখন বড় দিনের বজার, মূলে মাছ নেই, বাবুরা খাবে কি?

১ম জেলেনী। দশরথের ব্যাটা চুড়োবাঁধা পাখী, বাবুরা খাবে কি!

জেলেনীগণ। র'য়েছে কোঁকোর কোঁ! র'য়েছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ! বাবুরা গিল্‌বে কোঁৎ কোঁৎ!

৩য় জেলে। চল্ চল্ এখন বেলা গেল, জাল গুড়িয়ে ঘরে চল্।

১ম জেলে। তাই তো, খালি জাল—

২য় জেলেনী। হা হা শুধু তোর নয়, এখন

চারিদিকেই খালি জাল; বড় বড় হুমরো চুমরো বাবু তাদেরই সব জাল,জেলের জালে আর কুলোয় না।

৩য় জেলে। লাতবৌ বড় হিঁয়ালিই বল্লি, আমি যদি ইঞ্জিরি জান্‌তুম, লাতিকে গুলী কোরে তোকে বিধবা বে কোরে ফেল্‌তুম। যা বল্লি চারিদিকেই জাল।

জেলে-জেলেনীগণ। (গীত)

এখন যে দিকে চাই খালি জাল।
কি দিন পড়েছে বিষম কাল॥
কুরুচি সুরুচি ধর্ম্মে অভিরুচি,
যেন ভেজাল তেলে ভাজা লুচি,
গলায় পৈতে প'রে মুচি,চালাচ্ছে বামুনি চাল।
জাল সব ভাই ভগ্নী আর স্বোয়ামী ভার্য্যা,
কেবল রক্ষা চক্ষুলজ্জা চস্‌মা দিয়ে চখে আল।
সবঁ জাল কর্ত্তা আর জাল গিন্নী,
শালগ্রাম আর পীরের সিন্নি,
ধন্যি ধন্যি ধন্যি মানি মান্যি জালের চাল।
জাল যত ক্রিয়া কর্ম্ম, জালে ঢাকে গাত্রচর্ম্ম,
কালের ধর্ম্মে ধর্ম্ম বুড়ো দেয় না হুড়ো,
নইলে হাড়ীর হাল॥
জাল কোরে যে দেশ হিতৈষী,
সাজেন সবাই মাসী পিসী,
দিশী বোলে কুলোয় নাকো,
ইংরেজী গাল ঝাড়ে দেখ,
ভূতের ভয়ে জড়-সড় জালে ধরে খাঁড়া ঢাল।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

একজন শুঁড়ী ও ব্লকম্যান ফিশ।

শুঁড়ী। কি সাহেব, কি তোমার মৎলব?

ফিশ্। টলব্ আজ রোজ হপ্টা, আজ রোজ হপ্টা, বিল কর।

শুঁড়ী। কি সাহেব, মদ খেলে, গেলাস ভাঙ্‌লে,দাম দেবে না? এখন মাতলামী কোরে উড়িয়ে দিচ্ছো, ঐ তো শালাদের রোগ।

ফিশ্। Rogue! you lie, you thief. don't call me names. Rogne indeed! the Fishes are no rognes I tell you; look in the book of the Peerage, the Chronicler, we came in with Richard the Conqueror, therefore let every man be in his own humour.

শুঁড়ী। বেড়ি গুড, ইউ নো গিভ্ মনি?

ফিশ্। No not a dirty pice.

শুঁড়ী। আই গো ব্রিং পুলিস।

ফিশ্। Go, fetch thy grand-mother.

শুঁড়ী। বেড়ি গুড, নো ফন্ট মাইন, কন্‌ষ্টেবল!

ফিশ্। Constable! that's detestable, rather bring me some nice e-table a plate of meat and some Vegetables; I will call that palatable and thee hospitable; or else I will kick you three times thrice, that will make—make—make, ah! I forget my—my my-multiplication table.

শুঁড়ী। কন্‌ষ্টেবল, কন্‌ষ্টেবল!

ফিশ্। Shut up you pig, I will send you to the Devil's stable.

শুঁড়ী। টাকা নিয়ে পালালো, মেরে ফেল্লে, কন্‌ষ্টেবল, কন্‌ষ্টেবল!

ফিশ। Now once more, will you go and hide in thy den, or I will take the hide of your dirty carcass.

শুঁড়ী। খুন কল্লে, খুন কল্লে, পাহারা-ওয়ালা, কন্‌ষ্টেবল!

ফিশ। then take that—and that—and that for your "Constable" your "Constable" your "Constable."

শুঁড়ী। মধুসূদন রক্ষা কর, মধুসূদন রক্ষা কর, ও মধুসূদন! ও পাহারাওয়ালা!

ফিশ্। And take that and that and that for your grandmother; now go and be damned,

শুঁড়ী। গেল গেল গেল রে, পিলে পট্‌কে গেল।

[প্রস্থান।

ফিশ্। Now for h me; I have a home, sweet—sweet home, the shady pagoda in the Eden Garden; Lo! What's the matter with my legs! Sure the swindler of a cobbler has stuffed the soles of my boot with some pounds of lead.. No—they wo'nt move; so what will be—will be? I must take my midday Siesta in the open air. I have a right to it. Am I not a rate-payer? if no voter'—an-under-rate-payer certainly, (Lays himself down:)

Ah! God bless the Commissioners! How considerate they are for laying such a layer of sweet soft nine inehes-deep dust for my comfort. What a delicious cushion for my stone couch! it is quite soporific: Long Live The Corporation! Come sleep gently—gently—gently! (sleeps:)

(কালাচাঁদ ও মিয়াজান খানসামার প্রবেশ)

কালা। এইখানেই খুঁজে পাব এখন, কোন্ না কোন একটা মদের দোকানে প'ড়ে আছে।

মিঞা। দেখ কালাচাঁদ বাবু! সব যে বেগিয়ে টেগিয়ে শ্যাষ যেন ঠকো না, তোমার ফিশ্‌ সাহেব ব্যাটা যে মাতাল, শ্যাষ না সব ফেঁসিয়ে ফেলে।

কালা। তুমি খেপেছ মিঞাজান, আমি ঠকি! চিরকালটা পুলিসে দালালী কোরে এলুম। জমীদার খুড়ো আমার রাজা হবার জন্যে যে রকম খেপেছে, আর আমি বোল-চাল দিয়ে যা ঠিক কোরেছি, দশ হাজার টাকা তো হাতিয়েছি; এক ব্যাটা সাহেবকে খাড়া না করলে নয়, তাই ঐ ব্যাটাকে জোগাড় করা।

মিঞা। তা ব্যাটা মাতাল না হ'লে খুব চাল চাল্‌তি পারে; ব্যাটার একদিন সময় ছিল খুব ভাল গো খুব ভাল, ব্যাটার যখন আসামের চা-বাগান ছ্যাল, মোর শ্বশুর ওর বট্‌লের ছ্যাল। যা হোক বাবু, আমায় যা বলেছ, আড়াইশ খানি টাকা দিতে হবে, আমি রেঙ্গুন চ'লে যাব।

কালা। তার জন্যে ভেব না, তোমার আড়াইশ, তোমার সাহেবের হাজার, বাকী আমার।

মিঞা। ঐ না বাবু, একটা রাস্তায় প'ড়ে কে? ঐ না আমাদের সাহেব?

কালা। তাই তো, সেই তো বটে, আঃ মর্ ব্যাটা! ও ফিশ্‌ সাহেব, ফিশ্‌ সাহেব গেট আপ্‌—

মিঞা। হয়েছে আর কি! বাবু, তুমি এই ব্যাটাকে নিয়ে একটা লাট সাজাবে! লাট তোমার ধুলোয় প'ড়ে ধুলাট খাচ্ছেন।

কালা। একটা ভাল পোষাক পরিয়ে

একবার খাড়া কোরে দিতে পাল্লে হয়; জমীদার খুড়োকে আমি বলেছি যে, বিলাতের আসল ইড়্‌ব্রেড লাটেরা একটু বেশী মদ খায়। এখন এস ব্যটাকে ওঠাই।

মিঞা। সাহেব, উঠিয়ে উঠিয়ে, সড়কমে কাহে পড়া হ্যায়?

কালা। ফিশ্‌ সাহেব, ফিশ্‌ সাহেব, মিষ্টার ফিশ্‌।

ফিশ্‌। For Gcd's sake a pot of small ale

কালা। Come come get up, you are again drunk?

ফিশ্‌। Drunk? Drunk! That's quite natural. It is in our family, am I not a Fish? To drink is my birth-right.

মিঞা। বাবু ফিশ্‌ ফিশ্‌ কচ্ছে, বুঝিয়ে দাও যে, তুই এখন লাট; লাট ব'লে ডাক।

কালা। My Lord? My Lord! get up your Honor, you will drink Champagne.

ফিশ্‌। Go to—I am Blockman Fish—call not me your Honor or Lordship, I never drank Champagne since I left the plantation

মিঞা। ঐ গো, চাচার আমার চা-বাগান মনে প'ড়ছে; সে দিন আর নেই চাচা, সে দিন আর নেই, তোমায় এখন আমরা লাট বানাচ্ছি!

কালা। My Lord! My Lord! Don't forget you are a lord.

ফিশ্‌। No—No—No—

কালা। Yes—Yes—Yes.

ফিশ্‌। What, would you make me mad! Am not I Blockman Fish! Old mother Fish's son of Dover?—By birth a Cobbler, by education a Grocer then by profession a planter, an honorary Magistrate by recommendation, a Debtor by dissipation, next a Rover by occupation, and at present beggar by brandy bottu's benediction Go and ask Gaburdawn shaw—the fat wine merchant of Radhabazar, if he knew me not! if he says I am not fourteen annas on the score for old Tom, score me up for the lying best knave in Christendom.

কালা। ও মাষ্টার ফিস, ছি ছি, you forget all I teach you You are a lord, lord, lord.

ফিশ্‌। Am I lord? Then where is my lady! or do I dream, or have I dreamt till now! I do not sleep—I see, I hear, I speak, I small sweet savour sent up from the Municipal drain, and I feel soft things these fine dust and horse droppings; pon my life, I am a lord indeed! My Lord Landless and not Blockman Fish. Well bring our castle hither, and once again a pot of the smallest ale.

মিঞা। সেলাম সাহেব, এইবার তো বেরে খারা হয়েছ।

ফিশ্‌। চুপ রাও you brute; call me My—Lord Lord Landless; হাম্‌কো বোলো করো।

মিঞা। হাঁ, হাঁ, মাই লাট, মাই লাট।

কালা। Yes yes, My Lord, My Lord—এইবারে ব্যাটা ঠিক ধাতে এসেছে।

ফিশ্। হাঁ হাঁ মোশায়, আপনি এখন কি কাম কোরে এলি ?

কালা। ও কাম সব ঠিক, অল রাইট, এখন তুমি অল রাইট থাক্‌লে হয়; নজরের টাকা মজুত, বড়দিনের সওগাদ পর্য্যন্ত পাবে, সেটা যেন বাবা একলা সাথিও না, কিপ্ মাই সেয়ার।

ফিশ। মিল্‌বে, মিল্‌বে, তুমি কুচ ভাবিস্ না। Now come on where is my Zemindar ? I will make him Rajah on the spot, I want rupee badly ; Rupee—Rupee—Rupee !

মিঞা। দেখেছ বাবা, খাঁটী ইংরেজ বাচ্ছা, ত্মাশের বুলি ঝাড়্‌ছে, রূপিয়া রূপিয়া কচ্ছে।

কালা। No no, My Lord, you don't go to day. আজ গেলে হাল্কা হ'য়ে পড়্‌বে, I will hire good house for you, give you good dress, সেখানে লাট মরিংটন সেজে বস্‌বে, জমীদার বাহাদুর নজর শুদ্ধ সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব, সনন্দের কাগজখানি দেবে, understand sir ?

ফিশ্। Yes yes, আমি বাঙ্গালা বুঝেন বুঝেন, five years in the Tea-garden, হামি কুলী লোকের কাছে বাল বাঙ্গালা শিখেছিস্।

কালা। আর এই মিঞাজান চাচা তোমার খানসামা হবে, এর father-in-law was your butler.

ফিশ্। Yes yes, আমি ওকে দেখেছিস্; very good, খানসামা' Peg লেয়াও।

কালা। না না, খানসামাকে আমি এখন জমীদার খুড়োর কাছে নিয়ে চল্লেম, আজ এর সঙ্গেই দেখা করিয়ে দেব।

ফিশ্। Then come, stand me some drink.

কালা। এই একটা টাকা নাও, বেশী খেও না, এর ভেতর খোরাকী শুদ্ধ কোরো, আমি আবার দেখা কর্‌বো, সেই ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার ভেতর শুয়ে থেকো, গুড্ বায়, এস মিঞাজান।

মিঞা। সেলাম সাহেব।

ফিশ্। Yes yes, go your way, now Babu hoist your sail and be-gone.

[কালাচাঁদ ও মিঞাজানের প্রস্থান।

Now my pretty Rupee, fore runner of the promised thousand ; I will go and wet my whistle with thee in whisky ; my lovely, dear, darling luck-money, and then I will play the pucca Lord Landless and make my Baboon of a Zeminder a Rajah Bahadoor. – Ah-what's that ! My old malady, scruples, pangs of conscience -more indigestion, pranks of a deseased liver ; my conscience shan't starve me neither conscience when there is no pot boiling is a strong symptom of death. I am Lord Landless ; and shall make a Rajah any body who pays me. This money must come to me.

Socce'd or fail all the same my
lot.
I will subdue my concience to my
plot.

[প্রস্থান।

(ফুলওয়ালা ও ফুলওয়ালীর প্রবেশ)

উভয়ে। (গীত)

আজ বাগানে ফুল তুলেছি দুজনে।
মুখোমুখি হয়ে ব'সে হার গেঁথেছি যতনে ॥
ফুলের সিঁতি, ফুলের বালা, ফুলের চন্দ্রহার,
মুদিত কুঁদে বাঁধা বাজু বেহদ্দ বাহার—
সুরের সার গোলাপের হার নতুন ধরণে।
বেণীতে বিনালে পরে মজায় মোহনে ॥
উড়ে যাঁ উড়ে যা অলি,মধু আজ দেবে না কলি,
সোহাগেতে ঢলি ঢলি—
প্রিয়ারে পরাবে মালা যুবক জনে।
পাঁজার করে নজর, দেবে কোমল চরণে ॥

[গাহিতে গাহিতে উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

কলিকাতার বাসাবাড়ীর বৈঠকখানা।
গাণিক্য, ভট্টাচার্য্য, মোসাহেবগণ ও
পোকারাম।

গাণিক্য। ও পোকারাম—পোকারাম!

পোকা। উজুর।

গাণিক্য। খালি উজুর কিরে বিটা, যা ক'য়ে দিছি।

পোকা। অয় অয় উজুর মহারাজ।

গাণিক্য। মাষ্টরবাবু আস্‌ছিল?

পোকা। এজ্ঞে না, অ্যাহনো তো আসেন নাই মহারাজ।

গাণিক্য। বট্টাচার্য্য একবার পঞ্জিকাখানা দেহেন তো, এ বৎসরের আমার ফলাফলটা কি?

ভট্টা। আজ্ঞে মহারাজের কোন রাশিতে জন্ম? হাঁ, গাণিক্যধন রায়, গাণিক্য, গ—শ কুম্ভ, কুম্ভ—কুম্ভ—বৈশাখ মাসে মকর কুম্ভের মহাদুঃখ।

গাণিক্য। তা ফ'লে গেছে, উনিশে বৈশাখ শ্যামী ধোপানী মরে, মাগীর সাথে আমার বরই প্রণয় ছিল, অমন চুল কারুর হবা না, যেন সাক্ষ্যাত মা শ্যামা ঠাকুরুণ।

ভট্টা। জ্যৈষ্ঠ মাসে মকর-কুম্ভ-মীনের লাভ।

গাণিক্য। অইছে, রাইমোহন সদ্দারের বগ্গীরে ঐ মাসের ষষ্ঠীর দিনেই বা'র করি, এডারে লাভ কইতি হয়, কি বল বট্টাচার্য্য?

সকলে। লাভ লাভ, মহালাভ, মহারাজ যা আজ্ঞা কল্লেন।

গাণিক্য। আরে হালে আইস ভট্টাচার্য্য হালে আইস।

ভট্টা। ভাদ্র মাসে কুম্ভের মান।

গাণিক্য। এডা একেবারে ঠিক, ঐ সময়ে কেলেক্টার সাহেবিরে ছেলাম করতে যাই, তিনি আমায় আদর কোরে হাতনারা দিছিলেন, আজও কব্জিটায় দরদ আছে।

ভট্টা। আশ্বিনমাসে কুম্ভ-মীনের সুখ।

গাণিক্য। হাঃ হাঃ হাঃ! আশ্বিনটা বরই সুখে গেছে, পঞ্জিকা কখন বুল নয়; কেমন হে, তোমরা তো জান?

সকলে। আজ্ঞে, বিশেষ জানি, বিশেষ জানি, বরই সুখ, বরই সুখ!

গাণিক্য। গটনাটা একবার ক'য়ে দাও বট্টাচার্য্যারে, কও বাশীমোহন!

বাঁশী। আজ্ঞে আজ্ঞে, কও না রাধিকা চরণ।

পরস্পরে। তুমি কও না, তুমি কও না, বিস্মৃত অয়েম।

বাঁশী। আজ্ঞে, উজুরের নিত্যই সুখ, কোণ্ডা কই?

গাণিক্য। সে যে বোর গোবর গটনা, স্মরণ অয় না?

সকলে। আজ্ঞে না, আজ্ঞে না।

গাণিক্য। তোমরা তো অতিশয় ব্যাকুব।

সকলে। মহারাজ যা আজ্ঞা করলেন, মহারাজ যা আজ্ঞ—

গাণিক্য। গাধা।

সকলে। তার আর সন্দ কি, তার আর সন্দ কি মহারাজ!

গাণিক্য। আরে মূর্খ, বোর তরফের নাবালক যে ঐ মাসেই ওলাউঠায় যায়, এডা সুখ নয় আমার পক্ষ?

সকলে। বোরই সুখ মহারাজ, ওলা-উঠা বোরই সুখ।

গাণিক্য। অ্যাহন হাল ফিস পৌষ মাস ত্যাহ, পৌষ মাস ত্যাহ।

ভট্টা। পৌষ মাস—পৌষ মাস—পৌষ মাসে মকর-কুম্ভ-মীনের সম্মান।

সকলে। বা বা বা বা বা!!!

গাণিক্য। কি কি! কি? কইলে, কি কইলে সম্মান! দেহি ত দেহি ত পঞ্জিকা, গুরু সৈত্য, গুরু সৈত্য। আর কি খুলে লেখবে, গাণিক্য-দন রাজা হবা, এই জৈন্য আমি পঞ্জিকা না ত্যাহে কোন কর্ম্মই করি না। মঙ্গলবার সর্ব্বসিদ্ধ ত্রিয়োদশী উত্তর আষারা নৈক্ষত্র, সৈভাগ্যযোগ ত্যাহে তবে পাচী বাইজীর বারী প্রথম গৃহপ্রবেশ করি, সেও আমায় মহারাজ বোলে বন্দিকি কল্লে, অমনি বাশী-মোহনের হাচি পরলো!

বাঁশী। আজ্ঞে আজ্ঞে। (হাঁচি)

সকলে। (হাঁচি)

গাণিক্য। সৈত্য সৈত্য, তার পর মাষ্টর জুটলো, সে একজন বিলাতের বোর লাটেরে ঠিক করছে, তিনি আমার নজর লতি রাজী অইছেন, একেবারে খাস কুইনীর নিকট হইতে সোনন্দ আনায়ে দিবেন।

সকলে। (হাঁচি)

গাণিক্য। সৈত্য সৈত্য, এই ত্যাহ আবার হাচি পরলো।

(পোকারামের পুনঃ প্রবেশ)

পোকা। মহারাজ, কোর্ত্তা আসছেন।

গাণিক্য। কোর্ত্তা?

পোকা। এজ্ঞে, মহারাজ। উজুরের কোর্ত্তা।

গাণিক্য। আমার কোর্ত্তা? পিতে, তেনার তো আজ ছয় বৎসর মৃত্যু অইছে, বিটা, তুমি বোটকিরা করবার আসছো?

পোকা। এজ্ঞে, মহারাজের সাথে বোট-কিরা কোরে জান খোওয়াইবে কেডা? সৈত্য আপনার পিতে আসছেন।

সকলে। (সভয়ে) রাম, রাম, রাম!

বাঁশী। রাম, রাম রাম,! কোলকত্তা সহরে দিবসেই বুত ত্যাহা দেয়, বট্টাচার্য্য মশায়, উজুরের একটা রক্ষ্যা-কবজ বাধি ত্যান্।

পোকা। এজ্ঞে, বুত পিতে নন, উজু-রের সাবেক পিতে, জন্মদাতা।

গাণিক্য। ও, তাই কও, কোর্ত্তা বাবা!

(মাণিক্যধনের প্রবেশ)

মাণিক্য। গাণিক্যধন, আমি আসচি বাপ।

গাণিক্য। কোর্ত্তাবাবা, তুমি দেহি বরই অসৈভ্য বে-আদব।

সকলে। মহারাজ কও, মহারাজ কও।

মাণিক্য। মহারাজ কেডা রে? ও যে আমার পুষ্যি, মুরিঘাটার মণ্ডলগোর গরে দত্তক দিইছিলাম মাত্র।

গাণিক্য। অয় অয়, দত্তক দিইছিলে, পাঠা গোরুর মত আমারে তো বাচে থাইছিলে, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক কি ? পোকারামও যে, তুমিও সে।

মাণিক্য। বোর মুখ কোরে ছ্যালের কাছে আলাম, সোম্ভাষণ তো করুলি বাল গাণিক্য !

বাঁশী। আরে, মহারাজ কও; মহারাজের নাম ধইরে. ডান ক্যান ? এ কি প্রকার বে-আদবি !

মাণিক্য। আরে থাম্ নচ্ছার, মানুষ বুঝে ‘য়া কারিস্, আমি অলেম মাণিক্যধন্ মণ্ডল, ওর্ জন্মদাতা পিতে।

গাণিক্য। বার বার জন্মদাতা কোরে আমায় বেইজ্জৎ করুছো বটে ; জন্ম দিয়ে থাহ, তার মূল্য তো পাইছো, গরে বোসে তই বাঙীয়ে খাও গিয়ে।

মাণিক্য। খাইবার থাকুলে কি আর তোর কাছে আসি, আমায় মাস মাস নিদেন পাচটা কোরে টাহা দিতি হবে, নইলে আমার চলুবা না।

গাণিক্য। তোমায় টাহা দিমু কিসের লেগে ? গোয়াল যদি গরু বিক্রয় করে, সে কি তার দুদির বাগ পায় ? কও তো বট্টাচার্য্য, শাস্ত্রমতে উনি কিছু পান কি ?

ভট্ট। হাঁ, উনি যখন অর্থ লয়ে আপনাকে পোষ্যপুত্র দিয়েছেন, তখন আর ওঁর আপনার উপর কোন অধিকার নাই ; তবে যখন আপনাকে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করতে হবে, তখন ত্রিশ দিনের ভিতর তিন দিনের হিসাবে হলো—

অর্দ্ধেক পক্ষেতে তার, তেহাই সপিণ্ডে।
দশম ভাগের ভাগ শেহালার দণ্ডে॥

পাঁচ টাকা চাচ্ছেন, আট আনা মাত্র দিতে পারেন, দশম ভাগের ভাগ ওঁর প্রাপ্য।

সকলে। (হাঁচি)

গাণিক্য। সৈত্য সৈত্য, হাচিও পরুছে, শাস্ত্রেও আছে, আট আনা কোরে পাবা, রাজধানীর কাছারী আসে মাস মাস লয়ে যাইও, আমি রোকা দিবান, অ্যাহন যাও।

মাণিক্য। যাব কনে? আজ রাতে অ্যাহানেই আহারাদ্দি করুমু।

গাণিক্য। আরে না না, ও সব ল্যাঠায় আর কাজ নাই।

মাণিক্য। আরে গর্বস্রাব ; বাপেরে দুটা খাতিও দিবি না ? বট্টাচার্য্য, তোমার শাস্ত্র একবার কও, এক মুঠা দিতে পারে ?

গাণিক্য। বট্টাচার্য্য তোমার পিণ্ডের ব্যবস্থা দিবেন, জ্যান্তের ব্যবস্থা. উনি কি কইবেন ? পোকারাম ! পাচটা পুইসা দিয়ে বিষ্ণুঠাহুরের বাতের আড্ডাটা দ্যাহায়ে দাও তো।

মাণিক্য। হোটেল-মোটেল আড্ডা-ফাড্ডার বাত কি আমি খাতি পারি ? ক্যান্ তোর সাথেই দুমুঠা খালাম. তাতে আর দোষ কি ?

গাণিক্য। আরে কোথাকার ডিমের বাপ আমি বোরই বকালে দেহি ; দোষ কি ? দোষ তোমার মাথা, আমি আর সে নেবলা খেবলা গাণিক্য নই, আমি অ্যাহন রাজা অইছি ; অ্যাহানে কোলকত্তার কয়েক বোদ্র ব্যক্তি আমার সাথে আজ রাতে আহার করুবোন, তুমি সেথা রতি পাবা না।

মাণিক্য। ক্যান্ রে, তোর বাপ কি অবদ্দর ?

গাণিক্য। তোমার চেহারা অতি নোংরা, কোলকত্তার বদ্দর সমাজে চলবা না।

মাণিক্য। উঃ ! বাদীর বিটা আমার কি খাপসুরৎ !

গাণিক্য। মহারাজ গাণিক্যদন্দের চেহারা, খাপসুরৎ কিনা, তা কোলকত্তার হক্কল

বঙ্গরই জানে; পুচ. কর যাইয়ে পাচী বাইজীরে, মুচি উমার ছুকরী নিস্তারেরে, হারকাটার সোদোরে, স্যা'ব তুলসীরে, গোরামুখী মোক্ষদারে, যাও হক্কলেরে জিজ্ঞুসে আস—গাণিক্যধনের চেহারা কেমন—

সকলে। সাইক্ষাৎ রতিবিলেস—

গাণিক্য। মান কত বোঝ্বা, থাহ সেই বাঙ্গালা দেশে পইরে, পাচটা মাইয়েমানুষের কাছে তো সভ্যতা শিখ্লা না।

মাণিক্য। ও বাদীর বিটা গব্বস্রাব, হারামজাদ, নোচ্ছার! বাপেরে ও কি কথা কোস্?

গাণিক্য। হ্যাহ কোর্ত্তাবাবা, কিছু বলি না কোরে বার বার বরই গাল পাড়্ছো, তুমি হালা হুমুন্দি বাইবাতারির বাই, নয় পিসা-ঠাকুরের জবানি কইলাম; কেমন কও তো হক্কলে, কইতি পারি কি না?

সকলে। পারেনই তো, পারেনই তো, ন্যায্য, ন্যায্য।

মাণিক্য। ও বুতির পুত, একিবারে গেল্লায় গিছ? রও হালার ছাবাল, ত্যাশে যাইয়ে তোমায় না একগরে করি তো আমি আগুরি হতি খারিজ। তোর বারীতে আমি প্যাচ্ছাব কারে দিই, হুগার, বল্লুক, বান্দর, বুত, উল্লুক। (গমনোদ্যত)

বাঁশী। পাক্রা কর, প্পাক্রা কর, মহা-রাজেরে গাল দিয়া পালাইছে।

গাণিক্য। যাতি দাও, যাতি দাও।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। কেল্লা মার দিস্, কেল্লা মার দিস্।

(পরস্পরের ধাক্কা লাগিয়া মাণিক্য ও কালাচাঁদের পতন)

মাণিক্য। হালার পুত কেডা রে, কেডা রে, জবাই করলে, জবাই করলে।

কালা। আঃ মর্ ব্যাটা খড়িপোড়া, নাকটা একেবারে ভেঙে দেছে, ছাড় ব্যাটা ছাড়।

মাণিক্য। আরে তুই বিটা ছার।

কালা। তুই ব্যাটা ছাড়।

গাণিক্য। ছারান দ্যান মাষ্টর বাবু, ছারান দ্যান, ও আমার পুরাতন পিতে, বরই অসৈভ্য, দুই একটা ধাকা ফাকা দিয়ে তারায়ে দ্যান, অধিক কিছু বল্বান না।

কালা। পুরাতন পিতা, ওল্ড ফাদার, এখানে কি কর্তে এসেছিলে বাপ? রাজা-রাজড়ার কাছে কি বাবাগিরী চলে? দেশে গে গাম্লা চড় গে।

(ধাক্কা মারিয়া বহিষ্করণ)

গাণিক্য। ঠাণ্ডা হোন, ঠাণ্ডা হোন মাষ্টর বাবু, সংবাদ কি কন।

কালা। সংবাদ আর কব কি হুজুর, কেল্লা ফতে করেছি, সাহেব আজ একবারে বিগ্ড়ে গিয়েছিল।

গাণিক্য। অয় সর্ব্বনাশ! ও বাশীমোহন, বট্টাচার্য্য, মাষ্টর কয় কি!

কীর্ত্তি। ও বাশী খুরা, এব'র কি করি, হাচি কি তুরি মারি?

বাঁশী। চুপ দাও, চুপ দাও, কিছু বুঝ্ছি না।

গাণিক্য। ও মাষ্টর, সাব বিগ্রাইছে, অ্যাহন উপায়?

কালা। ভাবেন কেন? বল্লুম না কেল্লা ফতে কোরে এসেছি, বড়দিনের ভেট্টা ভাল রকম দেব বলেছি, আর ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে।

গাণিক্য। অ্যাহন আমি রাজা অইমু, রাজা অইমু?

কালা। হাঁ, হবেন, হবেন।

গাণিক্য। রাজা অইমু?

কালা। হবেন।

বাঁশী। আরে হাচ হাচ।

সকলে। (নাকে কাঠি দিয়া হাঁচি)
(কীর্ত্তিবাসের তুড়ি দেওন)

বাঁশী। কীর্ত্তিবাস খুরা, হাচলা না? তুরি মারলো যে?

গাণিক্য। কীর্ত্তিবাস খুরা, তুমি হালা অতি পাজী, র‍্যালের মাশুল লয়ে আজি স্থাশে রওনা হও।

কীর্ত্তি। উজুর! বেয়াদবি মাপ হয়, নাকের মধ্যি একটা গা অইছে, আবার খোচাখুচি কর্‌লে রক্ত বার অইতো তুরিও শুব। (জনান্তিকে) বট্টাচার্য্য মশায়, একটা শোলক বলেন, এ যাত্রা রইক্ষা করেন।

ভট্টা। হাঁ হাঁ, ডাকের বচন আছে—
হাঁচি পড়ে তুড়ি মারে কিসের কসুর।
রাজা হবে খাড়া খাড়া ভেব না শ্বশুর॥
তুড়িতেও দোষ নাই।

কালা। তা চলুন, কাপড় চোপড় ছাড়ুন, বড়দিনের বাজার কর্‌তে চলুন, বিস্তর ঘুর্‌তে হবে।

গাণিক্য। হা চলন। পোকারাম!

পোকা। এজ্ঞে মহারাজ!

গাণিক্য। আমার বারাইবার কাপড়-চোপর কনে রে

পোকা। এজ্ঞে, তাই তো ভাব্‌ছি, দোবা তো অ্যাহন আসনি, হাতী পাইরে ছুতি তো তারি কাছে রইছে।

গাণিক্য। ওরে হালা, বারাইবার সময় দোবা কইলি ক্যান?

ভট্টা। কাপড় ছাড়্‌বে যখন।
রজক ডাক্‌বে তখন॥
ওতে দোষ নাই।

(ধোপানীর প্রবেশ)
(গীত)

মুখপোড়া লোকে মুখ দেখে না সকালে।
নইলে ধুয়ে আন্‌তুম কোন্ কালে॥
ভাঁটা জলে কাচা, চোরকাটা বাছা,
সাজিমাটীর নয়কো ভাটী, ধোয়া সাবান-জলে।
বড় সায়েস্তা মিস্ত্রী, করেছে চেপে ইস্ত্রী,
দস্তরমত পাটায় ফেলে আছ্‌ড়েছে তালে তালে॥
এখন ইংরেজী পিরান, আর ধোয়া ধুতির মান,
ছুলিয়ে কোঁচা, বেরোও বাছা,
চাক-চিকণে সবাই ভোলে॥

[প্রস্থান।

গাণিক্য। পোকারাম! কাপর-চোপর বুঝে লও, দোবা বৌরি একটু যত্ন করিস্, মুখখানি বেশ জবর, চাদপারা, আর আমার বারাইবার ঠিক কর।

পোকা। এজ্ঞ যাই মহারাজ!

গাণিক্য। হাতী পাইরে ছুতিখানা তেকোচ্চা করিস্—

পোকা। এজ্ঞে।

গাণিক্য। আরে শোন, পাঞ্জাবি জামাটা গিলা কর্‌বি—

পোকা। এজ্ঞে মহারাজ!

গাণিক্য। আরে দারা রে, রেশ্‌মি ওয়াস্‌কোট্‌টা দিস্; আর পায় তাবা।

পোকা। এজ্ঞে উজুর!

গাণিক্য। আর কালাপত্তুর কামকরা ওরনাখান দিস্; কি বল মাষ্টর, কি বল হক্কলে? সাল লইলে অইন্য সব পোষাক, গরিচ্যান তো দেহা যাইবে না।

সকলে। ঠিক কইছেন উজুর!

ভট্টা। হা! পোষাক যদি ঢাকা পড়ে।
দেখ্‌বে না নর বানরে। এ খনার উক্তি।

গাণিক্য। ওরে, দৌর দিস্ ক্যান? দারা রে, শোন, সেই নেউলমুখা ছরিগাছটা আতৎমাথায়ে দিবি; চল হক্কলে, দুর্গা দুর্গা!

সকলে। দুর্গা দুর্গা!

কীর্ত্তি। (হাচিয়া) এইবার আমি অগ্রে হাচ্‌ছি।

গাণিক্য। ও হালার পুত হালা, ডান পা বারাইতেই হাচি ?

কীর্ত্তি। বট্টচার্য্য রৈক্ষা করেন।

ভট্টা। যাবার বেলা পড়ে হাঁচি।

ধনে ধান্যে বোঝাই মাচা—

না না বিস্মৃত হয়েছিলেম,

যাবার বেলা পড়ে হাঁচি।

ভালবাসে বাইজী পাঁচী ॥

গাণিক্য। (হাস্য) কও বট্টাচার্য্য, খোনা পাচী বাইজীর কথাও লিখে গেছেন। হ্যাহ হ্যাহ, কইছিলাম বাইজী আমার বুনিয়াদি, হ্যাহ কতকালের, খোনার আমলের লোক।

কালা। চলুন, চলুন, দেবী হলো।

সকলে। দুর্গা দুর্গা।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মিউনিসিপ্যাল বাজার-সম্মুখ।

কাবুলে মেওয়াওয়ালাগণ।

(গীত)

বাবু বেড়ানা বেড়ানা।

নোকরকা নেহি শ্রেফ্ আমীরকা খানা ॥

কাবুলকা বাচ্চা, বোলতেহুঁ সাঁচ্চা,

আচ্ছা আচ্ছা মাল হামমে রেলপর আনা ॥

কিয়ো মেহেরবানি, দেখো কেয়সা খোবানি,

বেইমানি নেহি সাব এহি নমুনা।

আখরোট কাটাকট, খাট্টা মসকট,

দামমে চড়া, বাদাম বড়া,

পিস্তা পিস্তা আঙ্গুর লায়া, আউর চালগুজিয়া,

বেখারেকা আলবখেরা নেহি বেগানা।

মিসকা পিয়ারা, কিস্‌কিস্ ছোহারা,

ডিশ্‌নে মিলানা চেহারা হো যাগা বনা।

বিল্লি লায়া বিবিকা লিয়ে,

সেলাম পশম বাবু লি জিয়ে,

মেও মেও মেও মেও ওহো

ক্যায়সা মিঠা বতানা।

[প্রস্থান।

(ভিস্তি ও মেথরাণীর প্রবেশ)

(গীত)

উভয়ে। হুকুমদার কমি নার।

হরদম রহেগা সাফা নয়া বাজার।

ভিস্তি। সপা-সপ্ সপা-সপ্ ঝাড়ু লাগাও,

মেথ। ঝপা ঝপ্ ঝপা ঝপ্ পানি ছিটাও,

ঘুমকে ঘুমকে মিঞা ইধার উধার।

উভয়ে। এইসা এসমা হাঃ হাঃ কেয়া মজাদার।

ভিস্তি। বড় রসিয়া হো দেলখোশ্ মেথরাণী,

ক্যা আপশোস্ নেহি তু মেরা জানি,

নিকা বনে তো মজা উড়ায় দেদার।

উভয়ে।—

আরে জোরসে লাগাও ঝাড়ু দেখে জমাদার।

মেথ। তু আপনা মোষক হেলাও,

নেহি আসক চালাও,

জানেগা গোসা হোগা মেরি মেথর।

ভিস্তি। আবি নেশামে পড়া হায় ওহি নোকার।

তব হেক্কে ডুক্কে ঝাড়ু লাগায়কে,

মেথ। ঠমকে ঠমকে, মিঠা পানি ছিটায়কে,

ভিস্তি। ফরাক সড়ক ছোড়ে চল যাঁহা আঁধার।

সুরতি পিরিতিমে নেহি থোড়ি গুনাগার ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

মিউনিসিপ্যাল বাজার।

গাণিক্য, কালাচাঁদ, ভট্টাচার্য্য, বাঁশীমোহন, কীর্ত্তিবাস ইত্যাদির প্রবেশ ও দোকানদারগণ উপস্থিত।

ভট্টা। হ্যাক থু থু রামচন্দ্র, রামচন্দ্র!

গাণিক্য। গোবিন্দ গোবিন্দ, মহাপ্রভু এ কোথায় আলাম। মাষ্টর বাবু, এ আন্‌লা কোয়ানে?

কালা। নাকের রুমাল খুলুন, আর ভয় নাই; মাংসের দিক্ ছাড়িয়ে এসেছেন, এখন দেদার ফল, ফুল, মাছ, তরকারি, সৌখীন জিনিস—যা খুশী কিনুন।

গাণিক্য। এক একখণ্ড ঠ্যাং ঝুলায়ে রাখ্‌ছে—কি বৃহৎ? ও কেমন পাঠা?

কালা। ও সব পাহাড়ে পাঁঠা, পাহাড়ে পাঁঠা।

বাঁশী। আর পাহাড়ে পাঠা, ইয়ারে কোন্ বাজার নি কয় মাষ্টর বাবু?

কালা। বাঁশীমোহন বাবু, জান না, এ যে মিউনিসিপ্যাল বাজার।

বাঁশী। মুন্সিপালের বাজার?

গাণিক্য। মুন্সিপাল থাহে কনে; কার পুতি?

কালা। আজ্ঞে মিউনিসিপ্যাল তাঁর বাপ—মা নেই।

গাণিক্য। ও তাই কও, তোমার মুন্সিপাল বাওয়া ডিম্ব, তাই বাজার বানাইছে না কোসাইখানা বানাইছে।

ভট্টা। হুজুর, ওদিক্ ছেড়ে দিন, এদিকে দেখুন, কি চমৎকার ফলাদি, কিবা মর্ত্তমান রম্ভার কাঁদি—আহা!

দেখ্‌বে আর খাবে কলা।
দিব্বি দিয়ে খনার বলা॥

গাণিক্য। কও বট্টাচার্য্য; খোনা রম্ভা বইক্ষন কর্‌বার জন্য এত দিব্য দিলেন ক্যান্?

ভট্টা। আজ্ঞে হুজুর, নানা মুনির না। মত, এর দুই অর্থ আছে, বিষ্ণুশর্ম্মা বলেছেন যে, কলা খেয়ে ফেল্লে, আর কেউ কলা দেখাতে পারে না, আর ডাকের উক্তি—

কলা খাইল যত বান্দর।
রাজ্য পাইল রামচন্দর॥

বাঁশী। ডাক তো বরই বল্‌ছে বট্টাচার্য্য ঠাকুর। অ্যাহন আমরা তো কলা খাইলি উজুর রাজা অইতে পারেন?

গাণিক্য। অয় অয়, সবাই কলা খাও, আইস বট্টাচার্য্য, মাষ্টর বাবু, কীর্ত্তিবাস খুরা, বাঁশীমোহন, হক্কলে কলা খাইবে আইস!

কীর্ত্তি। কলা তো আমায় খাইবার নাই; কোর্ত্তার পিণ্ড দিতে যাইয়া আমি তো কলা গোদাধরের পাদপদ্মে দিয়া আইছি।

গাণিক্য। এ হালার কীর্ত্তিবাস খুরারে কোল্‌কত্তায় লইয়া আইলাম ক্যান্? বাদীর বিটা একটা কলা খাইয়া উপকার কর্‌বার পার না? কি রম্ভা পিণ্ড দিয়াছিলা?

কীর্ত্তি। আইজ্ঞা, নাম তো স্মরণ অইচে না, পাকাকলা।

গাণিক্য। আইস হালার পুত আমার সাথে, কাচাকলা খাওয়াইমু তোমায় হালা।

কালা। আজ্ঞে, চলুন চলুন, যে সাহেব বিবির ঝোঁক—

দোকানদারগণ। (গীত)

হকসাহেবের সখের বাজার ক্যায়সা জমক জাঁক।
আয় খদ্দের চ'লে আয় দেদার ঝাঁকে ঝাঁক॥

---

* স্ত্রী ও পুরুষ দোকানীগণ স্ব স্ব বিক্রেয় দ্রব্য বুঝিয়া এই গীতটী সমস্বরে অংশ করিয়া গাহিবে।

ফুলকপি ওলকপি গাজর সালগাম,
কমলা বাতাপি পাতি অকালের আম,
কেয়াবাত কেয়াবাত ওহো দেখ্‌লে লাগে তাক।
ঝুঁপো গুঁপো কুপো মিনুষে হেথা চলে আয়,
তোর মোচের মত মোচাচিংড়ি গড়াগড়ি খায়,
আয় আয় তোর চাউনি দেখে, বুঝিছি বটে আমার পাঠায় টাঁক।
গোলআলু বরবটী, পাটনায়ে কলাই সুঁটি,
কাঁটা-ফেলা ভেট্‌কি চ্যাটাল সরল পুঁটী,—
বালির পটল প্যাজের কালি ভাল চিনের মূলো,
দাগা-কাটা রুই পয়ঙ্গারে কই ডিমুলো ডিমুলো
টাকা ফেল্‌ না ঝাঁকা কেন্‌ না থাচ্চ কেন ঘুরণপাক।
ট্যাংরা নিসে থ্যাংরা-খেকো নইলে মুখে দেব থাক্‌॥

গাণিক্য। ও মাষ্টরবাবু, এ যে বাশ-বাগানে ডোম অইলাম, দিশাহারা লাগে দেহি।

কালা। হুজুর, এ বাজারে সাহেব বিবিরা থৈ পায় না, তা আপনি আমি!

বাঙ্গী। মাষ্টর বাবু, এহানকার নক্‌সা তো বরই দেহি, আধ পইসার ছয়টা মূলা হাটেরে মিলে, সেই হালার মূলা এহানে শ্বেতপ্রস্তরে চ'রে চীমার মূলা দারাইছে, আষ্ট আনা জোরা বিকাইছে।

কীর্ত্তি। হুজুর, সর্ব্বনাশ অইছে, ও মাষ্টর বাবু; ও বট্টাচার্য্য, আমার মুণ্ড খাইছে!

গাণিক্য। এই লও হালা, চিচাইছে; অইল কি?

কীর্ত্তি। আমার মাথা খাইছে, গাঠে অইতে আমার সুকিটি কাটি লইছে; গারোয়ানের সাথে কাজিয়া কোরে কা'ল একটা সুকি দস্তরি পাইছিলাম, কাটি লইল, কাটি লইল।

গাণিক্য। কীর্ত্তিবাস খুরা, তুমি হালা অতি ব্যাকুব বাঙ্গাল, কলুকোত্তায় আসে গাট কাটাইলে, আমাগারো শুদ্ধা ব্যাকুব বানাইলে।

কীর্ত্তি। ওরে চৈকীদার, গাট কাটি লইছে, চৈকিদার—

[গোল করিতে করিতে সকলের প্রস্থান,

সপ্তম দৃশ্য।

রাস্তা।

(ফিশ্‌ সাহেব ও কালাচাঁদের প্রবেশ)

ফিশ্‌। Well Well Babu, how do I look in my new suit?

কালা। ওঃ চমৎকার! Grand! Bravo! আর সে ফিশ্‌ সাহেব ব'লে চেনা যায় না।

ফিশ্‌। Do you know Babu, there is a most potent power in a person's clothes; a strong congeniality between dress and spirit; call it sympathy, electricity, magnetism, or whatever you choose—a tailor exe ts more influence on the soul of a man than a person.

কালা। ঠিক ঠিক সাহেব, লেভাপা দুরস্ত থাকলে মনেরও ফর্ত্তি থাকে। You look quite smart now.

ফিশ্‌। My dear fellow time

was when I used to dress quite smart, and cut the swell in the plantation; but nothing improves by age, that I know of except rum. But it seemes I have not lost so much of the polish I have picked up in good society. Oh Babu—Babu—Babu—what I was and what I am! Drink—Drink—Drink has brought it all! I Blockman Fish, once the Nabob of Assam, now a loafer in the streets of Calcutta, a swindler from necessity, a tool at your hands, you dirty black slave no offence, Babu, I beg your pardon, I did not mean what I said. Oh! wine has brought my ruin. The liquid fire! The distilled damnation!

কালা। Don't be sorry sir don't be sorry, all will be right; এইবার তো হাতে টাকা পাচ্ছ, আবার গুচিয়ে উঠে যেমন ছিলে, তেমন হও না; অমন কাঁদুনে সুর ধরো না। সনন্দ দেবার সময় মেজাজ ঠিক রেখ।

ফিশ্। ও সব ঠিক রহেগা—You don't know half my accomplishments, wait till I see my Zemindar, and I will show you, how I used to bark at my coolies in the plantation; but I hope nothing serious will come out of this no golmal or police buisness?

কালা। না সাহেব, না সাহেব don't, fear, এ সত্যি সত্যি তেমন জমীদার হ'লে কি আর তার কাজে হাত দিই, এ একটা fool, ভূত, সামান্য একটু জমীদারী আছে—আধুনিক, জাতেও ছোট, কেউ চেনে না, শোনে না, জানে না; দেখেছে পাঁচজন বড় বড় জমীদারে গবর্ণমেণ্টের কাছে রাজা খেতাব পাচ্ছেন, কলকেতায় ফোতো বাবুগিরী কর্‌তে এসেছিল, বেশ্যা বেটীরা টাকা ভোগা দেবার জন্য "রাজা রাজা" করে, তাই রাজা হবার জন্যে খুব খেপে গেছে; রাজা অমনি হলেই হলো, বনেদ চাই, বনেদ চাই। তেমন সত্যি সত্যি ভাল জমীদার হ'লে আমি কি এ কাজে হাত দিই, আমার ভয় নাই সাহেব!

ফিশ্। Well Kalachand, I must take another glass to steady my nerves.

কালা। না সাহেব, আর খেয়ে কাজ নেই, যা হয়েছে বেশ আছে।

ফিশ্। Let me see am I to have another glass or not, my head says 'no', my stomach says 'yes'; but my head is the more sensible of the two, and the more sensible party always gives in. Ergo! I will have another.

কালা। না না সাহেব, চল, শীঘ্র চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, এই বেলা গিয়ে ঠিক-ঠাক হয়ে বস্‌বে, খুড়ো আমার এতক্ষণে বাসা থেকে বেরুলো।

ফিশ্। No, I must have another glass; there hangs the sign of a native grog-shop, go and bring me a bumper.

কালা। নেহাত ছাড়্‌বে না সাহেব, তবে এইখানে দাঁড়াও, আমি চট্ কোরে আসছি।

[প্রস্থান।

ফিশ্। I must plunge my palpitation into a bottle of potation, that's the only panacea for all panic. My conscience! shut up all your doors, save the pecuniary one. I want gold— gold—gold—Gold! Gold! for thee what man will not attempt? for thee to what degradation will he not submit? For thee what will he not risk in this world or prospectively in the next!—Industry is rewarded by thee, enterprise is supported by thee, crime is cherished and heaven itself is bartered for thee! Thou powerfull auxiliary of the devil! One tempter was sufficient for the fall of man, but thou wert added that he might never rise again! The thirst for gold and a golden country let me on, and in these scorching regions I came to worship mammon, but the curse of Britain followed me and I drank—and—drank—till I fell. Oh! if there is any power who looks after this world, will he kindly tell me what have I done—what have I done—except drink.

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। Now sir, drink and come along বড় দেরী হয়ে গেল।

ফিশ্। Ay! Ay! hand me the glass the generous the murderous fluid. Now we are after humbugging a fellow creature all fool, though he may be, (addressing the glass of spirit) my Evil Genelus help me to invoke Humbug to my aid!

Imperishable Glorious and Immortal Humbug Hail! Thee I invoke and charge thee to appear in thy name of all thy favcurite works! Thy great men's promises thy women's smiles thy Municipal Corporation, thy social reformation; thy religious duty, thy political unity, thy charitable society—appear Humbug! By thy universal brotherhood, thy patriotic mood by lawyers bills, by docter's pills, by newspaper puffs and newspaper reports by moral discipline and patent, medicine descend Humbug, decend! Lead on. lead on kalachand, I am possessed of Humbug.

কালা। চল সাহেব, চল চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মাণিক্যধনের প্রবেশ)

মাণিক্য। হালার পুত, তোর গর্ব্ভধারিণী আমার সোহদর্ম্মিণী, আমি তোর জন্মদাতা, বাল্যে গর দেহে দত্তক দিলাম, অ্যাহন টাহার মাথায় বোসে বাপেরে দাও খেদায়ে? আমার চেহারা নোংরা, আমায় বাসায় স্থাথ্‌লে হালার আমার অপমান অইবে, গর্ব্বস্রাব! বাপেরে বাপ বল্‌তি সরম পায়, বাদীর বিটা রাজা অইবার লগে কোল্‌কত্তায় আস্‌ছেন, ওরে, রাজা অইয়ে কার মুণ্ড খরিদ কর্‌বা? কোম্পানীর গরে টাহা আমানত কল্লিই রাজ-

পদ পায়, রাজা তো অ্যাহন সরকে গরাগরি খায়। হও হালা রাজা. চাদার থাতার তারায় তোমারে পিলুরি বানাইবে। ম্যাজাজ অইছে, হালার পুতির ম্যাজাজ অইছে, কোল্‌কত্তার বদ্দর ব্যক্তির সাথে পোরচয় অইছে, বদ্দর ব্যক্তি হালার যত কসবি! ও কেডা আসে? ও কারা ওরা? আমাগোর পূর্ব্বদেশীয়া স্ত্রীরা-লোক না দেহি, গঙ্গাচ্ছানে আস্‌ছে?

(কতকগুলি স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রবেশ)

(গীত)

(ওমা) গোঙ্গা তোর রাঙ্গাপায়ে
দে জোননী স্থান।
পাপের বরা খালাস কোরে
দেহ গো মা পেরাণ॥
এক হাতে হুক্ক বাজে, অইন্য হাতে গোণ্টা,
তপ করে বগীরথের হুকাইল কোণ্ট,
তবে মা তুই মর্ত্তে আলি কর্ত্তি নরে তেরাণ॥
বাজে ধুম্‌কিটীতাক্‌ ধাকিটীতাক্‌
ধাধেড়েনাক্‌ থুন্না—
কোরে দে কোরে দে মা গো পাপেতে ঘিন্না—
আমচুরি জামচুরি কাঠালচুরি—
আর বাদ্দর মাসে চাষের ক্ষ্যাতে
কর্‌ছি চুরি ধান॥
উলু উলু উলু হক্কলেতে যাই,
টুপা টুপ্‌ টুপ্‌ ডুব দিয়ে নাই,
পাপের মাথা চাবায়ে থাই কোরে গোঙ্গাচ্ছান॥

১ম স্ত্রী। ও সুধারাম, কোত্তার বাসার ঠিকানাটা কোনে সুধাও না, ঐ না কে এক-জন মানুষ দারায়ে রইছে?

সুধা। কারে কি পুছ করি? এ সহর কোল্‌কত্তা, আমি ছাইলে মানুষ, ছাইলে-দরায় দোরে নে যাবে।

১ম স্ত্রী। বাল বান্দরেরে সাথে কোরে আন্‌লা মনসাঠাক্‌রাণ।

মনসা। ঠাকুরকন্তা গোসা কর ক্যান্‌? তুমি না হয় পুছ কর, সুধারাম বিটা মানুষ মুখচোরা।

মাণিক্য। কন্‌থে আস্‌ছো কও, তোমরা আপনারা, তত্ত্ব কর কার?

১ম স্ত্রী। আপনি তো ত্থাশী মানুষ দেহি, কইতি পারেন, আমাগোর কোর্ত্তা অ্যাহানে কনে বাসা কর্‌ছেন?

মাণিক্য। কেডা তোমাগোর কোর্ত্তা?

১ম স্ত্রী। কোর্ত্তা, জমীদার মশা, নাম কই, ক্যাম্‌নে?

মাণিক্য। নাম কবা না তো চিন্‌মু ক্যাম্‌নে? এ কি তোমার বাঙ্গাল মুলুক? কোল্‌কত্তায় কেডা কারে চিনে?

মনসা। সুধারাম নামটিনি কও; কও না মুরিঘাটার জমীদার।

মাণিক্য। মুরিঘাটার গাণিক্য! তোমরা তার কে বট?

১ম স্ত্রী। আমি তার বগ্নী, আমরা সব গঙ্গাচ্ছানে আস্‌ছি, এই মনসাঠাক্‌রাণ কর্ত্রীও আস্‌ছেন।

মাণিক্য। অ্যা কল্লাম কি, কল্লাম কি, বিটার বোউরে মু ত্থাখালাম, বিটার বউরে মু ত্থাখালাম, গাণিক্য যে আমার পুতি, আমি যে তার পুরাতন পিতে মাণিক্যদন মণ্ডল।

মনসা। ও ঠাকুরকন্তা কল্লাম কি, কল্লাম কি! ঠাকুর সামনে, পাছু ফিরৃতি কও, পাছু ফিরৃতি কও!

১ম স্ত্রী। আরে কও কর্ত্রী বৌ, আমি কই ক্যাম্‌নে, আমার তো গুরুয়া লোক।

মাণিক্য। বধু ঠাক্‌রাণ কি গাণিক্যর বাসায় যাইবন? তা আমার পাছে পাছে আসেন। উনি আস্‌ছেন, বরই বাল অইছে, গাণিক্য হালার পুত এহেবারে জাহান্নমে যাত্তি বস্‌ছে, কোল্‌কত্তার যত মাগীরে জুটা-

ইছে তারা হক্কলে উয়ারে রাজা বাহাদুর কয়, ও খ্যাপ্‌লো রাজা অইব,রাজা অইব কোরে।

মনসা। অ্যা! ও ঠাকুরকন্ঠা, ও ঠাকুর, অইল কি! কোন্ হাবাতির পুতি আমার ছাতিতে বাতের হারা বাঙ্‌লো? এমন বাই-বাতারীর বাইবাতারের আতেও পড়্‌লাম, সহরে আসে আমার মুরাটা চাবায়ে খাইলো।

১ম স্ত্রী। বাই রে, গাণিক্য রে! কোন্ ডাহিনী তোরে যাদু কল্লে রে! (সকলের রোদন)

মাণিক্য। আস, আস, অ্যাহানে কাদ্‌লে কি অইবে, শাসন কর, শাসন কর। আমার সাথে আস, আমি সন্দান পাইছি, বিটা অ্যাহন সেই বুরী মাগীর গরে আইছে, আজ বোর-দিন সাজ গোজ কইরা তামাসা দেখ্‌বার জন্যই বার অইবে; আস আস।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

—*—

পাঁচী বাইজীর বাড়ীর সম্মুখ।

দরওয়ান, বরকন্দাজগণ, বাঁশীমোহন, কীৰ্ত্তিবাস ইত্যাদি।

বাঁশী। আরে অ ব্রজবাসি, সব বালো কোরে খারা হও না, ও জমাদার সাব, বরকন্দাজদেরে সব ঠিক কোরে লও, শ্রীযুতের আস্‌বার সময় অইছে। কীৰ্ত্তিবাস খুড়া, আজ অইল কি, এমন দিন আর অবা না!

কীৰ্ত্তি। আমার গর্বদারিণীরে দৈণ্য, আমায় প্রেসব করুছিলেন! জনম আজ সোফল অইল, কীৰ্ত্তিবাসের ব্যইগ্যে শ্রীযুৎ আজ রাজা অইবেন, বাশীমোহন রে! (আলিঙ্গন)

বাঁশী। কীৰ্ত্তিবাস খুরা রে!

নেপথ্যে ভট্টা। জলের ঝারা দাও, জলের ঝারা দাও, খুঁটি ছাড়, খুঁটী ছাড়।

কীৰ্ত্তি ও বাঁশী। অইছে শ্রীযুতের বার অইছে।

(পূর্ণকুম্ভ হস্তে পাঁচীবাইজী, ভট্টাচার্য্য ও গাণিক্যধনের প্রবেশ)

সকলে। মহারাজ বাহাদুরের জয় জয়-কার!

ভট্টা। বাইজী মাসী, বাইজী মাসী! আপনি আগে সাম্‌নে ঘট ধরুন, হুজুরের বেরিয়েই যেন পূর্ণকুম্ভে দৃষ্টি পড়ে।

পূর্ণকুম্ভে পড়ে দৃষ্টি।
রাজা হন তার সাত গুষ্ঠী॥

হুজুর দুবার ডানপা বাড়ান, তিনবার বাপায়ে পেছুন, এই—এই ঠিক হচ্ছে।

আগিয়ে দিয়ে দক্ষিণ পা।
যমের বাড়ী চ'লে যা॥
নরকেও তার নাইকো ভয়।
হেঁকে ডেকে খনা কয়॥

গাণিক্য। বাইজী, আশীর্ব্বাদ কর মন্না, যেন বালয় বালয় মঙ্গলের হাসি হাসে তোমার কাছে আসি।

পাঁচী। আজ্ঞা বাবু! আপনি আমায় ছেড়ে গেলে আমি কেমন কোরে থাক্‌বো?

গাণিক্য। আরে ছি ছি বাইজী, তুমি অতি ছাইলা মানুষ, যাবার বেলায় চক্ষির জল ফেলাইতে আছে?

পাঁচী। আজ্ঞা বাবু, কত দেরী হবে?

গাণিক্য। বিলম্ব কি, এই জাইমু একবার উল্‌সন হোটেলে কেমন বাতি দেছে দেখ্‌মু, নিকটই চৈরঙ্গী, সাব-বারী যাইমু, সৌনন্দে আন্‌মু, তোমার অঞ্চলের দন গাণিক্য সত্য সত্যই রাজা অয়ে তোমারে আসে বুমিষ্ট অয়ে প্রণাম করুবা।

পাঁচী। আজ্ঞা বাবু! আমি উলসিনীর বাগী আয়ো দেখ্‌তে যাব, আমায় ছঙ্গে নিয়ে যাবে না? অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—(ক্রন্দন)

গাণিক্য। না মন্না, তোমারে সাথে ল'য়ে সেথা কি যাতি আছে, আমার বে-আবরু হবা না; তুমি আমার ছাইলা মনুষ, সেথা সব সাব মেমের হল্লা, গোর গারীর ভির, শ্যাষ রাজা অইতে যাইয়ে তোমায় হারাইমু।

পাঁচী। অ্যাঁ অ্যাঁ,আমায় নিয়ে যাবে না? অ্যাঁ, আমি বুঝি পুতু কিন্‌বো না, খেয়া কর্‌বো না—

ভট্টা। পুতুল নিয়ে খেলা করে—

গাণিক্য। আরে, চুপ্ দাও বট্টাচার্য্য, তোমার খোনা রাখ, একে তো ছাইলামানুষ আবদার লইছে, কোতো কোরে বুঝ পারাইছি, তুমি আবার শাস্ত্র নাচাইতে আরম্ভণ কর্‌ছো।

বাঁশী। বট্টাচার্য্য এক কোলকত্তার বাঙ্গাল, ব্যাকুব!

কীর্ত্তি। গাধা, বান্দর।

গাণিক্য। কীর্ত্তিবাস খুরা, তুমি হালা গা না কারি রতি পার না? ব্রাহ্মণেরে বান্দর কইলে গর্ব্বস্রাব!

পাঁচী। আজ্ঞা বাবু! আমায় খেলনা কিনে দেবে না? তবে আমি কাঁদ্‌বো।

গাণিক্য। মা মন্না, কাঁদিস্ না, আমি আপন হাতে তোমার জন্য বালো বালো খেলনা আন্‌বো, চুষী আন্‌বো, ঝুমঝুমা আন্‌বো, চিত্রকরা টীনের গারী আন্‌বো, তুমি রশী বাধে বারাণ্ডায় টানি বারাইবে। হাঃ হাঃ হাঃ! বট্টাচার্য্য, বাশীমোহন, বাইজী আমার পাগল মায়ে, কও কি কীর্ত্তিবাস খুরা, এমন ছাইলা মানুষ দ্যাখ্‌ছো?

কীর্ত্তি। উজুর, আমি তো দেহি নাই, আপনার গরের কন্যা হুন্দরী ঠাকুরাণ অপিক্ষাও আবদারে ছাইলে।

গাণিক্য। এই এতক্ষণে কীর্ত্তিবাস খুরা একটা কথার মত কথা কইলা, হালা দেহ তো এমন কথা কও, আমি সন্তোষ আছি; এইবার বাইজী আশীর্ব্বাদ কর, আমি যাত্রা করি।

পাঁচী। হুঁ হুঁ হুঁ, আমায় নে গেলা না, হুঁ হুঁ হুঁ, আমি একটা কাটের ঘোড়া কিন্‌বো, একটা ঘন্টা কিন্‌বো, একটা মুখোস্ কিনে মুখে দিয়ে হাউম কোরে তোমাকে ভয় দেখাব!

ভট্টা। আহা অমৃতং বালভাষিতং—কি মধুর!

কচি খুকি নেকি নেকি কথাগুলি কয়।
কানে শোনে ভাগ্যিমানে অমনি রাজা হয়॥

পাচী। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, আমায় ভুয়ে রেখে গেয় না, তবে ততক্ষণ তোমার ঐ গলার মুক্তোর মালা দাও, আমি খেয়া কোয়ে, ভুয়ে থাক্‌বো।

গাণিক্য। ওরে, মুক্তোর মালার জন্যই এত আবদার, তা মন্না বলনি, এই লও, এই লও।

সকলে। কণ্ঠীই তো দিবেন, কণ্ঠীই তো দিবেন।

ভট্টা। হাঁ, দিন দিন পরিয়ে দিন—
গলায় দোলায় কণ্ঠহার—

নেপথ্যে স্ত্রীলোকগণ। ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মার।

গাণিক্য। কেডা আসে হল্লা কোরে?

(মাণিক্যধন, মনসাঠাকুরুণ প্রভৃতির প্রবেশ)

মাণিক্য। আস পুতির বৌ আন, এই ত্যাহ হালার নাতী সেই বুরী মাগীর সাথে কণ্ঠীবদল কর্‌ছে।

গাণিক্য। কও কোর্ত্তা বাবা, আমি শুব যাত্রা করছি, এহনি রাজা অইব, তুমি কি গোল বাধাইতে আলে? এরা সব কারা?

মাণিক্য। তোর শাসনকর্ত্রী মনসা ঠাকুরাণ স্বয়ং গঙ্গাচ্ছানে আসছেন; ই আর জন্মদাতা পিতে নয় যে, খাতি না দিয়ে খ্যাদাইয়ে দিবি, বিয়ে করা মাগু, ঝারু মারবে আর কানে পাক দিয়ে গুরাইবে।

[প্রস্থান।

গাণিক্য। মনসা ঠাকুরাণ! গঙ্গাচ্ছানে আইছো, ছান করি যাও, সরকের উপর কি ঢলাঢলি করবার আসছো; আমি অ্যাহন রাজা অইবারে যাত্রা করছি।

মনসা। বাইবাতারীর বাই, কোল্‌-কত্তায় আসে আমারে রারী করছো, আমার মাথা কচমচায়ে চাবায়ে খাইছো, দ্যাশে চল, পোবারমু বান্দর, তোমায় না ক্যাওরাডোঙ্গায় বোরই কাঠের আঙ্গরায় পোরাইমু, তোমায় দাহ কইরা আমার আতের হক্ক ঘুচাইমু।

গাণিক্য। দ্যাহ মনসা ঠাকুরাণ, আমার রাগ চরাইও না! আমার অ্যাহন, রাজার মত ম্যাজাজ অইছে, অ্যাহনি বরকন্দাজেরে কোয়ে তোমায় না ফাসী চরাইতে পারি।

মনসা। বিটাখাগীর বিটা, সগরে আসে সিপুই অইছ? মাগুরে ফাসী লাগাইবা, কসবীরে পূজা করবা—ছাহ তো কেডা কারে ফাসী লাগায়।

(গাণিক্যধনের গলায় গামছা বন্ধন)

ভট্টা। ভার্য্যা খাণ্ডার ভর্ত্তা লম্পট,
ভট্টাচার্য্য মারে চম্পট।
খনার বচন আছে রচা,
আপন আপন বাঁচা চাচা॥

(ভট্টাচার্য্য, বাশীমোহন, কীর্ত্তিবাস ও পাচী বাইজীর প্রস্থান।

গাণিক্য। ওরে পালাস ক্যান্‌; ও বাশী-মোহন, ও হালার পুত কীর্ত্তিবাস খুরা, ও বাইজী! আমায় বিপদে ফেলে হক্কলে পলাইছ?

(গীত)

মনসা।—

পোরারমুয়ে নারার আগুন বুহিন-মাগুর বাই।
চল্ তো চল্ হালার পুত দ্যাশে ল'য়ে যাই॥
জলাবুয়ে রাখমু গারে, বিছাই দিমু ঝারু মারে,
তোর কাচা মাথা কচমচায়ে চাবায়ে না খাই॥

স্ত্রীলোকগণ।—

আঁতুর গায়ে দেদার ঝারু দূর দূর দূর দূর,
আগুরির পুত্ বাদীর বিটা রাজা-বাহাদুর॥

মনসা।—

মাগুরে ছারি মাগীর বারী আইছো হালার পুতি,
তোর বুকের ছাতি করমু গুরা
মারে মারে লাথী,
কসবী-গরে আইসে বান্দর,
রাজা অইবে গবাচন্দর,
তোর অন্দরেতে হুন্দর মাগু
যাবা না তার ঠাই॥

স্ত্রীলোকগণ।—

ব্যালেল্লা নোচ্ছার পাজী মুয়ে আকার ছাই।
আতুর-গরে লবণ মুয়ে খ্যাহনি কেনে দাই॥

[সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বল দৃশ্য।

ফ্যান্সী পোষাকে সাহেব-বিবিগণ।

(গীত)

"GALA-CITY BALLAD"

Blooming fresh,
In fancy dress,
Sing and dance,
Jump and prance,

Jolly-Johnny polly molly Jemmima,
Tarara, Tarara, la la la la la la la !
Queen of Beauty,
This Gala City,
Dirty—no no—pretty Municipality.
O ! O ! O ! O ! Quite first rate ;—
Its Bloody Code,
Its Floody Road,
Grimy Gas,
Dreamy Cash,
Scanty water
Tax every quarter,
Blessed—blessed Sewage scent,
Blessed nineteen-half per cent.
To-day gay day forget all,
Toldi Toldi Toldi rol !
A Heaven we shall make of Hell,
Merrily merrily rings the bell,
Ding Dong Ding Ding Ding Dong
Dong ?
Hurra ! Hurra !
Be of cheer—
CHRISTMAS COMES BUT ONCE A
YEAR.

যবনিকা-পতন।

কবিতা ও গান

রোষ-বিহ্বলা।

আবার আবার তুমি কর তিরস্কার।
ফণিনী-সমান উঠ গর্জ্জিয়া আবার॥
হেলাইয়া গ্রীবাদেশ,
আবার দুলুক কেশ,
ফুটুক ছুটুক কণ্ঠে গালি সুধাধার।
রক্তিম আঁখিতে খুলি' গোমুখীর দ্বার॥

লোহিত অধর রোষে হউক স্ফুরণ!
নিটোল ললাট দেখি ঈষৎ কুঞ্চন॥
কঙ্কণ-ঝঙ্কার কর,
অঙ্গুলি হেলায়ে ধর,
নাচিয়া উঠুক অঙ্গ তরঙ্গে যেমন।
শ্বাসে শ্বাসে হৃদাবাসে মেদিনীকম্পন॥

উঠুক গোলাপ ফুটে গালে পুনরায়।
রঞ্জিত বদনে ভয় দেখাও আমায়॥
ঘুরুক্ নয়নতারা,
যেন হ'য়ে পথহারা,
মুহু মুহু বাহু তুলে' কুহর' গলায়।
রাঙা কানে দুল দুলে' ঝলুক আভায়॥

সমরে শ্যামার শোভা জগ-মনোহর।
লোহিত পতিত পদে ভোলা দিগম্বর॥
হ'লে শক্তি মুক্তকেশী,
ভক্তের আনন্দ বেশী,
অসি-ধরা কর হেরে বিভোর নয়ন।
রণে নাচে, প্রাণ যাচে চরণে শয়ন॥

বিরহ।

বাহিরে বিরহ, হৃদে অহরহ,
কাঁদিয়ে মধুর সুখ।
চোখেতে চাতকী, চিতে চকাচকী,
উড়ে গে জুড়েছে বুক॥
বুকে ক'রে তারে, ফিরি দ্বারে দ্বারে,
যেখানে বসাই বসে।
অপরের সনে, থাকি আলাপনে,
তার কথা কানে পশে॥
নিত্য ব্রতধর্ম্মে, বসি কাজকর্ম্মে,
মর্ম্মেতে তাহার স্থান।
সেথা ঘোরেফেরে, ডাকে আঁখি ঠেরে,
শুনায় আশার গান॥
বিরলে অলসে, কলসে কলসে,
সে ঢালে সুধার ধারা।
রসে ডুবে যাই, হাঁসি কাঁদি গাই
প্রেমমদে মাতোয়ারা॥
মুদিয়া নয়ন, করি গো শয়ন,
ভাবিতে ভাবনা ভরে॥
ঘুমাতে যতন, দেখিতে স্বপন,
সে শোবে গলাটি ধ'রে॥
শ্যামলতা দোলে, তারে মনে তোলে,
কুসুমে সুষমা তার।
কোমল শিরীষে, থাকে গো সে মিশে,
নীরদে কবরীভার॥
ডুবুডুবু চাঁদে, সে যেন গো কাঁদে,
মুখটী লুকায়ে লাজে।
শুকতারা জ্বলে, তারি কথা বলে,
নয়ন অমনি সাজে॥

কমলে সলিলে, সহসা দেখিলে,
ভাবি হাসে বিনোদিনী।
হংসী ভেসে যায়, ঠিক সে পালায়,
খেলাছলে আদরিণী॥

উষার বাতাসে, যে জীবন ভাসে,
সে যেন মিশান তায়।
সন্তফুলগন্ধে, প্রেমানন্দচ্ছন্দে,
যৌবনে কাঁপায় কায়॥

নীরব দুপুরে, বুকভাঙা সুরে,
ঘুঘু তরুশাখে ডাকে।
যেন সে শিহরে, আমার ভিতরে,
আমারে ধরিয়ে রাখে॥

সন্ধ্যাসমাগমে, এলান আরামে,
এদিকে ওদিকে যাই।
বামে কি ডাহিনে, বিফলে চাহি নে,
আকাশে দেখিতে পাই॥

যত বাড়ে রাতি, তত ফোটে ভাতি,
যামিনী কামিনী-রাজ্য।
ভুবন পরিয়ে, ভাবনা ভরিয়ে,
সে হরে আমার বাহ্য॥

একখানি দেহে, যেন বিশ্বগেহে,
ঘুমায়ে রয়েছে এই।
তারায় তারায়, সুধাকরকায়,
আলাদা আবার সেই॥

জ্যোৎস্নার পুঞ্জ, কুসুমিত কুঞ্জ,
খদ্যোত খচিত শাখী।
তারি রূপ ধ'রে, থাকে থরে থরে,
আমি নাম ধ'রে ডাকি॥

যেথা স্নেহমায়া, সেথা তার ছায়া,
পিরীতি মূরতি তার।
নিরাশা কি আশা, তার যাওয়া-আসা,
ভালবাসা তারি সার॥

শিশুর হাসিতে, সে থাকে ভাসিতে,
কিশোরখেলায় খেলে।
যৌবন-মদিরা, সে যেন অধীরা,
অমৃত ঢালিয়া ফেলে॥

সুস্থির স্থবিরে, সেই বসে ধীরে,
শান্তি কান্তিটুকু যায়।
নর নারী নাই, সে যেন সবাই,
জড়েতে চেতনা তার॥

পলে পলে নব,— লীলা অনুভব,
এ মজা বুঝাব কায়।
'হারাই হারাই',— মনমাঝে নাই,
নাহি অপবাদ-দায়॥

রহ রে বিরহ, আমরণ রহ
আমারে সে-ময় কোরে।
চোখোচোখি হ'তে, এ হারাণ পথে,
অভাবে শ' ভাবে ধ'রে।
চলি গো নেশার ভরে॥

শ্রীমতীর অভিসার।

যামিনী তিমিরা ঘোরা, ভেটিবারে মনচোরা,
সখীসনে রাধারাণী বনে বাহিরায়।
নিশার তামস কায়, নীলশাটী মিশে যায়,
লাজেতে নয়ন-নীল পল্লবে লুকায়॥

কৃষ্ণবেণী দোলে পৃষ্ঠে, হৃষ্ট-হৃদে ধরি কৃষ্ণে,
অভীষ্টে করিতে দৃষ্টি মিষ্টিচোখে চায়।
তুলিতে ফেলিতে পদ, ফোটে লোটে কোকনদ,
চরণে নূপুর বেজে লাজেরে মজায়॥

গোল হাতে কাল চুড়ি, মুখটী ফুলের কুঁড়ি,
হুড়াহুড়ি মনমাঝে প্রেমের তরঙ্গ।
টিট্‌কারী চাপা-হাসি, সখীদল ঢাকে কাসি,
অঙ্গে-অঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি টিপে-টিপে রঙ্গ॥

পথে হ'তে অগ্রসর, কৃষ্ণগন্ধ মনোহর,
শ্রীমতীর নাসারন্ধ্রে মন্দশ্বাসে পশে।
অধীর মদির-গন্ধে, ধায় ধনী প্রেমানন্দে,
ছুটে যেতে কটি হ'তে শাটী পড়ে খ'সে॥

বেণী দোলে দলমল, কানে হীরা ঝলমল,
শ্রমজল অবিরল সুকপোলে ঝরে।
আঁচল ভূতলে লোটে,কুশ-কাঁটা পদে ফোটে,
পাছে ছোটে সখীদল আকুলিতা ডরে॥
উরু-দুটী গুরুভার, ভারি অতি হৃদাধার,
রজনী আঁধার তার পথ বনে বনে।
রাধার সে চিন্তা নাই, চিন্তামণি চোখে চাই,
ভ্রান্তমনে শ্রান্ত সতী চলে চিন্তা সনে॥
অদূরে বাঁশরী-রব, ক্রমে কানে অনুভব,
মুরলী বিজন বনে বাজে করুণায়।
বিনায়ে বিনায়ে ছাঁদে, বাঁশী বুক ভেঙে কাঁদে,
"আয় রাধে আয় রাধে" সুরে ফুকরায়॥
মিশিয়া বাঁশীর স্বরে, যমুনা কল্লোল করে,
"তবে নয় বহুদূরে মম শ্যামরায়।
ছুটে চল চল অলি, সর্ব্বস্ব দিব লো ডালি,
রাধা-আশে বনমালী বিজনে বেড়ায়॥"
নিকটে শ্যামের ঘ্রাণ, বিভোর ক'রেছে প্রাণ,
বঁধুগন্ধে অন্ধ রাধা দৃষ্টি নাহি চলে।
"তি... অলস ছাড়ি, এস সখা আগুবাড়ি,
চলিব সে কেলিকুঞ্জে বাহু বেড়ি' গলে॥
কলঙ্কে। অলঙ্কার, ক'রেছি কেশের হার,
লাজভয় জাতিকুল গিয়েছে আমার।
সতী বা অসতী হই, জানি না তো কৃষ্ণ বই,
ব্রজপতি পতি মোর ব্রহ্মাণ্ড রাধার॥
যে দিন নয়নে মোর, প্রথমে হে মনচোর,
উদিলে তমালতলে হয়ে বংশীধারী।
ভুলিনু সে শুভক্ষণে, নিজ দেহ প্রাণ মনে,
ভুলিনু কি নাম ধরি নর কিংবা নারী॥
যত কিছু হ'ল দৃষ্ট, দেখিলাম সব কৃষ্ণ,
অদৃষ্ট ব'লেছি যারে সেও কৃষ্ণচন্দ্র।
কৃষ্ণনাম সব শব্দ, স্পর্শে কৃষ্ণ উপলব্ধ,
কৃষ্ণগন্ধ শ্বাসে শ্বাসে লভে নাসারন্ধ্র॥
হে মাধব হে মাধব, সেই দিন গেছে সব,
করিবারে কৃষ্ণরব ভিন্ন দেহ আছে।
হৃদিপদ্মে বসাইতে, সুধারসে ভাসাইতে,
আলাদা রাধার রূপে আছি পাছে পাছে॥"
পুলক-কণ্টক কায়, পদে পদে বেধে যায়,
ধাইতে ধাইতে রাই কত কথা বলে।
চাঁচর চিকুর হ'তে, পদতলে ধূলিপথে,
তরঙ্গিত প্রতি অঙ্গে পিরীতি উছলে॥
বাঁশরী বাজিল স্পষ্ট, আঁধার করিয়ে নষ্ট,
প্রকাশ হইল কৃষ্ণ গোপীর নয়নে।
আহিরীকুমার কুল, উল্লাসে তুলায়ে চুল,
হরি বলি করতালি দিল ঘনে ঘনে॥
বলে "দেখ দেখ রাই, কৃষ্ণ আর কালো নাই,
কি বর্ণ এ বর্ণ হেরি বর্ণনা না হয়।
স্বর্ণ-আভা ল'য়ে বামে,ঘন ক'রে দে লো শ্যামে,
নিশ্বাসে মিশায় পাছে মনে হয় ভয়॥"
হাত রেখে পতিকাঁধে, হেলিয়ে দাঁড়ায় রাধে,
ভুজফাঁদে শ্যামচাঁদে চাঁদিল রাধায়।
চুমিতে চাঁচর চুল, চূড়া ছেড়ে পড়ে ফুল,
সুনীল দুকূল দুলে' ধটি ছুঁতে ধায়॥
কদমে কনকলতা, চারি চোখে কত কথা,
অধরে অধর করে প্রেমের স্বাক্ষর।
এইরূপ দেখি চক্ষে, এই রূপ রাখি বক্ষে,
লক্ষ্যে থাক রাধাকৃষ্ণ চারিটী অক্ষর।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ চারিটী অক্ষর॥

উন্মত্তা।

সংসারবন্ধনমূল স্নেহপারাবার।
এই কি গো সেই নারী মমতা-আধার॥
এই সেই কেশরাশি নবজলধর।
চুম্বনের খনি কি গো অই সে অধর॥
সে দুটী নয়ন অই মম মনোহরা।
জীবন-জুড়ান দৃষ্টি মিষ্টি স্নেহভরা॥
অই সে রসনা যাহা দিত সুধা ঢেলে।
দিয়েছে কি আলিঙ্গন ওই বাহু মেলে॥

ওই বক্ষে ভাবিয়াছি স্বর্গ-উপাধান।
ওই বক্ষে করায়েছে সুতে সুধাপান॥
ওই হৃদি গলে' ছুটে' নয়নেতে জল।
মমতার কথাগুলি করে কি শীতল॥
কন্যারূপে ছিল এ কি মায়ার পুতুল।
যৌবনের ছায়া জায়া ঐশ্বর্য্য বিপুল॥
জননীরূপিণী নারী ইনিই আবার।
ধরায় জীবন্ত মূর্ত্তি গৌরীপ্রতিমার॥
কোথায় সে সব রূপ লুকাল কোথায়।
প্রলয়ের কালো ছায়া গ্রাসিল মায়ায়॥
সুধাকর বিষধর হ'ল কোন্ মন্ত্রে।
শতদলে দাবানল কোন্ যাদুমন্ত্রে॥
কি বিষ পশিয়া প্রাণে করিল উন্মাদ।
দৃষ্টিতে বিষের বৃষ্টি স্বরে বজ্রনাদ।
স্খলিতকবরী রুক্ষ বেণী লট্ পট্?
ঠিকরিয়া পড়ে চক্ষু চাহে কট্ মট্॥
দন্তে দন্তে ঘরষণ বাহু-আস্ফালন।
ঝম্পে ঝম্পে ভূমিকম্প উল্লম্ফ নাচন॥
কণ্ঠায় গরজে সর্প শাপ বিষবাণ।
কোথায় লুকান ছিল প্রেত-অভিধান।
প্রেত-উপাধান বক্ষে উত্থান-পতন।
দৈত্যদল করে যেন সাগরমন্থন॥
কোথায় লুকাল কন্যা বনিতা জননী।
কোথায় লুকাল লজ্জা কুলের রমণী॥
শত আদরের পূজা পেত যে মাধুরী।
ঈর্ষার তস্কর তারে পলে কৈল চুরি॥
অবাক্ অবাক্ এ কি প্রকৃতি অদ্ভুত।
লক্ষ্মীর কমলবনে নৃত্য করে ভূত॥
অত কোমলতা লতা হারাইয়া পলে।
হাউয়ের ঝাড় ওঠে লতায়ে অনলে॥
বিকার পাইলে বুঝি অতি সুকুমার।
চিহ্নমাত্র নাহি থাকে পূর্ব্ব-সুষমার॥
যতদূর ছিল আগে শোভার আকর।
প্রকটে বিকট রূপ তত ভয়ঙ্কর॥

অতি মনোহর গন্ধ সদ্য-যূথিকা[illegible]।
ঘর্ম্মসিক্ত হ'লে মালা ঘরে রাখা ভার॥
সুধাসম তারে মুগ্ধ করে [illegible] জীব।
ঈষৎ আঁকিলে জ্বালে দুর্গন্ধে [illegible]॥
সৌন্দর্য্যে কলঙ্ক-অঙ্ক স্পষ্টতর হয়।
তুষারে মসীর বিন্দু লুকাবার [illegible]॥
যা কিছু সুন্দর মিষ্ট বিমল কোমল।
গোলোক আলোক করে শোভা ধরা[illegible]॥
সকলের সার ল'য়ে করিয়ে [illegible]।
রমণীরতন সৃষ্টি করেন ঈশ্বর॥
সংসারমরুতে ছায়া সলিল শীতল।
কণ্টককানন-মাঝে ফুল্ল শতদল॥
দুর্ভিক্ষে অন্নের মেরু দৈন্যে হীরা[illegible]।
উদয়ে প্রাসাদ হয় অন্ধ কারাগা[illegible]॥
রোগেতে অমৃত নারী চিন্তাজ্ব[illegible]।
অন্ধের কমল-চক্ষু কুৎসিতের [illegible]॥
কঠিন মাটীতে কম অমরার ছ[illegible]।
তুমি নারী কন্যা মাতা জায়া [illegible]॥
হিংসা ঈর্ষা কিন্তু যদি পরশে [illegible]।
পিশাচী তোমার কাছে পায় প[illegible]॥
সরম-ভরম সতী করিলে বর্জ্জন।
দেবীর প্রতিমা হয় সঙ্গে বিসর্জ্জন॥
বড়ই দুর্ল্লভ নাম এ জগতে সতী।
চিহ্ন শুধু নয় তার এক পতিরতি॥
পতি ধ্যান-জ্ঞান পতি মান অপমান।
পতির সুখের তরে করে আত্মদান॥
অত্যাচারী অনাচারী হ'লে পরে [illegible]।
তারে যেই পূজে সেই সতী—[illegible]॥

রূপবর্ণনা।

দুহাতে দুগাছি আছে মকরের বালা।
তাতেই কেমন দেখ সাজিয়াছে বালা॥
তার কোলে ঢেউ খে'লে আছে চুড়ি[illegible]।
ঠুন্‌ঠুন্ রবে কানে দেয় সুধাগুলি॥

বাহুতে আড়ুরপাতা উজ্জল অনন্ত।
মনোলোভা রূপ শোভা খুলেছে অনন্ত॥
গলায় প্রেমের ফ্রেমে ঝকে হেম-চিক্।
হীরা-ছোলা টোপ্-তোলা জলে চিক্‌চিক্॥
বাহারে বিহরে বুকে সাত নর হার।
সে হারে হরিয়া মন মানায় গো হার॥
ছুটী কানে ফুটে আছে হীরকের ঝোপ্।
পতিরে ফেলিতে ফাঁদে মাছধরা টোপ্॥
বিউনি না কোরে কেশে এলোখোঁপা বাঁধা।
খোঁপাটী বাঁধিতে সাধে বঁধু হিয়া বাঁধে॥
কবরী আটকে রাখে কাঞ্চনের কাঁটা।
চিকুরে পতঙ্গ হেরে অঙ্গে দেয় কাঁটা॥
অধরে ঢালিয়ে দেছে সুধারস পান।
বড় ভাগ্যধর ভাগ্যে তাতে মধু পান॥
ভুরুদুটী-মাঝে রাজে খয়েরের টিপ্!
নয়নের দীপে করে বুক টিপ্‌টিপ্॥
অঙ্গ ঘিরে আছে শাটী বসুন্তীবরণ।
করিবে সে শান্ত শোভা কাহারে বরণ॥
পায়ে লোটে ছয়গাছি ছিলেকাটা মল।
চলিতে উছলে ছটা করে ঝল্‌মল্॥
আরক্ত অলক্তরসে চারু পদতল।
সে রসে মিশায় ধরা স্বর্গ রসাতল॥
মাটীতে হাঁটিতে বালা চলে ধীর পায়।
ভয় বুঝি বসুমতী পাছে ব্যথা পায়॥
প্রফুল্ল বদনখানি সদ্য-ফোটা পদ্ম।
আভায় নিভায়ে ফেলে শশী কোটিপদ্ম॥
হাসিলে দশনে দেখি মুক্তাফল ক'টি।
ক্ষীণ তনুমাঝে রাজে অজুরা ক্ষীণ কটি॥
ব্যথিতে সেবিতে মুক্ত কমনীয় কর।
হৃদয়ে বুলালে হাত অতি শান্তিকর॥
কোমল কণ্ঠের স্বরে কোকিল কুহরে।
সরল তরল ভাষে মনের কু হরে॥
টুক্‌টুকে মুখ জুঁকে মানায়েছে নাসা।
ছুটী সরু চারু ভুরু যুবজন-নাশা॥

কপোলযুগলে হেরি কোকনদ-রাগ।
প্রেমযাগে যুবকের জাগে অনুরাগ॥
ফুল ফুটে আছে যেন ছুটী ছোট কান।
যৌবনে লাবণ্যজলে অঙ্গ কানেকান॥
পুলকে ঝলকে বুকে যুগল গোলক।
কৈলাসের কুঞ্জপাশে বিষ্ণুর গোলক॥
আঁখিতে মাখিয়া রাখা প্রাণের প্রতিভা।
ধরায় ধ'রেছে নাম বালিকা "প্রতিভা॥"
কার গলে দুলিবে মালা এই শোভারাশি।
কোন্ লগ্নে জন্ম তার কিবা উচ্চরাশি॥
যে হও সে হও তুমি কবি সাধে পদে।
প্রতিপদচন্দ্রে দেখো স্নেহে পদে পদে॥
নরদেহ ধ'রে যবে লভিবে অমৃত।
বলিও সকলি সত্য ব'লেছে অমৃত॥

পতি

ব্যঙ্গপ্রিয়া রঙ্গময়ী কোন্ রসবতী।
উপহাসে ক্রীতদাসে নাম দিল পতি॥
বিবাহেতে পুরুষের হয় সংঘটন।
স্বাধীনতা-স্বর্গ হ'তে প্রথম পতন॥
হারায় অন্তের 'ত'টি 'পতিত' পতনে।
তাই সতী ডাকে তারে 'পতি'-সম্বোধনে॥
পত্নীপদতীর্থে সদা গড়াগড়ি যায়।
তা'তেও গয়ার পাপী 'পতি' নাম পায়॥
দুর্গতি কুমতি ক্ষতি প্রণতি মিনতি।
এ সবের সনে বেশ মিল খায় পতি॥
তের'তে মনিব যবে করেন প্রবেশ।
উমেদারী আর্জি লিখে করেছিনু পেশ॥
চাকরী-তরে ঘুষ দিছি রেশমের ফিতে।
সাবান খোসবু কত বিলাতী শিশিতে॥
চোদ্দতে মদ্দর সার হ'ল হাড়হদ্দ।
বানর বনিনু দে'খে পোনেরর পদ্ম॥
ষোড়শী ষাঁড়াসী-পাকে করে নিমু-খুন।
সতের গহ্বরে দেয় ধরাইয়ে ঘুণ॥

আঠার রূপের হাটে গরম বেজায়।
হুকুম তামিল কোরে প্রাণ যায় যায়॥
উনিশ—বিশের তরে বছর দুচার।
যাবে কি না যাবে ছেড়ে করিল বিচার॥
বিশের যৌবন ধরে, তুফানে চোবান।
ভাদ্দরের ভরা নদী ষাঁড়াষাড়ী বান॥
সার্ভিস বত্রিশ বর্ষ এরূপে যাপন।
এ আফিসে নাই শুনি কখন পেন্‌শন্‌॥
প্রথমে মনের মত পেয়েছি বেতন।
উপ্‌রি আছিল কিছু নিত্য উপার্জ্জন॥
ছিল বটে খেল্‌মত্‌, খানসামা-সাজে।
মেহন্নতে মজা তবু আয় ছিল বাজে॥
ছায়াদায়ী জায়া গেছে প্রেমে ধ'রে ফল।
দিনে দিনে বেড়ে গেল মনিবের দল॥
ছোট ছোট 'বাবালোক' বুঝে সুঝে হাবা।
গোলামেমে দিলে নাম বাবাকেলে "বাবা"॥
পতির পতিত্ব হয়ে ক্রমে ক্রমে লোপ।
এখন ভৃত্যের কাঁধে পিতৃত্ব-আরোপ॥

---

(১)

সে কি রূপের ভারে ভরা।
যার গড়া এ সুন্দর বসুন্ধরা॥
সে সূর্য্যি ছেঁকে চাঁদ এঁকেছে,
তারার ঝাঁকে আকাশ ঢেকে রেখেছে,
দৃষ্টি যোড়া মিষ্টি বৃষ্টি সৃষ্টি যার করা॥
যে ফল গ'ড়েছে কত ঢঙে,
সাজিয়েছে ফুল নানারঙে,
তায় কি সোজায় যায় গো ধরা॥

(২)

তরু তোমার মত ভক্ত কেবা আর।
তুমি হৃদয়ের রসে ফোটায়ে কুসুম
পূজা কর যার॥
খর তাপ সহ্য কর, ধূলা শিলা অঙ্গেধর,
ঝঞ্ঝা-বাতে, বৃষ্টিপাতে,
মেতে ওঠে মন তোমার॥
সুরভি কবরী ধোরে, শাখাগুলি ন...
মায়ের আমার চরণ (তো)...
কুসুম ঢাল অনিবার।
দিয়ে অঞ্জলি মনোরঞ্জন না...
ফলের তরে হাহাকার।

(৩)

আমার আত্মতত্ত্ব কাজ কি ...
আমসত্ত্ব এ রসনায়।
থাক্‌ শাস্ত্র-তর্ক আর্ক-ফল...
ভক্ত হৃদয় ভক্তি চায়॥
যার বিজ্ঞানেতে বিষম জ্ঞান,
তিনি জলে দেখুন হাইড্রোজেন...
পিপাসী চাহিলে জল পান ...
তা প্রাণ যুড়ায়॥
পিয়ো মধু বেছে বেছে
কাজ কি এঁচে কুসুম বে...
মালীর মাসে কত আ...

(৪)

ভুবনমোহিনী মুখ দেখা হলো না ...
আমার নিবে গেছে নয়ন...
ও মা তারা বিশ্বরাজ্য অন্ধকা...
ভুবন-ভোলান ভঙ্গী, মুক্তকেশী ...
সঙ্গী লক্ষ্মী-সরস্বতী গণপতি সু...
অধরে মাধুরী ধোরে, দশভুজা ...পরে,
নয়নে করুণা ঝরে,
তোমরা দেখ গো নয়ন ভ'রে
কত শোভা সারদার॥
বদন আনন্দধাম, আনন্দদায়িনী নাম,
আনন্দময়ী আসে ভবে,
নিরানন্দে পরাভবে,
বসায় গো আনন্দবাজার॥
শরতে হাসে মা ধরা, শশীতারা মনোহর
...ম্মি যে মা দৃষ্টিহারা, হর...
দেখি কালিমাখা এ সংসা...

নবসাজে সাজে সুখে, পুত্র কন্যা হাসিমুখে,
ওমা সে হাসি সুধার রাশি,
পিপাসী দেখে দেখে না আর ॥
সোনার নাক্তিনী ডালি, শ্রবণে অমিয় ঢালি,
আধভাষে আসে আদরিণী,
"দেখ দেখ মুখ" বলে বার বার ॥
গৃহিণী আদর কোরে, নববধূ আনে ঘরে,
অন্ধ পতি দেখ্‌তে নারে,
দেখে ঝরে সতীর আঁখিধার।
শুনি কানে বাজে ঢাক, দুর্গে দুর্গে দুর্গে ডাক,
আমি না দেখে চরণ মরণ ডাকি,
উঠে অন্তরেতে হাহাকার ॥
বিজয়াতে বন্ধুগণ, করে এসে আলিঙ্গন,
আমি সুধাই খালি, কে এলি, কে এলি,
মিত্র-চিত্র নেত্রে নাহি ভাসে আর।
ভুলি সকল জ্বালা গিরিবালা,
যদি ভেঙে দিস্ মা কারাগার ॥

(৫)

মা গো রূপের তুলনা ঐ রূপরাশি।
বিশ্বের আনন্দ-ছন্দ তব সুধাধরে হাসি ॥
কি যে করে মা গো লাবণ্যতরঙ্গ,
দিবস-যামিনী মানসেতে রঙ্গ,
চাহিয়া চরণ-সঙ্গ জীবন-প্রসঙ্গ,
মহামোহ-বিনাশী ॥
মাধুরী পূজিতে হইয়ে পাগল,
আহুতি পেয়েছে খালি কামানল,
পদ্ম-শতদলে ঐত মধু ফেলে,
আমি পঙ্কিল জলে ভাসি।
তব রূপে কোন্‌রূপে আমায় কর মা পিপাসী ॥

---

(১)

বামা বিমোহিনী ভুবনে বিহরে।
কামিনী জীবন-যামিনী আঁধার হরে ॥
সংসার-সাগরে সোনার তরণী,
ঘর আলোকরা ঘরের ঘরণী,
সন্তানপালিনী সাজিয়ে জননী,
রমণী ধরণী শীতল করে ॥
বালা বধূ দারা, মাতা তাপহরা,
নারী নানারূপ ধরে।
নায়িকা-বিহীন নাটকের প্রায়,
সৃষ্টি মিছি শূন্য নারী বিনা হায় ;—
খালি বালি ধূ—ধূ—ধূ—ধূ হৃদয়-ভিতরে ;—
নাহি আঁখিধারা, হাসির ফোয়ারা—
যেন হাহা হাহা করে ॥

(২)

বেণী দুলায়ে মন ভোলায়।
দুটো কাল আঁখি, খালি দিয়ে ফাঁকি,
ভেল্‌কি দেখায় ॥
অধরে গড়িয়ে মধুর হাসি,
প্রাণে দেয় ফাঁসি নারী সর্ব্বনাশী,
করিয়ে পিয়াসী শেষে সলিল লুকায় ॥

(৩)

সাধিবে নিজকরে বাঁধিতে কবরী।
হেনারসে রঞ্জিতে চরণে ধরি ॥
লাজে নত আঁখি দুটী, কাজলে সাজে
চুম্বন নিমন্ত্রণ অধরে বিরাজে ;—
নিমেষ হারায়ে দেখিবে দাঁড়ায়ে,
দিবা-বিভাবরী ॥

(৪)

ধরে চরণে ধরাতে পায়।
ভালবাসি বোলে দাসী করিবারে চায়
(ঐ) কঠোর পুরুষ জাতি,
অবিশ্বাসী নারীঘাতী,
পতি প্রেম-ফাঁদ, হাতে দেয় চাঁদ,
অগাধ জলধি-জলে হেলায় ডুবায় ॥

(৫)

এস ভাই বেড়াই বাগানে।
আহা কেমন শীতল বাতাস বইছে এখানে॥
বৈকেল বেলায় একটু খেলা করতে ভালবাসি,
দিনের পড়া হ'লে সায়, তাই বাগানে আসি,
দেখি ফুলের রাশি বিমল হাসি,
চেয়ে থাকি গাছ পানে॥
এস সবাই মিলে ছুটে ছুটে ঘুরি পাশে পাশে,
হাঁপিয়ে এলে লাফিয়ে বেলে বস্‌বো
গিয়ে ঘাসে,
কচি ঘাসে বাস আশে বেশ দেখ্‌বে
ব'সে সেখানে।
শাখায় বোসে পাখীর মেলা ভাসিয়ে
দেবে আকাশ গানে॥

(৬)

প্রেম প্রেম কোরে লোক হয় না যেন
আপন-হারা।
ধর্‌তে চাঁদে পড়্‌বে ফাঁদে কঁদ্‌তে কাঁদতে
হবে সারা॥
বাস্‌লে ভাল হৃদয় জলে,
নিগড় পরে নিজের গলে।
ধরার প্রেমে পাগল কোরে,
শেষে যায় গো প্রাণে মারা॥

(৭)

ধরা আজ কেন এত মধুময়।
আজ কি মদির মধুভরে ফুটেছে গো
ফুলচয়॥
মধু মাখান পবনে, মধুমাখান কিরণে,
ঢালিয়ে নূতন মধু কে মাতালে এ হৃদয়।
বুঝিনু বুঝিনু বঁধু তুমি মধুর আলয়॥

(৮)

প্রেমের মধু বৃন্দাবনে
প্রেম ছড়াছড়ি, গড়াগড়ি কাড়াকাড়ি
অনুক্ষণ॥
প্রেম রবির কিরণে, ধীর সমীরণে,
রোহিণী রমণে,
প্রেম অনুরাগে যামিনীতে জাগে তারাগণ॥
প্রেম গিরিবরে গলে, তরু'পরে ফলে,
নবদূর্ব্বাদলে, শিশিরের জলে,
প্রেম হয় বরিষণ॥
প্রেমে কানন উছলি, কোকিল-কাকলী,
ফুটে ফুলকলি,
দলে দলে অলি প্রেমমধু করে আহরণ॥
প্রেমে ডাকিছে বিহঙ্গ, নাচিছে কুরঙ্গ
মোহিত মাতঙ্গ,
সিংহাসনে রঙ্গে করে প্রেম দরশন॥
প্রেমে শিখিনী বিহরে, যমুনা শিহরে,
লহরে লহরে,
শশী-কর ধোরে করে প্রেমেতে চুম্বন॥
প্রেমে ব্রজ-রজ রেণু, অঙ্গে মেখে ধেনু,
রঙ্গে শুনে বেণু,
পুলকিত তনু প্রেমে করে বিচরণ॥
প্রেমে সুধায় পিয়াসী, মত্ত ব্রজবাসী,
কিবা দিবানিশি,
রাধা শশী রাধা শশী করে প্রেমে আবাহন॥
প্রেম-নবঘন কালা, লয়ে গোপবালা,
গলে গুঞ্জমালা,
কুঞ্জ করে আলো কোরে প্রেমে আলাপন॥
প্রেমে গোকুল-নলিনী, রাধা বিমলিনী,
প্রেমপাগলিনী,
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম করে বিতরণ

সম্পূর্ণ।